অজ্ঞাতবাস

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

অজ্ঞাতবাস

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
কলিকাতা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রণীত

এপিক উপন্যাস

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড

কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখ মোচন

পঞ্চম খণ্ড

মর্ত্তের স্বর্গ

সূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল

১৯৩২-৩৩

বন্দী প্রমিথিয়ুস্

১

পাট্‌নীতে টেম্‌স্ নদীবক্ষে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেস হয়ে গেল, বাদল দেখ্‌তে পেল না। উইণ্ডহাম্‌স্ থিয়েটারে ইব্‌সেন শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইবসেনের নাটকাবলীর অভিনয় হয়ে গেল, বাদল দেখ্‌তে পেল না। লণ্ডনের বাইরে এসে লণ্ডনের কত কি বাদল দেখ্‌তে পেল না। কাগজে সকলে পড়ে পরের খবর, বাদল পড়ে তার নিজের—সে নিজে কি দেখ্‌তে পেল না, কিসে যোগ দিতে পার্‌ল না, কার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌ল না। তার রোজ আফশোষ হয় কেন সে লণ্ডন ছাড়্‌তে গেল—লণ্ডনের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা যে কোন্ সুদূর অতীতের, সে অতীতকে ডিঙ্গিয়ে স্মৃতি-স্তার পশ্চাদ্‌গতি হতে পারে না।

যে বাদল অতীতকে অস্বীকার কর্‌ত, অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিত না সেই এখন লণ্ডনের বিগত দিনগুলির উপর স্মৃতির আঙ্গুল বুলিয়ে যায়। মরা হাড়ের স্বরগ্রাম থেকে কড়ি ও কোমল স্বর নির্গত হয়। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে গল্প ও বাজার করা, তর্ক ও মনোমালিন্য, তাঁর মিষ্টি হাতের কোকো; কলিন্স ও তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, একত্র আহার, থিয়েটারে যাওয়া; সুধীদার সঙ্গে বিচ্ছেদ; ওয়েলীর কাছে পরাভব। সমস্ত দিন পথে পথে বেড়ান; দোকানে ঢুকে এটা ওটার ফরমাজ দিয়ে দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কয়ে নেওয়া; নাপিত দর্জি রুটিওয়ালা কসাই মুদি মনোহারীর

দোকানী দুধওয়ালা ফলওয়ালা পাহারাওয়ালা সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা ; কুইন্স হলে কন্সার্ট কিম্বা ফিলহারমনিক হলে বক্তৃতা শুনতে গিয়ে দণ্ডায়মান জনতার queueতে ভিড়ে যাওয়া ; পার্কে ঘুরতে ঘুরতে দীঘির ধারে বসে পড়ে ছোটদের নকল বাচখেলা দেখা ; আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে নেমে বাইরের দুর্জ[illegible] শীতে বায়ুবাণ কিম্বা বর্ষার খোঁচা এড়ান ; টিউবট্রেনের যখন [illegible]জা বন্ধ হয়ে যায় তখন গতিহিল্লোলের পুলকাবেশে শিরশিরিয়ে [illegible] ; অভীষ্ট ষ্টেশনে ট্রেন থাম্‌লে বোঁ করে ছুটে বেরিয়ে লিফ্‌টওয়ালা হাতে টিকিট গুঁজে দেওয়া ও দীপালোকিত অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট সূর্য্যালোকিত অন্ধকারে উপনীত হওয়া ; বাসের মাথায় চড়ে টাটকা বাতাস প্রাণ ভরে ও ঘ্রাণ ভরে পান করা। এই সমস্ত বাদলের মনে পড়ে যায় আর বাদলের উপস্থিত চিন্তা ঘুলিয়ে যায়।

চিন্তার একাগ্রতায় বাধা সইতে পারে না বলে বাদল লণ্ডন ছাড়্‌ল, কিন্তু লণ্ডনের স্মৃতি তাকে ছাড়ে না। লণ্ডনের অভ্যাস ছাড়া শক্ত। এখন যেখানে সে থাকে সেটা একটা সরাই। সেটার বিশেষত্ব এ নয় যে সেটা Ye Olde Englishe Inne— সেটার আসে পাশে জনমনুষ্যের বাস নেই, এই সেটার বিশেষত্ব [illegible]ক্ষিণে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে বাতাস যখ[illegible]াসে তখন মাটীর খবর আনে না, হাজার হাজার মাইল কেবল জলের গন্ধ বয়ে আনে। উপকূল বন্ধুর বলে কেউ স্নান করতে নামে না। নিকটে জালজীবীদের বসতি নেই। সরাইটাতে বাদলের মত পর্য্যটক আশ্রয় নেয়, দু'পাঁচ দিন থাকে। মোটর সাইক্লিষ্ট কিম্বা মোটরিষ্ট সরাইতে পানাহার, সাধারণত পান, করে আবার পথ ধরে, দৌড় দেয়। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে কেউ আসে, আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে সরাইওয়ালার

সঙ্গে ভাব জমায়। সরাইতে সমস্তক্ষণ থাকে সরাইওয়ালা নিজে, তার স্ত্রী ও তার মেয়ে। বাদলকে এরা খাতির করে খুবই, বাদল যা চায় তাই সংগ্রহ কর্‌বার ভার নেয়, কিন্তু বাদল ঠিক সময়ে পায় না—নিকটতম সহর যে চার পাঁচ মাইল দূরে। সকালবেলা তাজা খবরের কাগজ না পেলে তার ব্রেকফাস্টের সব কটা কোর্স বিস্বাদ লাগে। রাত্রে প্রশস্ত বাথ টাব্ ও যথেষ্ট গরম জল না পেলে তার স্নান কর্‌তে বিশ্রী লাগে। বীফ সম্বন্ধে এখনো তার সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এরাও চিক্‌ন্ যদি বা দেয় তার সঙ্গে রাঁধ্‌তে না জানার পরিচয় দেয়। বাসন তেমন পরিষ্কার হয় না, খাদ্য তেমন পরিপাটী হয় না। উৎকর্ষের অভাব এরা পরিমাণের দ্বারা ঢাকৃতে চায়। চাষাড়ে ব্যাপার।

তবু বাদলের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গেল। আটলাণ্টিকের হাওয়া খেয়ে তার ক্ষুধার বার আনা মিট্‌ল, বাকীটা মিট্‌ল প্রচুর খাঁটি দুধ খেয়ে। সরাইওয়ালার নিজের গোরুর দুধ, সে গোরু সরাইওয়ালার নিজের জমিতে চরে। সরাইওয়ালার ডাগর মেয়ে করে গোদোহন। দৃশ্যটি বাদলকে ক্ষুধা পাইয়ে দেয়, তার বহুদিনের অগ্নিমান্দ্য সারিয়ে দেয়। বাঁটের পিচ্‌কারী থেকে বাল্‌তিতে সফেন দুধ ছুটে এসে পড়্‌ছে, ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। টুলের উপর বসেছে সেই ডাগর মেয়েটি। তার গালের রং টক্‌টকে লাল। তার হৃষ্ট মুখ ও পুষ্ট দেহ দেখে কবি হলে বাদল প্রেমে পড়ে যেত। কিন্তু কবি নয় সে, ভাবুক। মুহূর্ত্তকাল অমনোযোগী হলে সে চিন্তার চাবুক খেয়ে হুঁসিয়ার হয়। তবে কি ভাব্‌ছিলুম? আমি আছি, এর স্বপক্ষে কি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। যতক্ষণ না এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি ততক্ষণ আমি এই জনহীন সমুদ্রোপকূলে এই প্রাগৈতিহাসিক সরাইতে আবদ্ধ থাকৃব, উপরতলা থেকে নীচের তলায় নাম্‌ব না, যদি সম্ভব হয়।

জানালা খোলা রেখে বাদল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই বাহুকে জড়ায়। সারা অতীতকালটা যেন সে ছুটাছুটি ও পায়চারি করেছে, আজ যেন তার ছুটী ও বিশ্রাম। ঢেউগুলো বাতাসের তাড়া খেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে, তাদের আর্ত্তনাদ থেকে থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে স্তব্ধতাকে আকুল কর্‌ছে, ক্রন্দননিরতের কণ্ঠরোধের মত। বাদল কানে তুলো গুঁজে ভাব্‌ছে, কি ভাব্‌ছিলুম? আমি আছি কি না এর স্বপক্ষে যুক্তি আছে কি না।

একই চিন্তা বার বার আসে। বাদল কতবার কত যুক্তি আবিষ্কার করে কিন্তু একদিনের যুক্তি তার অন্যদিন মনঃপূত হয় না। একটা চিন্তাকে চিরকালের মত চুকিয়ে না দিলে অন্য চিন্তাকে সে আমল দেয় না; আমল দেবার অবকাশ পায় না।

২

বাদল ভেবেছিল ইংলণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে এসে সূর্য্যালোক অধিকাংশ দিন অধিকাংশ সময় পাবে, কিন্তু তেমনি শীত তেমনি স্বল্পবিরাম বৃষ্টি তাকে সেদিক থেকে নিরাশ কর্‌ল। রক্ষা এই যে লণ্ডনের ধূমমসীলিপ্ত আকাশ চুঁইয়ে ছাতার কালির মত পড়ে না। হাওয়া ত মুক্তগতি। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ফেনা উড়ে এসে বাদলের গায়ে লাগে। তাইতে বাদলের ভারি আমোদ।

সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার নামে, অর্থাৎ গাঢ়তর হয়, তখন দূরস্থিত লাইটহাউসের আলোকচক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পর্য্যায়ক্রমে চোখের পাতা পড়ে ও সরে। বাদল সেই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্যমনস্ক

হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন দূরগামী জাহাজের অভাস দেখ্তে পায়। পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে কিম্বা পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে চলেছে সেই জাহাজ। হয় ত রণতরী হয় ত লাইনার। দেখ্তে দেখ্তে বাদলের মনে হয় সে যেন রবিন্সন ক্রুসোর মত নির্জ্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়েছে। সাম্নে দিয়ে হুস্ হুস্ করে ছুটে যেতে যেতে বাস্ থামে, আরোহী নামে। তখন বাদলের হুঁস হয় যে সে লোকালয় থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। নীচের তলায় কারুর মাত্রাধিক্য ঘটেছে, সে প্রাণপণে তান ছেড়েছে; বাদল তখন ভাবে রবিন্সন ক্রুসো মানুষটা মন্দ ছিল না।

জীবনে কোনোদিন এত একাকী বোধ করেনি সে। শৈশবাবধি মাতৃহারা, ভাইবোন হয় নি, তবু তার সঙ্গীর অভাব ছিল না; তার ছিল বৃহৎ লাইব্রেরী। চাইলেই বাবা বই কিনে দিতেন, দামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর্‌তেন না। আজ সেই বাদলের সঙ্গে মাত্র একটি ছোট বুককেস্, তাতে কয়েকখানা বাছা বাছা বই। বাদল সেদিকে দৃকপাত করে না। বই পড়ার দিন গেছে। স্কলার হওয়া আর স্পৃহনীয় নয়। খবরের কাগজের মৌতাত অদম্য বলেই হোক কিম্বা বাহ্যজগতের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করা অনুচিত বলেই হোক, বাদল ভেণ্টনর থেকে বহুকষ্টে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান আনিয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে পড়া বলে না। বাদল পড়ার জিনিষের অভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। তবু পড়ার জিনিষ আন্‌তে দেয় না। সমস্তক্ষণ চিন্তা কর্‌বার জন্য তার এখানে আসা। চিন্তার একাগ্রতা যেন হ্রাস না পায়। সমুদ্রটাই যথেষ্ট বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে, তার বেশী বিক্ষেপ অনিষ্টকর।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তখনো বাদল জানালা খোলা রেখে লাইটহাউসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

তার ঘুম আসছে না। সে তার চিন্তিত বিষয়ের শেষখানে পৌঁছতে পারছে না। প্রত্যয় ত সোজা। প্রত্যয়কে যুক্তিতে তর্জ্জমা করে অপরের গ্রহণযোগ্য করা যে কঠিন। আমি আছি, আমার প্রত্যয় হয়। কিন্তু আমি আছি, তোমার প্রত্যয় যদি না হয়? তারপর আমি না হয় আছি, কিন্তু আত্মা আছে, তার প্রমাণ কি? পশুপাখীর আত্মা আছে কিনা তা নিয়ে বহু মতভেদ আছে। একদা খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের ধারণা ছিল স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। বিজ্ঞান কারুর আত্মার দিশা না পেয়ে ও সম্বন্ধে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছে। বাদলের ও সম্বন্ধে প্রত্যয় বড় দুর্ব্বল। কেবল তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিজে নিঃসন্দেহ। নিজের অমরত্ব সম্বন্ধে তার মনে আগে কোনোদিন প্রশ্ন জাগে নি। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে আগে কোনোদিন তার মুখোমুখি হয় নি। তার মৃত্যুর সম্ভাবনা যে আছে এমন একটা আশঙ্কা তার সর্ব্বপ্রথম হয় যখন সে জাহাজে করে ইংলণ্ডে আসছিল তখন। একদিন হঠাৎ এলার্ম দেয়। যে যার ক্যাবিন থেকে লাইফ বেল্ট নিয়ে উপরের ডেকে দৌড়িয়ে যায় ও রিহার্সল দেয়। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র! জাহাজ যদি ডুবত তবে লাইফ বেল্ট কিম্বা লাইফ বোট যে তাকে ভাসিয়ে রাখতে পারত সে আশা তার ছিল না। মৃত্যু সম্ভাবনা থেকে এক ধাপ উপরে অমরত্বের ভাবনা। আমি আছি, কিন্তু চিরকাল থাকব কি না, এ হল তার তৃতীয় জিজ্ঞাসা। তারপরে আত্মা আছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা চিরকাল থাকবে কি না তার প্রমাণ প্রয়োজন হবে। চতুর্থ জিজ্ঞাসা তার ঐ।

সরাইয়ের অন্য সকলের প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞা হয়। সে ভাবছে কত বড় বড় বিষয়, তার মনের ঘুড়ি উড়ছে কোন্

আকাশে।" আর এরা ভাবছে ঘোড়ার খুরের নাল কিম্বা গোরুর গায়ের পোকার কথা। কি সামান্ত প্রসঙ্গ নিয়ে এদের গভীর আলোচনা। বাদলের কানে পড়্লে বাদল কান ফিরিয়ে নেয়। কানে তুলো গোঁজে। কিন্তু যেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রখর হয় অমনি বাদল সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করে। হয়ত মিসেস মেল্‌ভিল্ একখানা চিঠি এনে তার ঘরের দরজায় টোকা মার্‌লে বাদল নিয়ে দেখে সুধীদার চিঠি।

সুধীদাকে বাদলের মনে পড়ে। নিষিদ্ধ স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বাদল একটু সুখ পায়। কি মজা, সুধীদাকে কি ফাঁকিটাই না দিয়েছে! ব্যাঙ্কের ঠিকানায় না লিখে সে বেচারা লেখে কোথায়! তার জন্ম একটু মমতাও হয়। "For he is a jolly good fellow." কতখানি ভালবাসে বাদলকে। ডিয়ার ওল্ড সুধীদা।

চিঠির উত্তরে চিঠি লিখে বাদল নিজের ঠিকানাটি ফাঁস করে দেয় আর কি! তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ে ফেল্ল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কোন্ খবরের কাগজে? সুধীদা ত টাইম্‌স নিতেঁ বলে বাদলের মনে পড়ে। টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখাই যাক। বাদল একখানা টাইম্‌স আনতে দিল; বিজ্ঞাপনের হার খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞাপন ও চেক্ লিখে টাইম্‌সের ঠিকানায় পাঠাল। আশা করা যাক সুধীদার চোখে পড়্বে। কিন্তু যদি না পড়ে? তার প্রতীকার কর্‌তে হয়। একবার কর্‌লে অন্যান্যবার কর্‌তে হয় না এমন প্রতীকার টেলিফোন করা। ভাগ্যক্রমে বাদলের সরাইতে টেলিফোন ছিল। বাদল লণ্ডনের সংযোগ ঘটিয়ে সুধীদার শাখা ও নম্বর উল্লেখ কর্‌ল। সুধীদা বাড়ী ছিল না। না থাকাই সম্ভব বলে বাদল জান্‌ত। নেই

শুনে আশ্বস্ত হল। সুজেৎকে বল্ল, "কোনখান থেকে কথা বল্‌ছি জিজ্ঞাসা কোরো না। প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স কাগজের personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

টাইম্‌সের সঙ্গেও বাদল সেই বন্দোবস্ত কর্‌ল। বুধবারে বিজ্ঞাপন পড়ে বৃহস্পতিবারে সুধীদা ভারতবর্ষের চিঠি ডাকে দেবে। ভারতবর্ষের ওরা হয়ত বাদলের সংবাদ প্রতি সপ্তাহে চায়। বাদলের উপর ওদের কিছুমাত্র দাবী না থাক্ বাদলের সংবাদ চাওয়া এমন কিছু অনধিকার চর্চ্চা নয়। বাদল একদিন একটা world figure হবে; ছুনিয়াসুদ্ধ মানুষ জান্‌তে চাইবে সে কেমন আছে ইত্যাদি। তার অটোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ নেবার জন্য প্রতিদিন ভিড় হবে, সেই ভিড় কাটিয়ে সে কোন্ চুলোয় যে লুকোবে তাই এক মস্ত সমস্যা। তবু ভক্তবৃন্দকে রয়টারের মারফৎ মোটামুটি সংবাদটা জানিয়ে রাখ্‌তে হবে। তখনকার সেক্রেটারীর কাজ এখন তার নিজেকে কর্‌তে হচ্ছে, রয়টারে স্থান নিচ্ছে টাইম্‌স। এইটুকু যা তফাৎ।

৩

ব্রেকফাষ্টের পর মিসেস মেল্‌ভিল বিছানা ঝাড়্‌তে ও ঘর সাফ কর্‌তে আসে। বাদলের উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু উঠ্‌তে গা করে না, সে বলে, "তুমি কিছু মনে কর্‌বে না ত, মিসেস মেল্‌ভিল্। কর্‌বে?" মিসেস সরল হাসি হেসে বলে, "না, সার। আমি কেন কর্‌ব, আপনি যদি না করেন।"

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কোঁকড়া কোঁকড়া কাঁচা পাকা চুল।

কাঁকুড়ার মত ফুটে বেরিয়ে পড়্‌তে থাকা চোখ। ফুল্‌কো গাল। চাপা নাক। মোটা ঠোঁট। বাঁধান দাঁত। গায়ের রং ময়লা। প্রথমটা বাদল অনুমান করেছিল জিপ্‌সী জাতীয়া হবে। কিন্তু আলাপ করে ও বংশ পরিচয় নিয়ে অনুমানটা ভিত্তিহীন বলে জেনেছে। অন্তত মিসেস মেলভিলের মা বাবার ফোটো দেখে মনে হয় না যে ওদের কেউ জিপ্‌সী। অবশ্য এমন হতে পারে যে ওদের একজনের পূর্ব্বপুরুষ জিপ্‌সী ছিল; বংশের উপর মেণ্ডেলিস্‌মের ক্রিয়া চলেছে।

মিসেস মেলভিল লোক বড় ভাল। অনবরত গৃহকর্ম্ম নিয়ে আছে; গৃহকর্ম্মের মধ্যে গৃহপশুর সেবাও পড়ে। গৃহপশু বলাতে পাঠক হয়ত ভেবে বস্‌বেন তার স্বামীটি পশু। তা নয়। লোকটা মিলিটারী চাল দেয় এবং স্ত্রীকে ধরে মারেও বটে, কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি করে না, বাদলকে কোনোদিন অপমান করেনি। বাদলকে সে ছাত্র বলেই জানে আর ছাত্রকে ইংরেজমাত্রেই সমীহ করে। দু একবার ভাব জমাবার চেষ্টা করে সফল হয়নি; বাদল তার সুলভ রসিকতার মর্ম্ম বোঝেনি। তারপর থেকে সময়ে অসময়ে তার যুদ্ধের মেডেল ঝুলিয়ে একা একা মার্চ করে বেড়ায়, কদাচ বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি হলে হল্‌ট করে bow করে। ১৯১৪ সালে সে "Old contemptible" দলের একজন হয়ে Mons থেকে পিছু হটেছিল। পিছু হট্‌তে জানাও মস্ত গুণ। তারপরে সে Marneতে লড়েছে, Ypresতে লড়েছে। অবশেষে আহত হয়ে অব্যাহতি পায় ও সরাই কেনে। তখন থেকে সে এই নিরস্তপাদপ পল্লীর এরণ্ডরূপে অবস্থান কর্‌ছে। "Mine host" কে সম্মান দেখায় তার সকল অতিথিই। কেউ কেউ দাম দিতে না

পারলে তাকে ক্যাপ্‌টেন বলে ডাকে ও মাফ পায়। ক্যাপ্‌টেন মেল্‌ভিল্‌ ভক্তদের কাছে লম্বা চওড়া গল্প ফাঁদে, ওরাও তার পাল্টা যা গায় তা বিশুদ্ধ গাঁজাখুরি। মেল্‌ভিলের সামরিক কৃতিত্ব যাই হোক্‌, তার সঙ্গে তার অতিথিদের বচসা কিম্বা দ্বন্দ্ব কোনো দিন ঘটে না, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি বা ঘট্‌তে যায় মেল্‌ভিল টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বলে, "Now, boys, তোমাদের ক্যাপ্‌টেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এটা গৌরবের আকর সংগ্রাম ভূমি নয়, এখানে মারামারি করে তোমরা কেউ এখন মেডেল পাবে না। তোমরা সকলেই Englishmen and gentlemen; তোমাদের কেউ Hun নও। অতএব এস আমরা এই সরাইয়ের স্বাস্থ্য পান করি। Ye olde Englishe Inne!" পরিশেষে God save the King গান করে পানকর্ত্তারা বিদায় নেয়।

মেয়ের নাম মেরিয়ন। নিকটবর্ত্তী সহরের স্কুলে পড়াশুনা করত, ওখানকার পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন বাড়ীতে বসে আছে। পড়াশুনায় তার কতটা মনোযোগ ছিল বোঝ্‌বার উপায় নেই। কেন না সে সার্টিফিকেট যদিও পেয়েছে এবং সরাইয়ের বস্‌বার ঘরে তার মা তার অসংখ্য বই আলমারিতে করে সাজিয়ে রেখেছে তবু কোনোদিন তাকে একখানা মাসিকপত্র বা উপন্যাস পড়্‌তেও দেখা যায় না। তার সব চেয়ে আনন্দ গোরু, ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, শূয়োর ও মুরগিদের পরিচর্য্যা। সব রকম পশুই তাদের আছে। প্রধানত মেরিয়নের আগ্রহে তার বাবা ওসব কিনেছেন, পুষেছেন ও জন্মসূত্রে সংখ্যায় বাড়িয়েছেন। মেরিয়নের অভিলাষ আছে লণ্ডনের পশু-পক্ষী প্রদর্শনীতে কুকুর এবং মুরগী পাঠাবে। সেজন্য সে অতি যত্নে breed করছে। কুলীন কুকুর বা মোরগ যদি কোথাও পায় তবে দাম দিয়ে

কেনে, কিনতে না পারলে অন্য বন্দোবস্ত করে। সে তার মায়ের মত হাসি-খুসী কিম্বা তার বাপের মত সাড়ম্বর নয়। সে কথা বলে এত অল্প যে একদিনের পরিচয়ে তাকে বোবা বলে ভুল হতে পারে। তার মাথায় একরাশ কটা চুল কানের কাছে চাকার মত বিনুনি করে বাঁধা। তার নাকটা যদি খাঁড়ার মত নেমে এসে আঁকশির মত বাঁকা হয়ে ঊর্দ্ধগতি না হত তবে তার মত সুগঠিতা সুন্দরী ষোড়শীকে দশ মাইল দূরের পাণিপ্রার্থীরা রাত্রি দিন উত্ত্যক্ত করত। তাকে তার মা বাবাও ভাবতে দিত না যে Rhode Island Redএর সঙ্গে Light Sussex কিম্বা Leghorn এর সঙ্গম রামপক্ষী জগতের যুগান্তরকারী ঘটনা। মেয়েকে মনুষ্য সমাজে ধরে রাখা যায় না, কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পাঁচ মিনিট পরে সে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পলায়ন করে। তাকে দেখে যতক্ষণ না তার ঘোড়ারা চিঁহি চিঁহি করে ওঠে, কুকুররা চোখ বুজে জিভ লক্ লক্ করতে থাকে এবং মোরগরা কক্ কক্ ককরে—এ কক্ রব তোলে ততক্ষণ তার প্রাণে শান্তি আসে না। সে ভাবে, এইবার আমার নেলী বুলডগের উপযুক্ত বর খুঁজতে বেরব। কাল যাব শ্যাণ্ডাউনে। একজন বড় লোক এসেছেন সঙ্গে অনেক রকমের কুকুর নিয়ে।

নেলী প্রভৃতি কুকুর ও অপরাপর জন্তুকে মেরিয়ন ঘুরে বেড়াবার ফাঁক দেয় না, কঠোর শাসনে চোখে চোখে রাখে। পাছে তারা যার তার সঙ্গে মিশে সন্তানের জাত নষ্ট করে। বাদল তার কেনেল, আস্তাবল, ডেয়ারী ও পোলট্রী ফার্ম দেখতে যায় নি। গেলে দেখতে পেত মেরিয়ন একাই এক-শ। অবশ্য চাকর চার্লি তাকে সাহায্য করে, কিন্তু চার্লির বয়স হল গিয়ে সত্তরের কাছাকাছি। সেই চার্লিই এখনকার আদিম বাসিন্দা, তারই সরাই কিনে নিয়ে মেল্ভিলরা তাকে

চাকর রেখেছে। বুড়োর কোথাও কেউ নেই, খাওয়া দাওয়া করে সরাইয়েতে, শোয় মেরিয়নের পশুশালায়। মেরিয়নের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বাক্যালাপের অপেক্ষা রাখে না, তারা বিনা কথায় কথা বলে। মেরিয়ন না থাক্‌লে মেলভিল কোন্ দিন তাকে ভাগিয়ে দিত, কারণ চার্লিকে দেখ্‌লে মনে পড়ে যায় যে একদিন এ সমস্ত চার্লির ছিল ও মেলভিল্ এখানে আগন্তুক। চার্লিকে সরাতে পার্‌লে কেমন চাল দিয়ে বল্‌তে পারা যেত Ye Olde Englishe Inne যত দিনের মেলভিলরাও এই অঞ্চলে ততদিনের! এখানকার বনেদি বংশ বলে মেলভিল তার পূর্ব্ব পুরুষের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর অব্দ সরাইয়ের গায়ে উৎকীর্ণ করে দিত এবং সমাগত অতিথিদিগের হাতের পেয়ালা ভরে দিয়ে নিজের বংশের টোষ্ট নিজেই প্রস্তাব কর্‌ত :—To the Melvilles of Niton.

৪

বাদল—বাদল! ঘুম তোমার জন্য নয়। তুমি চির জাগ্রত মানব। আরাম তোমার জন্য নয়, তুমি প্রমিথিয়ুসের দোসর। বাদল—বাদল! মানবমন তোমার মনের নামান্তর। তুমি যা চিন্তা কর্‌ছ তাই মানবের চিন্তা ও চিন্তনীয়। তুমি যে পথ দিয়ে যে প্রান্তে উপনীত হবে মানব সেই পথ দিয়ে সেই প্রান্তে। তুমি অগ্রসরদের অগ্রণী। তোমার ক্লেশ ও ক্লান্তি সকলের। বাদল—বাদল!

বাদলের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে কাউকে দেখ্‌তে পেল না। কে যে তাকে সম্বোধন কর্‌ল এত রাত্রে, ভাব্‌তে বাদলের গা ছমছম কর্‌ল। সে উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু বল পেল না। শয্যা যেন তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

বাদল—বাদল!

কে?

কেউ না। বাঁদল খোলা জানালা দিয়ে দেখ্‌ল সমুদ্র রাত্রি জাগছে। সারা দিনের অশ্রান্ত বীচিভঙ্গের পরেও তার ছুটী নেই। মানবের আদিম সঙ্গী। সেই বুঝি বাদলকে সম্বোধন কর্‌ল। বাদল মনে মনে তাকে প্রীতি জ্ঞাপন কর্‌ল। কিন্তু চোখ মেলে রাখ্‌তে পার্‌ল না।

এখানে এসে অবধি তার ঘুম কিছু কিছু হচ্ছে। সমুদ্র ঘুমতে না পারুক ঘুম পাড়াতে পারে ভাল। কিন্তু যে বাদল একদিন ঘুমের জন্য সাধ্য সাধনার বাকী রাখে নি সেই বাদল আজ ঘুমকে তার চিন্তার বিঘ্ন মনে করে। ঘুমকে উপেক্ষা করে চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা যায় না, অবসাদ আসে, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ হয়, হতাশ হয়ে আজকের চিন্তা কাল পর্য্যন্ত তুলে রাখ্‌তে হয়। তার ফলে কাল সব কথা মনে পড়ে না, গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হয়, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি কর্‌তে হয়। তবু কতগুলো ভাব চিরকালের মত ফেরার হয়ে যায়, স্মরণের সরণি বেয়ে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। বাদলের বড্ড মন খারাপ হয়ে যায়। এক একটি আইডিয়া এক একটি দুর্লভ রত্ন। একবার হারালে আবার চোখে পড়ে না। কেন যে বাদল নোট বুকে টুকে রাখ্‌ল না! কিন্তু টুকে রাখ্‌বার সময় কোথায়। ভাব যখন আসে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। একটিকে খাঁচায় পুর্‌তে বস্‌লে বাকীগুলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। নোট বুকে না, স্মৃতিপটে টুকে রাখ্‌তে পার্‌লে কাজে লাগ্‌ত। বাদল স্মৃতিলেখনীর মুখে শান দেয়। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গ্‌লে স্মরণ কর্‌তে লাগে ঘুমের আগে কি ভাব্‌ছিল। এই ব্যায়ামের ফলে

বাদল শ্রুতিধর হয়ে উঠ্‌ছে বল্লে চলে। কিন্তু ঘুম যেটুকু সময় হয় সেটুকু সময় বড় জোর পুরাতন চিন্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যায়, নূতন চিন্তা থাকে স্থগিত। নূতনকে পেছিয়েঁ দেওয়া বাদলের পক্ষে যার-পর-নাই লজ্জাকর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারটে ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে সুখ পায়, এই সুখের কথা তার যখনি মনে পড়ে সে লুকিয়ে লজ্জা পায়।

আহার সম্বন্ধে সে চিরকাল উদাসীন। গোপালের মত সুবোধ, যা পায় তাই খায়, পীড়াপীড়ি কর্‌লে তার কি খেতে ইচ্ছা করে তা বলে, কিন্তু ঠিক জিনিষটি পায় না। ভদ্রতার অনুরোধে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, হাঁ, চমৎকার হয়েছে খেতে। পরিণামে মিসেস্ মেলভিল বার বার সেই জিনিষ রাঁধে।

আহারক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। বাদল খবরের কাগজ পড়্‌তে পড়্‌তে খায়, একসঙ্গে দুই অকাজ সারা করে। ভাল পরিপাক হয় না, বার বার একটি বিশেষ স্থানে ছুট্‌তে হয়। ইংলণ্ডের মফঃস্বলে ওরূপ স্থানে যেমন দুর্গন্ধ তেমনি অপরিচ্ছন্নতা। সুতরাং বাদল রাগ করে খাওয়া দিল কমিয়ে। রাত্রে খায় না, সন্ধ্যার আগে High Tea খেয়ে মনকে বোঝায় যাবতীয় শারীর ক্রিয়া মানসিক ক্রিয়ার বিক্ষেপ ঘটায়। বৈজ্ঞানিকরা এত কিছু আবিষ্কার কর্‌ছে; ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে শরীরের মধ্যে আবশ্যক পরিমাণ পুষ্টি প্রবিষ্ট কর্‌তে পারে না? কাজটা পাকস্থলীর সাহায্যে হয় বলেই না উক্ত স্থানবিশেষে দৌড়াদৌড়ি করা?

সরাইয়ের বাইরে পদক্ষেপ করে না, অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে না, মেরিয়নের জীবজন্তু দেখ্‌তে যায় না ও চায় না, মদ কিম্বা সিগ্‌রেট খায় না—এ কেমনধারা মানুষ? কি এখানে এর কাজ?

শরীর সারাতে যারা আসে তারা সারাদিন ঘরে বসে থাকে না, সরাইওয়ালার ঘোড়া ভাড়া করে সমুদ্রের ধারে বেড়ায়, টেনিস্ কোর্ট ভাড়া করে টেনিস্ খেলে, সন্ধ্যা হলে নিত্য নূতন বোতলের ছিপি খোলায়। তাদের সেবার জন্য গ্রামে দু একঘর সেবাদাসীও মজুত। মেল্‌ভিল শরীর সারানর কোনো উপকরণ বাদ দেয় নি।

যা হোক কাঁচা টাকা পকেটে আস্‌ছে। ছোকরার মতলব যাই হোক, চোখ বুজে বিল শোধ করে। তাই তাকে চোখ বুজে ঠকান যায়। ন পেনীর ঘরে ন শিলিং লিখ্‌তে মেল্‌ভিল সংকোচ বোধ করে না। কেনই বা কর্‌বে? বোতল বল্‌তে গেলে বাদলের হাতের কাছে রয়েছে। ইচ্ছা কর্‌লেই খুলিয়ে নিতে পার্‌ত। ইচ্ছা করেনি বলে মাফ পাবে না। দাম দিতে হবে। মিসেস মেল্‌ভিল চোখে ভাল দেখতে পায় না, আঁক কষ্‌তে একেবারেই জানে না, স্বামী যে ন পেনীর জায়গায় ন শিলিং লিখ্‌ছে বেচারি সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যা যোগ দেবার সময় টের পায় না। মেয়েকে শিক্ষিতা কর্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে নিজেকে শিক্ষিতা কর্‌বার প্রয়োজন বোধ করেনি।

চার চারটে সপ্তাহ চলে গেল। মেল্‌ভিলদের কাছে তার ক্ষ্যাপামি বেশ লাভজনক হয়ে এসেছে। এমন সময় যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা সুধীর খামে ভর্তি হয়ে হাজির হল। কে এক যোগানন্দ বাদলের খবর জান্‌তে চান্। বাদলের স্মৃতি পশ্চাদ্‌গমন কর্‌তে কর্‌তে অবশেষে হোঁচট খেয়ে থাম্‌ল। ক্যাপ্‌টেন ওয়াই গুপ্ত, বাদলের শ্বশুর। বাদলের মনে পড়ে গেল সে এই ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের একটি কন্যাকে ভারতবর্ষীয় পদ্ধতিতে বিবাহ করেছে এবং সে বিবাহ অদ্যাপি বলবৎ আছে। কি আপদ! ব্যাঙ্কের

লোকগুলো কেন যে এই সব চিঠি বাদলের কাছে আস্তে দেয়। ব্যাঙ্কের উপর, সুধীদার উপর, যোগানন্দের উপর সে প্রথমটা খুব চটে গেল। এক রাত্রির তথাকথিত বিবাহের অধিকারে এক ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তার মত বিশ্বভাবুকের সম্বন্ধে অশিষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, এ যে অসহনীয়। কোনো ফিলিপিনো যদি টেলিগ্রাম করে জান্‌তে চায়, "Where is Bernard ! Why Reuter's message ?" তবে কি বার্ণার্ড শ তার উত্তর দিতে বাধ্য হবেন ?

টেলিগ্রামখানা বাদল ছুঁড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিয়ে তার মনে হল, এত লোক থাক্‌তে ইনি এত অর্থ ব্যয় করে cable করলেন আমার খোঁজ নিতে। কারণ কি? তার মনে পড়্‌ল যোগানন্দের বিগত দিনের একটি উক্তি, "চিন্তা জগতের ঘোড়দৌড়ে তোমার উপর বাজি রেখেছি, বাদল।" আহা, লোকটা বেশ ত। বাদল টেলিগ্রামখানা উঠিয়ে রাখ্‌ল। অশিষ্ট কৌতূহল নয়, যুক্তি-যুক্ত উৎকণ্ঠা। বাদলের মনটা ভিজ্‌ল। সে টাইম্‌স কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, BADAL TO CAPTAIN GUPTA ইত্যাদি।

তার কয়েকদিন পরে আবার এক টেলিগ্রাম। সুধীকে মহিমচন্দ্র জানিয়েছেন যোগানন্দ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। বাদল কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। তারপর খুসী হয়ে নিজের মনকে বল্ল, যোগানন্দ নেই। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে আমি আছি। তারপর উচ্চস্বরে বল্ল, "থ্রী চীয়ার্স ফর্ মাইসেল্‌ফ্, হিপ্ হিপ্ হুরে।... ধন্যবাদ ক্যাপ্‌টেন গুপ্ত। আপনি আমাকে আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে গেলেন।"

৫

এমন অভাবিত ভাবে তার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে বাদল নিজের ঘরে নিজের খেয়াল মত কিছুক্ষণ নাচল। তার মাথার উপর থেকে কত বড় একটা বোঝা নেমে গেছে।

সে যে আছে এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল; প্রত্যয় না থাক্‌লে সে লিখ্‌ত না, SUDHIDA, I AM. কিন্তু প্রত্যয় এক কথা, প্রমাণ অন্য কথা। প্রমাণের অভাবে সে দিশাহারা বোধ করছিল। প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ যোগ দিতেই সে দিশা পেল।

যোগানন্দ নেই, এই থেকে প্রমাণ হচ্ছে বাদল আছে। বাদল না থাক্‌লে যোগানন্দের না থাকার কোনো অর্থ হত না। আবার যোগানন্দ থাক্‌লে বাদলের থাকা যদিও অপ্রমাণ হত না, তবু প্রমাণসাপেক্ষ হত। এখন কেমন অনায়াসে তুলনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, একজন নেই, অন্যজন আছে।

জীবনের প্রমাণ মরণে। অস্তিত্বের প্রমাণ নাস্তিত্বে। নেতি নেতি কর্‌তে কর্‌তে ইতি ইতি। এই হল ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ। বাদলের মার্গ। আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে বাদল বিস্মিত হল যে যোগানন্দের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করা তার সময়োচিত কর্ত্তব্য। খামকা টাইম্‌স্‌ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বস্‌ল, SUDHIDA, I CERTAINLY AM.

ওঃ কি আরাম! কি স্বস্তি! সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে; সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে একাকী যাত্রী অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েছে; কাল কি খাবে কোথায় যাবে তা কালকের ভাবনা; আজ শুধু কি স্বস্তি! কি আরাম!

বাদল দোতলা থেকে নেমে পড়্ল। মাটীতে পা ঠেকাতে তার ভারি অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল। চলি চলি পা পা কর্‌তে কর্‌তে যেখানটায় গিয়ে পড়্ল সেখানে চার্লি ঘোড়ার পিঠ ডল্‌ছে। বাদলকে দেখে টুপি উঠিয়ে বল্ল, "গুড্ মর্ণিং সার।" বাদল আলাপ জমিয়ে তুল্ল।

তিনটে ঘোড়া এগারটা কুকুর বাহান্নটা শূওর আটটা গোরু বিরাশীটা মুর্‌গী (মায় মুর্‌গীর ছানা)—মেরিয়ন মন্দ আয়োজন করেনি। তবে চার্লির বয়সের অনুপাতে খাটুনির বরাদ্দ কিছু কম কর্‌লে ভাল করত। মেরিয়নকে এ বিষয়ে বলা দরকার; কিন্তু বলে লাভ নেই, তার বাবা চার্লির বুড়ো হাড় ক'খানা কবরস্থ কর্‌বার আগে অন্য লোক বহাল কর্‌বে না।

বাদল ঘোড়াগুলোর পিঠ চাপ্‌ড়াল। কোনোটাকে সোহাগ করে বল্ল "Old Dobbin"; কোনোটাকে আদর করে ডাক্‌ল, "Jill." শূওরগুলোর কাছে ভিড়্ল না। কুকুরদের কোনোটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। ছোট বেলায় বাদলকে একবার কুকুরে কামড়ায়, সেই থেকে কুকুরের উপর তার বিষম সন্দেহ। যতক্ষণ শিকলে বাঁধা অবস্থায় বিশ হাত দূরে থাকে ততক্ষণ বাদল তাকে হাসিমুখে সম্বর্দ্ধনা করে, শিস্ দিয়ে ডাকে। কিন্তু বেচারা কুকুর ছুটে আস্‌তে গিয়ে যেই শিকলে আটকা পড়ে এবং একবার উঁ ইঁ ইত্যাদি চন্দ্রবিন্দু বিশিষ্ট অস্পষ্ট ধ্বনি করে ও একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে তখন বাদল রীতিমত ভড়কে যায় ও ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে লাগে।

মুর্‌গী দেখে বাদলের জিবে জল আসে আর কি! মেরিয়ন তাদেরকে দানা খাইয়ে মানুষ কর্‌ছে, অর্থাৎ মুর্‌গীই কর্‌ছে, যদিও মানুষের মত তাদেরও একজোড়া পা। সরাইয়ের অতিথিদের জন্য বাজারের মুর্‌গী আমদানী হয়, মেরিয়ন তার মুর্‌গীবংশ ধ্বংস হতে দেয় না। তার

[illegible]সাকাতে মেল্‌ভিল একটাকে জবাই করেছিল, টের পেয়ে মেরিয়ন এমন অনর্থ বাধায় যে মেল্‌ভিকে সেই জাতের তেমনি একটা মুরগী আমিয়ে দিয়ে শাস্তি পেতে হয়। চার্লির কাছে গল্পটা শুনে বাদলকেও লোভ সম্বরণ কর্‌তে হল।

বাইসিক্ল থেকে মেরিয়ন নাম্‌ল। সে কোথায় কি একটা কাজে গেছ্‌ল, ফির্‌ল ম্লান মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে। অনেকক্ষণ যাবত বাদলকে লক্ষ্য কর্‌ল না, যখন কর্‌ল তখন চম্‌কে উঠ্‌ল। বাদল তাকে কত কথা বল্‌বে ভাব্‌ছিল, কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেল। দু পক্ষই নিঃশব্দ, নিশ্চঞ্চল। চার্লি ইত্যবসরে সরে গেছে বাইসিক্ল তুলে রাখ্‌তে। আকাশ সেদিন আলোর ভারে ভেঙে পড়্‌ছিল। সূর্য্য যেন একটি রঙ্গিন বড় ফল, অদৃশ্য বৃন্তে ঝুল্‌ছে। তার তেজ দগ্ধ কর্‌বার মত নয়। বাদলের মনটা আকাশের মত পরিষ্কার ছিল। সেখানেও লাল আগুনের উত্তাপহীন দীপ্তি। সে আছে, নিশ্চিতরূপে আছে, কোনোমতে অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই যে সে আছে। নেই যোগানন্দ। তিনি জগতের কোথাও নেই একথা অবশ্য বলা যায় না, প্রমাণাভাব। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে নেই, মানবের মাঝে নেই, বাদলের জ্ঞাতসারে নেই। বাদলের মনটা অস্তিত্বের প্রাধান্যের উপলব্ধিতে ভরে রয়েছিল। তার যে হাসি পাচ্ছিল তা নয়। জ্বর থেকে উঠ্‌লে প্রথম প্রথম যেমন লাগে তেমনি। আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিল, নতুন লাগ্‌ছিল। মেরিয়নকে তার চোখে অপূর্ব্ব ঠেক্‌ছিল। মেরিয়নের দুধের মত সাদা পশমের ফ্রক্‌ তার দুধের মত সাদা গায়ের রঙের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছ্‌ল, কেবল তার গাল দুটিতে আল্‌তার আমেজ। রাজহংসীর সঙ্গে তার তুলনা হয়। সে যে বাদলকে দেখে

কি ভাব্‌ছিল সেই জানে। হয়ত ভাব্‌ছিল এই মজার মানুষটিকে কোনোদিন দোতালা থেকে নাম্‌তে দেখা যায় নি; আজ এমন কি ঘট্‌ল যাতে ইনি সশরীরে আমার রাজ্যে পদার্পণ করলেন। চেহারা থেকে মনে হয় ভিন্ন দেশের মানুষ; কি জন্য এত দিন এখানে আছেন বোঝা যায় না, হয়ত খুব পড়াশুনা করেন। ভয়ানক রোগা; পেট ভরে খান না বলে মার কাছে শুনি; খেলাধূলা করেন না; দেখে বড় দয়া হয়।

তাদের দুজনকে তাদের অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার কর্‌ল চার্লি। বল্ল, "ডাক্তারকে ফোন কর্‌তে হবে, মেরিয়ন। 'সেরা'র বাছুরটা কেমন কর্‌ছে।" মেরিয়ন বাদলকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল।

৬

পরদিন সূর্য্য উঠ্‌ল না। আকাশের মেঘ ছায়ার মিশাল দিয়ে সমুদ্রের জলকে কাল কালির মত কর্‌ল। যেখানটাতে আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়েছে কেবল সেইখানটাতে কাল পা[illegible] গলায় সাদা রোঁয়ার মত সংকীর্ণ শ্বেত ব্যবধান।

বাদল সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ কাটাল। পূর্ব্ব দিবসের সর্ব্বব্যাপী উজ্জ্বলতার সেইটুকু অবশেষ বাদলের বাইরে ও ভিতরে কেমন এক বিষাদের ভাব সঞ্চার করেছিল। কাল যাকে যুক্তিসহ মনে হয়েছিল আজ তার থেকে সামান্য সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে। যোগানন্দ নেই, আমি আছি। কিন্তু ক'দিন আছি? কাল হয়ত দেখা যাবে আমিও নেই, আছে মেরিয়ন্, আছে মেলভিল, আছে

[illegible]লেরি' নামক একটা গাই। দিগন্তের প্রান্তে ঐ রজত-রেখায় [illegible]তে থাকবে কেবল আমার ক্ষীণ স্মৃতি। থাক্‌বে, কিন্তু ক'জনের মনে? আমার পরিচয় ক'টা মানুষ পেয়েছে? কই আমার কাব্য নাটক সঙ্গীত দার্শনিক নিবন্ধ রাজনৈতিক বক্তৃতা ঐতিহাসিক কীর্ত্তি? সংকল্প আছে, সিদ্ধি কই, সিদ্ধি সম্বন্ধে রটনা কই? অন্তত গোটা দশেক বছর আমার দরকার। কিন্তু যদি আজই হার্ট ফেল করে মরি?

মৃত্যুর সম্ভাবনায় বাদলের চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নেমে এল। কোথাকার হিমেল বাতাস তার পোষাক ভেদ করে হাড়ে ঠেক্‌তে থাক্‌ল। সে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের কাছে বস্‌বে ভাব্‌ল, কিন্তু তার হাত পা যেন পক্ষাঘাত রোগীর। তার মনে হল যেন তার মস্তিষ্কেরও পক্ষাঘাত হবে। এই কথা মনে হতেই তার বাঁচ্‌বার স্পৃহাও লোপ পেল।

এমন অবস্থায় কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল ছিল না। হয়ত সারাদিন খেয়াল থাক্‌ত না। খেয়াল হল যখন বুড়ী মেল্‌ভিল দরজায় ধাক্কা দিয়ে বল্ল, "মিষ্টার সেন, আপনার "High Tea"- বাদল কোনো মতে বলতে পার্‌ল, "আচ্ছা, নিয়ে এস।"

বুড়ী বল্ল, "একি মিষ্টার সেন! আপনার কি—আপনার কি—অসুখ করেছে?"

বাদলের গা তখনো কাঁপ্‌ছিল ও মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। সে কোনোমতে বল্ল, "না। বড় ঠাণ্ডা। আগুন।"

বুড়ীর বিশ্বাস হল না। সে টুপ করে নীচে নেমে গিয়ে থার্ম্মমিটারটা নিয়ে এল। বাদল বাধা দিল না। তাপ পরীক্ষা করে বুড়ী বল্ল, "এমন কিছু নয়। কিন্তু কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

দশমিনিট পরে বুড়ী ফিরে এসে দেখ্‌ল বাদল তেমনি বসে আছে। সে বুঝ্‌তে পার্‌ল। আবার ছুটল নীচে। মেদ্‌ভিল উঠে এল সশব্দ পদক্ষেপে। বাদলকে কিছু বল্‌তে না দিয়ে তার পোষাক ফেল্ল খুলে। তার গা ভাল করে তোয়ালে দিয়ে মুছে হাত দিয়ে ডলে মিলিটারী কায়দায় তাকে ঘুষি মেরে চিম্‌টি কেটে কাতুকুতু দিয়ে প্রায় কাঁদিয়ে তুল্ল। এই আস্থরিক চিকিৎসার পরে তাকে গরম কাপড়ে মুড়ে হিড় হিড় করে টেনে নীচের তলায় নিয়ে গেল। সেখানে আধ আউন্স ব্রাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দিল।

এর পরেও যদি বাদলের অসুখ না সারে তবে অসুখটাকে নেহাৎ বেরসিক বল্‌তে হবে। বাদল ফিক্ করে হেসে উঠ্‌ল। তারপরে হো হো করে উঠ্‌ল। বল্ল, "ওগুলো কি সসেজ্? দেখি, দেখি, ভারি মজার জিনিষ ত? বা বেশ লাগ্‌ছে খেতে।"

খাচ্ছে ত খাচ্ছে। এটা দেখি, ওটা দেখি, স্যাণ্ড্ উইচ্ দেখি, পাই দেখি, য়্যাঙ্কোভি ও চীস্ দেখি। কিন্তু সেই একলা দেখ্‌বে? তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সে ঘরে বসেছিল। তাদের একজন বল্‌লো, "ব্ল্যাক্‌বার্ড্, ডিয়ার ওল্ড্ ব্ল্যাক্‌বার্ড্, আমরা কি একটু আধটু দেখ্‌তে পাইনে?"

অন্য সময় হলে বাদল 'ব্ল্যাক্‌বার্ড' সম্বোধন শুনে ক্রোধে অগ্নি-বর্ণ হত, তখন তাকে 'রেড্ হেরিং' বল্‌লে নেহাৎ ভুল বলা হত না। কিন্তু আধ আউন্সের প্রতিক্রিয়া তাকে দিলদরিয়া করে তুলেছিল। সে গলে গিয়ে বল্লে, "নিশ্চয়। দাও ত গো বার মেড্—না কি বলে তোমাকে—দাও এঁরা যা খেতে চান। আর আমাকে দাও আর একটু পানীয় না, না, ওটা না, ঐ—ঐ—লাল প্রবালের মত রঙ্গীন——"

সেদিনকার সভা থেকে মিসেস্ মেল্‌ভিল তাকে উদ্ধার না কর্‌লে সে হয়ত সত্যিই মারা যেত। স্বামীকে খবর দিয়ে বুড়ী ঝকমারি করেছিল, চালিকে খবর দিলে পারত। তখন ত আর জান্‌ত না যে স্বামীর একটা স্বকীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি সে হতভাগ্য বিদেশী যুবকটির উপর প্রয়োগ করবে। বুড়ী স্থির কর্‌ল আজ শোবার ঘরে ভীষণ ঝগড়া কর্‌বে। নিজের ছেলে না হোক্ মায়ের ছেলে ত।

বাদলকে ধরে নিয়ে যাবার সময় তার পদভরে মেদিনী টলমল কর্‌ছিল। বাদল ভাব্‌ছিল, আছি, প্রবলভাবে আছি, কার সাধ্য আমার অস্তিত্ব ঘোচায়? মাটী আমার ভয়ে কাঁপছে, আকাশ আমার ভয়ে ঘুর্‌ছে, আমার শরীর যে তাপ বিকীরণ কর্‌ছে তাতে আগুন লজ্জা পায়। হা হা হা। হা হা হা। মৃতদেহের শীতলতা এই দেহে আস্‌তে অনেক দেরি—হয়ত হাজার বছর। আমি যে মেথুসেলার দোসর হব না তার প্রমাণ কই? হা হা হা—that's the point. প্রমাণ কই? আমার মৃত্যু যে হবে, কিম্বা ইতিমধ্যে হয়েছে তার প্রমাণ কেউ আমাকে দিতে পার্‌বে না। বাদল হার্টফেল করে মরেছে বলা বড় সোজা—কিন্তু বাদলের কাছে প্রমাণ করে দাও দেখি যে বাদল মৃত? মৃত্যুর্নাস্তি প্রমাণাভাবাৎ।

৭

তা হলে দাঁড়াল এই যে বাদল নেই এ কথা অপরে একদিন বল্‌তে পারে, কিন্তু বাদল কস্মিন্‌কালে এর প্রমাণ পাবে না। পৃথিবীর লোকে বলে সূর্য্য অস্ত গেল, কিন্তু সূর্য্য কি জানে সে

কখন অস্ত গেল, কেমন করে অস্ত গেল? অস্তগমন নয় অস্তিত্ব তার পক্ষে সত্য। তেমনি বাদলের পক্ষে সত্য, মরণ নয় অমরত্ব।

বেশ, তা না হয় হল—বাদল আবার তার ঘরের জান্‌লার ধারে বসে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে টেনিস্ খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিন্তা কর্‌ছিল—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু অমরত্ব বল্‌তে কি এই বোঝায় যে বাদল কোনোদিন হার্ট ফেল কর্‌বে না, তার শরীরকে গোর দেওয়া হবে না, পৃথিবীর লোক তার অভাব বোধ কর্‌বে না? একি বিশ্বাসযোগ্য যে তার চুল পাক্‌বে না, দাঁত পড়্‌বে না, মেরুদণ্ড বাঁক্‌বে না, মস্তিস্ক বিকৃত হবে না, সে আজ যেমনটি আছে আশী বছর বয়সে তেমনি থাক্‌বে? না, না, আশী বছরের বেশী বাঁচা উচিত নয়, মানুষের যা প্রধান সম্পদ—মস্তিষ্কযন্ত্র—তার কলকব্জা ততদিন মজবুত থাক্‌বে না। মননক্রিয়া পুরান ঘড়ির চলার মত মন্থর হবে, অনির্ভরযোগ্য হবে। কল যদি বিকল হয় তবে তার মত উৎপাত আর নেই।

লোকে যাকে বলে মরণ বাদলের তা চাইই। তবু সে যে আছে এ উপলব্ধি তার মর্‌বার নয়। সে মর্‌বে অথচ তার অস্তিত্বের উপলব্ধি মর্‌বে না, এ কেমনতর হেঁয়ালি? দেহ যদি যায়, সেই সঙ্গে মস্তিষ্কও যদি যায়, সেই সঙ্গে মননশক্তি যদি যায়, তবে কোনো উপলব্ধি থাক্‌বেই বা কেমন করে আর থাক্‌লেই বা কি? বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। ধর্ম্মগ্রন্থে বলে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা যে কি তাই বাদল জানে না। আত্মা যে আছে তাই প্রমাণসাপেক্ষ। তবু ধরা যাক আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু আত্মা নিয়ে বাদল কর্‌বে কি যদি মন না থাকে, স্মৃতি না থাকে, মেধা না থাকে, বিচার বুদ্ধি না থাকে?

তবে কি ধরে নিতে হবে যে এগুলো আত্মার সামিল? তাই যদি হয় তবে দেহের বয়স অনুসারে এগুলোর বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে কেমন করে? মাথায় চোট লাগ্‌লে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় কেন?

গত রাত্রের পানভোজন বাদলকে সাময়িক উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দীর্ঘকালীন বিষণ্ণতায় উত্তীর্ণ করে দিয়ে তার স্মরণ থেকে বিদায় নিয়েছিল। কারণটা দৈহিক, কিন্তু ক্রিয়াটা চল্‌ছিল মনের উপর। বাদলের মন সেটা আঁচ্‌তে পার্‌ছিল না। পার্‌লে বল্‌ত, দেখ্‌লে ত? যা বল্‌ছিলুম। মন আত্মার অধীন নয়, দেহের অধীন। কিম্বা দেহের সঙ্গে তার সোদর সম্পর্ক, ওরা যমজ। মাঝখান থেকে আত্মাকে টেনে আন্‌বার দরকার ছিল না। আমি আছি এই কি যথেষ্ট নয়? আমার আত্মা যদি নাও থাকে তবে কি আমার অস্তিত্বের কোনো হানি হয়? সেকালে বল্‌ত স্ত্রীলোকের আত্মা নেই। তা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকের দ্বারা বংশরক্ষা হয়ে এসেছে, রাজ্যশাসন শিল্পসৃষ্টি লোকসেবা হয়েছে। এখনো বলে পশুপাখীর আত্মা নেই, কিন্তু পশুর মত স্বভাবত স্বাস্থ্যবান পাখীর মত স্বভাবত স্বাধীন হতে কোন্‌ মানুষের না সাধ যায়? আমি যদি ঐ Sea gullদের একতম হয়ে থাকৃতুম তবে মস্তিষ্কের অভাবে আমার মননক্রিয়া বন্ধ হত কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি ঘট্‌ত কি? বরঞ্চ যখন যেখানে খুসী উড়ে বেড়ান যেত, ট্রেন কিম্বা বাস্‌এর মুখাপেক্ষী হতে হত না, পাথেয় সংগ্রহ না কর্‌তে পেরে চারটি বছর ভারতবর্ষে অপচয় হত না, বাধ্য হয়ে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে বিবাহের অভিনয় কর্‌তে হত না।

কে বল্‌বে কোটী কোটী ব্যাকৃটিরিয়ার আত্মা আছে? তা হলে ত আমার দেহকে আশ্রয় করে কোটী কোটী আত্মা আছে বল্‌তে হবে। সংখ্যাতীত ব্যাধিবীজ যত্র তত্র বিচরণ কর্‌ছে। তাদেরও তবে

আত্মা আছে ? বাদল বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ল। টেনিস বলের আত্মা নেই ? যে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে তার আত্মা নেই ?

দেহ হচ্ছে অত্যন্ত ডেমক্রাটিক্ পদার্থ। সকলের তা আছে। মনও আছে সকলেরই, কিন্তু মস্তিষ্ক যতটুকু মনও ততটুকু, কিম্বা মস্তিষ্কের সম্ভাবনা যে পরিমাণ মনেরও সম্ভাবনা সেই পরিমাণ। মানুষ বড় কেন ? কারণ মানুষের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মানুষের আত্মা আছে বলে মানুষ বড় এ যারা বলে তারা মানুষের প্রকৃত গৌরব যে মস্তিষ্ক তার চর্চ্চা করে না, তাই তাদের উক্তি যুক্তি নয়, তা বিচারের অযোগ্য।

কিছুক্ষণের মত নিশ্চিন্ত হয়ে বাদল খেলা দেখ্‌তে থাক্‌ল। তার নিজের ইচ্ছা কর্‌ছিল খেল্‌তে, কিন্তু তার নিজের র‍্যাকেট ছিল না, পরের কাছে চাইতে লজ্জা কর্‌ছিল। দ্বিতীয়, খেলার অভ্যাস নেই, কেন হাস্যাস্পদ হতে যাবে ? এমনিতেই সে বিমর্ষ হয়ে রয়েছে। সে আছে, সে থাক্‌বে, কিন্তু তার দেহ মন যদি না থাকে তবে সে কি নিয়ে থাক্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। সে কি দেহমন-নিরপেক্ষ হয়ে থাক্‌তে পারে ? যদি পারে ত 'সে' কে ? তার 'আমি' কে ? কোনো প্রকার রহস্য বাদল মানে না, ম্যাজিকের প্রতি তার উৎকট অশ্রদ্ধা। কিন্তু এ এক পরম রহস্য যে আমি আছি ও থাক্‌ব, অথচ আমি দেহমন-নিরপেক্ষ কি দেহমনেরই একটা বিশিষ্ট নামরূপ তাই বোধগম্য হচ্ছে না। আমি কি একটা compound যার সূত্র B^2CS^2 ? অথবা আমি যাবতীয় সংজ্ঞার অতীত ?

এক তরুণীর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ের খেলা খেলাছাড়া অন্য কারণে দর্শনযোগ্য হয়েছিল। প্রৌঢ়টি বল serve কর্‌বার সময় ডান হাত উঁচিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গী কর্‌ছিল, কেবল মুখের নয় হাতেরও। তার হাত

কাঁপছে বলে মনে হচ্ছিল। অথচ তার বল পড়্‌ছিল বেশ জোরের সঙ্গে এবং তরুণীর হাতের কাছ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তরুণী ফড়িঙের মত লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রৌঢ়ের দিকে কোপদৃষ্টিক্ষেপ কর্‌লে প্রৌঢ় দু একটা পয়েণ্ট্ তাকে দান করে মানভঞ্জন কর্‌ছিল।

এরা আজ সকালে টু সীটার্ মোটরগাড়ীতে কোথেকে এসেছে। চা খেয়ে আজকেই কোথায় চলে যাবে। হয়ত লণ্ডনের লোক। বাদলের ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা কর্‌তে, "কেমন আছে লণ্ডন? গুড্ ওল্ড্ লণ্ডন? কাগজে দেখ্‌ছিলুম মস্কো আর্ট থিয়েটার লণ্ডনে এসেছে। কেমন অভিনয় কর্‌ছে তারা? চমৎকার। না? মেরিলবোনে কন্‌সারভেটিভ্ রাই জিৎল? অবশ্য ওখানে ওরা সনাতন। তারপর? বাজেট নিয়ে পার্লামেণ্টে খুব তামাসা হচ্ছে? চার্চিল্ কেরোসিন ট্যাক্সের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে? চার্চিলের দোষ কি, আমিই জান্‌তুম না যে আমাদের দেশে কেরোসিনের বাতি জ্বলে ও সে বাতি গরীবরাই জ্বালায়।"

কিন্তু না। নীচের তলায় নামা হবে না। মনটাকে বিক্ষিপ্ত করা হবে না। আগে এই কুটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাক্—কি নিয়ে চিরকাল থাক্‌ব?

৮

দিন দশেক পরে বাদল দিশা পেল। মেঘলা রাত্রের শেষে সূর্য্য উঠ্‌ল না, কিন্তু মেঘের ওপারের আলো এ পারে বিচ্ছুরিত হল। চোখ ঝল্‌সে দেবার মত নয়, অথচ পথ দেখিয়ে দেবার মত।

বাদল উপলব্ধি কর্‌ল দুটা সত্য আছে। একটা to be; অন্যটা

to have। একটার কথা 'আমি আছি,' অন্যটার কথা 'আমার আছে।' প্রথমটাকে নিয়ে কোনো গোলমাল নেই, আমি আছি, আমি থাক্‌ব। গোলমাল দ্বিতীয়টাকে নিয়ে। আমার দেহ আছে, মন আছে স্মৃতি আছে, চেতনা আছে। আমার নাম আছে, রূপ আছে, বংশ আছে, বংশপরম্পরা আছে। এতগুলো কি থাক্‌বে? যতদূর চোখ যায় একমাত্র বংশপরম্পরা হয়ত থাক্‌বে। কিন্তু বাকী সমস্ত যাবে। খ্যাতিও। এককোটী বৎসর পরে হয়ত রক্তের চিহ্নও মুছে যাবে। মানবজাতি যে নির্ব্বংশ হবে না—ডাইনোসরের মত—তার নিশ্চয়তা কই? পৃথিবীর তাপহানির সঙ্গে প্রাণীমাত্রের প্রাণহানি ঘটা বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ আছে কি না জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ধাঁধার জবাব দিচ্ছেন একো জনা একো রকম। বাদলের বিশ্বাস একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অনুকূল শীতাতপ কয়েক কোটী বছর সম্ভব হয়েছে। যদি প্রাণীদের মধ্যে এ প্রকার বুদ্ধি ও উদ্যম অভিব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর টেম্পারেচারকে তারা স্ব ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে অথবা নিজেরা এ প্রকার বিবর্ত্তিত হয় যে নিরুত্তাপ পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খেতে পারে তবে সৌরজগতে যতকাল মধ্যাকর্ষণ থাক্‌বে পৃথিবীতে ততদিন প্রাণী থাক্‌বে। কে জানে হয়ত প্রাণ নি[illegible]র পক্ষে অনুকূল অপর কোনো গ্রহে উপনিবেশ কর্‌বে। ধর, ভীনাসের তাপ যদি কালক্রমে জুড়ায় ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে যাওয়া যদি সাধ্য হয় তবে প্রাণের জয় জয়কার।

প্রাণের প্রতি—প্রাণী সমাজের প্রতি—বাদলের মমতা থাক্‌লেও সে এইবার জেনেছে প্রাণই অস্তিত্বের শেষ কথা নয়, সব কথা নয়। পৃথিবী যেমন জগৎ পারাবারের একটি তরঙ্গ মাত্র প্রাণও তেমনি অস্তিত্বের মহাকাশে একটি পারাবত। একটি বিশেষ টেম্পারেচার—

একটি নাতি শীতোষ্ণ কুলায়—না পেলে সেই আরাম-লালিত পক্ষিসুত পিতৃগণকে পিণ্ডদান করতে জীবিত থাকত না। অস্তিত্বের কত শত রূপ, কত সহস্র প্রকাশ। প্রাণ তাদের অন্যতম এবং বোধ করি সৌখীনতম। এই কথাটা মেনে নিতে বাদলের মন বিষম বিমুখ হয়েছে ও চিত্তবৃত্তি একান্ত পীড়াবোধ করেছে। মাথার শিরা প্রশিরা গুলো অতিরিক্ত মোচড় খাওয়া সেতারের মত চিড় চিড় করতে করতে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবার মত হয়েছে। কিন্তু মেনে নিতেই হল।

বাদলের দেহ মন স্মৃতি সংজ্ঞা জীবনের সঙ্গে যাবে। অবচেতনা পর্য্যন্ত পিছনে পড়ে থাকবে না। মস্তিষ্কের অভাবে তার মনন হবে না, এইটে সবার বড় খেদ। মৃত্যু তার মনীষা হরণ করবে। বাদল একবার মৃত্যুর নির্ব্বর্ণ নিস্পন্দ নিঃসীম শূন্যতা অন্তরে অনুভব করে নিল। তার শারীরক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে বন্ধ হয়ে এল। তার বোধ হল সে যেন টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে অকূল সমুদ্রে ডুবছে, ডুবছে, ডুবছে। যেন উপরে উঠবার আশা ছেড়ে দিয়ে অনিবার্য্য ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, ধীরে, ধীরে, ধীরে। মন পেছিয়ে পড়ল, চেতনা কিছুদূর এগিয়ে দিল, ফুসফুস্ স্থগিত গতি মোটর এঞ্জিনের মত ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ করতে করতে অবশেষে—চুপ।

মৃত্যুর অনুভূতি হচ্ছে বিশুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভূতি। অতি প্রবল উদ্যমে সবেগে নিঃশ্বাস টেনে বাদল প্রাণলোকে উত্তীর্ণ হল। প্রায় মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এল বলতে হবে—লাজারাসের মত। কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে তার লেশমাত্র বিতৃষ্ণা জাগল না। মৃত্যু ত তার মৃত্যু নয়, beingএর মৃত্যু নয়। মৃত্যু তার সম্পত্তির মৃত্যু, havingএর মৃত্যু। মৃত্যু তাঁর পক্ষে নির্জ্জলা অস্তিত্ব। তার সম্পত্তির পক্ষে নিছক নাস্তিত্ব।

দশটা দিন বাদলের মাথার চুলকে বাতাসের মুখে ধোনা তুলোর মত উড়িয়ে নিয়ে গেল। উটের স্বদেহে সঞ্চিত মাংস যেমন অনশনের দিনে পাকস্থলীর প্রয়োজনে অন্তর্হিত হয় বাদলের গায়ে ও গালে সমুদ্রের হাওয়ার যোগে যেটুকু মাংস লেগেছিল সেটুকু গেল মিলিয়ে। চোখের কোলে কাল দাগ ত দেখা দিলই চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথ্‌লে পড়্‌তে থাক্‌ল। মাথা ব্যথা মাঝে একদিন এসে সেই যে সাথী হল আর যাবার নাম করে না। আহারে রুচি হয় না, মিসেস মেলভিল যে খাবার দিয়ে যায় তার সিকিও বাদল মুখ দেয় না। দেখে শুনে মিসেস মেলভিল স্বামীকে কিছু বল্ল না। স্বামীর আসুরিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে সে ভয় করত। সোজা টেলিফোন কর্‌ল ভেন্ট্‌নরের এক ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে বাদলের জিব দেখ্‌ল, দাঁত দেখ্‌ল, নাড়ী টিপ্‌ল, বুকের শব্দ শুন্‌ল, পিঠের শব্দ শুন্‌ল, টেম্প্যারেচার নিল, নিঃশ্বাস পরীক্ষা কর্‌ল। সব্‌জান্তা ডাক্তার। বাদলকে জেরা কর্‌ল।

বাদল বল্ল, "আমার অসুখ আর কিছু নয়। একটা প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ।"

ডাক্তার তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে পাগলা গারদ থেকে ফেরার হয়ে এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছে। বুড়ীর কানে বল্ল, "কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করুন।" বাকীটুকু ইঙ্গিতে বোঝাল। কি একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে বুড়ীর হাতে দিয়ে বাদলের দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করতে করতে ও মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাক্তার পুঙ্গব মিসেস মেল্‌ভিল্‌কে bow করে বেরিয়ে গেলেন ও নীচে নেমে গিয়ে সশব্দে মোটর গাড়ীর দরজা বন্ধ কর্‌লেন।

বাদল ভাব্‌ল, দেহটা থেকে আপদ ত কম নয়। এই সব

প্যারাসাইট্‌কে ফী জোগায় কে? আমাদেরই দেহ। আমার মুখের উপর প্রকারান্তরে আমাকে পাগল বলে গেল কি দেখে? আমার দেহ। কাজেই দেহটা থাকা খুব একটা সৌভাগ্য নয়। এটা গেলেও আমি থাক্‌ব। দেহের সঙ্গে মনও যাবে। তবু আমি থাক্‌ব। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব—তার মত মুক্তি কিছুতে নেই। What a relief! মাথাও থাক্‌বে না, মাথাব্যথাও না, চোখও থাক্‌বে না, চোখ দিয়ে জল ঝরাও না।

৯

পাছে বিক্ষেপ ঘটে তাই জানালার উপর পর্দ্দা টেনে দিয়ে বাদল বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ হয়েছিল। তার নিজের চোখ খোলা, তার ঘরের চোখ বন্ধ।

ডাক্তার এসে টান মেরে পর্দ্দাটাকে সরিয়ে দিয়ে গেলে বাঁধ-ভাঙা বেনো জলের প্লাবনের মত আকাশ-ভাঙা আলোর প্রবাহ তার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। সে আঘাত পেয়ে চোখ বুজ্‌ল; পরে চোখ মেলে দেখ্‌ল আলোর আর-এক রং। বসন্ত কোন্ কালে চলে গেছে, গ্রীষ্ম এসেছে তার স্থানে। পাখীর কলরব কান ঝালাপালা করে দেয়। যেদিকে দৃষ্টি ফিরান যায় সেদিকে এক ঝাঁক পাখী আছেই। চেরী ফুল ঝরে গেছে, কিন্তু গাছ তা বলে নেড়া হয়নি, নতুন পাতায় ভরে গেছে। বাদলের মত দৃশ্য-কানা মানুষও লক্ষ্য না করে পার্‌ল না যে মাঠের কোল জুড়েছে লক্ষ লক্ষ ব্লুবেল প্রিমরোজ মার্গেরিট ফুল।

এর মধ্যে কখন ভ্রমণের হিড়িক আরম্ভ হয়ে গেছে। কাতারে

কাতারে স্ত্রী পুরুষ সরাইয়ের সাম্‌নের রাস্তা ধরে মোটরে কিম্বা পদব্রজে চলেছে। তারা সকলে সরাইয়ের দিকে তাকায়, কেউ কেউ সরাইয়ের বাগানের চা খাবার জন্য থামে। তাদের জন্য মেল্‌ভিল Ye olde tea garden খুলেছে। সেখানে বেচারি মিসেস মেল্‌ভিল হাজিরা দিতে দিতে হাঁপিয়ে ওঠে।

এতদিন পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত থাকার ফলে মানুষ দেখে বাদলের উত্তেজনার সঞ্চার হল। বিদেশ থেকে দেশে ফির্‌লে যেমন হয়। তার জিজীবিষা গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। সে যে বেঁচে আছে এই তার শ্রেষ্ঠ সুখ। সে বেঁচে থাক্‌তেই চায়, মর্‌তে চায় না। ওদেরই মত সে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে মোটর হাঁকাবে, চা বাগানে আসন নিয়ে লেমন স্কোয়াসের নল মুখে পূরে আধ ঘণ্টা কাটাবে, সমুদ্রের ধারে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দিগ্বলয়ের সীমা নিরীক্ষণ কর্‌বে।

জীবনের প্রতি বাদলের প্রাক্তন অনুরাগ বহুগুণিত হয়ে ফির্‌ল। বস্‌তে হবে ঐ চা বাগানে, ঐ মুক্ত গগনের তলে, ঐ স্নিগ্ধ রৌদ্রে। বহুদিন মিসেস মেল্‌ভিল ভিন্ন অন্য মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়নি। ওখানে গিয়ে বস্‌লে আলাপ অমনি জম্‌বে। বাদল জিজ্ঞাসা কর্‌বে, "এ অঞ্চলটা লাগ্‌ছে কেমন?" ওরা বল্‌বে, "চমৎকার।" ওরা পাল্টা প্রশ্ন কর্‌বে, "আপনি এখানে কদিন আছেন?" বাদল বল্‌বে, "মনে হচ্ছে যেন চিরকাল আছি। প্রকৃতপক্ষে দেড়মাস হবে।" তারপর বাদল ওদের খোঁজ খবর নেবে। ওরা কেউ লণ্ডন থেকে, কেউ বার্মিংহাম থেকে এসেছে। কেউ ভেণ্ট্‌নর দিয়ে এসেছে, কেউ ফ্রেস্‌ওয়াটার দিয়ে! কেউ রাইড্‌ কাউএস্‌ নিউপোর্ট ঘুরে এসেছে, ক্রা য়্যাবী দেখেছে;

কেউ শ্যানভাইন ও শ্যাঙ্কলিন হয়ে এসেছে, শ্যাঙ্কলিনের Chine দেখেছে। বাদল এতদিন আছে, কিন্তু Carisbrooke এর দুর্গ দেখেনি, সেখানে যে গাধাটি আজ তিনশো বছর কূয়া থেকে জল তুল্‌ছে তার গল্প শুনেছে কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করেনি।

সাধারণ মানুষের মত সামান্য বিষয়ে কৌতূহলী হতে বাদলের লজ্জা বোধ হল না। বরঞ্চ উৎসাহ বোধ হল। সে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নীচে নেবে যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু এতদিনের অনিদ্রা ও অনাহার। তার মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তার পা টল্‌ছিল, গা কাঁপ্‌ছিল, চোখে আঁধার ঘনিয়ে আস্‌ছিল। সে বুদ্ধি খাটিয়ে ধপ্ করে বসে পড়্‌ল। বহুক্ষণ সেই অবস্থায় থাক্‌বার পরে যখন চোখে আলোর আমেজ পেল ততক্ষণে তার ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হয়েছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।

শরীরকে নাই দিলে সে পেয়ে বসে। তার নালিশ অনন্ত। আব্‌দার অজস্র। বাদল চুপ করে বিছানায় শুয়ে থেকে তার শরীরের উক্তির প্রতি কর্ণপাত কর্‌ল। শরীর বল্‌ছে, তুমি ত ভারি মজার মানুষ হে। আমি যে আছি আর আমি যে তোমার, এ দুটি সরল সত্য তোমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিলেও তোমার বোধগম্য হয় না। এমনি স্থূল তোমার বুদ্ধি। দুনিয়ার ভাবনা ভেবে মর্‌ছ, ঘরের চুলায় হাঁড়ি উঠ্‌ছে না সে খবর রাখ? তোমার হাতে পড়ে আমার অকাল বৈধব্য অনিবার্য্য। হায় হায়, না পেলুম ঘুমিয়ে আরাম, না কর্‌লুম খেলাধূলা। রয়ে সয়ে চিবিয়ে খাব তার সময় নেই, কোন্‌টা সারবান খাদ্য কোন্‌টা কেবলমাত্র মুখরোচক তার বিচার নেই! ঐ একঘেয়ে সমুদ্র

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও তার তুমুল কোলাহল শুনতে শুন্‌তে চোখে ও কানে মর্‌চে ধরে গেল। আহা, অন্যের হাতে পড়ে থাক্‌লে কি আনন্দেই দিন কাটাতুম! আকাশে এরোপ্লেন, মাটীতে মোটর, নদীতে বাচ—Speed is the word. মনের পক্ষে যেমন চিন্তা, দেহের পক্ষে তেমনি গতি—উভয়ের চাই Speed; উভয়েই হবে ধাবমান। এ কেমনতর মানুষ যে দেহে উদ্ভিদ্ থেকে মনের দ্বারা জগৎ পরিক্রমা কর্‌তে যায়। হয়েছেও তাই, ঘানিগাছের চারিদিকে ঘুরে মর্‌ছেন, একটা সত্য থেকে আর একটা সত্যে পাড়ি দিতে পার্‌ছেন না।

বাদল ভেবে দেখ্‌ল, কথাটা খাঁটি। দেহটা হয়েছে মনের ঘানিগাছ। তাই চিন্তা কেবল একস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা তীরের মত সরল রেখায় ছুট্‌তে পারে, যারা Speed King, তারাই জীবন মৃত্যুর লক্ষ্যভেদ কর্‌তে পারে। তারাই জানে প্রাণের পরে কি আছে, অস্তিত্ব কি নাস্তিত্ব। তাদের জ্ঞান তাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধি থেকে। আমার জ্ঞান আনুমানিক। ওরা সত্যিই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হবার সুযোগ পায়, মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে আসে। আর আমি যে এই কয়েকদিন মৃত্যুর আস্বাদ নিলুম এটা কৃত্রিম। বিশুদ্ধ অস্তিত্ব আমার পক্ষে থিওরী; ওদের পক্ষে প্র্যাক্‌টিস্।

বাদলের ইচ্ছা কর্‌ল, ডাইনামাইট দিয়ে ঘর দ্বার গ্রাম নগর বিচূর্ণ করে বিকীর্ণ করে দিতে। ওরা তাকে রুদ্ধগতি করেছে। ইচ্ছা কর্‌লে ডাইনামাইটের দ্বারা নিজেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যেতে। হাওয়ায় উড়্‌তে উড়্‌তে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যেতে। হয়ত গ্রহান্তরের মাধ্যাকর্ষণ তার একাংশ অপহরণ কর্‌বে, সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ

কর্‌বে অপর একাংশকে ভস্ম, তবু তার বিক্ষিপ্ত শরীর জগৎ আচ্ছন্ন কর্‌বার মত বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম। সে যেন একখানা অদৃশ্য জাল, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ব্যাপ্ত। তার শরীরে যত সেল্, যত মোলিকিউল, যত এটম, যত ইলেকট্রন আছে তাদের সংখ্যা হয়, কিন্তু কে জানে হয়ত ইলেকট্রনকেও ভাগ করা যায়, তাই তার ভাজক সংখ্যা অগণ্য। এই ভাজকগুলি যদি একবার ছাড়া পায় তবে হয়ত মাধ্যাকর্ষণের পক্ষে যার-পর-নাই লঘু হবে, অতএব জগতের সীমা যতদূর, উড়্‌তে উড়্‌তে ততদূর যাবে।

অথবা যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি সহসা নিষ্ক্রিয় হত। যদি দোতালা থেকে লাফ দিয়ে বাদল নীচের জমিতে পড়্‌ত না, পড়্‌ত ঊর্দ্ধে, পড়্‌তে পড়্‌তে চল্‌ত শূন্যে। তার সঙ্গে চল্‌ত বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়ন্ত পাখী, ঝরন্ত পাতা, খসে-পড়ন্ত ফুল। পৃথিবীর টান এক মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হলে পৃথিবীর কোল খালি হয়ে যেত।

৬০

বাদলের বন্ধনবোধ কোনোদিন এমন তীব্র হয়নি। সে শুধু শয্যাশায়ী নয়, সে বন্দী। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার সর্ব্বাঙ্গে। সে আহার নিদ্রার দাস, শীততাপের অধীন, ব্যাধিবীজের কৃপাপাত্র। Free will? কোথায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা? এই ত আজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পার্‌ল না, চা বাগানে বসে লেমনেড খেতে খেতে আলাপ জুড়্‌তে বাধা পেল। কে মালিক? সে,

না তার না-খাওয়া খাদ্য, না-হওয়া ঘুম, না-করা কসরৎ? সে, না তার দুব্‌লা গড়ন, সরু সরু হাড়, বিশীর্ণ মাংসপেশী? কতক আবেষ্টন, কতক বংশানুক্রম, দুই মিলে বাদলের ইচ্ছার স্বাধীনতার পথ রাখেনি। Environments ও heredity, এরাই মালিক, বাদল নয়। ইংলণ্ডে এসে প্রথমটাকে এড়াতে পারেনি—এখানেও সেই মাধ্যাকর্ষণ মাটীর সঙ্গে পা'কে রেখেছে এঁটে, বাতাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের সম্বন্ধ সেই একই, দেহের ইঞ্জিন ইন্ধনের অভাবে তেমনি বিকল। আর দ্বিতীয়টা? বাদল প্রাণপণে অস্বীকার কর্‌তে চায় এর অমোঘ অবিচল প্রভাব। কিন্তু ইংরাজের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সে সর্ব্বায়বে অনুভব কর্‌তে পারে কই। ভাষায় ইংরেজ হতে পারে, চিন্তাপ্রণালীতেও ইংরেজ হওয়া যায়, কিন্তু অস্থি মাংস স্নায়ু শিরার আভ্যন্তরিক সংস্থান সঞ্চালন ও বৃদ্ধি মহিমচন্দ্র সেন ও শৈলবালা দেবী এবং তাঁদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতা মাতামহী প্রমাতামহী চিরকালের মত অদৃশ্য শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। মাধ্যাকর্ষণের শৃঙ্খলভার তার তুলনায় কি! সেই সকল পরিত্যক্ত বিস্মৃত অজ্ঞাত পূর্ব্বপুরুষ—যাদেরকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করেছে—তারাই তার শরীরক্রিয়ার নিয়ন্তা। তার পূর্ব্বপুরুষ যদি জন্ স্মিথ্ ও মেরী জোন্স্ এবং তাঁদের পিতৃমাতৃকুল হতেন তবে সে এই ক'দিনের মধ্যে এতটা দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ত না, তার মাথা ঘুর্‌ত না, পা কাঁপ্‌ত না, গা বমি বমি কর্‌ত না, সে শিশুর মত হামাগুড়ি দিত না, রোগীর মত দিনে দুপুরে বিছানায় পড়ে থাক্‌ত না।

কিন্তু সে যে বাদল, সে যে অতুলনীয়, সে যে নিখিল বিশ্বে এক এবং অদ্বিতীয় তার এ অনুভূতি কে ঘুচাবে? হতে পারে

সে হেরিডিটির স্রোতোমুখে ভাসমান তৃণ, আবেষ্টনের অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক ক্রীড়াতাড়িত, আন্দোলিত ও মুক্তিভ্রমে ভ্রান্ত। হোক্ না সে নিরস্ত্র নিরন্ন ভাগ্যপীড়িত বন্দী, নাই থাক্ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা, পড়েই থাক্ সে অনীপ্সিত শয্যায়। অবান্তর ও তুচ্ছ তার ইংরেজ হওয়া না হওয়া ; সে যে বাদল এই তার সত্য উপলব্ধি। তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা তার ব্যক্তিত্বে। হাজার পরাধীন হোক, সে আর কেউ নয়, সে সে। সমস্ত কাট ছাঁট দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, যা irreducible, যা অক্ষয়, তা হচ্ছে, তার স্বকীয়তা। সেই তার চিতোর দুর্গ, সেই দুর্গে সে স্বাধীন নরপতি। তার ইচ্ছা যখন আবেষ্টন ও বংশানুক্রমের রাজ্যে পা বাড়ায় তখন তার পাস্‌পোর্টের দরকার হয়, তখন সে অসহায় ও অবমানিত। কিন্তু তার আপন দুর্গে সে অপরাজেয়। যেখানে সে ব্যক্তি সেখানে তার মুক্তি।

আমি আছি ও আমি আমি। রোগ-শয্যায় এর অন্যথা হয়নি, মরণে এর অন্যথা হবে না। মনে মনে এই তত্ত্ব জপ কর্‌তে কর্‌তে বাদল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখ্‌ল সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। নিকটে কোন গাছে ব্ল্যাক্‌বার্ডেরা তখনো ডাকাডাকি কর্‌ছে। সমুদ্রের কলরোল সারাদিন অন্য সহস্র ধ্বনির নীচে চাপা পড়ে ফোঁস্‌ফোঁসাচ্ছিল, এইবার স্ফীত হয়ে মাটীর উপর ছোবল্ মার্‌ছে। মোটরকারের হর্ণ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। নীচের তলায় অট্টহাসির হট্টগোল বাদলকে স্মরণ করিয়ে দিল যে বেঁচে থাকার ষোল আনা আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। বেড্ সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে সে দেখ্‌ল টেব্‌লের উপর গোটা দুই তিন ওষুধের শিশি।

ইস্! ওষুধ! জীবনে অন্য কোনো জিনিষকে সে এত ঘৃণা

করে না। মিষ্টি হোক তিক্ত হোক ওষুধ হচ্ছে এমন এক জাতের খাদ্য যার স্বাদ নিতে জিভে জল সঞ্চার হয় না, যার ঘ্রাণ পেলে ক্ষুধা এগিয়ে আসে না, যা গ্রহণ করে তৃপ্তি নেই। সাধ গেলে লোকে সন্দেশ বা চকোলেট খায়, কিন্তু বাধ্য না হলে কেউ ওষুধ খায় না। বাধ্যতাকেই বাদল ঘৃণা করে, ওষুধের উপকরণকে না, ওষুধ তার বন্দীদশার স্মারক, তার স্বাধীনতার প্রমাণ নয়। এই ওষুধ সকাল বেলার সেই অশ্রদ্ধাবান ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যে বলেছিল বাদলের জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে। কাজেই বাদল এর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বোধ করল না। অমন ডাক্তারের উপর তার আস্থা নেই। সে হাত বাড়িয়ে শিশি-গুলোর গলা টিপে ধরল। তারপর রোগা হাতে যতটুকু জোর ততটুকু খাটিয়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তার মনে পড়্‌ল মেল্‌ভিলের আসুরিক চিকিৎসা। আহা মেল্‌ভিল্‌ লোকটা বড় ভাল। সেদিন যা পান করিয়েছিল স্বাধীন অনুভূতি জাগাতে অমন পদার্থ আর নেই। ওর এক আউন্স পেটে পড়্‌লে পৃথিবী বুড়ীর শিকল গলা থেকে খসে পড়ে, প্রাণটা বাচ্চা কুকুরের মত একবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে যায়, লাফাতে লাফাতে ফিরে আসে, দুই পা সাম্‌নে মেলে দিয়ে ধরা দেবার ভাণ করে, কাছে গেলে অমনি পালায়। কেমন তামাসা! বাদলের হাসি পায়। মনে করতেই মনটা হাল্‌কা হয়ে আসে। গায়ে যেন খানিকটা জোরও জোটে। বাদল উঠে গিয়ে বেল্‌ টেপে।

যাকে চেয়েছিল ঠিক সেই। মেল্‌ভিল্‌ স্বয়ং। বাদল বল্ল, "বড্ড কাহিল বোধ করছি। একটু ব্রাণ্ডি কিম্বা—।" মেল্‌ভিল্‌ সকাল-বেলা ডাক্তার দেখে টের পেয়েছিল ব্যাপার সরল নয়। গম্ভীর-

মুখে বল্ল, "আপনি ত এখন আমার চিকিৎসাধীন নন্।" বাদল ক্ষ্যাপার মত হেসে উঠে বল্ল, "ঐ ডাক্তারটার চেয়ে আপনার চিকিৎসার উপর আমার ঢের বেশী আস্থা মিষ্টার মেল্‌ভিল্।"

স্বাধীন অনুভূতির চোটে বাদল সে রাত্রে মিসেস মেল্‌ভিল্ বুড়ীকে ঘুমতে দিল না। থাকে থাকে সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ওঠে—"Free will or Determinism?"

স্বপ্নবাণী

১

লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের প্রশস্ত ভোজনাগারে দে সরকার সুধীকে ও মৃণালকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে। অতি সাদাসিধে ব্যাপার। যে আস্‌ছে সে একগ্লাস দুধ কিম্বা একটা আপেল কিনে একটু জায়গা করে কোথাও বসে যাচ্ছে। টেবিল ক্লথ বিহীন লম্বা সরু টেবিল। চেয়ারও তেমনি রুক্ষ। হৈ হৈ করে কত ছেলে ও কত মেয়ে খাচ্ছে এবং আড্ডা দিচ্ছে। কারুর কারুর খাওয়া সারা হয়ে গেছে। একটি খাটো সবুজ ফ্রক পরা, ছেলেদের মত করে চুল-ছাঁটা, রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, সুশ্রী মেয়ে একটা খালি টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে বসেছে ও দাঁড়িয়েছে গুটি ছয় সাত নানান রঙের সুটপরা, নানা আকার ও আকৃতির তরুণ। প্রায় সকলেই সিগ্‌রেট টান্‌ছে, মেয়েটিও।

দে সরকার দুই হাতে করে খাবার বয়ে নিয়ে এল। সুধীকে বল্ল, "নিন্ আপনার হর্‌লিক্‌স্ ও মধু।" মৃণালকে বল্ল, "আপনি অবশ্য শাক্ত।"

মৃণালই কথাটা পাড়্‌ল। বল্ল, "এমন জান্‌লে আমি অন্য কোথাও ভর্ত্তি হতুম না, অন্য বিদ্যা শিখ্‌তুম না। দে সরকার, আপনাকে সাবাস।"

দে সরকারের পরিপাটীরূপে কামান মসৃণ গাল বুদ্বুদের মত গোল হয়ে চক্‌চক্ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার রিমলেস্ চশমা ঝক্‌ঝক্

করে উঠ্‌ল। সে হৃষ্ট হয়ে বল্ল, "তবে? আমার স্কুল কি যেমন তেমন প্রতিষ্ঠান? এই বা দেখ্‌লেন কি? চলুন আপনাকে আমার প্রিয় অধ্যাপিকার ক্লাসে নিয়ে যাই। বক্তৃতা শুন্‌বেন না প্রেমে পড়্‌বেন তাই বসে বসে নিরীক্ষণ কর্‌ব।" তৎক্ষণাৎ নিজের উক্তিকে সংশোধন করে বল্ল, "হয়ত অধ্যাপিকার প্রতি অবিচার কর্‌লুম। তিনি বাস্তবিকই বিবেকী। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ান। তবে আমাদের স্কুলের ট্রাডিশন হল আলাদা। আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নই, আমরা সকলে সকলের সহাধ্যায়ী। আমাদের চিন্তা ও বাক্য স্বাধীন, আমাদের কার্য্যের উপর কেউ পাহারা বসায় না। কার চরিত্র কেমন তা নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই। আমাদের একমাত্র দায়িত্ব আমরা মানুষের সমাজ রাষ্ট্র ও আর্থিক ব্যবস্থা (economic system) সম্বন্ধে কোনো প্রকার পোষা ধারণা কিম্বা বাঁধা বুলি নিয়ে অগ্রসর হব না; বৈজ্ঞানিকের মত মনটাকে নিরাসক্ত ও নির্দ্দয় করে কঠোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।"

সুধী বল্ল, "সামাজিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি কার্য্যকরী হবে? ইকনমিক্‌স্ বলে একটা শাস্ত্র বানিয়েছেন আপনারা, কিন্তু ও কি কখনো গণিতের মত বিশুদ্ধ এবং নির্ভুল হতে পার্‌বে? ধরুন আজ থেকে বিশ বছর পরে সূর্য্যগ্রহণ হবে বল্‌তে পারা যেমন জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সম্ভবপর, তেমনি দুবছর পরে বাজার দর কি রকম হবে বল্‌তে পারা কি অর্থনীতি নিপুণের পক্ষে সম্ভবপর হবে মনে করেন?"

দে সরকার পকেট থেকে সিগ্‌রেটের কেস্ বার করে সুধী মৃণালের সাম্‌নে ধর্‌ল। মৃণাল একটি নিল।

দে সরকার ধোঁয়া ছাড়্তে ছাড়্তে সুধীর প্রশ্নের জবাব দিল। বল্ল, "পঞ্চাশ বছর পরে সম্ভবপর হওয়া সম্ভবপর। এই ওঁ সবে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভব। এর সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সেগুলিও সদ্যোজাত। মানুষের মন, মনের নিমগ্ন প্রদেশ, যূথ মনের ব্যবহার, পৃথিবীর ধন সম্পদ, উর্ব্বরতা, কয়লা গ্যাস তড়িৎ ইত্যাদি শক্তি, এমনি কত বিষয়ে এখনো গবেষণার চূড়ান্ত হয়নি। হয়ত সূচনা হয়নি। পৃথিবীর সব দেশে ভাল রকম সেন্‌সাস নেওয়া হয় না, সে সব দেশের তথ্যতালিকায় গলদ যতদিন থাক্‌বে ততদিন বাণিজ্যসংক্রান্ত কোনো ব্যাধির ডায়গ্নসিস হবে না, দাওয়াইয়ের যা ব্যবস্থা হবে তা হাতুড়ের মত। তা বলে আমরা আপনার যোগী ঋষির মত ধ্যানাসনে বসে শিবনেত্র হব নাকি?" দে সরকার হেসে পাল্টা প্রশ্ন কর্‌ল।

সুধী তর্ক কর্‌তে আসেনি। আধুনিকতার এই প্রখ্যাত পীঠ সম্বন্ধে সে দূর থেকে অনেক শুনেছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে সিড্‌নি ও বিয়াট্রিস্ ওয়েব প্রভৃতি ফেবিয়ান (Fabian) সোশ্যালিষ্টগণের উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফেবিয়ানগণ স্বদেশের যন্ত্র কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলিত অথচ চির-অভ্যস্ত চিন্তা ও চির-প্রচলিত বিশ্বাস কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত সমাজকে ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত করে তোল্‌বার আয়োজন করেন। তাঁদের আয়োজনের এটিও একটি অঙ্গ। সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল এই বৃক্ষের বিশেষত্ব। আধুনিক আদম এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কর্‌ছেন।

সুধীকে নিরুত্তর দেখে দে সরকার আর কিছু বল্‌বে এমন সময় তার দুজন সহপাঠী তার পাশে এসে দাঁড়াল। জান জাওর্‌স্কি, জাতে পোল্। য়াকোব হোল্‌ষ্টাইন, জাতে জার্ম্মান ইহুদি। প্রথম

জন শালপ্রাংশু, বিশালকায়, হ্রস্বদৃষ্টি, তাম্রাভ-কেশ। দ্বিতীয় জন 'প্রমীণ-সাইজ', উন্নতনাসিক, প্রশস্তললাট, কৃষ্ণকেশ। দে সরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্ল, "তোমরা দাঁড়িয়ে থাক্‌লে যে। বস, বস। পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর পিতৃদত্ত নাম তুরুচ্চারণীয়, আমরা এঁকে ডাকি নর্থ পোল বলে। মালিনোস্কির কি যেন হন। আর ইনি আমাদের ভাবীযুগের সুপার-ব্যাঙ্কার। সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কগুলাকে ইনি একসূত্রে গাঁথ্‌বেন ও সেই মালা নিজের গলায় পর্‌বেন। দেখ হোল্‌ষ্টাইন, যতবার তোমার দর্শনলাভ করি ততবার অনুপ্রাণিত হই। আর কিছু না হয়ে উঠ্‌তে পারি ত তোমার বস্‌ওয়েল হব।"

হোল্‌ষ্টাইন সুধীর দিকে চেয়ে বল্ল, "মসিয়ো স্ত সারকারের মস্ত গুণ তিনি নিজের পরিকল্পনাকে পরের বলে চালাতে সিদ্ধহস্ত। কোনো দিন যা আমি ভাব্‌তে পারিনি ও বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে তাই উনি আমাকে দিয়ে করাবেন, আমাকে দিয়ে হওয়াবেন। সেইজন্য আমার মনে হয় স্ত সারকারের মুখে আপনার পরিচয় না নিয়ে আপনার নিজ মুখেই নেওয়া সমাচীন।"

সুধী হেসে বল্ল, "দে সরকারের উপর নির্ভর কর্‌লে আপনি আমাকে মিষ্টিক্‌ বলে জান্‌তেন। আমি বিশেষ কিছু নই, তবে একটা অভিধা না হলে যদি পরিচয়ের অসুবিধা হয় আমি দ্রষ্টা।"

মৃণালের প্রতি লক্ষ করে নর্থ পোল বল্ল, "আর আপনি?"

মৃণাল সলজ্জভাবে বল্ল, "আমার মত নগণ্য মানুষের পরিচয়? শিখ্‌ছি রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ারিং। দেশে একটা মোটা মাইনের চাকরি পাবার আশা নিয়ে এদেশে আসা। দে সরকার আমার এর বেশী কি পরিচয় দেবে জান্‌তে ইচ্ছা করে।"

দে সরকার এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে বল্ল, "তুমি মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইনে পাঞ্জাব মেল চালাবে।"

মৃণাল ও সুধীকে হেসে উঠ্‌তে দেখে নর্থ পোল ও হোল্‌ষ্টাইন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। দে সরকার যখন তাদের খাতিরে ইঙ্গিতটাকে পরিস্ফুট কর্‌ল তখন তারাও হাসিতে যোগ দিল।

২

ভিড় দেখ্‌লে ভিড় বাড়ে। দে সরকারকে ঘিরে চারজন যুবক খুব হাস্‌ছে। ব্যাপার কি? সেই যে টেবিলের উপর সমাসীন তরুণীটি সে তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হল। স্কুলের এমন কোনো ছাত্র ছাত্রী নেই যাদের সঙ্গে তার যাকে বলে মাথা-নোয়ান পরিচয় (nodding acquaintance) নেই। নাম হয়ত জানে না অধিকাংশের, কিন্তু মেশে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে। সুকুমার বালকের মত চেহারা ও চাল; গোপালের মত যার কাছে যা পায় তা খায়; অচেনা মানুষকে বলে গুড্‌ মর্ণিং। সরলতা তার স্বভাবসিদ্ধ, কি, একটা ভাণ, তা বল্‌বার উপায় নেই; কারণ সে কথা বলে অতি অল্প। তার প্রধান গুণ সে অপরকে কথা বলায়। সে যখনি যেখানে বসে সেখানটা হয়ে ওঠে তার সালোঁ। এক এক করে কত ছেলে জড় হয়; যে কয় জন মেয়ের স্বভাবে ঈর্ষা নেই তারাও। অনর জন্‌সন্ (Honor Johnson) ওরফে জনি কাউকে ডাকে না; কারুর দিকে চেয়ে চোখ ঠারে না, আঙ্গুল দিয়ে ইসারা করে না—কিছু না। তার যে চেয়ারটায় বা যে টেবিলটাতে বস্‌বার খেয়াল হল সেটাতে সে যেই বসেছে অমনি একটি না একটি ছেলে ঐখান দিয়ে যেতে যেতে তার মাথা

নোয়ান দেখে ও গুড্ মর্ণিং শুনে একটু আলাপ কর্‌বে ভেবে এক মিনিটের জন্য থাম্‌ল। অমনি আরো তিনদিক থেকে তিনজন এসে হাজির। প্রথম জনের মুখের কথা থাক্‌ল মুখে। অনর ওরফে জনি বল্ল, গুড্ মর্ণিং। এবং কেমন নম্র মধুর ভাবে মাথা নোয়াল! সকলে করে হৈ হৈ; সে থাকে স্থির অচপল। কেউ সিগ্‌রেট্ বাড়িয়ে দেয়; সে কোমলকণ্ঠে বিনীতভাবে বলে থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ্। অমনি পাঁচজন একসঙ্গে দেশলাই জ্বালায়। সে যার প্রতি প্রসন্ন হয় সেই মনে মনে বলে থ্যাঙ্কস্ ভেরি মাচ্।

পর্ব্বত মহম্মদের কাছে উপস্থিত হবে দে সরকার কল্পনা কর্‌তে পারে নি। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যি সত্যি অনর। দে সরকার লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। অনর ডান হাতটি তুলে হাতের ভাষায় বল্ল, থাক্। পাত্রগুলো ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে টেবিলের একধারে আসন নিল। দে সরকার তবু দাঁড়িয়েই থাক্‌ল। বস্‌বার কথা তার মনে হল না। ওদিকে তার চেয়ারখানা কে বাজেয়াপ্ত কর্‌ল, সে টেরই পেল না। আর একজন বল্ল, সিট্ ডাউন, ওল্ড চ্যাপ্, সি-ট্ ডাউন। তার কথা শুনে দে সরকারের যে দশা হল তা লিখে কাজ নেই। সুধী ও অনর ছাড়া সকলেই তাকে গড়াগড়ি যেতে দেখে পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি দিল। কেউ কেউ হাস্‌তে হাস্‌তে গড়াগড়ি যাবে মনে হল। ইংরেজের ছেলে rag যখন করে তখন একেবারে নিষ্ঠুর। কেউ শিষ দেয় কেউ শেয়াল ডাকে কেউ চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে মারে। তবে যাকে rag করা হল সে যদি বীরের মত সহিষ্ণু হয় তবে তার জয়ধ্বনিও করে। ছেলেদের rag এর চোটে কত দোকানদারের কপাট ভেঙ্গেছে, কত পাহারাওয়ালার মাথা ফেটেছে। পুসিফুট জনসন বেচারার ত একটা চোখই গেল লণ্ডনের ছেলেদের ঢিল লেগে।

যা হোক দে সরকার তার চোখ কান হাত পা গুলা আস্ত আছে দেখে আশ্বস্ত হল এবং চোখের জল মোছ্‌বার চেষ্টা না করে দাঁত বার করে হাসি ফোটাল। সুধী তাকে জোর করে নিজের আসনে বসালে সে ক্রমে ক্রমে নিঃশ্বাস ফিরে পেল।

দে সরকারের পার্টি আর জম্‌ল না। মার্টিন কোম্পানীর মজা ভুলে হোলষ্টাইন ও নর্থ পোল সমাগত জনতার সঙ্গে খেলাধূলার প্রসঙ্গে মজে গেল। সকার (ফুটবল) খেলায় স্কটলণ্ড ইংলণ্ডকে চার গোলে হারিয়ে "কাঠের চামচ" নিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর পরে স্কটলণ্ড এতগুলি গোল শোধ দিয়ে ইংলণ্ডের উপর শোধ তুল্ল। উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে স্কচ্‌ যারা ছিল তারা তুড়ি দিল। তখন ইংরেজ যারা ছিল তারা শ্লেষাত্মক সুরে স্কটলণ্ডের প্রিয় সঙ্গীত Annie Laurie গেয়ে উঠ্‌ল :—

"And for bonnie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

এতে স্কচ্‌রা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে সমানে যোগ দিল।

"Like dew on the gowan lying
Is the fa' o' the fairy feet,
And like winds in summer sighing
Her voice is soft and sweet.
Her voice is soft and sweet,
And dark blue is her e'e,
And for bonnie Annie Laurie
I'd lay me doon and dee."

৩

নিজের পার্টিতে পরের হাস্যাস্পদ হয়ে উপেক্ষিত ভাবে বসে থাকা দে সরকারের অসহ্য বোধ হল। সে অনরকে উদ্দেশ করে 'এক্‌স্‌কিউস্‌ আস্‌' বলে স্থধী ও মৃণালকে নিয়ে প্রস্থান কর্‌ল। পাছে তার মনে আঘাত লাগে ভেবে স্থধী বা মৃণাল তাকে তার লাঞ্ছনায় সমব্যথা জানাল না। ঘটনাটা চাপা দেবার জন্য মৃণাল বল্ল, "কো-এডুকেশনের আনন্দ অন্য কিছুতে নেই।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে সমর্থনস্থচক প্রশ্ন কর্‌ল, "নেই ত? কেমন?"

স্থধী মৃদু হেসে বল্ল, "তার চেয়ে বড় আনন্দ সেল্‌ফ্‌ এডুকেশনের।" রঙ্গ করে বল্ল, "লোকে কি 'এডুকেশন' চায় হে! লোকে চায় 'কো'।" তারপর গম্ভীর হয়ে বল্ল, "ব্যাপকভাবে বল্‌তে গেলে দল বেঁধে পড়্‌তে বসাটাই অদ্ভুত, সেটা স্ত্রী-পুরুষেই হোক আর পুরুষে পুরুষেই হোক। কবিরা এক জোট হয়ে কবিতা লেখে না, চিত্রীরা ছবি আঁকে একা একা, গান যদিও অনেকে মিলে হয় তবু উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত নিঃসঙ্গ সাধনাসাপেক্ষ। শিক্ষার জন্য ক্লাস ঘরে দল পাকান তাই আমি অতি ক্লেশে স্বীকার করেছি—স্কুল জীবনে গুরুজনের নির্ব্বন্ধে, কলেজ জীবনে বাদলের আগ্রহে।"

দে সরকার বাদলের নাম শুনে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "বাদলের কি খবর?"

স্থধী বিষণ্ণ স্বরে বল্ল, "বেঁচে আছে, ওর বেশী ত জানিনে।"

"কোথায় আছে, কি কর্‌ছে, কবে দেখা হবে এ সব?"

"ঐ যে বল্লুম।"

দে সরকার ব্যঙ্গ করে বল্ল, "ডুবে ডুবে জল খাবার খবর বন্ধুকে জানায় না? বিলেত দেশটা এমনি, মশাই, কা তব কান্তা কস্তে বন্ধুঃ। সেদিন বিভূতি নাগের সঙ্গে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরী য়্যাভিনিউতে দেখা। বন্ধুনী সমভিব্যাহারে ম্যাটিনিতে যাচ্ছে। একজন কাল মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা জান্‌লে পাছে তার বন্ধুনী তাকে অবজ্ঞা করে কিম্বা অন্যমনস্ক পথিকদের দৃষ্টি তার রঙের প্রতি একটু বেশী রকম আকৃষ্ট হয়, সেই ভয়ে সে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।"

সুধী দৃঢ়তার সহিত বল্ল, "কিন্তু বাদল অমন নয়।"

এর পরে অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলনা। স্কুল অফ্‌ ইকনমিক্‌সের নানা তল পরিক্রম করে ছাত্র ছাত্রীর ভিড় কাটিয়ে তারা রাস্তার দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বিপরীত অভিমুখ থেকে যাকে আস্‌তে দেখা গেল তার নাম নাটালী। জাতি রাশিয়ান। রুশবিপ্লবের সময় তার পিতামাতা ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন। বছর দশেক ইংলণ্ডে বাস করে সে প্রায় ইংরেজ হয়ে গেছে। তার ঢেউ খেলান চুল মাথার পিছনে ঝুঁটি করে বাঁধা, ছোট্ট ঝুঁটি। তার চোখের পাতা স্বভাবত স্ফীত। তার চিবুকের নীচে আর এক প্রস্থ চিবুক (double chin)। সে স্থূলকায়া হলেও তার মুখের লাবণ্য ও তার ব্যবহারের সৌজন্য চোখ ও মন কাড়ে! সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং তার বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হবে। অনরের মত জনপ্রিয় নয়, কিন্তু একটি ছোট সীমার মধ্যে মিশ্‌তে ত্রুটী করে না। তার মণ্ডলীর মানুষ তারই মত সীরিয়াস।

নাটালীকে লক্ষ করে দে সরকার দু পা পিছিয়ে গেল এবং চক্ষু

নত করল। নাটালী এক সেকেণ্ড থেমে তাকে পর্য্যবেক্ষণ করল। তারপর ঈষৎ দ্রুত পদে স্কুলের পর্চ্-এ উঠে লিফ্‌টের অপেক্ষা করল। ঘটনাটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে মৃণাল একেবারেই টের পেল না। কিন্তু স্বধীর নজর এড়াল না। মৃণালকে কিংস্ ওয়ের বাসে তুলে দিয়ে অল্ড্‌উইচ টিউব ষ্টেশনে স্বধীকে তুলে দিতে যাবার সময় দে সরকার নিজের থেকে স্বধীকে বল্ল, "বাদলকে সঙ্গে করে খিচুড়ি খাওয়ার গল্প মনে পড়ে?"

"পড়ে।" স্বধী বাদলের কথা স্মরণ করতে করতে গাঢ়স্বরে বল্ল।

"পদ্মর কাহিনী বলে যার কাহিনী বল্‌বার সময় হল না এই সেই নাটালী। বড্ড মন কেমন করছে, ভাই চক্রবর্ত্তী।"

স্বধী সান্ত্বনা দিয়ে বল্ল, "মন কেমন করার চিকিৎসা নেই। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মত সহ্য করতে হবে, ভাই দে সরকার।"

এই বলে স্বধী নিজেকেও সান্ত্বনা দিল।

দে সরকার বল্ল, "একজন মানুষ আর একজন মানুষের জীবনটাকেই একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে পরিণত করতে পারে কেমন করে? বায়োলজি বা সাইকোলজিতে এর উত্তর নেই। অনেক খুঁজেছি। আধুনিক মানবের পক্ষে এ এক অমীমাংসিত রহস্য। এবং যা অমীমাংসিত তা পরাভবকর। ভগবানের কাছে পরাজিত হয়েছি, প্রেমের কাছেও। উভয়কেই মেনে নিতে হচ্ছে অবোধের মত।"

স্বধী নরম স্বরে বল্ল, "মানুষকে অপরাজেয় হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে কি? আর পরাজয়ে কি কেবলই গ্লানি? আত্মসমর্পণের পরমা তৃপ্তি যে মানব অভিজ্ঞতার একটা বড় উপাদান ভাই দে সরকার।"

দে সরকার কৌতুকের হাসি হেসে উঠ্‌ল। "ও বাবা মিষ্টিসিস্‌ম্‌? মিষ্টিক সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমি চাই ব্যাধির চিকিৎসা। সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির—সামাজিক মানসিক কায়িক। ক্যান্‌সার রিসার্চ চলেছে, প্রেমের রিসার্চও চলুক।"

তারা হাস্‌তে হাস্‌তে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে মাটির নীচের সুড়ঙ্গে নেমে গেল।

৪

যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ সুধীর চিত্তকে সংকটারূঢ় করে রেখেছিল। প্রত্যূষে ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখে সূর্য্যের আলো সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা রাখেনি, জানালার কাঁচ ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছে সূর্য্যালোকিত গ্রহের মত; সেই কাঁচের তেজ সদ্য উন্মীলিত চক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। সেই যে মনটা থ্রাসের সঙ্গে গান কর্‌তে সুরু করে দেয় তারপর বেলা হলেও বিরতি মানে না। সুধী কোনো-দিন পড়ায় মগ্ন থাকে, কোনোদিন পদচারণে, কিন্তু প্রতিদিন সেই একই প্রভাতানুভূতি তার সমস্ত দিনটাকে প্রভাত করে রাখে। দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী আলোকের ক্রিয়া মনের মণিকোঠায় প্রবেশ পূর্ব্বক মনটাকে এমন ঝল্‌মল্‌ করে দেয় যে জগতের কোথাও কিছু অস্পষ্ট থাকে না। জগৎ যেন নখদর্পণে। তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি অনায়াসে দৃষ্টিগম্য হয়। যেন সুধী রয়েছে বিশ্ব-শতদলের কেন্দ্রে। পাপ্‌ড়িগুলি তাকেই ঢেকে রেখেছিল, সেই সঙ্গে নিজদেরকেও। অন্ধকারে যার কার্য্যপদ্ধতি অজ্ঞেয় ছিল বলে যাকে Destinyর মত মনে হত আলোকে তার কার্য্যাবলী সুসম্বদ্ধ প্রতিভাত হল, সে নিয়তি নয়, সে লীলা।

ব্রহ্মাণ্ড নামক বস্তুপিণ্ডটা ত স্বচ্ছ হয়ে গেল একটা স্ফটিক গোলকের মত। তার কোথাও দৃষ্টি বাধা পায় না। দেহের ভিতর দিয়ে যেতে X-Ray যতখানি বাধা পায় ততখানিও না। সুধীকে কষ্ট স্বীকার করে বাইরে তাকাতে হয় না। মনের পর্দ্দাটা এত সূক্ষ্ম যে একটুখানি সরালে ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়। অগণিত সৌরলোকে ঘর্ঘর রবে ঘূর্ণিত হচ্ছে। অপরিমিত আলোক দিকে দিকে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। ধ্বনির টুক্‌রা পাখীর কলকণ্ঠে। রং-এর ফাগ ফুলে ফুলে বিকীর্ণ হল। গতি হিল্লোল জড়কে কর্‌ল সচল; ধূলি মুষ্টির উপর কি মন্ত্র পড়ে দিল এক নিমেষ কালের ব্যবধানে সেই হয়ে উঠ্‌ল মানুষ।

এ গেল সুধীর আনন্দ। তার বিষাদ তাকে আনন্দের প্রতি বিমুখ কর্‌তে চায়। সে আলোক বর্জ্জন করে সুড়ঙ্গে বেড়ায়। অবিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণে জাগে উজ্জয়িনীর ধ্যান মূর্ত্তি। কয়েক মাস যাবত উজ্জয়িনীর চিঠি আসা বন্ধ। মহিমও লেখে না। দেশের জন দুই তিন বন্ধু নিজেদের খবর দেন, আর দেন দেশের ভাবধারার আভাস। কিন্তু তাঁরা হয়ত উজ্জয়িনীকেই জানেন না, নয়ত জানেন না যে উজ্জয়িনীর কুশল বার্ত্তায় সুধীর প্রয়োজন আছে। Cable করে সংবাদ নেবার মত ছেলেমানুষী সুধীর সাজে না, উদ্বেগরাহিত্য তার সাধনার অঙ্গ। যে যেখানে আছে যথাস্থানেই আছে, যেখানে যাবে যথাস্থানেই যাবে। স্বয়ং বিধাতা নিয়েছেন সকলের ভার, ভাবনাটা একা তাঁরই। আমরা কেন হস্তক্ষেপ কিম্বা চিত্তক্ষেপ কর্‌তে যাই? এ হল উদ্বেগের বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু বিষাদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাটে না। বিষাদ যে অন্তরতম অনুভূতি, উদ্বেগের মত মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। সভ্য মানবের বোঝা (white man's burden?) হচ্ছে উদ্বেগ। আর বিষাদ হচ্ছে পশুপক্ষী

ওষধি বনস্পতিরও। বিধাতা ও-জিনিষকে কি যে মূল্যবান মনে করেন ওর অংশ তাঁর সকল সন্তানকে দিয়েছেন।

কেন সুধীর এ বিষাদ? সে হেতু অন্বেষণ করে সন্তোষ পায় না। উজ্জয়িনী তার কেউ নয়। কোনোদিন উজ্জয়িনীকে সে চাক্ষুষ দেখেনি। উজ্জয়িনীর জন্য উদ্বেগও তার নেই বলা চলে। বাদল যদি নিতান্তই পরাঙ্‌মুখ হয় তবে উজ্জয়িনী বোধ কর্‌বে বৈধব্যের অনুরূপ বেদনা। তার বেশী নয়। খ্রীষ্টান কিম্বা মুসলমান হয়ে থাক্‌লেও এ অবস্থায় বিবাহচ্ছেদ দাবী কর্‌তে পার্‌ত না, হিন্দু হয়েছে বলেই ও-দাবী হারিয়েছে এমন নয়। বাদলকে সুধী মর্ম্মে মর্ম্মে চেনে। বাদল না কর্‌বে স্ত্রীর উপর অত্যাচার, না কর্‌বে স্ত্রী বিদ্যমানে অপরা-সঙ্গ। মুখে অবশ্য সে অনেক কথাই আওড়াবে। যখন যেটা তার সত্য মনে হয় তখন সেইটেই তার মুখে ফুলঝুরির মত ঝরে এবং ঝর্‌তে ঝর্‌তে নিঃশেষ হয়। দু'দিন পরে ঠিক বিপরীতটা তার মনে ও মুখে। অন্য কেউ হলে বল্‌ত বাদল ভণ্ড। কিন্তু সুধী জানে বাদলের মন ও মুখ এক। তবে ভণ্ডতার অর্থ যদি হয় চিন্তার, বাক্যের ও কর্ম্মের অসামঞ্জস্য তবে বাদল সম্ভবতঃ ভণ্ড। সুধী এখনও বুঝতে পার্‌ল না কেন বাদল ইংলণ্ডকে নিজের দেশ কর্‌বার খেয়ালে ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ থেকে প্রথম কয়েক মাস বিচ্যুত হয়েছিল। বাদলের মত মনীষীর পক্ষে ওটা কি একটা ছেলেমানুষী হয়নি? বাদল নিজেই একদিন ভ্রম স্বীকার কর্‌বে। ভণ্ডতা নয়, ভ্রম। না, বাদল কখনো ভণ্ড হতে পারে না। ভণ্ডতার কোনো অর্থেই না। তার মনের টান বিশুদ্ধ চিন্তার দিকে। বাক্য ঐ চিন্তার নাগাল পায় না। কাজ যে পেছিয়ে পড়্‌বে এর আর সন্দেহ কি? পেছিয়ে পড়া কাজ দেখে এগিয়ে চলা চিন্তার বিচার করা অন্যায়। ছোট

বেলায় বাদলের সখ ছিল ইংরেজের দেশে ইংরেজ হয়ে বাস করতে। প্রথম কয়েক মাস সেই প্রাচীন সখের সঙ্গে তার পেছিয়ে পড়া কাজের সামঞ্জস্য ঘট্‌ল। ম্যাট্রিকের পরে বিলাতে আসা হয়ে ওঠেনি বলেই এই আপদ্‌। কিন্তু কই কোনোদিন ত বাদল সম্ভোগের সাধ পোষণ করেনি। সম্ভোগ কি কোনোদিন তার পেছিয়া পড়া কাজ হবে? যদি হয় তবে হয়ত তা উজ্জয়িনীকে অবলম্বন করে। না হয় ধরে নেওয়া যাক বাদল অন্যানুরক্ত হল। উজ্জিয়িনীর তাতে সত্যিকার কিছু আসে যায় না। ঈর্ষা উজ্জয়িনীর স্বভাবে নেই; সে মহীয়সী।

একটা অহেতুক বিষাদ সুধীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল। যেন তার নিজের নয় উজ্জিয়িনীরই বিষাদ দেশান্তরিত হয়ে পাত্রান্তরিত হয়েছে। কেন সুধীর এ বিষাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় প্রশ্ন করতে হয় কেন উজ্জয়িনীর ঐ বিষাদ। উজ্জয়িনীর কোনো বিষাদ উপস্থিত হয়েছে কিনা সুধী সে বিষয়ে লিখিত কিম্বা মৌখিক সমাচার পায়নি, তবু তার প্রত্যয় হয়েছে উজ্জয়িনী বিষাদ-বিমৌনা। সে আর চিঠি লিখ্‌বে না। সুধী বুঝেছে চিঠি সে লিখ্‌ছিল সুধীর উদ্দেশে নয়, বাদলের উদ্দেশে। চিঠি সে পাচ্ছিল সুধী সংক্রান্ত নয় বাদল সংক্রান্ত। হয় বাদল সম্বন্ধে তার কৌতূহল তথা উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হয়েছে, নয় সুধী যখন বাদলের খোঁজ খবর নিজেই রাখে না তখন সুধীর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে ফল কি হবে।

কিম্বা হয়ত যোগানন্দের মৃত্যু করেছে উজ্জয়িনীর লেখনীকে মূক। যে আঘাত সে পেল তা কেবল আকস্মিক হলে রক্ষা ছিল, তার আংশিক দায়িত্ব উজ্জয়িনীর। সে তার বাবাকে অন্তরের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে দিল। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হলে কি কেউ

বাঁচে? ভদ্রলোকের একমাত্র কীর্ত্তি ছিল তাঁর এই কন্যাটি। বিয়ে সকলের হয়, এরও হল। কিন্তু সত্য সত্য পর হয় কয়টা মেয়ে? যোগানন্দেরও দোষ ছিল। তিনি মেয়েকে চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা দিতে পিতৃসাধারণ ভয় পান। কিন্তু বিশ্বাসের স্বাধীনতা দেবার কথা মনে আনেন নি, যে বিষয়ে পিতৃ সাধারণ সম্পূর্ণ বেপরোয়া। মেয়ে স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে কোন্ বাপ ভাবেন? সে শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছোতে পার্‌লেই তাঁরা কৃতার্থ। যোগানন্দ কেন ধৈর্য্য ধর্‌লেন না? উজ্জয়িনীর বিশ্বাস যে তাঁর ইচ্ছানুরূপ একদিন হ'ত এ আশা কেন হারালেন?

মৃতকে প্রশ্ন করা বৃথা। সুধী তাঁর অমর আত্মাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌ল। সামান্য পৃথিবী, সামান্যতর আয়ু, সামান্যতম ভ্রান্তি—এ সকলের তুলনায় যোগানন্দ অনেক, অনেক বড়। পার্থিব ও সাময়িক তুলাদণ্ড তাঁর জন্য নয়। মানব বিচারকের ন্যায় দণ্ড মানব সমাজের নিয়মনের জন্য। তিনি মানব-সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

৫

দে সরকার বলেছিল, "আবার কবে দেখা হবে?"

সুধী আন্দাজে বুঝেছিল ওর একটা দীর্ঘ বক্তব্য আছে। সম্ভবত নাটালী সম্বন্ধে। বেচারা দে সরকার। একটা না একটা affair না হলে তার চল্‌বে না; এবং প্রত্যেকটির বিবরণ তাকে অপরের কর্ণগোচর কর্‌তেও হবে।

সুধী বলেছিল, "যেদিন আপনার খুসী।"

দে সরকার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কাল মিসেস্

তালুকদারের পার্টিতে আসছেন ত? নিমন্ত্রণ পাননি? পাননি! রাইট্‌ ও। আমি এখুনি ফোন করে আনিয়ে দিচ্ছি।"

সুধীর কোনো পার্টিতে যাবার আগ্রহও ছিল না, উদ্যোগও ছিল না। তা বলে সামাজিক আমোদ প্রমোদকে অসার বলে উপেক্ষা করবার মত পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ সে নয়। সুবেশা নারী ও সৌখিন সুপুরুষ, রসনারোচন ভোজ্য পানীয়, অবিশ্বাস্য অথচ শ্রবণ-সুখদ খোসগল্প, ব্রিজ খেলার ক্রমবর্দ্ধমান উত্তেজনা—এরই নাম যদি পার্টি হয় তবে মধ্যে মধ্যে এতে নিমন্ত্রিত হওয়া কঠিন পরিশ্রমের পরে ছুটি পাওয়ার মত। তবু তার উদ্যম কিম্বা আগ্রহ ছিল না, কারণ সারাদিনের অধ্যয়নের পর মার্সেলের মুখাবলোকন করে তার মনে হত স্বর্গ তার কত কাছে! দুটি ক্ষুদ্র বাহু দিয়ে সুধীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মার্সেল যখন জিজ্ঞাসা করে, "দা-দা! আজ এত দেরি হল যে!" সুধী উত্তর দেয়, "এই ছাখ্‌, চৌদ্দ মিনিট আগে এসেছি।" ঘড়ি দেখ্‌তে মার্সেল এখনো শেখেনি। তবু বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। মার্সেলের চেয়ে মার্সেলের কুকুর জ্যাকীর আদর দুঃসম্বরণীয়। সেও তেমনি নিজের দু'খানা পা দিয়ে সুধীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে; কিন্তু কাপড়ে দেয় এমন কামড় যে থাপ্পড় মেরেও ছাড়ান যায় না। এদের ছেড়ে কিসের আকর্ষণে সুধী আর একদফা পায়ে হাঁটবে বাসে উঠ্‌বে টিউবে নাম্‌বে! অত ছুটাছুটি ছুটীর মত লাগ্‌বে না।

সুধী নাচার ভাবে বলেছিল, "যেতেই হবে পার্টিতে?"

"আপনি না এলে আমি নিরাশ হব।" দে সরকার তার পক্ষে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেছিল। তাই থেকে মালুম হয়েছিল গরজটা কার।

সুধী মুচ্‌কী হেসে বলেছিল, "আচ্ছা।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাত্রি আটটায়, বেল্‌সাইজ পার্কের নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে সুধী যখন উপস্থিত হল দে সরকার তখনো পৌছায়নি। চেনা মুখ একটিও চোখে না পড়ায় সুধী একটু অপ্রস্তুত বোধ কর্‌ছিল, এমন সময় তার পিঠে হাত রাখ্‌ল—কে? না, বিভূতি নাগ।

"হষ্টেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"—অথ বিভূতি নাগোবাচ।

"তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্যই ঘটেনি।" ইতি সুধী।

বিভূতি সুধীকে টেনে নিয়ে গেল, তার পায়ের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে পা ফেলে। মিসেস তালুকদার জন পাঁচেক নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আলাপ কর্‌ছিলেন। বিভূতির সঙ্গে সুধীকে লক্ষ করে ভ্রূ কপালে তুল্‌লেন। তার পরে তাঁর গণ্ডদ্বয় ঈষৎ স্ফীত হল এবং অধরোষ্ঠের সংযোগস্থল সেই পরিমাণে ভিন্ন হল।

বিভূতি একটা অনভ্যস্ত bow করে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে শেখান ভাষায় জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত কর্‌তে পারি কি, মিসেস তালুকদার?"

"অবশ্য, মিষ্টার—মিষ্টার—"

"ন্যাগ।"

বিভূতি গড়্‌ গড়্‌ করে আওড়ে গেল, "মিষ্টার চাকারবাটী, মিসেস তালুকদার।"

তখন মিসেস তালুকদার সুধীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কপট উৎসাহের স্বরে শুধালেন, "হাউড্‌ইউডু।" তারপরে একান্ত অনুকম্পার সহিত বল্লেন, "ওঃ আপনাকে ত আমি চিনি। আই

মীন্, আপনার নাম আমি শুনেছি। আই-সি-এস্এ সেবার কেমন করলেন ?"

সুধী বুঝ্তে পারল মহিলাটি উদোকে বুধো ঠাওরেছেন। ধীরভাবে বল্ল, "আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

মহিলাটি সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে অথচ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বল্লেন, "O! How silly of me! আচ্ছা, make yourself at home." এই বলে তিনি স-নাগ সুধীকে ফেলে কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন।

ড্রইং রুমের একান্তে আসন নিয়ে সুধী দে সরকারের প্রতীক্ষা করল। নাগ কিন্তু তাকে ছাড়্ল না। হতাশ স্বরে বল্ল, "দেখ্লেন ত ব্যবহারখানা? আমার নামটা শুদ্ধ ভুলে গেছেন, আর আমি তাঁর ছেলের ক্লাসফ্রেণ্ড হিসাবে সেদিন তাঁর এখানে কল্ করে গেছি।"

উৎসব সভায় নিরানন্দ সুধী পছন্দ করে না। রেডিওর রিসিভার কানে তুলে নিয়ে সে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রইল। বিভূতি অভিমানে গজ্রাতে থাক্ল। "টাকা, টাকা, টাকা, যার টাকা নেই তার নাম নেই, তার নাম পড়্বে কি করে! কবি সত্যই বলেছেন, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি নাশীঃ। বেঁচে থেকে কোনো সুখ নেই মশাই যদি না আপনার—অন্তত আপনার বাবার কিম্বা শ্বশুরের—টাকা থাকে।"

নাগের স্বগতোক্তি বোধ হয় সে রাত্রে শেষ হত না, কিন্তু কাকে লক্ষ করে সে হঠাৎ স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফ দিয়ে উঠ্ল। সুধী ভাব্ল দে সরকার এল বুঝি। না, দে সরকার নয়। একটি অসাধারণ ফরসা প্রচণ্ড টাকওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তাঁর অসাধারণ সুন্দরী তন্বী তরুণী ভার্য্যা মিসেস তালুকদার

কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন হলেন। তরুণীটি দরজা থেকে সোফা পর্য্যন্ত যেটুকু পথ পায়ে হাঁটলেন সেটুকু দেখে মনে হল তিনি হাঁটার চেয়ে নাচা পছন্দ করেন। পা ফেলছিলেন কোমর উঁচিয়ে ও নামিয়ে এবং হাই হীল্ জুতা পায়ে দিয়ে। তাঁর পরনের শাড়ীখানি স্কার্টের মত খাটো। তাঁর মাথায় যদিও কাপড় ছিল তবু তাঁর বব্ করা চুল ঠিক বিজ্ঞাপিত হচ্ছিল। তিনি যখন মিসেস তালুকদারের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন তখন তাঁর মাথাটা ঘনঘন নানা ভঙ্গীতে দুলছিল এবং তাঁর চাউনি একবার মেজের উপর পড়্‌ছিল, একবার ছাতের উপর চড়্‌ছিল, একবার মিসেস তালুকদারের মুখের উপর থাম্‌ছিল। মিসেস তালুকদার যেই সরে গেছেন অমনি বিভূতি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে তরুণীটির অদূরে দাঁড়িয়ে অসম্ভব ঝুঁয়ে একটি bow করল।

"O my sacred aunt! Now tell me if you are not Shyama Charan Babu's son," এই বলে তরুণীটি উঠে গিয়ে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। এক সঙ্গে তা'র ব্রেস্‌লেট ও বিভূতির মুখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্‌ল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কট্‌মট্ দৃষ্টিতে বিভূতিকে জেরা করতে লাগলেন। তরুণীটি তাঁর সঙ্গে বিভূতির পরিচয় ঘটিয়ে দিলে তিনি পৃষ্ঠপোষকের মত তর্জ্জনী সংকেত পূর্ব্বক বল্লেন, "Sit down", বিভূতি কৃতার্থ হয়ে গেল। সে যতই বাংলা বল্‌তে যায় ওঁরা বলেন ইংরেজী, অগত্যা বিভূতিও বলে বৈভূতিক ইংরেজী। বেশীক্ষণ এ সৌভাগ্য সইল না। কে এক খাস বিলিতী ইংরেজ ঘরের মধ্যে ঢুকে পরিচিত কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে একটা গুড্ ইভ্‌নিং ঠুকে দিলেন। তরুণী ভাব্‌লেন সেটা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি

বিভূতির বক্তব্য আধখানা শুনে তার দিকে পিছন ফিরে নবাগতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। নবাগত কোন্ আসনে বস্‌বেন তা নিয়ে ইতস্তত কর্‌ছিলেন। তা দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাকে গম্ভীরভাবে বল্লেন, "Can't you make room?"

বিভূতি মুখ কাঁচুমাচু করে গোটা তিনেক bow কর্‌ল, স্থধীর কাছে ফিরে গিয়ে পুনর্মূষিক হল। তারপর সেই একই আক্ষেপ, "টাকা টাকা টাকা।"

স্থধী পরিহাস করে বল্ল, "এবার ত টাকা নয়, এবার রং।"

বিভূতি বিস্ফোরকের মত শব্দ করে বল্ল, "সেই জন্য ত আমি কমিউনিষ্ট।"

"চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌।"—স্থধী ও বিভূতি সচকিতভাবে চেয়ে দেখ্‌ল পেছনে দে সরকার দাঁড়িয়ে। সে বল্‌ছে, "আস্তে। ফুটা মোটর টায়ারের মত আওয়াজ কর্‌বার জন্য রাস্তা রয়েছে, এটা বৈঠকখানা।"

বিভূতি গলা নামিয়ে কাঁদকাঁদ স্থরে নালিশ করে বল্ল, "অনেক দুঃখে ও কথা বলেছি, ভাই। পুলিশে ধরে নিয়ে যায় ত কি কর্‌ব বল? ডলি গুপ্ত ত একদিন আমাকেই বিয়ে কর্‌বার জন্য ক্ষেপেছিল। আজ না হয় সে ডলি মিটার।"

দে সরকার বিভূতিকে ধাক্কা দিয়ে একটুখানি হটিয়ে দিয়ে স্থধী ও বিভূতির মাঝখানে জায়গা করে নিল। বল্ল, "শুনে তোমার পরে কিছু শ্রদ্ধা হল, নাগ। যদিও তোমার গল্পটা গাঁজাখুরি, তবু নিজেকে ঐ মেয়ের নায়ক কল্পনা করাতেও বাহাদুরি আছে।"

বিভূতি ফস্ করে এক হাত মেলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "রাখ বাজি। যদি সত্যি হয় কয় গিনি হার্‌বে? মিথ্যা হলে আমি ছাড়্‌ব পাঁচ গিনি!"

দে সরকার নাসিকা কুঞ্চিত করে বল্ল, "মোটে ?"

বিভূতি লজ্জিত হয়ে বল্লে, "বেশ দশ গিনি।"

দে সরকার ক্ষ্যাপাতে ভালবাসে। বল্ল, "যার যত দূর দৌড় !" কিন্তু নিজে কত হারবে জানাবার নাম করল না। বিভূতি মরীয়া হয়ে বল্ল, "আচ্ছা, পঞ্চাশ গিনি।"

দে সরকার তামাসা করে বল্ল, "নীলাম ডাক্‌ছ নাকি ?'

বিভূতি নিষ্ফল আক্রোশে সুধীর দিকে চেয়ে বল্ল, "দেখ্‌লেন ত কাণ্ডখানা ? ওঁর ধারণা উনি একাই একজন Don Juan, ওঁর প্রণয়িনীর সংখ্যা হয় না, আর আমরা—"

সুধী হাস্‌তে হাস্‌তে বাধা দিয়ে বল্ল, "বহুবচন ব্যবহার করেন কেন ?"

দে সরকার বিভূতিকে জবাব দিতে দিল না। বল্ল, "যার একটি স্ত্রী ও দুটি সন্তান বিদ্যমান ডন জুয়ানী করা তার পক্ষে বেমামান।" মুখে মুখে একটা ছড়া কাটা হয়ে গেল শুনে নিজের কবি-প্রতিভায় তার আর সন্দেহ রইল না।

তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তখন বিভূতির মুখের তুলনা করলে অসঙ্গত হত না। সে যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বল্‌তে থাক্‌ল, "দেখ্‌লেন ত, দেখ্‌লেন ত। আমাকে বলে বেইমান।'

দে সরকার তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে বল্ল, "বেইমান বলিনি, বলেছি বেমানান। দূর হোক গে, কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরি। কফির কত দেরী বল্‌তে পার হে ডন বিভূতি।"

বিভূতি সত্যিই ভালমানুষ। হি হি করে একবার হেসে নিল। তারপর করল হো হো করে একটু হাস্য। শেষে কৃতনিশ্চয় হয়ে বল্ল, "আমি জানি তুমি আমাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করছিলে।

যাকে ইংরেজীতে বলে পা ধরে টানা। কেমন ঠিক্ ধরেছি কি না।”

দে সরকার তার পিঠে চাপড় মেরে বল্ল, “সাধে কি ডলি তোমাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য ক্ষেপেছিল! আমি মেয়ে মানুষ হয়ে থাক্‌লে আমিই তোমার প্রেমে পাগলিনী হয়ে সুন্দরবনে চলে গিয়ে থাক্‌তুম।”

একথা শুনে বিভূতির মুখের রক্তিমা তপ্ত অঙ্গারের সঙ্গে তুলনীয় না হয়ে পোড়া ইটের সঙ্গে হল। সে ফিক করে হেসে বল্ল, “কি যে বল তার মানে হয় না।” তারপরে কি মনে করে সে সুধীকে সম্বোধন করে বল্ল, “ভাল কথা, আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছ্‌লুম। ডলি মিটার কে জানেন?…জানেন না? আন্দাজ করুন।… পার্‌লেন না? বল্‌ব? ওয়াই গুপ্তের মেজ মেয়ে কৌশাম্বী।… হা হা হা।”

৬

বিভূতি কেন যে হা-হা-হা করে হাস্‌ল বোঝা গেল না, কিন্তু সুধীর হৃদয়ে ওটা ব্যঙ্গের মত বিঁধ্‌ল। যোগানন্দ গেলেন মারা; কৌশাম্বীর আচরণে রইল না শোকের অভিব্যক্তি। ওটা কি তার মুখ, না মুখোস? ঐ কি তার স্বাভাবিক হাবভাব, পার্টি উপলক্ষে? যোগানন্দের কন্যা, উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা—কই, তার দিকে তাকালে ত ওকথা মনে হয় না? কুলপরিচয় ত তার শীলে নেই।

তবু কি রূপ! সে যেন মানবী নয়, যেন একটি চিত্র পতঙ্গ, একটি moth. কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষা ধার করে ওর সম্বন্ধে বল্‌তে হয় “She is a phantom of delight.” কেন ওর আচরণ শোকাকুলার

মত হবে? শোক তাকে দেখ্‌লে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালায়।

সে যে উজ্জয়িনীর দিদি তাইতে তাকে সুধীর আত্মীয়ার পর্য্যায়ে উন্নীত করল। নাই বা চিন্‌ল সে সুধীকে, নাই বা হল তার সঙ্গে সুধীর আলাপ, তবু সে ত উজ্জয়িনীর দিদি, বাদলের শ্যালিকা। বাদল এঁকে দেখ্‌লে এঁদের পরিবারে বিয়ে করেছ বলে হয়ত গৌরব বোধ করত এবং উজ্জয়িনীর প্রতি অনুকূল হত। ইনি যখন এমন রূপসী তখন উজ্জয়িনীও নিশ্চয়ই উপযুক্ত বয়সে এমনি রূপবতী হবে। এ বয়সে যদি না হয়ে থাকে তবে সেটা বয়সের দোষ। আর সুধী ত বাদলকে এতকাল ধরে দেখ্‌ল। বাদলটার সৌন্দর্য্যবোধ এখনো বিকশিত হয়নি, সত্যি বল্‌তে কি। প্রকৃতির স্তরে স্তরে যে নিবিড় সৌন্দর্য্য প্রতিনিয়ত আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, মুখর সূর্য্যাস্ত ও বাঙ্ময় মেঘ-বলাকা যে বাণী শোন্‌বার জন্য বিবর্তিত করতে পৃথিবীকে কোটী বছর সময় দিয়েছে, অরণ্যে কান্তারে সাগরে ভূধরে যে রসসৃষ্টি অজ্ঞাতে অগোচরে অকীর্ত্তিতরূপে থেকেও কোনদিন ক্ষান্তি দেয়নি, বাদল এ সম্বন্ধে নিশ্চেতন। তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক আছে মন; তাই দিয়ে সে যা গ্রহণ করে তাই তার জগৎ। উজ্জয়িনীতে হয়ত সে মনের গ্রহণযোগ্য কিছু পায়নি। কৌশাম্বীতেও হয়ত মনীষীভোগ্য কিছু নেই। তা বলে এরা নিঃস্বত্ব নয়। কৌশাম্বী যদি উজ্জয়িনীর সদৃশ হয় তবে উজ্জয়িনীর অন্য এক নাম নয়নজ্যোৎস্না।

কৌশাম্বীর সদৃশ, কিন্তু স্বভাবে নয়। স্বভাবে উজ্জয়িনী মীরার মত। কিন্তু উজ্জয়িনীর অবস্থায় পড়্‌লে কৌশাম্বীর স্বভাব যে মীরার মত হত না কোন্ প্রমাণে সুধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

সুধীর মত স্থিতধী ব্যক্তিও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জয়িনীর

দিদিকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরে যে চমক বোধ করল সে চমক তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি দে সরকারের চোখ এড়াল না। সুধীর মত সংযতচেতার সমাহিত মুখভাবে এই প্রথম সে চাঞ্চল্যের আভাস পেল এবং পেয়ে হৃষ্ট হল। বল্ল, "কি মশাই, প্রেমে পড়ে গেলেন ?"

সুধী সতর্ক হয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিল, "প্রেম ছাড়া কি অন্য অনুভূতি সম্ভব নয় ?"

"কি জানি ! মিষ্টান্ন দেখ্‌লেই যেমন শিশুরা লোভে পড়ে সুন্দরী দেখ্‌লেই তেম্‌নি মুনিরাও love-এ পড়েন।"

বিভূতি ইতিমধ্যে কফি পরিবেশন করতে লেগে গেছে। মিসেস তালুকদারের কাছে ঐ ভার পেয়ে সে নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরাচ্ছে ও আড়চোখে ডলির দিকে চেয়ে ভাব্‌ছে ডলিও বোধ করি বুঝেছে যে বহরমপুরে যাই হোক লণ্ডনে বিভূতি নেহাৎ যে সে লোক নয়। দে সরকারকে দেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চাপা চীৎকারে বল্ল, "Coming."

অন্ততপক্ষে পঞ্চাশজন অভ্যাগত মিলে পাশাপাশি দু'খানা বড় ড্রইং রুম সরগরম করে তুলেছে। বাঙ্গালী মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী সিংহলী ইংরেজ দিনেমার ইহুদি ইত্যাদি নানাজাতির মানুষ জমায়েৎ হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি স্বামীজিও আছেন। তাঁর গেরুয়া আলখেল্লা যেমন আগুল্‌ফলম্বিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশও তেমনি পৃষ্ঠদেশে লুণ্ঠিত। একটি মাদ্রাজী যুবক কেবলই মহিলাদের চারিপাশে লাটিমের মত ঘুরঘুর করছে। কেউ এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায় যাবেন ; যুবকটি তার জন্য রাস্তা করে দিচ্ছে। কারুর জন্য দরজা খুলে ধরে দাঁড়াচ্ছে, কারুর কোট খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে

রাখ্ছে। অসম্ভব গ্যালাণ্ট্। একটি বাঙ্গালী যুবক নাকটা উঁচু করে ট্রাউজার্সের পকেটে হাত পুরে পায়চারী কর্ছে। তার চশমা পোষাক ও টেরি তার বাবুয়ানার তিনটী ধ্বজা। তার ধারণা তার মত সুপুরুষ আর নেই।

ওদিকে ব্রিজ খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। মিষ্টার ও মিসেস তালুকদার সার ফ্রেডুনজি বিলিমোরিয়া ও তস্য দুহিতার সঙ্গে একটি টেবিল নিয়েছেন। ডলি মিটার, তাঁর স্বামী, সেই ইংরেজটী—পরে জানা গেছে তিনি একজন কিফিথ্যোলজিষ্ট্ অর্থাৎ রিজেণ্টস্ পার্ক চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষের সামিল—এবং একটি বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা—মহিলাদের বয়সের খোঁজ করা যদিও অভদ্রতা তবু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে তিনি রাজা এডওয়ার্ডের সমবয়সিনী আর লম্বায় চৌড়ায় উচ্চতায় একটি কিউব আর তাঁর মাথায় সামান্য যে কয়টি চুল অবশিষ্ট আছে তাদের নিয়ে তিনি একটি ঝুঁটকি রচনা করেছেন—এই চারজনে মিলে আর একটি টেবিল দখল করেছেন। তৃতীয় একটি টেবিলে খেলা কর্ছেন একটি বর্ষীয়সী বাঙ্গালী বিধবা (এঁর শরীরের বাঁধুনী শক্ত, সমস্ত চুল কাঁচা, রং ময়লা কিন্তু মুখে চোখে অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য, গলার স্বর মোলায়েম, আয়তন বৃহৎ), তাঁর তরুণ বন্ধু এক হিন্দুস্থানী গাইয়ে, একটি মধ্যবয়সিনী পোলাণ্ড দেশীয়া ইহুদি মহিলা (বোধ হয় হলিউডের বাতিল ফিল্ম্ অভিনেত্রী, পোষাক ও হাবভাব সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন) এবং আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত স্বামীজি (ইনিও সম্ভবত হলিউড্ ফেরৎ)।

দে সরকার কি যে উন্মাদনা অনুভব কর্‌ল, বল্ল, "প্রতিজ্ঞা করেছিলুম গল্প বল্‌ব, খেল্‌ব না, কিন্তু চুলোয় যাক্ গল্প, আসুন এক হাত খেলি।"

সুধীও কেমন শৈথিল্য বোধ কর্‌ছিল। এইটুকু সীমার মধ্যে সবাই উৎসবমত্ত, সেই শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে রইবে? বিশাল আকাশের তলে বিজনে বিরলে বসে থাকা এক কথা, এ অন্য কথা। সুতরাং সে দে সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল। আর কোনো টেবিল খালি ছিল না, তারা একটা অব্যবহৃত পিআনোকে টেবিল কল্পনা কর্‌ল। জন দুই পার্টনার পাওয়া কঠিন হল না। সেই নাক উঁচু করা সুপুরুষ তখনো পায়চারী কর্‌ছিলেন। দে সরকার তাঁকে পাকড়াও করে সুধীর কাছে এনে বল্ল, "এর নাম নার্‌সিসাস্।" তারপর আর একটী বাঙ্গালী যুবক এক কোণে এক মনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি পড়্‌ছিলেন, তাঁকে পিআনোর কাছে টেনে এনে বল্ল, "আগে একটু খেলুন, তারপর বাজাবেন।" তাঁর নাম নীলমাধব চন্দ।

খেল্‌তে বস্‌ল না কেবল বিভূতি নাগ ও সেই মাদ্রাজী টহলদার। এদের একজন কর্‌তে থাক্‌ল কেক্ স্যাণ্ডউইচ বিলি, অন্যজন এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে বার্ত্তা বহন কর্‌তে থাক্‌ল। সকলে যখন খেলার মত্ততায় এদের উপস্থিতি বিস্মৃত হল তখনো এরা অদম্য উৎসাহে ফরফরায়মান।

আধঘণ্টা না যেতেই সার ফ্রেডুনজি গাত্রোত্থান কর্‌লেন। তিনি যে দয়া করে এসেছিলেন ও এতক্ষণ ছিলেন এজন্য তালুকদার সাহেব জানালেন কৃতজ্ঞতা; আর তিনি যে আরও কিছুকাল থাক্‌তে পার্‌লেন না এজন্য তালুকদার গৃহিণী খেদ প্রকাশ কর্‌লেন। উভয়ে যেটা ব্যক্ত কর্‌লেন না সেটা হচ্ছে তাদের এই আশঙ্কা যে সার ফ্রেডুনের অনুসরণে পাছে একে একে সকল অভ্যাগত অকালে প্রস্থান করেন, এবং অকালে প্রস্থান করাকে মনে করেন ইদানীন্তন চাল।

তালুকদারেরা পরস্পরের থট্‌রিডিং জান্‌তেন। স্বামী গেলেন সকন্যা সার ক্রেডুনকে মোটর পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন কর্‌তে, স্ত্রী চল্লেন ড্রয়িং রুমে অবশিষ্ট অতিথিগণকে উপবিষ্ট রাখ্‌তে। তিনি প্রত্যেককে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "না, না, না, না। উঠ্‌বার নাম মুখে আন্‌বেন না।" হঠাৎ তাঁর নজরে পড়্‌ল তাঁর কন্যা অশোকার টেবিলে সকলেই মেয়ে, ছেলে একটিও নয়। দেখ দেখি কি আপদ্‌! যেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই সেই দিকে বিশৃঙ্খলা। এত বড় মেয়ে, নিজের স্বার্থ নিজে বোঝে না। তবু যদি ছেলের অকুলান থাক্‌ত! মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা আহূত হয়েছিল অধিক সংখ্যায়, সমাগতও হয়েছে। জন দুয়েক রয়েছে রিজার্ভে। ঐ ত ওখানে চারজন ছেলে এক টেবিলে। দেখ দেখি কি অনাচার। কি স্বার্থপরতা।

তালুকদার-জায়া ভূতলিঙ্গমকে ইসারায় ডাক্‌লেন। মাদ্রাজী টহলদার ছুটে এসে আদেশের প্রতীক্ষা কর্‌ল। "মিষ্টার ভূতলিঙ্গম্‌, আপনি কি আমাকে এতটা অনুগ্রহ কর্‌বেন যে ঐ-যে ওখানে ঐ কাল পোষাক-পরা চশমা চোখে ভদ্রযুবক বসে আছেন ওঁকে —ওঁর নাম মিষ্টার রায়চৌধুরী—সার বি এল্‌ রায় চৌধুরীর মেজ ছেলে স্নেহময়—ওঁকে···"

ভূতলিঙ্গম্‌ কথাটা শেষ হতে দিল না। অনুগ্রহ কর্‌বে কি না তার মস্তকভঙ্গী থেকে অনুমান করা কঠিন হলেও তার ধাবমান অবস্থা থেকে সপ্রমাণ হল। ফলে স্নেহময় পরিমিত পদক্ষেপে স্বীয় মর্য্যাদা প্রকট কর্‌তে কর্‌তে মিসেস তালুকদারের সম্মুখীন হল। নাকটা তার বাস্তবিক উঁচু নয়, এই সভায় কেউ তাকে সম্যক সম্মান দেখাল না দেখে সেও তার অবজ্ঞাজ্ঞাপন কর্‌ছিল ভাষাযোগে নয়,

নাসাযোগে। গৃহকর্ত্রীর বিশিষ্ট আহ্বানে তার নাসিকা নিম্নগতি হল, কিন্তু সে তাঁকে ক্ষমা করল না।

মিসেস তালুকদার বানিয়ে বল্লেন, "তুমি কখন এলে স্নেহময়? অশোকা তোমার কথা কতবার জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার খোঁজ না পেয়ে অন্য কোনো ছেলেকেই তার পার্টনার করতে চাইল না। শেষকালে ঐ দেখ ব্যাপার! দেখ্‌লে ত? এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মত তোমার কোনো সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে এস দেখি।"

স্নেহময় এবার কিছু চঞ্চল চলনে স্বস্থানে ফিরল এবং অপরিচিত হলেও সুধীকেই মনোনয়ন করল। সুধী হঠাৎ কোন্‌ পুণ্যফলে মিসেস তালুকদার কর্ত্তৃক স্মৃত হল তা বুঝে উঠ্‌তে পারল না। যন্ত্রচালিতের মত স্নেহময়ের অনুসরণ করল। মিসেস তালুকদার ইতিমধ্যে অশোকার সঙ্গিনীদের মধ্যে দু'জনকে স্থানান্তরিত করবার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। পুরুষ মানুষের খেলার সাথী হবার প্রস্তাবে তারা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়েছে, উল্লাস গোপন করতে পারে নি। অবশ্য মুখে বলেছে, "ওঃ খেলাটা চমৎকার জমেছিল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা রাবার হত।"

মিস অম্বল ও মিস খান্নাকে অপ্রার্থিত রূপে পেয়ে দে সরকার ও চন্দ কৃতজ্ঞ হল কি না বলা যায় না, কিন্তু সুধী ও স্নেহময় যে অশোকা ও কুন্তলার জন্য নির্ব্বাচিত হল এতে দে সরকার হল কুপিত এবং চন্দ হল দুঃখিত। সুধীকে তার ভাল লেগেছিল। প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিল এই মানুষটি তার সমধর্ম্মা। সুধীর সান্নিধ্য তাকে পরিতোষ দিচ্ছিল।

কুমারী অশোকা তালুকদার সুধীকে প্রতি নমস্কার করে তার পার্টনার হতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্নেহময়ের ইংরেজী

অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করতে ভুলে গেলেন। এতে স্নেহময়ের প্রতি অভিমান প্রকাশিত হল কি সুধীর প্রতি সম্মানাধিক্য স্নেহময় ও সুধী তাই নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। স্নেহময় বোধ করি ভাবছিল সুধীকে মনোনয়ন করে সুবুদ্ধির কাজ করেনি। প্রথম দর্শনে সুধীকে সে সাধু সন্ন্যাসী জাতীয় বলে সাব্যস্ত করেছিল। যেন সুধী মেয়েমহলে অতীব কৃপার পাত্র।

সুধী একটু ইতস্তত করল। বল্ল, "আপনার আদেশ অমান্য করব না, কিন্তু যদি বলে না রাখি যে আমি ব্রিজ খেলায় অনভ্যস্ত তবে হয়ত প্রবঞ্চনা করা হবে।"

একথা শুনে কুমারী কুন্তলা দত্ত—ইনি অশোকার থেকে বয়সে বড়, সুধীর থেকেও—রঙ্গ করে বল্লেন, "প্রবঞ্চনাটা আমার প্রতি না হয়ে অশোকার প্রতি হলেই আমি খুসী হই।"

অশোকা সুধীকে অভয় দিল। আর সেই সঙ্গে স্নেহময়ের নাসিকার ভাব পরিবর্ত্তিত হল। তা দেখে কুন্তলার মনে যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সেটুকুও হল অন্তর্হিত। কিন্তু তাতে তার মৌখিক উল্লাসের ব্যতিক্রম হল না। সে তাসগুলোকে বিলাতী হাতপাখার মত সাজিয়ে চোখের সুমুখে ধরে ডাক দিল থ্রী নো ট্রাম্পস্। স্নেহময়ের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অশোকার যাতে হার না হয় এজন্য সুধী সাতিশয় অভিনিবেশ এবং চিন্তাকুলতার সহিত খেলতে লাগল। যেন খেলা নয়, সংগ্রাম। কাজ কিম্বা খেলা যেটাই হোক্ যেটা করতে হবে সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এমনিতেই সুধীর এই বিশ্বাস। তার উপর অশোকার প্রতি দায়িত্ব। সুধীর পরাজয়ের ভরসায় স্নেহময়ও খেলায় মন দিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল

যে জয়লক্ষ্মী ও অশোকা একসঙ্গে দু'জনেই তার পক্ষপাতী হবেন। কুন্তলার নিপুণতায় তার আস্থা ছিল না বলে তাকে সে ক্রমাগত ডামি কর্‌তে থাক্‌ল।

ওদিকে দে সরকারদের দল পিআনো পরিত্যাগ করে একটা টেবিল দখল করেছে। ওদের খেলা আদৌ জম্‌ছিল না। ওরা বার বার জোড় বদ্‌লাচ্ছিল। একবার মিস থাম্বা ও দে সরকার। একবার মিস্ অম্বল ও দে সরকার। দু জনের একজনকেও দে সরকারের মনে ধর্‌ছিল না। ওরা যে সুন্দরী নয়, এই এক অপরাধে ওদের সঙ্গে খেল্‌তে দে সরকারের প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। চুরি করে দেখ্‌ছিল সুধীর কি হাল। দেখ্‌ছিল সুধীর সমস্ত মন খেলায়, কিন্তু অশোকার অর্দ্ধেকটা মন সুধীর মুখমণ্ডলে। সুধী স্নেহময়ের মত সুপুরুষ নয়, সমাজেও মেশে না। তার অপরূপ পরিচ্ছদ তাকে অপাংক্তেয় করে রাখে। তবু তার ললাটের আভা, দৃষ্টির সৌম্যতা ও মুখের মৌনতা অশোকাকে তার প্রতি সভয়ে আকৃষ্ট কর্‌ছিল।

দে সরকার একচক্ষু মুদ্রিত করে অন্য চোখে দুষ্টু হাসি হাস্‌ল। মুনিবরের তপোভঙ্গ আসন্নপ্রায়।

৮

বারম্বার পরাজিত হয়ে স্নেহময় হঠাৎ এক সময় "Bad Luck" বলে আসন ছেড়ে উঠ্‌ল ও অশোকার প্রতি ভঙ্গীপূর্ব্বক bow করে সুধীর দিকে অনুকম্পার সহিত ডান হাত বাড়িয়ে দিল। উভয়কে

একত্রে বল্ল, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স। May your partnership prosper !" উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করল না।

"বাবু যত ক'ন পারিষদ্‌গণ কহে তার শত গুণ।" কুন্তলা দত্তও গাত্রোত্তোলন করলেন। ঐ কার্য্য কিঞ্চিৎ শ্রমসাপেক্ষ। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি সুধী ও অশোকাকে একসঙ্গে বল্লেন, "বাস্তবিক আপনারা অসাধারণ কো-অপারেশন দেখিয়েছেন। যেন দুই জনের এক মন এক হাত। প্রশংসা না করে পারা যায় না, মিষ্টার চাকারবাটি ও মিস টালুকডার।" তাঁর গতি স্নেহময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

সুধী অবাক। অশোকা অশোক পুষ্পের মত আরক্ত। সুধীর মনে হল যেন তার বিদায়ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অতিথির দীর্ঘীকৃত উপস্থিতি গৃহস্থের হর্ষবর্দ্ধন করবে না। সে অশোকাকে একটি নীরব নমস্কার করে ধীরে ধীরে সরে গেল।

তার মনের মধ্যে স্নেহময়ের উক্তি ফিরে ফিরে পুনরুক্ত হচ্ছিল। কি অর্থে ও কেন স্নেহময় অমন উক্তি করল? বক্রোক্তি নয় ত? অশোকা দেবী কি ভাবলেন? অশোকার সঙ্গে স্নেহময়ের প্রাক্তন সম্বন্ধ সুধীর জানা ছিল না, থাকবার কথা নয়। স্নেহময় যে মিসেস তালুকদারের অভীষ্ট জামাতা ও অশোকা যে স্নেহময়ের প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে ঠিক অপ্রসন্ন ছিল না সুধী কেমন করে তা জানবে? একদিন অশোকা দেখতে পেল স্নেহময় একটি ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে একটু মিঠে ইয়ার্কি করছে। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "মেয়েটি কে?" স্নেহময় বল্ল, "A flame of mine." ভেবেছিল অশোকা ওটাকে পরিহাস বলেই গ্রহণ করবে। ভেবেছিল অশোকা যখন কয়েক বছর থেকে ইংলণ্ডে আছে তখন সে দস্তুরমত modern girl. কিন্তু

দেশ পরিবর্ত্তনে সংস্কারের পরিবর্ত্তন হয় না। অশোকা সেই দিন থেকে স্নেহময়ের প্রতি বিরূপ। স্নেহময় সে জন্য কেয়ার করে বলে তার ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্ত করল না। মিসেস তালুকদার উৎকণ্ঠিত হয়ে কতবার নিজের পার্টিতে তাকে ডাকলেন ও পরের পার্টিতে তাকে ডাকালেন। তার নাসিকা ক্রমশ হিমালয়ের মত উচ্চ হল। কিন্তু অশোকার হৃদয় থাকল চাঁদের মত সুদূর।

চিন্তান্বিত ভাবে সুধী কখন গিয়ে ওভারকোট গায়ে দিল ও সদর দরজা খুলতে হাত বাড়াল। এমন সময় পিছু ডাকল দে সরকার। "হে যোগীবর! একটু দাঁড়ান।" কাছে এসে পিঠে হাত রাখল। "যোগীদের তৃতীয় নেত্রটা সামনের দিকে না হয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। যাকে পিছনে রেখে চল্লেন তার হৃদয়টা যে মট্ করে ভেঙ্গে গেল সেটা চোখে পড়লে একাগ্রতার ব্যাঘাত হত, কিন্তু একেবারে যোগী না হয়ে একটু মানুষের মত হতেন।"

হাসির কথা এমন গম্ভীর ভাবে বলতে দে সরকারের জুড়ি নেই। সুধীর প্রাণেও তার হাসির হাওয়া লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কার হৃদয় ফট্ করে ফেটে গেল?" দে সরকার রাস্তায় পা বাড়িয়ে উত্তরে বল্ল, "দিন্, দিন্, আপনার তেসরা চোখটা আমাকেই দিন্।" মুক্ত হাওয়া ও ক্ষীণালোকিত অন্ধকার তাদেরকে আর এক লোকে উপনীত করল। একটা ভিখারী একলা অন্তরীক্ষকে গান শোনাবার বায়না নিয়েছে। গানের ভাষা পরিস্ফুট নয়, কিন্তু সুর সুধীকে ও দে সরকারকে ছুঁয়ে গেল। পরস্পরকে তারা বিনা কথায় বল্ল, "চুপ চুপ চুপ। চুপ চুপ চুপ।"

আণ্ডার গ্রাউণ্ড্ ষ্টেশনে এসে সুধীর মনে পড়ল দে সরকারের প্রেমোপাখ্যান শুনতে হবে। বাসায় ফিরবার ত্বরা ছিল না। বল্ল,

যদি কোন অসুবিধা না বোধ করেন, আসুন আমাকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে দিন্। হীথের ধার ধরে Spaniards ছাড়িয়ে গোল্ডর্স গ্রীনে গিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দেব ও আমি বাস নেব।

দে সরকার খুসী হয়ে সুধীর সাথী হল। দুজনেই ভুলে গেল ব্রিজ পার্টির কাহিনী। দে সরকার তার স্মৃতির মন্দিরে আবাহন করল তার নাটালীকে। সুধী অবগাহন করল উজ্জয়িনীর ভাবনায়। নিঃশব্দে চড়াইয়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হাতে থাক্‌ল উভয়ে। অনেক ক্ষণ পরে সুধীর চেতনা ফির্‌ল। সে হেসে বল্ল, "পথ যে শেষ হতে চল্ল দে সরকার। আর দেরী কর্‌বেন না কাহিনী সুরু করুন।"

দে সরকার জোর করে সংকোচ কাটাল। বল্ল, "নাটালীরা রাশিয়া ছাড়ে রুশ বিপ্লবের সময়। ওদের আশা ছিল বছর না ঘুর্‌তেই কোল্‌চাক ডেনিকিন দেশ দখল কর্‌বে আর লেনিন-ট্রট্‌স্কী প্রাণত্যাগ কর্‌বে। এই শেষেরটা সম্বন্ধে নাটালীর মা-বাবার গবেষণার অন্ত ছিল না। ওরাঁ কোনোদিন ট্রট্‌স্কীকে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ান অবস্থায় গুলি কর্‌ত, যেহেতু ট্রট্‌স্কী হচ্ছে বীর। আবার কোনোদিন লেনিনকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাত, যেহেতু লেনিন হচ্ছে কাপুরুষ। বছরের পর বছর যায়, নাটালীদের প্রত্যাবর্ত্তন আর ঘটে না। ওর মা এক বোর্ডিং হাউস খুলে বস্‌লেন আর ওর বাবা ফেঁদে বস্‌লেন এক রাশিয়ান ikon-এর ব্যবসা। পলায়নের সময় যেটুকু স্বর্ণ সঙ্গে এনেছিলেন রাশিয়ান প্রিন্স্ ও প্রিন্সেসরূপে ঐ দিয়ে বেশীদিন চল্ল না। অবস্থার সঙ্গে যাতে বেমানান না হয় সে জন্য ইতর লোকের মত মসিয়ে ও মাদাম ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কী নামে পরিচয় দিলেন। শুন্‌ছেন ত চক্রবর্ত্তী ?"

সুধী সত্যই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লজ্জিত হয়ে বল্ল, "Ikonএর ব্যবসা করেন নাটালীর বাবা। তারপর ?"

"তারপর থেকে মসিয়ে ষ্টানিস্লাভ্স্কী এই তাঁর পরিচয়। লেনিন মারা গেলেন, ষ্টালিন হলেন ছত্রপতি। কিন্তু মসিয়ে ষ্টানিস্লাভ্স্কী রাত্রে যখন নিজের মত অন্যান্য রাশিয়ান পলাতকদের সঙ্গে সামোভার নিয়ে বসেন তখন নিত্যকার নিরাশার পাত্রে পুরাতন আশাকে অভিষিক্ত করেন। ষ্টালিন রাইকভ জিনোভিয়েফ একে একে নিব্‌বে দেউটি। এই উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড এক আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র ikon-এর ব্যবসার তলে তলে চলেছে। আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি? তাই আপনাকে জনকয়েক প্রসিদ্ধ ইংরেজ সম্পাদক ও ক্যাপিটালিষ্টের নাম করা নিষ্প্রয়োজন বোধ কর্‌লুম। এঁদেরকে সম্পাদক পাড়া ও ব্যাঙ্ক পাড়ার মধ্যবর্ত্তী লাড্‌গেট সারকাসে ষ্টানিস্লাভ্স্কীর ikon-এর দোকানে মূর্ত্তি পরীক্ষা কর্‌তে নিযুক্ত দেখে কেউ কখনো সন্দেহ কর্‌তে পারে না যে ওটা এঁদের **rendezvous**।"

সুধী আবার অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। বল্ল, "ঠিকই বলেছেন। জাহাজের খবরে আমাদের কাজ কি? আমরা শুধু জান্‌তে চাই জাহাজের ব্যাপারীর মেয়ে আদার ব্যাপারীর সঙ্গে কোন্ সূত্রে গ্রথিত।"

৯

গৌরচন্দ্রিকাটা সংক্ষিপ্ত করে দে সরকার বল্ল, "তবে শুনুন। আমার এক বন্ধু সেই বোর্ডিং হাউসে থাক্‌বার সময় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ্‌লুম। জান্‌তুম না যে আমারই ক্লাসের একটি অপরিচিত মেয়েরও বাড়ী সেটা। নাটালীকে সেখানে দেখে পাঁচ মিনিটে আলাপ হয়ে গেল। ওঃ আপনি এখানে থাকেন? ওঃ আপনি। বন্ধুর দৌত্যের প্রয়োজন হল না। তাতে তিনি একটু

ক্ষুণ্ণ হলেন। আরো ক্ষুণ্ণ হলেন নাটালী যখন তার মায়ের সঙ্গে চা খাবার জন্য আমাকে উপরে নিয়ে গেল—এবং আমার খাতিরে আমার বন্ধুকেও। মাদামের সঙ্গে সেদিন ফরাসীতে কথা কয়ে তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে পড়্‌লুম। ইংরেজী তিনি মাত্র কয়েকটি কথা শিখেছেন সাত আট বছরে। Stalin die. I go. Again princess."

সুধী মন দিয়ে শুন্‌ছিল। হেসে উঠ্‌ল। গল্পটা জমে আস্‌ছে জেনে সে সরকার পুলকিত হল। কেউ তার বক্তব্য এক মনে শুন্‌ছে জান্‌লে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। অন্তরে উৎসাহ পেয়ে সে গল্পের খেই যেখানে ছেড়ে ছিল সেইখান থেকে ধর্‌ল।

"রাগ করে দত্ত মজুমদার ও বাড়ী থেকে উঠে গেল। অথচ ওর স্থান পূরণ কর্‌বার মত ধনবল আমার ছিল না। মাদামের অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পার্‌লুম না। নাটালী বুঝ্‌ল, তার মা বুঝ্‌লেন না। তাঁর ধারণা ভারতীয় হলেই ধনী হয়। সেই যে তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি হারালুম তারপরে তাঁর বাড়ী যাওয়া পীড়াকর বোধ হল। নাটালীকে বল্লুম। সে বল্ল, পর্ব্বত এখন থেকে মহম্মদের ওখানে যাবে।

নাটালী তাঁর মায়ের শ্রমনির্ভর ছিল না। কয়েক বছর একটা পশুলোমের দোকান একলা চালিয়ে অবশেষে সে তার এক সখীকে পার্টনার করে আধুনিক ব্যবসায় পদ্ধতি শিক্ষা কর্‌বার সময় পেয়েছিল। নিজেকে এফিসিয়েন্ট করা ছাড়া তাঁর অন্য চিন্তা ছিল না। নিজে যে পরিমাণে তৈরী হবে জীবনের প্রত্যেক কাজে সেই অনুপাতে সফল হবে এই ছিল তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। নারী ও পুরুষের কর্ম্মগত পার্থক্য সে মান্‌ত না। আজকালকার কয়জন মেয়ে মানে? সে বল্‌ত, কোনো কাজের গায়ে এমন কোনো ছাপ মারা নেই যে এটা

মেয়ের কাজ, ওটা পুরুষের কাজ। মেয়ের মধ্যে জননী হবার সম্ভাব্যতা ও পুরুষের মধ্যে জনক হবার সম্ভাব্যতা রয়েছে—তাই বলে সব মেয়েকেই মা হতে হবে, আর বাপ হতে হবে সব পুরুষকেই, এটা হল বর্ব্বর মনের যুক্তি—সেই যুগের যুক্তি যে যুগে লাখ লাখ শিশু অযত্নে ও অনাহারে মরত বলে সমাজ লাখ লাখ শিশুকে জীবনক্ষেত্রে নামাত। এখনকার দিনে মা হতে যারা চায়, বাপ হতে যারা চায়, তারা নিজেদের কাজ আপোষে ভাগ করে নিক্, কিন্তু এই কাজটা মেয়েলি, ঐ কাজটা পুরুষোচিত, এরূপ ফতোয়া কেউ জারি করতে পারবে না।"

সুধী ও দে সরকার এতক্ষণে Spaniards Roadএ এসে পড়েছিল। একটা বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হয়ে ছুটন্ত মোটরকার ও দুধারের আলোকমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। রাস্তার দু দিকের হীথ উপত্যকার মত নিম্নগামী ও অরণ্যভূষিত। দিনের বেলা হলে ওরা বনপথ দিয়ে যেত। এখন যাবে নর্থ-এণ্ড রোড্ দিয়ে।

"অথচ," দে সরকার পূর্ব্বানুবৃত্তি করল, "ওর মধ্যে মেয়েলিয়ানা ছিল ষোল আনা। সে যখনই আমার গ্যারেটে পা দিত তখন শিউরে উঠে বলত, আ-হা-হা-হা। ওটা অমন হবে না, এমন হবে। সেটা ওখানে থাকবে না, এখানে থাকবে। আমি চাই একটু সঙ্গসুখ, একটু আদর করতেও পেতে। কিন্তু তার সমস্ত মন আমার ঘরের আসবাব বই বাসন ও বসনের উপরে। এটা ঝাড়ে ওটা ভাঁজ করে সেটা জল দিয়ে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। আমি ওর সাহায্য করতে চাইলে ভাগিয়ে দেয়। বলে, ঘরখানাকে যা করে রেখেছ তা থেকে তোমার সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নেই। আমি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য বলি, এসব মেয়েলি কাজে আমার

সাহায্যকারিতা সম্বন্ধে ভ্রান্তি কি আমারই আছে? তবে শিভ্যালরী আমাদের ধর্ম্ম—! সে এমন ভাবে চোক পাকায় যে আমার মুখের কথা মুখে থেকে যায়। সে উমার সঙ্গে বলে, অনেক পুরুষ যা পারে তুমি তা পার না। অনেক মেয়ে যা পারে না, আমি তা পারি। ক্ষমতা অক্ষমতার লিঙ্গভেদ নেই, মসিয়ে, স্য সারকার।

যাক্, আদত কথা, সে যতক্ষণ আমাকে সঙ্গদান কর্‌ত, ততক্ষণ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্ক্রিয় করে রাখ্‌ত। দংশন কর্‌তে দিত না। আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কামনা জাগ্‌ত; কিন্তু ওর হৃদয়ে তার রং লাগ্‌ত না। আমি ইঙ্গিতে যা বল্‌তুম ওর কাছে তার সাড়া পেতুম না। যে সব ভিক্ষা খুব স্পষ্ট ভাষায় চাওয়া যায় না তাদের সম্বন্ধে আমি সিম্বলিষ্ট। আমি তার চোখের সুমুখে চোখ নিয়ে যাই, এই পর্য্যন্ত আমার overture। উৎসাহ না পেলে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ কর্‌তেও লজ্জা বোধ করি। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—"

সে সরকার একটা সিগ্‌রেট ধরাল। নিজের খরচে সিগ্‌রেট খাওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। মূলধন স্বরূপ গুটি কয়েক রাখে, যার কাছে একটা দিলে পাঁচটা পাওয়া যায় তেমন লোকের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুধীর সঙ্গে পড়্‌লে বহু কুণ্ঠার সহিত মূলধন ভাঙ্‌তে হয়।

"এক শ্রেণীর পুরুষ আছে—পুরুষ আছে—যারা রসের উপর জুলুম খাটায়। তারা প্রার্থী নয়, তারা প্রভু। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে তারা এদের sadismকে পছন্দ করে ও প্রশ্রয় দেয়। উভয় পক্ষই হাতে হাতে কামনার চরিতার্থতা পায়। পশুর মধ্যেও যেটুকু প্রার্থনার ভাব লক্ষ করি সেটুকু এদের মধ্যে নেই। থাক্‌লে কি মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি সনাতন ও সাধারণ হত?"

সুধী বল্ল, "আসুন এবার উঠি।"

"হাঁ, ওঠা যাক্। আর অল্প বাকী।"

চল্‌তে চল্‌তে দে সরকার বল্ল, "নাটালী যে কোন্ শ্রেণীর মেয়ে তাই অধ্যয়ন কর্‌তে আমার অনেক দিন গেল। আগেই বলেছি, সে ষোল আনা মেয়ে। অর্থাৎ তার স্বভাবে পুরুষভোগ্য সমস্তই আছে। অধ্যয়নের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে সে আমার বর্ণিত শ্রেণীর। রুশ ভালকের মেয়ে, আর কত হবে। Ivan the Terrible তার পূর্ব্বপুরুষ। তাঁর সঙ্গে তার কয় পুরুষের ব্যবধান? আর আমি বাঙালী! আমার পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, সহজিয়া, চৈতন্যপন্থী। আমরা যাকে চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে এসেছি সে হচ্ছে রস। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আমরা ষণ্ড নই।"

সুধী হেসে বল্ল, "কে যেন বলেছে আমরা চড়ুই পাখী।"

ও কথা কাণে না তুলে দে সরকার বলে গেল, "কিন্তু আমি অন্যায় কর্‌ছি। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে জাতির ঘাড়ে চাপালে সান্ত্বনা পেতে পারি, কিন্তু শক্তি পাইনে। সোজাসুজি স্বীকার কর্‌লে শক্তি পাই। মোট কথা, যাকে বলে virile আমি তা নই। আর নাটালী তাই। আমি যদি দুবেলা মিষ্ট কথা ও শিষ্ট আচরণের সাধনা না করে বক্সিং শিখ্‌তুম ও কাঠখোট্টার মত ব্যবহার কর্‌তুম তবে বোধ হয় এই কাহিনী অন্য রকম করে বল্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু তখনকার দিনে আমি ছিলুম পুরুষমানুষের পক্ষে অতিরিক্ত vain. আমি ভাব্‌লুম, নাটালী আমার প্রতি আকৃষ্ট হল আমার কি দেখে? বাহুবল নয়। যার দ্বারা তাকে পেয়েছি তারই দ্বারা তাকে রাখ্‌ব। পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এই ভেবে আমি লেগে গেলুম যা আমার মতে আমার শ্রেষ্ঠ গুণ তারই চর্চ্চায়। তা হচ্ছে আমার ষ্টাইল। আমি ষ্টাইলিষ্ট।"

সুধী বাধা দিয়ে বল্ল, "তার মানে?"

"তার মানে?" দে সরকার সুধীর অজ্ঞতায় আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "তার মানে আমি কায়দামাফিক হাসি ও কাঁদি, কথা বলি ও পোষাক পরি, হাঁটি ও দাঁড়াই। আমি কেবল অঙ্গের প্রসাধন করিনে, প্রসাধন করি অঙ্গভঙ্গীরও। শেষে এমন হল যে ট্রেনে যেতে যেতে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে নাটালীর সাক্ষাতে যে অভিনয় কর্‌তুম তার মহলা দিই। ফলে কয়েকবার নাকাল হতে হল। কিন্তু নাকাল হলেই যথেষ্ট ছিল।"—দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্ল, "ঐ বুঝি গোল্ডার্স গ্রীন হিপোড্রোমের আলো দেখা যাচ্ছে। এবার সংক্ষেপ করি।

"নাটালীর আসা যাওয়া বিরল হয়ে এল। জিজ্ঞাসা কর্‌লে উত্তর দেয় না। এদিকে আমিও তাকে সত্যিই ভালবেসেছি। অর্থাৎ তাকে না দেখ্‌লে আমার দিনটা ব্যর্থ যায়, তার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ আমার মনটা পায়রার মত বকম বকম কর্‌তে থাকে। সে আমার এত কাছে—আমরা দুজনে এত নির্জ্জন যে ভাব্‌তে বুকের ভিতর হাতুড়ির প্রহার চলে। আহা, আমি যদি পাগল হয়ে থাক্‌তুম তা হলে আমার সাবধানী প্রকৃতির শাসন উপেক্ষা কর্‌তুম। কিন্তু সাহস —বুঝ্‌লেন চক্রবর্ত্তী—সাহস আমার নেই। বাহুবলের অভাব একটা মিথ্যা ওজর। পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে সাহস। নাটালী আমার চরিত্রে এই সাহস জিনিষটি বিকশিত কর্‌বার জন্য আমাকে দিনের পর দিন সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এমনি নির্ব্বোধ আমি, নারীকে আমি বাক্‌চাতুরী ও নাটকীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা জয় কর্‌বার আশা পুষেছি।

অবশেষে একদিন—সে দিনটি আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে—নাটালী আমাকে নিমন্ত্রণ করে মারগেটের সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে নিয়ে গেল। জনমানবের অগম্য একটি গুহা, এক দিকে তরঙ্গের লম্ফ, অন্য দিকে সমুচ্চ তটপ্রাচীর। তটপ্রাচীর যেন দুই বাহু তুলে আমাদের অভয় দিয়ে বলছিল, আমি পাহারা আছি। মা ভৈঃ। নীলাকাশ ছাড়া কৌতুহলী দৃষ্টি কারুর ছিল না। চক্রবর্ত্তী, আপনি কি অন্তরে গ্লানি বোধ করছেন ?"

সুধী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

"দেখুন," দে সরকার কৈফিয়তের সুরে বল্ল, "আমার মর‍্যাল ফিলসফির প্রথম সূত্র হচ্ছে, দুই পক্ষের যদি সম্মতি থাকে তবে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ সমাজের আপত্তি থাকা অনুচিত।"

সুধী বল্ল, "তৃতীয় পক্ষের সপক্ষে যুক্তি আছে, কিন্তু আজ আমি বক্তা নই, শ্রোতা। নির্ব্বিঘ্নে বলে যান।"

দে সরকার আর একটা সিগ্রেট ধরাল। বলতে তার দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। বাহ্য বস্তুর সাহায্যে যদি দ্বিধা দূর হয়।

"সেদিন আকাশে একখানিও মেঘ ছিল না। সূর্য্যের আলোতে আর ঢেউয়ের ফেনাতে মিলে রামধনু রচনা করছিল। মৃদুল বায়ু সৈকতে শীকর ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। নাটালীর দিকে চেয়ে দেখলুম সে আমারই দিকে চেয়ে কি চিন্তা করছে। তার চিন্তা যে কি হতে পারে যেই ওকথা কল্পনা করলুম অমনি আমার যেন কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেবল হৃৎকম্প নয়, দেহের যতগুলো ম্যাটম্ ছিল এক সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে লাফাতে সুরু করে দিল।"

এতক্ষণে তারা ষ্টেশনের খুব কাছে এসেছিল। এগারটা বাজে। সুধীর ঘুম পেয়েছিলো, কিন্তু দে সরকারের ভাব থেকে মনে হচ্ছিল

না যে সুধীকে সে সকালে ছুটী দেবে। দে সরকার সাম্‌নে একটা রেস্তর্ঁা দেখে সুধীর জামায় টান দিয়ে বল্ল, "আসুন, একটু পান করা যাক্‌। না, না, ভয় নেই আপনার। আমার ইচ্ছে থাক্‌লেও অর্থ নেই। গান্ধী-অনুমোদিত পানীয় ফরমাস কর্‌ব।" গরম দুধ, তাতে এক ফোঁটা কোকো। ঘ্রাণ বিনোদনের জন্য। সুধী আপত্তি কর্‌ল না।

"তারপর," দে সরকার এ দিক ও দিক তাকিয়ে বাঙ্গালীর মত দেখ্‌তে কেউ নেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, "তারপর কি বল্‌ছিলুম? বৈষ্ণব গোস্বামীদের মত আমার মুহুর্মুহু স্বেদ আর কম্প হতে লাগ্‌ল। কিন্তু মূর্চ্ছা হল না। খুব শীত কর্‌লে যেমন বাচাল হয়ে কতকটা আরাম বোধ করা যায় এই দশায় আমি তেমনি বক্‌ বক্‌ কর্‌তে লাগ্‌লুম। নাটালীকে আপনি দেখেছেন। তাঁর রূপ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তবে সে কয়েক মাসের মধ্যে অত্যধিক মোটা হয়েছে। তন্বী সে কোনো দিন ছিল না, কিন্তু তার শরীরে পুষ্টির অতিরিক্ত মাংস ছিল বলে মনে হয় না। তার মাংসপেশীগুলি বেশ আঁটসাট ছিল আর তার চিবুক ছিল এক থাক্‌। আমি তার কি দেখে ভালবেসেছিলুম? তার আকৃতির সর্ব্বত্র সঞ্চারিত দীপ্তি। সে যেন একটী নক্ষত্র। আর তার আকারের শক্তিশালিতা। সে যেন রোমানদের কোনো দেবী। দৈহিক বল ওর থেকে আমার বেশী। বোধ করি যে-কোনো মেয়ের থেকে বেশী। কিন্তু বল ও শক্তি এক জিনিষ নয়। নইলে শাক্তরা স্ত্রীদেবতার উপাসনা কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌তেন।

"আমি বক্‌ বক্‌ কর্‌তে লাগ্‌লুম। কর্‌তে কর্‌তে লগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে কলের বাঁশীর মত চীৎকার করে দুই হাতে

মুখ ঢাকল। আমি হতভম্ব ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকলুম। আমার চোখে পড়্‌ল দূরে একটি মানুষ পায়চারি করতে করতে সমুদ্রের শোভা সন্দর্শন করছে। আমি যদি আর্য্য ঋষি হতুম তবে ঐ হতভাগ্যকে ভস্ম করে ফেল্‌তুম। খণ্ডিত কামনা আমাকে উদ্দাম করে তুল্ল, আর নাটালীকে করল মোহগ্রস্ত। নৈরাশ্য যেন বিষধর সাপের কামড়। নাটালীর মুখে সে কালী মাখিয়ে দিল। আমার দৃষ্টির সম্মুখে তার ঘনসংবদ্ধ গঠন জীর্ণ ও লোল হয়ে গেল। যেন কোন দেবতার বর জরতীকে যুবতী করেছিল; কাল নিঃশেষিত হয়েছে। ঐ মানুষটা যেন তার যৌবনের যমদূত। বুড়া মানুষ; হয়ত পেন্‌সন নিয়ে কাছেই বসত করেছে। সঙ্গে শিকল বাঁধা এক কুকুর। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাক্রমে এত বড় শত্রুতা করল।

পাছে একটা খুনখারাবি করে বসি সেজন্য ভগবানকে বল্‌তে থাকলুম, Father, father, forgive him. He knows not what he does. লোকটা কি ছাই সরবার নাম করে! পুরা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফল হল এই যে, আগুন জল হয়ে গেল। দুজনেই উঠ্‌লুম। কিন্তু নাটালী আমার মুখ দেখ্‌ল না। তখন থেকে বাইরের দেখাশুনা বন্ধ। ক্লাসে অন্যত্র বসে, চোখাচোখি হলে ভ্রূ-ধনুকে অবজ্ঞার বাণ যোজনা করে। কিন্তু আমি"—দে সরকার প্রস্থানের উদ্বেগ করে বল্ল—"এদানীং অনর (Honor)-কে হৃদয় দিয়েছি।"

সুধী উঠ্‌ল। একটা অসামাজিক ব্যাপার সংঘটিত হয়নি, এজন্য তার প্রফুল্ল হবার কথা। কিন্তু কি জানি কেন সে ক্ষুব্ধ হল। হয়ত সমাজনীতির চেয়ে সত্য কাম বড়।

৬০

দে সরকার যাবার সময় বলে গেল, "একজন গেলে আর একজন আসে। তাই পৃথিবী মধুময়। একদণ্ড বসে শোক করব, আসা যাওয়ার মাঝখানে সেটুকুও ব্যবধান নেই। শোক নেই বলে যে খেদ নেই তা মনে করবেন না চক্রবর্ত্তী। বড় বেদনার সংসার। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভ্রান্তিতে, কুযুক্তিতে, হিংসাবশে, মূর্খতায়, ভাল মনে করে, একেবারে না ভেবে—কত রকমে দুই পক্ষের আনন্দ তৃতীয় পক্ষ হরণ করছে তার বিবরণ আমি একদা লিপিবদ্ধ করব ও গ্রন্থের নাম দেব, My Experiments with Love.

সুধী যখন বাসায় পৌছল তখনও তার কানে বাজ্‌ছিল, "আনন্দ মাত্রেই নির্দ্দোষ, চক্রবর্ত্তী। দোষ যদি কোথাও থাকে তবে সে মানবের সমাজ ব্যবস্থায়।"

কথাটা সুধী মেনে নিতে পারছিল না। প্রেমের মৃত্যু প্রেমিকের নিজেরই মধ্যে—প্রেমের অমরত্বও অপরানপেক্ষ এই হল সুধীর স্থির বিশ্বাস। আজকের গল্পের শেষ অমন হত না যদি দে সরকার সময় থাকতে দ্বিধাহীন হত। এই যে মেয়েটি দিনের পর দিন সেবাচ্ছলে ওকে পরীক্ষা করে গেল ও পরিশেষের পরীক্ষায় ওর অযোগ্যতার পরিচয় পেল, এর মধ্যে তৃতীয় মানুষটির অপরাধ কোথায়?

দে সরকারের হৃদয়ভাবে যথেষ্ট নিষ্ঠা নেই। তাই লোকটা কোনো পরীক্ষায় পাশ হতে পারল না। ব্যর্থতাকে ওর নিজের পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা করল। অনাবশ্যক দুঃখ ওর স্বভাবকে করছে বক্র, বিকল ও সন্দিগ্ধ। সুধী ছাড়া অন্যের সঙ্গে কথা বলে ভেংচিয়ে। বাদলকে ক্ষেপায়, বিভূতিকে ব্যঙ্গ করে।

পরের ভাবনা স্থগিত রেখে সুধী নিজের ভাবনায় মন দিল। মেয়েদের সম্বন্ধে সে কোনোদিন চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি। এর কারণ এমন নয় যে সে কামিনীকাঞ্চনে বিরাগী। এমনো নয় যে তার ভোগ ক্ষমতা দুর্ব্বল। যথার্থ কারণ, সে ভালবাস্‌বার মত কাউকে দেখেনি। তার ভালবাসা তার সমগ্র সত্তা জুড়্‌বে, তার জীবনের সবটাকে জড়াবে। জীবনশিল্পে পুনরুক্তির স্থান নেই। তাই সুধীর অনুরাগ হবে একাত্মগ। সেই এক যে কেমন সুন্দরী হবে, কেমন গুণবতী, বিদুষী হবে কি বিদ্যাধরী, সুধীর দিক থেকে এরূপ কোনো প্রত্যাশা ছিল না। দেশপ্রথা অনুসারে গুরুজনের মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ কর্‌তে হবে, এই সম্ভাবনায় সুধী আপত্তিযোগ্য কিছু পেত না। স্ত্রী রূপে লাভ কর্‌লে যে কোনো নারীকে সে তার সাধ্যানুসারে সুখী কর্‌তে প্রস্তুত ছিল।

আজকের সন্ধ্যার সম্মিলনীতে সে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করেনি, কিন্তু, তার স্মৃতি পুনঃপুনঃ কৌশাম্বীর অনুসরণ কর্‌ছিল, কৌশাম্বীর মধ্যে সে কি কেবল উজ্জয়িনীকে অন্বেষণ কর্‌ছিল, না কৌশাম্বীর সত্যস্বরূপকেও? কিছু চাল ও কিছু জাল বাদ দিলে কৌশাম্বী কি বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাপ্রতিমা নয়? অথবা শাপভ্রষ্টা অপ্সররমণী। সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য কর্‌তে কর্‌তে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির যে আকৃতি দাঁড়ায় ওর কতকটা অনুকৃতি ও কতকটা বিকৃতি। সত্য সন্ধানীর কাছে তাই ওগুলি ধর্ত্তব্য নয়।

অশোকাকেও তার মনে পড়্‌ছিল। তার মত মানুষের প্রতি অশোকার মত মেয়ের হৃদয়ে কোনো ভাব উপজাত হওয়া সম্ভবপর নয়। আকস্মিকতার তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তারা পরস্পরের পার্শ্ব-লগ্ন হয়েছিল। জীবনে অন্য কোনদিন তাদের সাক্ষাৎ হবে কিনা

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

১

সুধীর মুখে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে মিস মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট তর্জ্জনী চালনা করে বল্লেন, "নিশ্চয় এর কোনো অর্থ আছে, সুধী। আমার এক বন্ধু স্বপ্নতত্ত্ববিদ্, তাঁকে তোমার হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি, যদি চাও।"

"না, আণ্ট্ এলেনর," সুধী স্মিত হেসে বল্ল, "চাইনে। ওসব ফ্রয়ডীয় কেঁচো খোঁড়া আমার জুগুপ্সা উদ্রেক করে।"

আণ্ট্ এলেনর তাকে অভয় দিলেন। ফ্রয়ডীয় বিশ্লেষণ নয়, মেটারলিঙ্কীয় মর্ম্মোদ্‌ঘাটন। তবু সুধী সম্মতি দিল না। দৃঢ়ভাবে বল্ল, "কি দরকার!"

তখন মিস মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট উদ্দীপ্তকণ্ঠে বল্লেন, "স্বপ্নকে তুমি উপেক্ষণীয় ভেবো না সুধী। স্বপ্নের মূল্য আছে। আমরা যাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলি সেটা আমাদের মনগড়া কাল-বিভাগ। ইকুয়েটর বলে বাস্তবিক কোনো ভূপৃষ্ঠরেখা আছে কি? নেই, কিন্তু থাকা উচিত, সেইজন্য ইকুয়েটর আমরা এঁকে দেখাই। যখন ইংলণ্ড থেকে নিউ-জীলণ্ডে যাই তখন আমাদেরই কপোলকল্পিত ইকুয়েটরকে চাক্ষুষ না কর্‌তে পেয়ে কেমন নিরাশ হই তা আমার প্রথম যৌবনের দিকে দৃষ্টি ফিরালে দেখ্‌তে পাই।" তিনি বোধ করি তাঁর প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে অবগাহন কর্‌লেন। কিছুক্ষণ আন্‌মনা থেকে সুধীর পাতে আর এক টুক্‌রা কেক্ তুলে দিলেন (সুধী দুই হাত উঠিয়ে

আপত্তি ব্যঞ্জনা করল, তিনি তর্জ্জনী উঁচিয়ে প্রতিরোধ করলেন) ও বল্লেন, "আমার প্রথম যৌবন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু খুব শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে সুদূর নক্ষত্র বিশেষ থেকে সেদিনকার পৃথিবীর দৃশ্য যাঁরা দেখ্ছেন তাঁরা আমার প্রথম যৌবনকে লক্ষ করছেন সন্দেহ নেই। কোনো মন্ত্রবলে আমি যদি সেই নক্ষত্রলোকে আজ উপস্থিত থাকতুম তবে আমিও এই চর্ম্মচক্ষুতে যন্ত্র লাগিয়ে আমার পার্থিব অতীতকে প্রত্যক্ষ করতুম।"

সুধী চুপ করে শুনছিল। চায়ের পেয়ালা পিরিচ ঘাসের উপর রেখে বল্ল, "প্রত্যক্ষ করলে ত আর ফিরে পেতেন না। ফিরে পাওয়া যায় না বলেই তা অতীত।"

"ফিরে পেতে চায় কে? পুনরাবৃত্তিতে কিই বা সুখ? কিন্তু আয়নায় নিজকে দেখা কি কোনোদিন ফুরাবার? আয়নায় যে দেখা দেয় না তাকে আর একবার দেখ্তে নক্ষত্রযাত্রা করতে পারতুম ত বেশ হত—কিন্তু যে মোটা হয়ে পড়েছি, বাপ! এ পৃথিবীর মাটি থেকে কার সাধ্য আমাকে নড়ায়।"—তিনি শব্দ করে হাস্লেন। সুধীও। তারপর—

"জাপানীদের একটি উপকথায় এক আয়নার বর্ণনা আছে, শিশু তার মধ্যে মৃত জননীর ছায়া নিরীক্ষণ করত। তেমন আয়না আছে আমারও। তার নাম স্মৃতি। জাগ্রতাবস্থায় আমাদের চৈতন্য আমাদের স্মৃতিকে যথেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জিনিষই যখন নিদ্রিতাবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল হয় তখন তাকে বলি স্বপ্ন।"

একথা শুনে সুধী লজ্জায় সংকুচিত হল। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "না, না, না, না, না।"

আণ্ট্ এলেনর মুচ্কি হেসে বল্লেন, "আগে ভাল করে বল্তে

দাও আমাকে। সমস্তটা না শুনেই না, না, না। Guilty mind!"

"আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে এই", তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে, স্বপ্ন যদিও স্মৃতিরই নামান্তর, তবু স্মৃতির মত সদা সর্ব্বদা বিষুবরেখা বাঁচিয়ে চলা তার ধর্ম্ম নয়। উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের মত লাফাতে লাফাতে সে বিষুবরেখা ডিঙ্গিয়ে যায়। অতীত ও ভবিষ্যতের ব্যবধান মানে না। হাজার হোক কাল ত এক ও অবিভাজ্য। উদারা মুদারা তারা তিন স্বরগ্রামের উপরই স্বপ্নের আঙ্গুল খেলে, তবে সমানে নয়। তোমার স্বপ্ন সম্ভবত ভবিতব্যের। মিষ্টার রেবীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌তে দোষ কি?"

"না, না, না।" সুধী তথাপি অস্বীকৃত হল। বল্ল, "ভবিতব্য অজ্ঞাত থাকাই ভাল। যার উপর কর্ত্তৃত্ব খাটবে না তার কথা দুদিন আগে জেনে কোন্ পরমার্থ পাব? মর্‌তে একদিন হবে। কোন্‌দিন, তার খবর নিয়ে কেন স্বস্তি ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দেব?"

সুধীর মুখশ্রী মলিন দেখাচ্ছিল, সুনিদ্রার অভাবে। তার কণ্ঠস্বর ফাটা কাঁসির মত খন্ খন্ শোনাচ্ছিল। সুধীর মত প্রশান্ত সৌম্য পুরুষ—মানব বনস্পতি—সামান্য আঘাতে বিচলিত হয় না, হলে কিন্তু কারুণ্য সঞ্চার করে। আণ্ট এলেনরের চক্ষু সমবেদনায় সজল হল। জল-কজ্জল তাঁর নয়নপত্রে অঙ্কিত হল। সুধী যে মনে মনে ঐ স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা করেছে তা তিনি অনুমান কর্‌তে পেরেছিলেন ও সুধী যে ঐ স্বপ্নের ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে তাও তিনি আন্দাজে বুঝেছিলেন। শেষেরটাতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি সুধীর পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বল্লেন, "যা ঘট্‌তে পারে অথচ ঘটা উচিত নয় তাকে ঘট্‌তে দিও না। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।"

সুধী তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "যে ত্যাগ তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাকে স্বীকার কর্‌তে তুমি স্বাভাবিক আনন্দ বোধ কর্‌ছ না, তেমন ত্যাগ নাই বা কর্‌লে। কোন্ সার্থকতার জন্য তুমি বৈরাগ্য বহন কর্‌বে? উজ্জয়িনী তোমার কেউ নয়।"

"উঁহু", সুধী ঘাড় নাড়্‌ল। বল্ল, "উজ্জয়িনী আমার আত্মীয়া। কেমন আত্মীয়া তা অন্তর্যামী জানেন। সে যদি বিরাগিনী হয়ে যায় তা হলেও আমি অসার্থক হব, আণ্ট্ এলেনর। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে। এত সম্ভাবনা-সত্ত্বে কে তার মত হতভাগিনী! তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারি যদি, তবে আমার বঞ্চিত জীবন মাধুরী বর্জ্জিত হবে না।"

মিস্ ডব্‌সন চায়ের সরঞ্জাম স্থানান্তরিত কর্‌লে আণ্ট্ এলেনর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "কিন্তু গোড়ায় গলদ, উজ্জয়িনী যে বিবাগিনী হবেই এই ধারণার ভিত্তি কোথায়?"

"বাদলের ব্যবহারে।"

"বাদলের ব্যবহার পরিবর্ত্তনসাধ্য নয় কি?"

"না। আর আমার সে ভরসা নেই। তা ছাড়া বাদল ত নিরুদ্দেশ।" সুধী দীর্ঘশ্বাস ছাড়্‌ল।

আণ্ট্ এলেনর সোজা হয়ে উঠে বস্‌লেন। বল্লেন, "ওর খোঁজ কর। অমন করে হাল ছেড়ে দিও না। আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ব। স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হতে পারে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি মুখ তুল্‌বে।"

"বাদল যদি আমার উপর অনুগ্রহ করে উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করে তবে উজ্জয়িনীর প্রতি কর্‌বে অন্যায়, আমাকেও ক্ষমা কর্‌বে না।

তা ছাড়া আমি ত বাদলের বন্ধু—আর সে ত আমার বন্ধুর অধিক। আমি এতদিনে নিঃসন্দেহ জেনেছি যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে ওর আন্তরিক সামঞ্জস্য হবার নয়। বোধ হয় কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর সাবর্ণ্য হবে না। নারীর সান্নিধ্য ওর অনুপভোগ্য নয়, নারীর রূপশ্রী ওকে চঞ্চল করতে পারে। কিন্তু নারীর অস্তিত্বের অর্থ সম্বন্ধে ওর না আছে অন্তর্দৃষ্টি, না আছে জিজ্ঞাসা। পুরুষ হিসাবে সে যদি শিশুপ্রকৃতি হয় তবে ব্যক্তিহিসাবে সে বে-দরদী।” কথাটা উচ্চারণ করে সুধী জিব্ কাট্‌ল। অবিচার কর্‌ল না ত? তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেবার জন্য বল্ল, “না, না, স্বার্থপর নয়। সজ্ঞানে নিষ্ঠুর নয়। অনুভূতির ক্ষমতা ওর মধ্যে বিকশিত হয়নি। আমি যদি ওর জীবনে কিছু আগে আস্‌তুম তবে হয়ত ওর গায়ে চিমটি কেটে ওর অসাড়তা ধ্বংস কর্‌তুম। এসে দেখি গণ্ডারের মতো পুরু চামড়ায় বর্শার প্রহারও ব্যর্থ। তবে আমার আসা একেবারে নিরর্থক হয়নি। কেউ যে কিছু জানে কিম্বা বোঝে কিম্বা ভাব্‌তে পারে বাদল সেকথা বিশ্বাস কর্‌ত না। শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা ও সহপাঠীদের প্রতি অনুকম্পা—এই নিয়ে তার সতের বছর বয়েস হল। বাপের সঙ্গে কথা বলে না, পাছে তর্কে জিতে তাঁকে গোরু কি গাধা বলে বসে। বাড়ীতে বইয়ের মৌচাক তৈরি করে ভায়া তারই মধ্যে বুঁদ হয়ে রয়েছে। আমি এসে তার চরিত্রে বিশ্বাসের বীজ বপন কর্‌লুম। সে মনে মনে মান্‌ল যে ভারতবর্ষে একটি মানুষ একটু বোঝে।”

মিস্ মেল্‌বোর্ন-হোয়াইটের হাসিতে সুধীও যোগ দিল। সে সব দিনের স্মৃতি সুধীর অন্তঃকরণকে আলোড়িত কর্‌ছিল। স্মৃতিমাত্রেরই একটি স্বকীয় রস আছে—কেমন এক উদাস করুণ রস। পিছু হট্‌বার হুকুম নেই, পিছু ফিরে দেখ্‌ছি কি যেন জামা থেকে খসে মাটীতে

পড়্ল। হয়ত প্রিয়ার পরিয়ে দেওয়া ফুল, হয়ত বোনের হাতের ফুলতোলা রুমাল। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সৈনিকেরা মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মার্চ্চ!

২

"না, আণ্ট্", সুধী সাম্‌লে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাদলকে আমি স্বমার্গচ্যুত হতে পরামর্শ দেব না। প্রত্যেক নক্ষত্রের স্বতন্ত্র কক্ষ, নিজস্ব লক্ষ্য। মানুষের ঘরে জন্ম নিয়েছে বলে মানবীকে নিয়ে ঘর কর্‌তে বাধ্য নয় সে। তার বিয়ের সময় আমিই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রবর্ত্তিত করেছিলুম। ভাল করিনি। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

"বেশ, না হয় তোমারই দোষ। কিন্তু বাদলের অনাদরে উজ্জয়িনীর যে বৈরাগ্য তোমার বৈরাগ্যের দ্বারা তার প্রতীকার হবে কি করে?"

আণ্ট্ এলেনর এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে একটু রসিকতার আশ্রয় নিলেন। বল্লেন, "যদি তুমি বৈরাগী না হয়ে অনুরাগী হতে তবে তোমার চিকিৎসায় ফল হত, সুধী।"

সুধীও রসিকতায় অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়। বল্ল, "আপনার মতে সেইটে হত বন্ধুকৃত্য। না, আণ্টি?"

"বন্ধুকৃত্যই বটে। বাদল তোমার প্রতি ঈর্ষাসম্পন্ন হয়ে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হত আর এত বড় একটা সমস্যা সাধারণ একটা তামাসায় পর্য্যবসিত হত। তুমি বল্‌বে বাদল ঈর্ষালু হতে পারে না। কিন্তু আমি কি ও কথা বিশ্বাস কর্‌ব ভাব্‌ছ?" মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্ তাঁর বাগানে সমাগত ষ্টার্লিং পাখীদের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেন। সুধী

লজ্জিত হয়ে মৌনতার দ্বারা স্বীকার করল যে ওকথা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু উক্ত প্রকার বন্ধুকৃত্য তার পক্ষে অসাধ্য।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরব থাক্‌বার পর মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট আবার সেই কথা পাড়্‌লেন। বল্লেন, "তোমাকে বৈরাগী হতে দেখে উজ্জয়িনীর কি লাভ, কেন সে গৃহস্থাশ্রমে ফির্‌বে, ফিরলেও কাকে নিয়ে ঘর কর্‌বে?"

"এক নিঃশ্বাসে তিন তিনটে প্রশ্ন?" সুধী হাস্‌ল। "আমি যদি বৈরাগী হই—না, না যদি বৈরাগ্য সাধন করি—তবে উজ্জয়িনী জান্‌বে যে পৃথিবীতে তার একজন ব্যথার ব্যথী আছে, তার জন্য একটা ত্যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে নিতান্ত সামান্য প্রাণী নয়, তার জীবনের মূল্য আছে। জীবনের মূল্যবোধ থেকে একে একে গৃহস্থোচিত যাবতীয় গুণ উপজাত হবে। আপনি যেমন আপনার ভাইকে নিয়ে ঘর কর্‌ছেন সেও তেমনি ঘর কর্‌বে—হয়ত আমাকে নিয়ে।"

আণ্ট্ এলেনর হাস্‌তে হাস্‌তে লুটিয়ে পড়্‌লেন। "হো হো হো হো হো। এই তোমার স্বপ্নের অর্থ?…হো হো হো। কিন্তু তোমার নিজের বৈরাগ্যের স্বরূপ কি শুনি?"

সুধী এতক্ষণে সত্যিই অপ্রস্তুত হয়েছিল। সে আম্‌তা আম্‌তা করে যা বল্ল তার মর্ম্ম এই যে বৈরাগ্যের আদর্শ সকলের পক্ষে এক নয়। সুধী সাধনা কর্‌বে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির। নিষ্ক্রিয় কেন? কারণ কর্ম্ম হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম্ম। পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপণ অনুচিত। তাতে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে। প্রতিযোগিতাকে প্রাচ্য সমাজ ভয়াবহ জ্ঞান করেছেন বলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেছেন। নিরাসক্ত কেন? যেহেতু আসক্তি থেকে আসে একদেশদর্শিতা। সেটাতে কর্ম্মীর ক্ষতি করে না; বরঞ্চ কর্ম্মীমাত্রেই একদেশদর্শী। কিন্তু

দ্রষ্টার পক্ষে সেটা মারাত্মক। সে চায় ভাগবত দৃষ্টি। ভগবানের চোখে এ বিশ্ব কেমন দেখায় তাই তার জ্ঞেয়। গৃহস্থের মুক্তি কর্ম্মে বৈরাগীর মুক্তি বিশ্বরূপ দর্শনে।

"নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি।" আণ্ট্ এলেনর গোটা গোটা করে উচ্চারণ করলেন। "তার সাধনা বোধ করি আমার অজানা নয়। তোমার আর্থার খুড়োর কল্যাণে হাড়ে হাড়ে জানি। তুমি যেন অতটা নিষ্ক্রিয় হোয়ো না বাপু—উজ্জয়িনী ত তোমার বোন নয় যে পড়ে পড়ে সহ্য করবে সারা জীবন।"

শেষের কথাটায় একটু আহত হয়ে সুধী বুড়ীকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বল্ল, "আর্থার খুড়ো ত বলেন তিনি ইচ্ছা করে নিষ্ক্রিয় হন নি, হয়েছেন কর্ম্মৈষণায় ক্রমাগত বাধা পেয়ে।"

বুড়ীর কানে ওকথা পড়া যেন বোমার রঞ্জকে আগুন ধরা। দপ্ করে উঠ্‌ল তাঁর চোখ, ফট্ করে ফাট্‌ল তাঁর মুখ। "বটে? বলেছে আর্থার ও কথা?" বাষ্পাকুল কণ্ঠে বল্লেন, "অকৃতজ্ঞ।...মি—মি—মিথ্যাবাদী।...না, না, আমি কি বল্‌ছি! I am sorry! Oh, I am sorry!" তিনি এলিয়ে পড়্‌লেন। সুধী ক্ষমা প্রার্থনা করতেই তিনি আবার উঠে বস্‌লেন। "না, না, তোমার কি দোষ!"

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি ধীরে ধীরে সুরু করলেন, "খানিকটে যখন শুনেছ এক পক্ষের, অপরপক্ষের বাকীটা শোন।... আমরা দুই ভাইবোন শৈশবে মাতৃহারা হই। শোক ভুলবার জন্য বাবা নিউ-জীলণ্ডে চলে যান। সেখানে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে যখন দেশে ফির্‌লেন সে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিমার অনুরোধে নিবৃত্ত হলেন। দিদিমা আর্থারকে পাব্‌লিক্ স্কুলে

পাঠালেন না ; তিনি শুনেছিলেন পাব্‌লিক্ স্কুলে রোগা ছেলেদের উপর ষণ্ডা ছেলেরা নির্ব্বিঘ্নে অত্যাচার কর্‌তে পায়। ফলে খেলাধূলার দিকে আর্থার একেবারেই মন দিল না। রাত জেগে পড়্‌ল, স্কলারশিপ্ পেল ও স্বাস্থ্যের মাথাটি খেল। আর্থার যখন ইউনিভারসিটীতে ভর্ত্তি হয়েছে তখন দিদিমার কাল হল। আমি নিলুম আর্থারকে দেখাশুনার ভার। পড়াশুনায় নিবিষ্ট থেকে সে সংসার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিল। অথচ আমি ছিলুম রঙ্গিন প্রজাপতি। ওর উপর এমন রাগ হত ; কিন্তু ওকে ওর নিজের হাতে কিম্বা কোনো ল্যাণ্ড্‌লেডীর কোলে ছেড়ে দিতে প্রবৃত্তি হত না। ওর মনীষায় আমার বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। ওর কর্ম্মপটুতায় আমার সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ কি মিথ্যা বল্‌তে চাও ?" (সুধী উত্তর কর্‌ল না।) "মাঝে মাঝে ওকে ছেলেমানুষীতে পেত। বল্‌ত সিংহ শীকার কর্‌তে আফ্রিকায় যাব। যে মানুষ একটা খরগোস কিম্বা খ্যাঁকশিয়ালী মারে নি, মার্‌তে চায়নি, যে মানুষকে লণ্ডনের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হলে মালগাড়ীতে তুলে দেওয়াই নিরাপদ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগ্‌লে যার হাঁকডাকে পাড়াশুদ্ধ হাজির হয়—তার আফ্রিকা যাত্রায় সম্মতি দিলে সে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে ভুল গাড়ীতে উঠ্‌ত ও ফোকষ্টোনে ভুল জাহাজে চড়ে বুলোনে উপনীত হত। এই ত ?"

সুধী মনোযোগপূর্ব্বক শুন্‌ছিল। হাঁ, কিম্বা না বল্ল না।

"নিউ-জীলণ্ডে যাবার জন্য বহুদিন থেকে বাবার আমন্ত্রণ ছিল। আর্থারকে সঙ্গে করে পাড়ি দিলুম। না-মরা সিংহের শোকে সমস্ত পথ তার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হল না। আমি কিন্তু নাচি, খেলা করি, রাক্ষসের

মত খাই। সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দর্শন করা আমার নিত্যকর্ম্ম। ডেকের উপর অবাধ হাওয়ায় আমি হরিণীর মত চঞ্চলচরণে দিশাহারা হয়ে ছুটি। আহা, প্রথম যৌবনের সেই প্রাজাপত্য জীবন কি অনাবিল আনন্দের আকর ছিল।

জাহাজের আলাপ আদবকায়দার অপেক্ষা রাখে না। আমার প্রতি অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের একজনের প্রতি আমিও আকৃষ্ট হলুম। নিউ-জীলণ্ড দেশটি ছোট। সেখানে যে কয়মাস ছিলুম, তাঁর সঙ্গে নানা ছলে সাক্ষাৎ ঘটত। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌দানও হয়ে গেল। ইংলণ্ডে ফিরে আর্থারের গৃহস্থালীর পাকারকম বন্দোবস্ত করে বছর দুই তিন বাদে নিউ-জীলণ্ডে বিয়ে কর্‌ব এই স্থির হল। আর্থার মুখ ভার করে থাক্‌ল, বোধ হয় সিংহের শোকে। অভিমত জানাল না। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লুম।

ইংলণ্ডের বাইরে মাত্র একটি ইংলণ্ড আছে। সেটি নিউ-জীলণ্ড। সেদেশের প্রশস্ত নিভৃত পল্লীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র মালঞ্চে যার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট্ তিনি অপেক্ষা কর্‌তে থাক্‌লেন আমার আশায়। আর আমি অপেক্ষা কর্‌তে থাক্‌লুম আর্থারের যদি কারুর সঙ্গে বিবাহ হয় তার আশায়। আর্থারকে কত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম; একলা ছেড়ে দিলুম; নাচের আসরে পাঠালুম। কিছুতেই সে কারুর কাছে ঘেঁষ্‌ল না। কথাবার্ত্তার মাঝখানে অন্যমনস্ক হল। চায়ের টেবিল থেকে পালিয়ে গিয়ে বই খুলে বস্‌ল। নাচের মজলিশের এক কোণে পেঁচার মত মুখ ভার করে চিন্তামৌন রইল। বছরের পর বছর যায়। ওর বিয়ে হয় না। আমারও হয় না। আর্থার বোঝেও না যে ওর জন্য আমার

কতটা আসে যায়। ও ধরে নিয়েছে যে আমি সারাজীবন ওর রক্ষণাবেক্ষণ করব।”

সুধী তাঁর ক্ষণবিরামের অবকাশে জিজ্ঞাসা করল, “ওকে খুলে বল্লেন না কেন?”

“যতবার ভাবি খুলে বলব ততবার ভয় হয় পাছে সে আফ্রিকায় কি উত্তর মেরুতে কি কোথাও চলে যায়। মনটাকে শক্ত করতে পারলে উভয়ের শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ হত, কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষটি করা কয়জনের দ্বারা ঘটে ওঠে? তাঁরাই বিজ্ঞ যাঁরা এর সূত্র জানেন। হয়ত তুমি তাঁদের একজন, একটা স্বপ্ন দেখে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছ। আমি গড়িমসি করতে থাকলুম। ইংলণ্ডে থেকে নড়তে আলস্য বোধ হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন সংবাদ এল তিনি মোটর উল্টে মারা গেছেন।”

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট্ রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্লেন। মুছ্তে মুছ্তে লাল করে ফেল্লেন। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হল।

৩

আণ্ট্ এলেনর প্রকৃতিস্থ হয়ে সুধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লেন, “দেখ্লে ত তোমার নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টির উৎপাত! তার সাধনা যে করে সে হয় পরাসক্ত জীবের মত আশ্রয়দাতার অহিতকারী। তবে উজ্জয়িনীর ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেছে, তুমি আর বেশী কি করবে?”

সুধী প্রতিবাদ করতে পারত, বলতে পারত যে দোষটা

আপনার নিজের, আপনি আর্থার খুড়োকে তৈজস পত্রের মত অথর্ব্ব জ্ঞান না কর্‌লে তিনি হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌তেন। কিন্তু দোষ যারই হোক দুঃখ ত তাঁর। সুধী সান্ত্বনাচ্ছলে বল্ল, "কত বড় একটা জিনিষ এই নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি। এর জন্য এমনি বড় ত্যাগের দরকার ছিল। আপনি না কর্‌লে আর্থার খুড়োকে যিনি বিয়ে কর্‌তেন তিনি কর্‌তেন।"

আণ্ট্ ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "কেউ কর্‌ত না, কেউ কর্‌ত না, নিজের বোনের মত নিঃস্বার্থ কোনো মেয়ে নয়। আর্থারকে ওরা কেউ বুঝ্‌ল না, তার সাধনায় ওদের কারুর বিশ্বাস জন্মাল না। আর্থার যে ওদের একজনকে মনোনয়ন করেনি এতে ওর আত্মরক্ষণেচ্ছার প্রমাণ পাই।" কথাগুলাতে অসূয়ার গন্ধ ছিল।

সুধী উঠ্‌বার উদ্‌যোগ কর্‌ল। "সে কি এরই মধ্যে উঠ্‌বে? বস। কি যেন বল্‌ব ভাব্‌ছিলুম।…না, মনে পড়্‌ছে না। আবার কবে আস্‌ছ?"

"বল্‌তে পার্‌লুম না। লণ্ডনের বাইরে ঘুরে আস্‌বার ইচ্ছা আছে।" আণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসু দেখে সুধী বল্ল, "বাদল লণ্ডনে নেই।"

"লণ্ডনে নেই? কোথায় আছে তা হলে?"

"আইল্ অব্ ওয়াইটে—আজও আছে কি না বল্‌তে পারিনে, কিছুদিন আগে ছিল।"

"কি করে জান্‌লে?"

"ফাঁদ পেতে। উজ্জয়িনীর একখানি চিঠি ওর ব্যাঙ্কের ঠিকানায় পাঠিয়ে পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ দিতে লিখেছিলুম। ফাঁদে পা দিয়েছে। ডাকঘরের মোহর থেকে বোঝা গেল ভেণ্ট্‌নরে সে ছিল এবং হয়ত আছে। ভেণ্ট্‌নর কি খুব বড় শহর?"

"না। যদি সেখানে থাকে তবে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে বেরবে, তখন পাকড়ও কোরো।"

"এইবার শার্লক্ হোম্‌স্ হয়ে দাড়ালুম, আণ্ট্। মোটেই নিষ্ক্রিয় বোধ কর্‌ছিনে, যাই বলি না কেন।" সুধী হাসিমুখে আসন থেকে উঠ্‌ল।

আণ্ট্ এলেনর তাকে গেট্ পর্য্যন্ত পৌছে দিতে চল্লেন। চল্‌তে চল্‌তে বল্লেন, "আমরা মেয়েরা বড় অবুঝ। উজ্জয়িনীর উপর আমার রাগ করাটা অবুঝের মত হচ্চে। তবু রাগ না করে পার্‌ছিনে। কোন্ অধিকারে সে তোমার সর্ব্বস্ব দাবী কর্‌ল—তোমার স্ত্রীর ভাগ্য, তোমার বংশধর, তোমার সপরিবারে ধর্ম্মাচরণ, তোমার হিন্দু গার্হস্থ্য আশ্রম, তোমার পিতৃপিতামহ অনুসৃত কৌলিক আদর্শ—এক কথায় তোমার ভারতবর্ষ?"

সুধী লঘুতার ছলনা করে বল্ল, "গোড়াতে ভুল কর্‌ছেন, আণ্ট্, যে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমার চোখের দেখাই ঘটেনি, মুখে বা চিঠিতে বা টেলিগ্রামে বা টেলিফোনে সে আমার কাছে অমন প্রস্তাব করেনি এবং কর্‌বে বলে আমার মনে হয় না। আমার ঘরে আমার ঘুমের ঘোরে আমার স্বপ্নে সে যা বলেছে তাও আমার যাচ্ঞার উত্তরে। ভারতবর্ষ? আধুনিক ভারতবর্ষ ত সে-ই। যার হাত ধরেছিল তার মন পায়নি, অভিমানে কটিবস্ত্র পর্‌ছে। আমার দেশপ্রতিমাকে আমি অভিমানের মূঢ়তা থেকে মুক্ত দেখ্‌লে সুখী হব। বিধাতা আমাদের এতটা পরনির্ভর করে সৃষ্টি করেননি যে অপরের দ্বারে ধর্ণা দিয়ে উপবাসে শীর্ণ ও শ্রীহীন হতে হবে। নিজের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হবার সংকল্প যদি থাকে তবে সিদ্ধির উপায়ও নিশ্চিত আছে।"

গেট্ খুলে যখন সুধী রাস্তায় পড়্ল তখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠেনি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা দেরিতে। আন্ট্ এলেনর বল্লেন, "কিন্তু ভারতবর্ষের চেয়ে তুমি বড়, তোমাকে আমরাও নিজের বলে দাবী করি, তুমি যুগোত্তর জীবনশিল্পীদের দলে। আধুনিক ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার অনলে আত্মাহুতি দিও না, সুধী। কথা রাখ্‌বে?"

সুধী উত্তর দিল না। তার নিজেরই কত প্রশ্ন ছিল। সে কি উজ্জয়িনীর জন্য স্বমার্গত্যাগী হচ্ছে? বিশ্বের চিরকালের জীবনশিল্পীদের কাছে কি তাকে জবাবদিহি কর্‌তে হবে? বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা সে যাই করুক না কেন, বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতা কি তদ্দ্বারা চাপা পড়ে? দৃষ্টি? দৃষ্টি নিয়ে সে কর্‌বে কি, যদি সৃষ্টি না কর্‌তে হয়? সৃষ্টিকার্য্যে যোগ না দিলে সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রহস্য দৃষ্টিগম্য হবে কেমন করে? বিধাতার trade secret নেই কি?

প্রশ্ন কর্‌তে হচ্ছে বলে সুধী নিরতিশয় লজ্জিত হল। প্রশ্ন করে কি সত্যের পাত্তা পাওয়া যায়? যে জানে সে আপনি জানে। চিত্তকে যে মুকুরের মত মার্জ্জিত রেখেছে সত্য তার চিত্তে বিনা আহ্বানে প্রতিফলিত হয়। নিরাময় ও নিয়মানুবর্ত্তী যার দেহ, দর্শন-শ্রবণ-মননাদি ইন্দ্রিয় যার সুতীক্ষ্ণ ও সতর্ক, সত্য তার দ্বারে প্রবেশপ্রার্থী হলে সংশয়ের "হুকুমদার" শুনে থতমত খাবে না, "ফ্রেণ্ড্" না বল্‌তে পার্‌লে গুলির চোটে পঞ্চত্ব পাবে না। কাল রাত্রের চিত্তবিক্ষেপ, দৈহিক অস্বস্তি, সুষুপ্তির অভাব সুধীর প্রত্যক্ষ সত্যানুভবকে প্রশ্নসাপেক্ষ, পরোক্ষ করেছিল। তার ইন্‌টুইশন্, তার সহজাববোধ, পথিকহীন পথের মত আকাশের দিকে চেয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে রয়েছিল।

তার মানসিক প্রদাহ প্রশমিত হবে না, যদি সে উজ্জয়িনী

সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ না পায়। উজ্জয়িনীর দিদি কৌশাম্বী এসেছেন লণ্ডনে, বিভূতি নাগ দিতে পার্‌বে তাঁর ঠিকানা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না? বিভূতিকে সুধী ফোন কর্‌ল। বিভূতি বল্ল রোস। আমি ফোন করে খবর নিই। বিভূতি জেনে জানাল কাল দুপুরে হোটেল রাসেলে গেলে দেখা হতে পারে।

শরীরকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্য সুধী সে রাত্রে যথাসময়ের আগে ঘুমতে গেল। স্বপ্ন দেখ্‌লে অগণন। কিন্তু সকল স্বপ্নই উজ্জয়িনী-বিরহিত। একটি স্বপ্নে মার্সেল হয়েছে তার মেয়ে, অশোকা হয়েছে তার স্ত্রী, মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট হয়েছেন তার শ্বাশুড়ী!

৪

কৌশাম্বী তার শাড়ীর আঁচলটিকে বিদেশিনীদের বেরে (beret)-র অনুকরণে মাথার উপর কোণাকুণি ভাবে সংলগ্ন করেছিল, আর শাড়ীর নিম্নাংশকে স্কার্টের অনুকরণে হ্রস্ব করে পরেছিল। সুধীর দিকে এগিয়ে গিয়ে আসন নেবার সময় ডান হাত তুলে মধুর হেসে বল্ল, "না, না, দাঁড়াতে হবে না। আপনি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী?" (ইংরেজীতে) সোফার উপর সমাসীন হয়ে রাণীর মত গৌরবে সুধীর মুখে তাকিয়ে ডান হাতের উপর মাথাটিকে কাত করে রাখ্‌ল। এর ফলে তার শাড়ীর বেরে (beret) সুধীর চোখে অপূর্ব্ব রমণীয় লাগ্‌ল। তারপর শাড়ীর স্কার্টটাকে চোখের নিমিষে গুছিয়ে নিল, নামিয়ে দিল। তাঁর বাঁ হাত সুধীর দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে নিরীহ ভালমানুষটির মতন যেখানে ধরা পড়্‌ল সেইখানে অর্থাৎ বাম উরুর উপর অনড় ভাবে ন্যস্ত রইল।

সুধী উত্তর করল, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই।" (বাংলাতে)

যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত কৌশাম্বী যত রাজ্যের মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় সমস্তই করে গেল। যথা "ইংলণ্ডে আপনি কতকাল আছেন?" "ইংলণ্ড কেমন লাগ্ছে?" "কি পড়্ছেন?" সবই রাজভাষায়। সুধী ভুলেও ইংরেজী বল্ল না। তখন কৌশাম্বী ইংরেজীভাঙ্গা বাংলাতে জিজ্ঞাসা করল, "আমার সঙ্গে কি বিশেষ কোনো কাজ ছিল?" অত্যন্ত মোলায়েম ভাবে।

"আজ্ঞে হাঁ।" সুধী নিঃসঙ্কোচে বল্ল, "আপনি উজ্জয়িনীর দিদি। আমি তার স্বামীর বন্ধু। উজ্জয়িনীর খবর অনেক দিন পাইনি। আশা করি আপনার কাছে পাব।"

কৌশাম্বী সহসা কঠিন হয়ে বল্ল, "আমাকে মাফ করবেন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনাকে পর মনে করছি বলে নয়; আপনার অধিকার অস্বীকার করছি বলে নয়; কিন্তু আমার মায়ের ও উজ্জয়িনীর শ্বশুরের নিষেধ আছে বলে আমি উজ্জয়িনীর সম্বন্ধে যা জানি তা তার স্বামীর কাছেও প্রকাশ করব না।" সুধীর হতাশা লক্ষ করে একটু নরম হয়ে বল্ল, "Dear Mr. Chakrabarti, please don't be cross!"

কাষ্ঠহাসি হেসে সুধী বল্ল, "আপনার অপরাধ কি? গুরুজনের নিষেধ।" নিজের মনে কি ভাব্ল।

"আচ্ছা আপনাকে কি দিতে পারি বলুন ত? আপনি অবশ্যই স্মোক করেন।" সুধীর মাথা নাড়ার দিকে নজর না দিয়ে নিজের পার্স খুল্ল। তাতে তাঁর সোনার পাতে মোড়া রূপার সিগ্রেট কেস ছিল। মিষ্টি হেসে সুধীর সাম্‌নে মেলে ধরল।

সুধী বল্ল, "দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি খাইনে।"

ভুরু কপালে তুলে চক্ষু বিস্ফারিত করে কৌশাম্বী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর নিজেই একটি তুলে নিয়ে ঠোঁট দিয়ে চাপ্‌ল। সুধী তৎক্ষণাৎ দেশলাই জ্বালিয়ে সন্তর্পণে তার সিগ্‌রেট ধরিয়ে দিল। টান না দিয়ে কৌশাম্বী সেটাকে দুই আঙুলের মাঝখানে ভঙ্গীর সহিত লট্‌কে রাখ্‌ল এত আল্‌গোছে যে সুধীর আশঙ্কা হল পাছে কখন গিয়ে কার্পেটে অগ্নিসংযোগ করে।

কৌশাম্বী সুধীর সৌজন্যে প্রসন্ন হয়েছিল। বল্ল, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে কথাটা বাদলের কানে তুল্‌বেন না তবে আমি নিষেধ অমান্য কর্‌লেও আমাদের বংশমর্য্যাদা হানি হবে না।"

"আপনি বোধ করি জানেন না, মিসেস্ মিত্র," সুধী করুণ হেসে বল্ল, "যে, বাদল আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ইচ্ছা করে তার কাছে কোন কথা গোপন কর্‌তে পারিনে। তবে ঘটনাচক্রে এমন হতে পারে যে বাদল এই ব্যাপারের কিছুই আমার কাছ থেকে জান্‌বে না। আপনি ভাব্‌ছেন, সে কেমন? আপনাকে বল্‌তে আপত্তি নেই যে বাদল কয়েক মাস থেকে নিরুদ্দেশ এবং যদিও আমি এবার সখের ডিটেক্‌টিভ্ হয়ে তার অনুসন্ধানে বেরব তবু আমার ভরসা হচ্ছে না যে তার নিভৃত চিন্তানিবাসের ঠিকানা পাব।"

কৌশাম্বী বিস্ময় দমন না কর্‌তে পেরে বল্ল, "বাদল লণ্ডনে নেই? আপনি ঠিক্ জানেন?"

"না, ঠিক্ জানিনে, মিসেস মিত্র। আমি ত বলিনি যে সে লণ্ডনে নেই। তবে আমার অনুমান সে লণ্ডনে নেই। সেইজন্য 'বেরব' শব্দটি ব্যবহার করেছি।"

"তবে আপনি উজ্জয়িনীর সংবাদ কেন চান্, কার জন্ম?" কৌশাম্বী এই প্রশ্নের রূঢ়তাকে ঢাক্‌বার জন্ম গলার স্বরে মাধুরী ঢেলে দিল।

"এমনি। উজ্জয়িনী আমার স্নেহের পাত্রী। তার সঙ্গে আমার পত্র বিনিময় হয়ে থাকে।"

কৌশাম্বী চম্‌কে উঠ্‌ল। থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনার আত্ম নামটি কি আমাকে বল্‌তে বাধা আছে?"

"কিছুমাত্র না। সুধীন্দ্রনাথ।"

"সুধীন্দ্রনাথ!" কৌশাম্বী উচ্ছ্বাসিত স্বরে বল্ল, "তা হলে আপনি —পৃথিবীতে একমাত্র আপনি—জানেন কি ঘটেছে!" কৌশাম্বীর 'বেরে' খসে পড়েছিল, সে নিজেই সোফার উপর থেকে খসে পড়ে আর কি!

"দোহাই আপনার মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আর পরীক্ষা কর্‌বেন না আমাকে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে উজ্জয়িনীর কাগজপত্রের ভিতর যতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে বাবার খানকয়েক ছাড়া বাকী সমস্ত আপনার। বলুন, বলুন, শেষ চিঠিতে কি লিখেছে সে—আত্মহত্যা, না, ইলোপ্‌মেণ্ট?"

সুধী চমৎকৃত বোধ কর্‌ল। উজ্জয়িনীও নিরুদ্দেশ! তবে তার সেটা আত্মহত্যা কিম্বা ইলোপ্‌মেণ্ট নয়—বৈরাগ্যবরণ। সুধীর স্বপ্নলব্ধ ইঙ্গিত সত্যেরই ইঙ্গিত। আর কি জান্‌বার আছে? খবর ত সুধীর কাছে, কৌশাম্বীর কাছে নয়। সুধী উঠ্‌ল। বল্ল, "আপনি যা অনুমান করেছেন তা নিতান্ত ভুল নয়। তবে চিঠিতে জানায়নি, জানিয়েছে স্বপ্নে। আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছিলুম স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা কর্‌তে। আর আমার সন্দেহ নেই যে উজ্জয়িনী

বৈষ্ণবী হয়ে তীর্থ যাত্রা করেছে। তার গৃহত্যাগে কোনো কলুষ নেই।"

সুধী লক্ষ করল যে কৌশাম্বী তার কথা বিশ্বাস করল না। বল্ল, "উজ্জয়িনীর বোন হয়ে জন্মেছেন এই ত আপনার অধিকার। এই অধিকারে তাকে বিচার করবেন? ওকে আমি ফিরিয়ে আনব গৃহস্থাশ্রমে। জানিনে এতদূর থেকে তা কেমন করে সম্ভব!" এই বলে সুধী অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে কৌশাম্বীকে বিদায় সম্ভাষণ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

৫

উজ্জয়িনী তীর্থযাত্রী হয়েছে কল্পনা করতেই সুধীর স্মৃতি নব জীবন লাভ করল। সেও একদিন ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীকে তীর্থ জ্ঞান করে পদব্রজে পরিক্রমা করেছে।

উনিশ শ' কুড়ি সাল। গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষ 'আবিষ্কার করেছেন আপন আত্মা, তাই তাঁকে নাম দিয়েছেন মহাত্মা। একটা বিপুল আনন্দপ্রবাহ সমগ্র দেশের অন্তরের কন্দরে আকাশগঙ্গার মত অদৃশ্য বেগে সঞ্চারিত হচ্ছে। সুধী থাকে একটি ক্ষুদ্র সহরে, পড়ে সেখানকার অখ্যাত হাইস্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাসে। বৃহৎ সংসারের বিচিত্র ধ্বনির অতি মৃদু প্রতিধ্বনিও সেখানকার লোকের কানে পৌছাত না। কিন্তু এই মহাবার্ত্তা তাদের নিভৃত জীবনযাত্রার অজ্ঞতা ভেদ করল। তারা উন্মনা হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, "কে এই মহাত্মা?"

সুধীর বন্ধু বাবাজি লছমন দাস সংস্কৃত টোলের ছাত্র। বয়সে সুধীর দুইগুণ বড়, আকারেও। প্রকাণ্ড এক আলখাল্লাই বোধ

করি তার একমাত্র পরিধান। মাথায় জটা নেই, পাগ্‌ড়ীও নেই। রুক্ষ চুল, রুক্ষ দাড়ি একাকার হয়ে গেছে।

লছমন দাস সুধীকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই ত ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িস্। মহাত্মা গান্ধারী কে রে? পুরাণে ত ওঁর নাম নেই।"

"জ্যান্ত মানুষের নাম পুরাণে কি করে থাক্‌বে বাবাজি?" সুধী হেসে জবাব দিল।

"যাঃ! আবার শাস্ত্রে সন্দেহ। তোরা বাঙ্গালীরা কোন্ নরকে যে জায়গা পাবি তাই কেবল ভাব্‌ছি আমি! কেন হনুমান কি জ্যান্ত নয়, বিভীষণ কি এখনও রাজত্ব কর্‌ছে না—"

"হনুমান যে জ্যান্ত ওকথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। পালে পালে লাফ দিয়ে বেড়াচ্ছে যত্র তত্র।"

"ছিঃ। ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ার্কি ভাল নয়। বিশেষত তোর মত সোনার ছেলের মুখে। তুই হলি আমাদেরই একজন। বল্ না আমাকে গান্ধারীর কথা। কলি যুগে কল্কী ছাড়া অন্ত অবতার হতে পারে না। তবে যে লোকে বল্‌ছে রামজির অবতার—পূর্ণাবতার না অংশাবতার?"

সুধী গুরুত্বের সহিত বল্ল, "দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে নির্য্যাতন সয়ে অহিংসা ব্রতে নিষ্ঠাপর থেকেছেন, উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর যে মমতা ও উৎপীড়কদের প্রতি তাঁর যে করুণা, তাতে তাঁকে মহাত্মা আখ্যায় অভিহিত করা দেশের কোনো একজন মানুষের কিম্বা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঘটেনি। সারা দেশ ঐ উপাধি ঘোষণা করেছে আপন আত্মার মহিমা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু গান্ধারী নয়, বাবাজী। গান্ধী। গন্ধবণিক।"

বাবাজি তার খাঁদা নাক কুঁচ্‌কে বল্ল, "ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য! রামজির অবতার বলে প্রত্যয় হচ্ছে না। তারপর তাঁর অহিংসানীতি যদি মান্‌তে হয় তবে আমার সেই তেল চুকচুকে ডাণ্ডাটিকে পূজা না দিয়ে নিজের সর্ব্বদেহে চর্ব্বি লেপ্‌তে হয়। ধ্যেৎ! রাখ্‌ তোর গান্ধী!"—বাবাজি হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল। সেদিন আখড়ায় গান্ধীকে ব্যঙ্গ করে সে একশ চৌষট্টীবার ডন ফেল্ল, দুশ নিরনব্বুইবার বৈঠক কর্‌ল, মুগুর ভাঁজ্‌ল বিরাশীবার ও আড়াই ঘণ্টাকাল মাটি মাখ্‌ল।

গান্ধী সম্বন্ধীয় কৌতূহল নিরাকরণ মানসে বাবাজি কলকাতা গেল। তখন কলকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন। লালা লাজপত রায় সভাপতি। বাবাজি যখন ফির্‌ল তখন সে যেন অন্য মানুষ। সুধীকে বল্ল, "ও কি মানুষ রে! রামজি বুদ্ধাবতারে কিছু কাজ বাকী রেখে গেছ্‌লেন, তাই কল্‌কীর আগে এসে শেষ করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি কলি যুগে থাক্‌ত তবে কি তিনি বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ কর্‌তেন? আর জানিস্‌ কল্‌কাতায় ওরা আমাকে শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিল ছাপার হরফে লেখা আছে অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বুদ্ধাবতারে রামজি নাকি সেই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবতারভেদে তত্ত্বও ভিন্ন হয়ে থাকে, যে যুগের যা ধর্ম্ম।"

বাবাজি আখ্‌ড়া ছেড়ে দিল। লাঠিখানা কাকে বিলিয়ে দিল। ছেলেদের খেলার মাঠে মঞ্চ বেঁধে অসহযোগ প্রচার কর্‌তে গিয়ে গ্রেপ্তার হল। তারই মত কত মানুষ দেশের নানা স্থানে নিজেরা ক্ষেপ্‌ল ও অপরকে ক্ষেপাল। বয়কট—বয়কট—বয়কট। ইস্কুল বয়কট, আদালত বয়কট, কাউন্সিল বয়কট, বিদেশী কাপড় বয়কট।

বুড়ারাও মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ল না, ছেলেরা ত চিরকাল মাথাপাগ্‌লা।

পড়াশুনায় সুধীর মন লাগ্‌ছিল না। দেশময় কি যেন একটা ঘট্‌ছে—"Swaraj within a year." ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি একটি চিরস্মরণীয় বর্ষ। বছরে যেমন একটা দিন আসে, সেদিন অনধ্যায়, বহু শতাব্দীতে এও তেমনি একটা বছর। অসহযোগ নীতিতে সন্দিগ্ধ সুধী পড়াশুনায় অমনযোগী হল। পরীক্ষা দিতে আশা কর্‌তে থাক্‌ল যে কেউ না কেউ তার পায়ে পড়্‌বে, হাত ধর্‌বে, তাকে বল্‌বে 'আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান, যদি গোলামখানা এতই ভাল লেগে থাকে।' সে-জাতীয় কোনো বিঘ্ন না ঘটায় সুধীর পরীক্ষায় সিদ্ধি তার সাধনার সদৃশ হল। অর্থাৎ টায়টোয় পাস।

এমন সময় লছমনদাস এল জেল থেকে ঘুরে। "সুধী, তুই এখনো বিজাতীয় শিক্ষার মোহ কাটাতে পারিস্‌নি? চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল বছরে তিন লাখ টাকার পসার ছাড়্‌লেন। তোর পড়াশুনা কি তোঁকে ওঁদের চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করাতে পার্‌বে? হবি ত কেরাণী! ছাড়্‌ তোর ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরি। আয় আমার আশ্রমে।"

সুধীর অভিভাবক ছিলেন তার মামা। সুধীর নাবালক অবস্থায় তার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা কর্‌তেন। তিনি সুধীকে নিষেধ কর্‌লেন নিজে সরকারী চাকুরে বলে। নইলে তাঁর নিষেধ কর্‌বার কোনো নিঃস্বার্থ হেতু ছিল না। তাই সুধী ঐ নিষেধ লঙ্ঘন কর্‌ল ও লছমন দাসের স্বরাজ আশ্রমে ভর্ত্তি হল। সেখানে তারই মত অনেকগুলি বালক, কয়েকজন পসারত্যাগী

উকীল মোক্তার, একজন কি দুজন চাকুরীত্যাগী মাষ্টার। কাজের মধ্যে দুই, চরকা কাটা ও ভিক্ষা করা। ভিক্ষার চাল চুলোয় চড়াবার জন্য মাইনে দিয়ে বামুন রাখা হয়েছে।

সুধী বল্ল, "ভিক্ষার চাল ফুটাবার জন্য ভাড়াটে বামুনের দরকার নেই। আমি রাঁধ্‌ব।"

আশ্রম-সচিব চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের রান্না বেহারের লোক খাবে!"

৬

ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্যে একটি বড় দোতলা বাড়ী, একটি রাঁধুনি বামুন, রাশি রাশি চাল ডাল তরকারী, নেতাদের খাট পালঙ্ক কাঁসার বাসন ও নীয়মাণদের কলাপাতা, প্রত্যেকের একটা করে চরকা ও সর্ব্বমোট তিনটে তাঁত, কাপড় রং করার সরঞ্জাম, গণেশন ও নটেশন প্রকাশিত পুস্তকাবলী, ইংরেজী ইয়ং ইণ্ডিয়া ও হিন্দী নবজীবন—এরই নাম স্বরাজ আশ্রম। তার সঙ্গে একটি বিদ্যাপীঠ জুড়ে দিতে আশ্রমিকদের একটি দলের আগ্রহ। অপর দল বলেন, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন একমাত্র কর্ত্তব্য অগ্নিনির্ব্বাপণ। Education can wait, Swaraj cannot. যারা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে চরকা কাটে ও রীতিমত খাটে তারা লেখাপড়ার একটু সুযোগ পেলে বর্ত্তে যায়, শুধু গণেশন ও নটেশন পড়ে কতটুকু মস্তিষ্কচর্চ্চা হয়? যারা ভিক্ষা করতে যায়, বক্তৃতা করে আসে, সাধারণের কাছে তাদেরই খাতির বেশী, কাগজে তাদেরই নাম ওঠে। তারা দেশোদ্ধার ব্রতে এতটুকু শৈথিল্য সহ্য করতে পারে

না। পূর্ব্বোক্ত দলে সুধী, শেষোক্ত দলে বাবাজি। দুই দলের দলাদলিই হল আশ্রমের আভ্যন্তরিক পলিটিক্স। সুধীর দল শাসিয়ে বলে, আমরা পৃথক হয়ে যাব। বাবাজির দল বিদ্রূপ করে বলে, সেই সঙ্গে আহার্য্যটা আদায় কোরো।

খোরাকের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা সুধীর দল, অর্থাৎ সুধী যে দলের একজন অপ্রধান সদস্য, আদৌ পছন্দ করে না। তারা জোট বেঁধে ধরল গিয়ে দেশের এক প্রসিদ্ধ দাতাকে। তিনি তাদের জন্য একটি বাগান বাড়ী ও কয়েক বিঘা জমি উৎসর্গ করে তাদের দিয়ে এই অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে কংগ্রেস যে দিন আদেশ করবে সেদিন জেলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে হবে, সেই তাদের গুরু-দক্ষিণা।

জাতীয় শিক্ষার নামে দেশের দিকে দিকে তামাসা চলছিল। সরকারী ইস্কুলের কাঠামোর সঙ্গে সুধীদের বিদ্যাপীঠের কাঠামোর এমন কোনো প্রভেদ ছিল না। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় হিন্দী ও চরকা জুড়ে দিয়ে, পাঠ্য পুস্তকের বেলায় ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের স্থলে ডিগ্‌বী, নৌরোজী ও রমেশ দত্ত ধার্য্য করে সরকারী ইস্কুলের শিক্ষায় ও সংস্কারে লালিত অসহযোগী মাষ্টারগণ স্বজন-পরিত্যাগী ও স্বজন-পরিত্যক্ত উচ্চাশী বালকদের সন্তুষ্ট করতে পারছিলেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে আকারে এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে তাতে কোনো সরলমতি বালকের আন্তরিক অনুমোদন থাকতে পারে না। ডিগ্রীর মোহে, লেটারের লোভে, জীবিকার সম্ভাবনায় এদের তীব্র নিরানন্দ সহনীয় হয়েছিল। যেই জাতীয় শিক্ষার কথা উঠল, দেশোদ্ধারের গৌরব তার সঙ্গে যুক্ত হল, অমনি এরা ধরে নিল যে এদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটবে; জ্ঞান

পরিবেশন যাঁরা কর্‌বেন তাঁরা হবেন জ্ঞানান্বেষণে নিত্যরত ; গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অকৃত্রিম ও অব্যাহত হবে ; শিষ্য যখন খুসী জিজ্ঞাসা কর্‌বে, “এটা জান্‌তে চাই ; গুরু অযাচিত ভাবে কোনো কিছু চাপাবেন না, যাচিত হলে ফাঁকি দিয়ে বাসায় গিয়ে পাশা খেল্‌বেন না। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রের অনুরাগ রক্ষা কর্‌তে পার্‌ল না। দ্বিতীয়ত বছর পূর্‌ল, কিন্তু স্বরাজ মিল্‌ল না। স্বরাজ বল্‌তে যে কে কি বুঝেছিল তার হিসাব নিকাশের সময় এল। যারা একটা ধরাবাঁধা সংজ্ঞা চাইল নেতারা তাদের থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, স্বরাজ ! স্বরাজের কোনো সংজ্ঞা হয় ? জাতির ভাবগত সত্বার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ইত্যাদি ছেলে ভুলান বচন সুধীর কানে বিশ্রী বাজ্‌ল। স্বরাজ বল্‌তে গান্ধীজি যে ঠিক্ কোন জিনিষটি বোঝেন তাঁর তৎকালীন বক্তৃতা ও প্রবন্ধ থেকে তা প্রতীয়মান হল না। সুধী পড়্‌ল তাঁর পুরাতন রচনা ‘হিন্দ্ স্বরাজ’। গান্ধীজির পরিকল্পনা তার কাছে স্পষ্ট হল। গান্ধীজির ভারত ইংলণ্ডের রূপান্তর ব্ল্যাক্ ইংলণ্ড্ হবে না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে পৃথিবীর সব দেশে প্রতিমান বলে গণ্য করা হয়েছে, গান্ধীজি করেছেন তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা।

বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগ্‌ল। বেশীর ভাগ ছেলে ফিরে গেল ‘গোলামখানায়’। অন্যেরা গেল জেলে। সুধীর কর্ত্তব্য স্থির কর্‌তে সময় লাগে, সে চিন্তা কর্‌ছিল। এমন সময় এল বাবাজি। বল্ল, “বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে। স্বদেশের গাঁজাও শ্রেয়, পর-বস্ত্র ভয়াবহ।”

সুধী বল্ল, “যা নিজে তৈরী কর্‌তে পারিনে তাকে পোড়ান হচ্ছে পরের প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাপুরুষতা।”

বাবাজি চটে গিয়ে বল্ল, "মহাত্মাজির চেয়ে তুই ভাল বুঝিস্‌। না? সি-আর-দাসের চেয়ে তোর বুদ্ধি বেশী? না? তোর মত দো-মনা কর্ম্মীদের জন্যই ত স্বরাজটা ঘরে তুল্‌তে পারা যাচ্ছে না, মাঠে মারা যাচ্ছে। কই তোর সেই বিলিতী কাপড়ের পুঁটুলি, যা পরে তুই আশ্রমে প্রথম আসিস্‌। আমি নিজের হাতে পোড়াব।"

"সে আমি ম্যাঞ্চেষ্টারে ফেরৎ পাঠাব বলে রেখে দিয়েছি। হয়ত একদিন সাথে করে নিয়ে যাব। ওরাই যা হয় কর্‌বে।" সুধী বল্ল হেসে।

সুধীর হাসি বাবাজির বরদাস্ত হল না। অহিংস ক্রোধে সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কর্‌ছিল। ইংরেজকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌ছে না। ইংরেজের তৈরী কাপড় পুড়িয়ে যদি শান্তি পায়। সুধীর ঘর খানাতল্লাস করে সে ঐ কাপড়ের পুঁটলি উদ্ধার কর্‌ল। তারপর সয়তানী হাসি হেসে একটি দেশলাইয়ের কাটি জ্বালাল। হঠাৎ কি ভেবে বল্ল, "না, এখানে পোড়ালে কে দেখ্‌বে? বাজারের চৌরাস্তায় আজ লঙ্কাকাণ্ড বাধাব।"

হনুমান!

৭

শ্রীরতন ছিল সুধীর প্রিয় সতীর্থ। সুধীর সঙ্গে তার মত মিল্‌ল। এই আন্দোলনের একমাত্র সত্য হচ্ছে চরকা। চরকায় পার্লামেণ্টারী স্বরাজ হোক বা নাই হোক দেশের শতকরা আশীজন—দেশের কৃষককুল—যদি পরমুখাপেক্ষী হয় তবে সেই হবে গান্ধীজির স্বপ্নের স্বরাজ। ভারতবর্ষের আত্মা চায় অন্নবস্ত্রে আত্মবশ হয়ে, দেহ-ধারণে

নিশ্চিন্ত হয়ে পরমার্থের অনুসন্ধান কর্‌তে, মুক্তিতত্ত্বের অনুশীলন কর্‌তে। রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে উকীল ব্যারিষ্টার যেমন স্বরাজ চান্ তাঁদেরকে তেমনি স্বরাজের, অর্থাৎ স্বপ্রভুত্বের, আশা দিয়ে গান্ধীজি কি ভুল কর্‌লেন! সত্যিকারের স্বরাজ যাদের জন্য ও যাদেরকে নিয়ে সেই জনগণ গান্ধীজির অনুগামী হ'তে পার্‌ছে কই!

সুধী বল্ল, "এস, চরকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। পল্লীর লোককে সূতা কাটা শেখাতে হবে।"

শ্রীরতন বল্ল, "চরকাটা গান্ধীজির পক্ষে নূতন, 'হিন্দ্ স্বরাজে' তার উল্লেখ আছে বলে মনে পড়্‌ছে না, আফ্রিকা থেকে ফিরে এই সেদিন ওর আর্থিক ও নৈতিক উপযোগিতা তিনি উপলব্ধি কর্‌লেন। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে চরকা হচ্ছে গোরুর গাড়ীর মত প্রাচীন ও সার্ব্বত্রিক। যারা চরকায় সূতা কাট্‌তে কাট্‌তে অশোক চন্দ্রগুপ্ত ও আকবর আওরংজীবের যুগ অতিক্রম কর্‌ল তাদেরকে তুমি আমি যাব শেখাতে।"

সুধী বল্ল, "তবে কেন তারা চরকায় সূতা কাটে না এই হবে আমাদের শিক্ষণীয়। এই উপলক্ষে আমাদের সনাতন স্বদেশের বিচিত্র জন মন অধ্যয়ন কর্‌ব। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যাব, রাত কাটাব গাছতলায়, যে যা দেবে তাই খাব, জাতের বিচার কর্‌ব না। হাজার হাজার বছর তাদের কি ভাবে কেটেছে ইতিহাসে তার বিবরণ নেই। ভূগোলে কেবল নদী পর্ব্বতের বর্ণনা থাকে, নগরের লোকসংখ্যা থাকে, আমরা পর্য্যটন করে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ব কোথায় কাদের কি বৃত্তি, কি প্রথা, কি পার্ব্বণ।"

শ্রীরতন রাজী হল, কিন্তু বল্ল, "নিষ্কর্ম্মা পর্য্যটককে লোকে সন্দেহ করে। হয় সাধু সেজে তীর্থযাত্রা কর্‌তে হবে নয় ব্যাপারী সেজে

কেনাবেচা করতে করতে চলা যাবে। কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়, সুধীজি।"

"সাধু সাজলে," সুধী ভেবে বল্ল, "কত লোক হাত দেখাবে, মাদুলী মাগবে, পায়ে পড়বে। জটা বানিয়ে ভস্ম মেখে গাঁজার ছিলিমে টান দিয়ে ভয়ানক ভণ্ডামি করব। আসল সাধুরা আমাদের দেখতে পেলে রক্ষা থাকবে না, শ্রীরতনজি।"

"কিন্তু ব্যাপারী সাজলেও ঠেকা কম নয়। পায়ে পায়ে ঠকতে হবে সেয়ানা পাইকারদের কাছে। গাছতলায় রাত কাটাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে কাটা পড়তে না হয়!" শ্রীরতন কথার সঙ্গে ভ্রূভঙ্গীর অনুপান দিল।

অবশেষে ওরা খদ্দরের দালাল হয়ে চরকার সুতার বাণ্ডিল মাথায় গ্রামে গ্রামে তাঁতির বাড়ী খুঁজল। মজুরী দিয়ে ধুতী ও শাড়ী তৈরী করিয়ে নেয়। নিয়ে পথে যে শহর পড়ে সেই শহরে ফিরি করে।

তাঁতিরা বলে, "মিহি বিলিতী সুতা দিন বাবু; এমন উম্‌দা চীজ বানাব যা দেখে আপনাদেরও আনন্দ হবে, আমাদেরও। এগুলা কি সুতা!"

কি অবজ্ঞা তাদের। কি আপত্তি! তারা এক শতাব্দী আগে চরকার সুতায় কাপড় বুনত কেমন করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলে, সে সব দিন গেছে। এখন ঘোর কলিযুগ।

তবু চরকার সুতায় খাদি বোনে ও সেই খাদি গ্রামের লোককে পরায় এমন তাঁতিরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মোটা লাল পাড়, সরল সতেজ নক্সা, গাছগাছড়ার রং—আভ্যন্তরীণ গ্রামের মেয়েরা এখনো এই শাড়ী পছন্দ করে। চরকাও তারা চালায়। সে সব চরকা কত কালের, হয়ত ইংরেজ আমলেরই নয়।

একে ব্রাহ্মণ, তার উপর অতিথি—সুধী ও শ্রীরতন প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই প্রচুর সিধা ও শোবার ঘর পেল। ব্রাহ্মণ হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নাজেহাল হয়। বলে, আজকাল জাতধর্ম্ম কি রাখ্‌বার জো আছে রে ভাই। তোমাদেরই কত বামুন সিপাহী হয়েছে, কত ছত্রী কায়েতের কাজ কর্‌ছে।—শ্রীরতন আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আহ্নিকের দ্বারা সকলের তাক লাগিয়ে দিত। ব্যবসা যাই হোক, গায়ত্রীতে অধিকার ত আছে। সুধী ওসব মানে না, তাই সন্দিগ্ধদের কৌতূহল দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুলসীদাস খানা সুর করে পড়্‌তে লেগে যেত। এ স্থানে উল্লেখ কর্‌তে হয় যে হিন্দী লিখ্‌তে পড়্‌তে ও বল্‌তে সুধী হিন্দুস্থানীদের সমান পার্‌ত।

ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গান্ধীর নাম রাষ্ট্র হয়েছিল। কেউ হাটে গিয়ে শুনে এসে সবাইকে শুনিয়েছে, কেউ আদালতে গিয়ে। গান্ধী যে মানুষ নন্, মানুষের বেশে নারায়ণ, এ নিয়ে তাদের কল্পনার অন্ত ছিল না। তিনি যেবার নিকটস্থ শহর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছিলেন সেবার রেলগাড়ীর প্রত্যেক কামরায় কেবল তিনি, তিনি, তিনি। তাঁকে ধর্‌বার জন্য সরকার বাহাদুর কত চেষ্টা কর্‌ছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ত তিনি, কাকে ছেড়ে কাকে ধর্‌বেন!

কিন্তু গান্ধী যে ছত্রিশ জাতের লোককে জোলা হতে বল্‌ছেন এই অভিযোগ শ্রীরতন ও সুধী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও সুচতুর গ্রামিকদের মুখে শুন্‌ল। তবে ত সব একাকার হয়ে যাবে। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এতেও অনেকে আতঙ্কিত। ওদের জাত নেই, এ ওদের এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কেউ কেউ শ্রীরতনকে ও সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছে আপনারা একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ত? এক পাকে

খান যে। শ্রীরতন ভেবে জবাব দেয়, আমি হলুম কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ, আমার পাকে ভূভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণের চলে।

৮

সেই দিনগুলি মনে পড়্‌লে সুধীর বয়সের ভার নিঃশব্দে নেমে যায়। সে তখন বাঁশী বাজাতে ভালবাস্‌ত। শুনেছিল একমাত্র ছেলের মায়েরা সাঝের বেলা বাঁশী শুন্‌লে রাত্রে অভুক্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণের সঙ্গে এর কি একটা কল্পিত সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য তার বাঁশী বাজানর সময় ছিল শেষরাত্রি। যে রাত্রে যে গ্রামেই থাকুক সে শেষরাত্রে উঠে বাঁশীর সুরে আপনাকে নিঃসীম শূন্যে প্রসারিত করে দিত; চিত্ত তার বিশ্বের ওপার স্পর্শ করে আস্‌ত। কখন এক সময় কোকিলের ঘুম ভেঙ্গে যেত, সে দ্রুতকণ্ঠে ডেকে উঠ্‌ত, একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। যেন কি একটা স্মার্ট পাখী, আমাদের চির চেনা কোকিলই নয়। অমনি অন্যান্য পাখীরা নিজ নিজ ভাষায় কলরব করে উঠ্‌ত। মিনিট পাঁচেক ধরে এই শব্দ-সঙ্গত অবিরাম চলে। তারপর মন্থর হয়ে মিলিয়ে যায়। পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয় না যে একটু পূর্ব্বে এই নিঃসাড় রাত্রি স্বপ্নে কথা কয়ে উঠেছিল। সুধীর বাঁশির সুর নিদ্রিতার নিবিড় কেশে মৃদুল ভাবে অঙ্গুলি চালনা করে।

এক ঘণ্টা পরে আবার সেই শব্দসঙ্গত। এবারেও প্রথম স্বর কোকিলের। সেই ধাবমান একটানা কুবু কুবু কুবু কুবু। পূর্ব্বের সেই পাখীরা মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করে ঝড়ের মত গর্জ্জে ওঠে। তাদের সঙ্গে জুটে যায় অপরাপর দীর্ঘসূত্রী পাখী। পূর্ব্বাশার সীমন্ত

সিন্দুরাক্ত হয়। নক্ষত্রদের স্বর্গ হতে বিদায়ের ক্ষণে দেহদ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। শুকতারা অরুণের ললাটে রূপালী টিপের মত দীপ্যমান দেখায়। বাঁশীখানি কোলে রেখে সুধী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে। কর্‌তে কর্‌তে ধ্যানমগ্ন হয়। নহবৎ তখনও বাজ্‌তে থাকে।

কাকের কর্কশ আহ্বানে ধ্যানভঙ্গ হয়। মেয়েরা ওঠে। বাসি-কাজ সারে। জল আন্‌তে যায়। পুরুষরা ওঠে। হুঁকায় টান দেয়। হাল বলদ নিয়ে ক্ষেতে রওয়ানা হয়। সূর্য্যের তেজ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়্‌তে থাকে। গ্রামের পশুরা ও শিশুরা পাখীদের স্থান নিয়ে আসর সরগরম করে রেখেছে। মেয়েলি কোন্দল থেকে থেকে রসভঙ্গ কর্‌ছে। মেয়েলি কান্না কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীত।

মেয়েদের বর্ণাঢ্য সজ্জা, ললিত গমন, নিত্যকর্ম্মের অবলীলা, অকপট আতিথ্য; পুরুষদের দাম্ভিক পাগ্‌ড়ি, গম্ভীর মুখমণ্ডল, স্বল্পবাক্ শ্রম, ঈশ্বরনিষ্ঠ নির্ভাবনা সুধীকে প্রতিদিন নূতন বিস্ময়, অননুভূত আনন্দ জোগাত। এদের জন্য তার কর্‌বার কি আছে, এদেরকে তার শেখাবার কি আছে? তবে তাদের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জমিদারের অত্যাচার, তাদের অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে মহাজনের মৃগয়া, তাদের কূপমণ্ডুকতার সুযোগ নিয়ে সরকারী আমলা ও পেয়াদাদের ঔদ্ধত্য—এসব সুধীর কানে শ্রীরতনের কানে পৌঁছলে তারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে শ্রান্ত হত, কার্য্যত কোনো সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত হত না। সুধী বল্‌ত "ওরা যা কর্‌বে ওদের নিজেদের দায়িত্বে কর্‌বে। আমরা সে কাজ ওদের জন্য করে দিলে ওরা কোনো দিন আত্ম-দায়িত্ব-সচেতন হবে না; আমাদের তল্লাস করে যখন আমাদের পাবে না তখন কোনো টাউটের পাল্লায়

পড়ে উকীলের কবলসাৎ হবে।" শ্রীরতন বল্‌ত, "ওদের আতিথেয়তায় পুষ্ট হয়ে ওদের জন্য যদি কিছু করে না যেতে পারি তবে উকীলের চেয়ে আমরা কম কিসে ?"

এমনি একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শ্রীরতন একসঙ্গে নায়েব দারোগা ও গ্রাম্য প্রধানকে প্রকুপিত কর্‌ল। ঘটনাটা এই। কলুর ছেলে বাবুলাল বামুনের ছেলে রাঘোশরণকে শা— বলে সম্বোধন কর্‌ল। রাঘোশরণ লাঠির চোটে বাবুলালের মাথা ফাঁক করে দিল। কলু চল্ল দারোগার কাছে দরবার কর্‌তে। যে সে কলু নয়। বঙ্গাল মুল্লুকে গিয়ে লাল হয়ে এসেছে, গ্রামে দালান দিচ্ছে। বামুন শ্রীরতনের কাছে নিবেদন কর্‌ল, আপনি এর একটা সালিশ বিচার করুন। নইলে কলুর সঙ্গে আদালতে আমি লড়্‌তে পার্‌ব না। শ্রীরতন বিচার কর্‌ল বটে, কিন্তু বামুনের ছেলেকে বল্ল তুমি বাবুলালের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। বামুন তাতে এমন অপমান বোধ কর্‌ল যে সোজা চল্ল জমিদারের নায়েবের দরবারে। নায়েব দারোগা এক অপরের মাস্‌তুত ভাই। নিজেদের মধ্যে একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে দুজনেই তলব দিল শ্রীরতনকে ও তার সঙ্গী সুধীকে। খদ্দর দেখে দারোগার চক্ষু স্থির। প্রধানকে হাঁক দিয়ে বল্ল, "কি রে বুদ্ধু, গান্ধীর লোককে এ গ্রামে ঠাঁই দেয় কেটা ?" দারোগা যত বলে নায়েব বলে তার সাত গুণ। আকাশের দিকে চেয়ে বল্ল, "ঘুঘু ত দেখ্‌ছিনে ? ভিটেতে চরাব কি ?"

শ্রীরতন ও সুধী দুজনেই রাজদ্বারে চালান গেল। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের একশ নয় ধারার আসামী। ওরা কে, ওদের ঘর-বাড়ী কোথায়, কি ওদের পেশা ? শ্রীরতন বল্ল, "বল্‌তে বাধ্য নই। ইংরেজের আদালতের সঙ্গে আমার অসহযোগ।" সুধী অমন

মূঢ়তার পরিচয় দিল না। সমস্ত খুলে বল্ল। বণ্ড্ দিতে অস্বীকৃত হয়ে শ্রীরতন গেল জেলে। বেকসুর খালাস হয়ে সুধী পড়্ল একলা।

তার বিচারক ছিলেন রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন। তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "তুমি কিসের অসহযোগী হে? স্বরাজ মন্দিরে যেতে পেছপাও হলে। এস আমার ছেলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই।" খালাসের যথার্থ হেতু সুধী পরে জেনেছিল। তার পরলোকগত পিতা শম্ভুনাথ মহিমচন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়্তেন ও মহিমচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়া বলে দিতেন। "সংস্কৃতে আমি ছিলুম যাকে বলে গো-মূর্খ। আমার বিশ্বাস ছিল না যে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র একটা বর্ণ আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ পাবে। শম্ভু আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিল। বল্ল, 'যে ময়রা সন্দেশের ভিয়ান জানে তার হাতে কাঁচাগোল্লাও ওৎরায়। তোর আসল ভয়টা কি তা আমি জানি। পাছে সংস্কৃত ভাল শিখ্লে ইংরেজী মন্দ শেখা হয়। অরে মূর্খ! যে মগজে বিধাতা স্বয়ং শান্ দিয়েছেন তার দ্বারা ইংরেজীও যেমন কাটে সংস্কৃতও তেমনি।' তারপর থেকে আমি ইংরেজীতেও ফার্ষ্ট, সংস্কৃতেও ফার্ষ্ট। কিন্তু আমার ছেলেটাকে দেখ্ছ ত? সংস্কৃতে প্রায় পাস মার্ক, ইংরেজীতে প্রায় ফুল মার্ক। হরে দরে সেই একই ফল—ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট।" গর্ব্বে তার অশ্রুক্ষরণ হচ্ছিল।

প্রথম দর্শনে বাদল যেমন মুখচোরা তেমনি লাজুক। সুধীর সঙ্গে কথা বল্ল না। আন্মনে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মহিমচন্দ্রই solo আলাপ কর্লেন। পরিশেষে সুধীকে অনুরোধ কর্লেন তাঁর ওখানে দিন কয়েক থেকে যেতে। "আর অসহযোগ চালিয়ে কি হবে। তোমাদের মহাত্মা ত কারাগারে। দাশ যাচ্ছেন

কাউন্সিলে, নেহরু যাচ্ছেন য়্যাসেম্ব্লীতে। উকীলরা সুড় সুড় করে গর্ত্তে ঢুক্‌ছে খদ্দরের ভেক ধরে। ছাত্ররা পিল পিল করে গর্ত্ত পানে ফির্‌ছে। জুলাইতে কলেজ খুল্‌লে দেখ্‌বে কেমন ভিড়। আমি বলি কি, সুধী, আমি তোমাকে রেকমেণ্ড্ কর্‌তে প্রস্তুত আছি, তুমিও বাদলের সঙ্গে পাটনা কলেজে নাম লেখাও।"

বাদলের সঙ্গে সুধীর প্রথম কথোপকথন এইরূপ।—

সুধী। আপনার বাবা বল্‌ছিলেন আপনি এখনই বিলেতে যেতে চান।

বাদল। আমি ত এখনই যেতে চাই। কিন্তু বাবা বল্‌ছেন সবুর কর্‌তে।

সুধী। স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বয়ঃসাপেক্ষ। তারপর বিদেশ—

বাদল। স্বদেশ আপনি কাকে বলেন? অনিবার্য্য কারণে যে দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছি সেই যদি আমার স্বদেশ হয় তবে কিপ্‌লিং-এর স্বদেশ এই ভারতবর্ষ।

সুধী। কিন্তু কিপ্‌লিং-এর বংশ যে বৈদেশিক।

বাদল। দেশের কথা থেকে বংশের কথা উঠ্‌ল। তর্কশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন হল না কি?

সুধী। লজিক আপনি এরই মধ্যে পড়েছেন?

বাদল। শুধু কি লজিক! কিন্তু যাক্ ওকথা।

সুধী। দেখুন, আমার মনে হয় স্বদেশের শিক্ষা বেশ করে অন্তরে ধারণ করে তারপরে বিদেশের শিক্ষা বরণ কর্‌তে ইচ্ছা থাকে ত পারেন। বিলেত একদিন আমিও হয়ত যাব, কিন্তু দূর থেকে আপনার দেশকে আরো আপনার বলে জান্‌তে।

বাদল। আমার স্বদেশ আমার স্বমনোনীত দেশ, আর আমার শিক্ষা আমার স্বভাবসম্মত শিক্ষা। তেমন দেশ ইংলণ্ড আর তেমন শিক্ষা হিউম্যানিষ্টিক। যাকে বাজে লোকে বলে মডার্ণ।

৯

ডেস্‌ডিমনা যেমন ওথেলোর মুখে তার বিচিত্র জীবন কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে কখন এক সময় তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বাদলও তেমনি সুধীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনতে শুন্‌তে তার প্রতি অনুকূল হল। ভারত সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা কিপ্‌লিংএর চেয়েও কম ছিল, কিন্তু কাহিনী শুন্‌তে সে ভালবাস্‌ত ঠিক ছোট ছেলের মত। মাতৃবিয়োগের পর এই একটি দিকে তার বৃদ্ধি হয়নি, সে শিশু থেকে গেছে। কারু কারু মাথার চুল পাক্‌লেও ভুরুর চুল থাকে কাঁচা।

বাদল বলে, "আমি ত পার্‌তুম না। কজন পারে। অন্ধকার রাত্রে অচেনা গ্রামের পথে বিদ্যুতের আলোয় সাম্‌নের জিনিষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আট দশ মাইল হাঁটা! শ্রীরতন একমাত্র সহচর। পোড়ো বাড়ীতে ফুটা ছাতের নীচে ছাতা খুলে রেখে শোওয়া। পাশের ঘরে মেয়ে লোকের কাঁকন কেঁপে উঠ্‌ছে থেকে থেকে। বাইরে জন মনুষ্য নেই। দূরে মক্ মক্ কর্‌ছে ব্যাং আর ঝিঁঝিঁ ডাক্‌ছে ঝিঁ—ই ঝিঁ—ই। ওঃ! আপনার বর্ণিত অবস্থান যেন কল্পনেত্রে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সুধীন্ বাবু।"

সুধী বলে, "চরের গল্পটা যদি শুন্‌তেন!"

বাদল বলে, "নিশ্চয়? এখনি।"

সুধী বলে, "চরে গিয়ে দেখ্‌লুম নদী যার চতুর্দ্দিকে তাতে পানীয়

জল নেই, কুয়া খুঁড়্লে ধ্বসে যায়। মেয়েরা যায় অনেকটা পথ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে কলসী ভরে জল আন্‌তে, কিন্তু জলও তাদের ছল্‌তে চায় রোজ শুকাতে শুকাতে হট্‌তে হট্‌তে। চরের মানুষ হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, চরে থাকার অনেক সুখ। ভাদ্রে ভাসি জ্যৈষ্ঠে পুড়ি, শীতে আগুন কর্‌বার জ্বাল পাইনে! একটা বড় গাছ নেই যার ছায়ায় বসে রৌদ্র থেকে নিস্তার মেলে। বানের ভয়ে লোকে মাচানের উপর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শোয়। গোরুগুলোকে চর থেকে সরিয়া রাখে। কিন্তু হিসাবের ভুলে বান যদি আগে এসে পড়ে তবে মাচানশুদ্ধ মানুষ গোরু বাছুর সমেত ভাসমান। বান ছাড়্‌লে জ্যান্ত যদি থাকে তবে বাড়ী ফিরে এসে দেখে জমিই নেই, তার বাড়ী।"

বাদল বলে, "যঁ্যা!"

সুধী বলে, "জমিটুকু নদী চেটে খেয়েছে। তবে নদীর দয়ার শরীর। এক জায়গায় খায়, আরেক জায়গায় ফেলে। যেখানে খেয়েছিল আবার হয়ত সেইখানেই পরের বছর সুদে আসলে ফেরত দেয়। নদীকে চরের লোক প্রাণহীন মনে কর্‌তে পারে না, তাদেরই মত সে প্রাণীই। তার অশেষ রকম রঙ্গ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যারা বংশানুক্রমে চরে ঘর করেছে তাদের কাছে সে ত দেবতা। নদীর কথা ওদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরা মন খুলে রসিকতা কর্‌বে। কিন্তু পাড়ুন দেখি জমিদারের কথা। অমনি ওদের নালিশ সুরু। যে জমির উপর পাঁচ বছর আগে আপনার বাড়ী ছিল সে জমিও নেই সে বাড়ীও নেই, কিন্তু খাতায় লেখা আছে আপনি ঐ জমির প্রজা।"

"কি অন্যায়!" বাদল ক্ষেপে যায়।

সুধী হেসে বলে, "ক্রোধের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতীকার হতে

পারে না, বাদল বাবু। আর অন্যায় কি এই একটা না অন্যায় কেবল জমিদারেই করে!"

"হতভাগারা মামলা করে না কেন?"

"মামলা বুঝি নিখরচায় হয়?"

"হুঁ।" বাদল ভেবে বল্ল, "গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করলেই পারে।"

"করে না আবার। লাখে লাখে স্বনামী ও বেনামী আবেদন পড়ে লাট দরবারে, জেলা হাকিমের কাছে। কিন্তু ওঁদের কি সময় আছে? আর আইন যেখানে বিরূপ সেখানে ওঁরাই বা কি করতে পারেন!"

বাদল কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে বল্লে, "সেইজন্য ত ডেমক্রেসীর আবশ্যকতা। ভোট যখন অত্যাচারিতদের হাতে আসবে তাদের প্রতিনিধিরা আইন সভায় গিয়ে আইন বদলে দেবে।"

"কিন্তু আইন সভায় ত শুধু এক পক্ষের প্রতিনিধি যাবে না, অপর পক্ষেরও। আর অপর পক্ষের প্রতিনিধিরা যে এ পক্ষের প্রতিনিধিদের আদৌ যেতে দেবে তাই বা ধরে নেব কেন? ফন্দী ফিকির ঘুষ ইত্যাদি প্রবলেরই অস্ত্র; এ ক্ষেত্রে প্রবল হচ্ছে সেই যার মগজে বুদ্ধি পকেটে টাকা।"

"না, না। ডেমক্রেসী শেষ পর্য্যন্ত এত কাঁচা থাকবে না, সুধীন্ বাবু। দুর্ব্বলরাও প্রবল হবে, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যদি একাগ্র হয়, যদি রাজনীতি বোঝে।"

"অর্থাৎ যদি তিনশ পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘণ্টা বক্তৃতা শোনে, চাঁদা দেয়, সমিতি করে, কার্য্যনির্ব্বাহক হয়, ক্যান্‌ভাস করে, নিজে দাঁড়ায়, অন্যকে দাঁড় করায়, হেরে গেলে আবার কোমর বাঁধে, জিৎলে আবার বক্তৃতা শোনে, লবিতে যায়, হাঁ কিম্বা না

জানায়। দলগত পাশার দান যদি সুবিধামত পড়ে তবে প্রতিপক্ষ শাসিয়ে যায়, সোয়াস্তি নেই, যদি না পড়ে তবে ত His Majesty's opposition হয়ে পরম কৃতার্থতা! এই আপনার ডেমক্রেসী। এর বহ্বারম্ভ লঘু ক্রিয়া। ফল যা হয় তা দু দিনেই পচে। তবু নতুন ফলের জন্য হৈ হৈ রৈ রৈ করে আরো তিন শ পয়ষট্টি দিন কাটে।"

"এই ত চাই। Eternal vigilance is the price of Liberty—of Justice—of Progress."

"রক্ষে করুন, বাদলবাবু! এ দেশের গরীবও সকলের চেয়ে বড় বলে জেনেছে আত্মার মুক্তিকে; অধ্যাত্ম চর্চ্চার পরে রাজনীতি চর্চ্চার সময় করতে পারে নি। এদের রক্ষণের ভার চিরকাল রাজার উপর ছিল; শক্তিকে সমাজ রাজার উপর ন্যস্ত করেছিল প্রজাকে দিতে মুক্তির অবকাশ। আজ যদি রাজা নিজের কাজ ইস্তফা দেন, যদি অন্যায়ের প্রতীকার না করেন, যদি রাজার আমলারা যে ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা এর সুরাহা না হয়, তবে আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাই না হয় রাজা হল, এবং তাতে তার সাংসারিক খেদও ঘুচ্‌ল, কিন্তু তার আত্মার মুক্তি কি সপ্তাহে একদিন গির্জ্জায় বসে উপদেশ শুনলে হবে?"

বাদল এর উত্তরে বল্ল, "আত্মা মানি বটে, কিন্তু তার মুক্তির কথা কোনোদিন ভাবিনি। আর ও জিনিষ যে সকলের বড় তা বিচারসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, সুধীন বাবু। আপনি যে ডেমক্রেসীর বিরুদ্ধে খেলো যুক্তি না দিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ তুল্‌লেন এর জন্য আপনাকে অভিনন্দন করতে অনুমতি দিন।"

৯০

বাদলের আগ্রহাতিশয্যে পাটনায় সুধী তার সহপাঠী হল। সঙ্গী-মাত্রহীন ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌তে সুধীর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। আশ্রম উঠে গেছে জেল্‌-এ। বিদ্যাপীঠ একেবারেই উঠে গেছে। লছমনদাস এখন লছমন ঝোলায়। সে ভেবেছিল রামজির অবতার নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, কারাগার থেকে অনায়াসেই অন্তর্হিত হতে পারেন। তার কোনো লক্ষণ না দেখে গান্ধীর উপর তার অবিশ্বাস জাত হল। কাজেই সে স্বরাজের অর্থাৎ রামরাজ্যের ভাবনা বিসর্জ্জন কর্‌ল।

নাছোড়বান্দা চিন্তার দল রাত্রে বাদলকে ঘুমতে দেয় না। সুধীর কাছে সে রোজ আক্ষেপ জানায়, নালিশ করে, কিন্তু সুধীর পরামর্শ শোনে না—ঘুমতে যাবার আগে মনের মন্দির থেকে প্রত্যেক চিন্তাকে বহিষ্কৃত করে না, দেব মন্দিরে যেমন দর্শনপ্রার্থীমাত্রকে করে।

বলে, "কাল রাত্রে ঘড়িতে যতবার যতটা বাজ্‌ল সমস্ত শুনেছি। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসে না। শুয়ে শুয়ে এত বিশ্রী লাগ্‌ল্‌ যে ভাব্‌লুম গলায় দড়ি দিলে কেমন হয়। উঠে বস্‌তেই ও ভাবনা দৌড় দিয়ে পালাল। বাতি জ্বালিয়ে অঙ্ক কষ্‌লুম, যাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়। তখন মনে হল, আমার জীবনের উপর কি আমার অধিকার! আমাকে এরা ডেকে এনেছে বিংশ শতাব্দীর বিবর্ত্তনের নায়ক হতে। আমি গেলে এদের কি দশা হবে!"

সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কাদের কথা বল্‌ছ?"

"মানব জাতির। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের। এরা একদা পশুর সঙ্গে পশু ছিল। কোন নামহীন বাদল এদের শেখাল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়। অন্য এক বাদল জংলা ঘাসের বীজ বুনে শস্য

উৎপাদন করে এদের খাওয়াল। কোনো বাদল গোরুকে ধরে এনে চাষের কাজে বাহাল করল। কোনো বাদল ভেড়ার লোম কেটে নিয়ে শীত নিবারক পোষাক তৈরি করল। কোনো বাদল ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশ দেখ্‌তে চল্ল। কোনো বাদল ঘর বেঁধে রৌদ্র জল এড়াল। কে একজন বাদল অর্থহীন শব্দকে এমন করে সাজিয়ে উচ্চারণ করল যে সকলে বুঝ্‌ল কি ওর অর্থ।

যুগের পর যুগ সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের দ্বারা বাদলরাই পশুকে মানুষ, মানুষকে সভ্য, সভ্য মানুষকে যন্ত্রবিধাতা করেছে। বিংশ শতাব্দীর বাদল বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনকে কোন দিকে আগ বাড়িয়ে দেবে জানে না; শুধু জানে যে মানব সংসারে তাকে বিনা সর্ত্তে আনা হয়নি; মস্ত একটা দায়িত্ব নিয়ে তার আসা। ভারত গবর্ণমেণ্ট যেমন বাইরে থেকে এক্স্‌পার্ট আনিয়ে থাকেন মানব সংসারে বাদলরা তেমনিতর এক্স্‌পার্ট। আমি কিসের এক্স্‌পার্ট তা আজও জান্‌লুম না, সুধীদা; তবু আমার কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটারও নিশ্চয় কোনো catalytic effect আছে।"

এর উত্তরে সুধী কি বল্‌তে পারে? বাদলের মাথায় জবাকুসুম মালিশ করে দেয়। আশীর্ব্বাদ করে "সুনিদ্রা হোক্।"

সুনিদ্রা হয় না। সুধীকে শুন্‌তে হয়, "সকলেই একে একে ঘুমে অচেতন হল, আমি কিন্তু বার বার পাশ ফিরতে লেগেছি। ঈর্ষায় ভাব্‌লুম চীৎকার করে ওদের জাগিয়ে তুলি। কিন্তু ওরা ত বাদল নয়, ওদের কিসের দায়, ওরা কেন আমার সঙ্গে জাগরূক থাক্‌বে? অনিদ্রা মানুষকে এত দুর্ব্বল করে! দুর্ব্বলের সৃষ্টি ভগবান। সেই ভগবানকে ডেকে বল্লুম, আজকের মত ঘুম দাও, কাল দেখা যাবে তোমাকে মানি কি না মানি।"

সুধী হেসে উঠ্‌ল। নিজের রসিকতায় প্রীত হয়ে বাদলও। বাদল বল্ল, "এক শিশি য়্যাস্পিরিন কিনে এনে বালিশের নীচে রাখ্‌ব। নইলে ঘোর ভগবদ্ভক্ত হয়ে হয়ত স্বর্গেই চলে যাব।"

সুধী তাকে য়্যাস্পিরিন খেতে নিষেধ করল। বল্ল, "ভগবানের কাছে অনেকে অনেক কিছু চায়, কিন্তু ঘুম চাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। যদি চাইতেই হয় কোনো জিনিষ, তবে ঘুম না চেয়ে মুক্তি চেয়ো, দায়িত্ব থেকে মুক্তি, দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি। বোলো, বিশ্বের ভাবনা বিশ্বস্রষ্টার নিজের ও একার। আমি আর অনধিকার চর্চ্চা করব না।"

বাদল রেগে বল্ল, "ভগবান না হাতী। আমি মান্‌ব ভগবান! প্রার্থনা করব ভগবানকে! শরীর যতই দুর্ব্বল হোক না কেন, মন আমার সতেজ, প্রাণ আমার প্রবল, আত্মা আমার স্বয়ম্ভব। বাইরের কোনো শক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আমার দ্বারা নৈব নৈব চ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছিনে, সুধীদা। মানব আর মানবীর মধ্য থেকে যা আসে তা ত মানবশিশুর দেহ মন প্রাণ। বায়োলজিতে তার তথ্যাদি আছে। কিন্তু আত্মা তার মধ্যে কখন আবির্ভূত হয় ও কোথা থেকে? আত্মা তাকে আপনার বলে স্বীকার করে কি কারণে? কেন তার সঙ্গে অভিন্ন হয় [illegible] জীবনান্ত-কাল অবধি?"

সুধী কতক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বল্ল, "এর উত্তর কেউ কারুকে দিতে পারে না, বাদল। নিজের কাছে বহু সাধনায় মেলে। ধর্ম্মগ্রন্থে এর দিগ্‌দর্শন আছে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তোষ হবে না। আমারও হয় না। নিজের উপলব্ধিই আসল। অপরাপরদের উপলব্ধির সঙ্গে তাকে তুলনা করবার জন্য শাস্ত্র পাঠ করি। মিল দেখ্‌লে আনন্দ পাই, না দেখ্‌লে অন্তরের দিকে চোখ ফিরাই।

শঙ্কর ভাষ্য অগ্রাহ্য করে আমার আপন ভাষ্য রচনা করি। আমার অপরোক্ষ অনুভূতি আমার আদিম প্রমাণ; গীতা উপনিষদ্ আমার মধ্যবর্ত্তী প্রমাণ; আমার স্বকীয় ভাষ্য আমার অন্তিম প্রমাণ।"—সুধী অন্তরের অতলে তলিয়ে গেল ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদলের কথা কানে তুল্ল না। হঠাৎ অবহিত হয়ে বল্ল, "কি বল্‌ছিলে?"

বাদল পুনর্ব্বার বল্ল, "আমার আদিম, মধ্যবর্ত্তী ও অন্তিম প্রমাণ—আমার একমাত্র প্রমাণ—আমার বুদ্ধি। যাকে আমি প্রাণপণ চিন্তা করেও বুঝ্‌তে পারিনে তাকে আমি অস্বীকার করি। যেমন ভগবানকে। যাকে কতক বুঝি কতক বুঝিনে তাকে অবসর সময়ে পূরা বুঝ্‌ব বলে আপাতত স্বীকার করে নিই ও পরে রোমন্থন করি। যেমন দেহ-মন-প্রাণ থেকে বিচ্ছেদ্য আত্মা।"

১১

একদিন হরিহর ক্ষেত্র মেলা দেখ্‌তে পদব্রজে সোনপুর যাওয়া হয়েছিল। গঙ্গার একটি অংশ পার হয়ে চরের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে সুরুতে বাদল বল্ল, "তুমি চোখ বুজে পাঁচ মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা বস্‌লে, তারপর অম্লান বদনে ঘোষণা কর্‌লে, জানামি অহং তং পুরুষং মহান্তং—সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌ছি, মাফ কর। ডাক্তারীর বেলা তুমি যদি এরকম কর্‌তে তোমাকে বল্‌তুম হাতুড়ে। কিন্তু যেহেতু এটা ডাক্তারী নয়, মেটাফিজিক্‌স, সেহেতু তোমার উপলব্ধি অর্থাৎ guess work আমার জিজ্ঞাসা-ব্যাধি নিরাময় কর্‌বে! অবশ্য তুমি যদি তোমার জম্বুদ্বীপের ভূগোলকে তোমার সোনপুর যাত্রার মধ্যবর্ত্তী প্রমাণ বলে গণ্য কর ও তার স্বকৃত ভাষ্যকে অন্তিম

প্রমাণ বলে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফুস্‌ফুসের রোগ ডেকে আন্‌ব না।"

সুধী বল্ল, "তোমার ফুস্‌ফুস্ অকাট্য হোক্। কিন্তু অত বড় একটা অপবাদ আমাকে দিলে, বাদল? আমি হাতুড়ে? সেবার যে তোমার ফোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তারের নজরে পড়্‌লে বর্‌ফির মত কাট্‌ত। আমি ওটাকে পুঁইপাতা আর গরম ঘি দিয়ে সারালুম। মনে পড়ে?...থাক্ থাক্, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না! পাগ্‌ল!"

"আমি যখন অম্লানবদনে বলি," সুধী চল্‌তে চল্‌তে বল্‌তে থাক্‌ল, "যে, বাদল আমার বন্ধু তখন আমি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে হিসাব করে দেখিনে কতবার তুমি আমার কি উপকার করেছ, তোমার সান্নিধ্য আমাকে কয় মণ ওজনের আনন্দ দিয়েছে, তোমার ব্যবহার আমার ক গজ ক ইঞ্চি ভাল লেগেছে। আমি অনুভব করি তোমার প্রতি গাঢ় স্নেহ। তাই ঘোষণা করি বাদল আমার বন্ধু, আমার ভাই।"

বাদল বাধা দিয়ে বল্ল, "কিন্তু এর জন্য তোমাকে শাস্ত্র উল্টাতে হয় কি?"

সুধী বল্ল, "আমাকে বল্‌তে দাও। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা আর ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গুরুতায় সমান নয়। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এতই দায়িত্বপূর্ণ যে বালিকা বধূর মত পদে পদে গুরুজনের পরামর্শ নিতে হয়। কিন্তু দায়িত্বটা ত গুরুজনের নয়, বধূর নিজের। আর দায়িত্বই কি সব কথা? মাধুর্য্য কি কিছুই নয়? মাধুর্য্যের ক্ষেত্রে গুরুজন যে বাইরের লোক। বধূর অন্তরঙ্গ সখীরাও পর। বধূ একাকিনী। নিজেই নিজের একমাত্র প্রমাণ!"

"তবে?" বাদল তুড়ি দিয়ে বল্ল, "ঘুরে ফিরে পৌঁছতে হল আমারই দরজায়!"

"ভাল করে শোনই না। সুধী কৌতুক-ধমক সহকারে বল্ল, "বধূ ত সত্যি আর একলা নয়। ওর স্বামী রয়েছে শয্যায়। ও যাকে অনুভব করে সে যে ওর অর্দ্ধাঙ্গ। না, পরম মুহূর্ত্তে সে যে ওর থেকে অভিন্ন। তাই তখন প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না। অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানে শ্রেষ্ঠতা। ঐ আকাশ এই আমি—দৃশ্য ও দর্শক—পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হলে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন।"

"তোমার অর্দ্ধেক কথা আমি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করতে পারলুম না, সুতরাং গ্রহণের প্রবণতা সত্ত্বেও আদৌ গ্রহণ করলুম না, সুধীদা। যদি বিষয় ভ্রষ্ট হবার অনুমতি দাও তবে বাল্য বিবাহের তীব্র নিন্দা করে একবার রসনাবিনোদন করি।"

সুধী হাত যোড় করল। বল্ল, "আমি বালিকাও নই, বধূও নই, বালিকাকে বধূ করবার জন্য ব্যগ্রও হইনি, যারা করে তাদের প্রশংসাও করিনে, তবে কেন আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করবে? এটা ডিবেটিং ক্লাব্‌ও নয়।"

বাদল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এক জায়গায় পা ছড়িয়ে দিল। সুধী একটু ফাঁকে বস্ল। বল্ল, "তুমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ।"

"কি!" বাদল চমকে ওঠে সুধীর দিকে কটমট করে তাকাল। সুধী আত্মস্থ ভাবে বল্ল, "তুমি বৌদ্ধ—তুমি ভারতবর্ষের সেই পুত্র যে বুদ্ধির মার্গ ধরে একাকী পথ চল্ল, পথের শেষে পেল আপনার নির্ব্বাণ। পরমাত্মা আছেন কি নেই অন্বেষণও করল না। আর আমি ব্রাহ্মণ—আমি ভারতবর্ষের অপর পুত্র, আমার মার্গ অন্তর্দীপ্তির। আমি সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হলুম। যিনি সকলকে নিয়েও সকলের ঊর্দ্ধে তাঁর সঙ্গে চির সম্বন্ধ যেই পাতালুম অমনি হল আমার মুক্তি।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বল্ল, "বেশ, আমি বৌদ্ধ। আমি মানিনে তোমার বর্ণাশ্রম, মানিনে তোমার বেদবেদান্ত, মানিনে শ্রুতি, মানিনে স্মৃতি, মানিনে তোমাদের সৃষ্ট ভগবানের তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তি, দশ অবতার, অষ্টাদশ পুরাণ, যাগযজ্ঞ, বলিদান। ভারতবর্ষ তাঁর যে পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন, সেই একদিন বহির্ভারতে গিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিল, গড়েছিল উপনিবেশ। তার অভিশাপে ভারত লাভ করলেন মুসলমানের পদাঘাত।" বাদল ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল, "কিন্তু সোনপুর মেলায় বৌদ্ধের স্থান কোথায়? যাও তুমি একাকী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ।"

সুধীও রাগ করতে জানে। বল্ল, "যাও তবে তুমি একলা পাঁচ মাইল হেঁটে। রাস্তায় লোক কমে এসেছে। পড়বে বাটপাড়ের হাতে।"

কথাটা বাদলের হৃদয়ঙ্গম হয়ে মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করল। বাদল চুপ করে থাক্ল সুধীর পক্ষ থেকে অনুনয়ের প্রত্যাশায়। সুধী মনে মনে হাস্ল। বল্ল, "ভারতবর্ষ যে পরাজিত হলেন তার মূল কারণ বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধ, একদিকে দেবদ্বিজ ও অপরদিকে সবার উপরে মানুষ বড়। আরো তলিয়ে দেখ্লে, ছন্দোবদ্ধ সমাজের সহিত সঙ্ঘ-স্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষ জনিত তালকর্ত্তন। আরো তলিয়ে দেখ্লে, দেশকাল পাত্রোচিতের সঙ্গে দেশকাল-পাত্রাতীতের অসামঞ্জস্য। অতল পর্য্যন্ত গেলে, একই আত্মার অন্তর্বিগ্রহ—অন্তর্দীপ্তি বনাম বুদ্ধি। এস বাদল, আমরা সন্ধির সন্ধান করি। তোমার সর্ত্ত কি কি?"

বাদল উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল। বল্ল, "রোস। ভাব্তে দাও।" ভেবে বল্ল, "বাদীপক্ষের উকীল আসামীপক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হবার

আগে সেই বক্তৃতার একটা কল্পিত প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করেন ও সেটাকে তাসের কেল্লার মত ধরাশায়ী করে আদালতের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। আমার প্রথম সর্ত্ত এই যে তুমি আমাকে আমার কথা আমার মত করে বল্‌তে দেবে ও তার কোনোরূপ অপব্যাখ্যা কর্‌বে না। রাগ কোরো না, সুধীদা। তোমার ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের 'নির্ব্বাণ' 'শূন্য' ইত্যাদি শব্দগুলির কদর্থ করেছিল, পরমাত্মা সম্বন্ধে যারা নাস্তিকও নয় আস্তিকও নয় তাদেরকে নাস্তিক্যের দাগে দাগী করেছিল এবং কতগুলা কাল্পনিক premiseকে খণ্ডন করে বৌদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত কর্‌ল বলে ঢাক পিটিয়েছিল।"

সুধী বাধা দিয়ে বল্ল, "শঙ্কর প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ত্যাগীকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনে। তাঁরা আমাদের স্বরাজীদের মত বর্ণচোরা ছিলেন।"

বাদল ওকথা কানে তুল্ল না। নিজের বক্তব্য শেষ কর্‌ল। "সন্ধি বল্‌তে যদি এক তরফা একটা ব্যাপার বোঝায় তবে তেমন সন্ধিপত্রে আমি সই কর্‌ব না, সুধীদা।"

সুধী গম্ভীর হয়ে বল্ল, "বেশ ত। তুমি তোমার পক্ষের মামলা যেমন খুসী সাজিয়ে গুছিয়ে বল।"

১২

"আমার মার্গকে," বাদল গলা পরিষ্কার করে বল্ল, "বুদ্ধি মার্গ আখ্যা দিয়ে মোটের উপর তুমি বেঠিক্ করনি। কিন্তু আমার বুদ্ধি বৈয়াকরণিকের নয়, বিচারকের। ভাষান্তরে, Scholastic নয়, humanistic। আমি মানবের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্বতথ্য

পর্য্যবেক্ষণ করি; তথ্যের তলে কোন্ তত্ত্ব ক্রিয়াপর তার সম্বন্ধে একটা আপাত সিদ্ধান্ত খাড়া করি। সেই আপাত সিদ্ধান্তের দীর্ঘকাল পরীক্ষা চলে। পরীক্ষাফলে তার হয়ত আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেইখানে আমি থামিনে। গোড়া থেকেই আমি মানব প্রতিভূ। শেষ পর্য্যন্ত আমি তাই। আমার বিশ্বচর্চ্চা আমার মনোবিলাসের জন্য নয়। আমার principleএর জন্য—মানব মহাজাতির জন্য। যেদিন জান্‌ব যে আমি মানব কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কিম্বা আমি মানবই নই, আমি শুদ্ধমাত্র আমি, a free and unattached entity সেদিন আমি বুদ্ধিমার্গ পরিত্যাগ কর্‌ব। বিশুদ্ধ বিশ্বচর্চ্চা আমার পক্ষে পরচর্চ্চার মত পরিহার্য্য। আর বুদ্ধিমার্গেরও এমন কোনো সম্মোহন নেই যে আমাকে পথের নেশায় পথ চলাবে।"

সুধী মন দিয়ে শুন্‌ছিল। বল্ল, "বলে যাও।"

"তারপর" বাদল একটানা বলে চল্ল, "আমাকে তুমি বৌদ্ধ বলে বুদ্ধের সঙ্গে উপমেয় করেছ। দুটি বিষয়ে এ উপমা ন্যায্য। প্রথমত আমি মানবের জন্য সাধনায় রত, আমারও সাধ্য মানবহিত। দ্বিতীয়ত আমারও মার্গ বুদ্ধিমার্গ, মানবের এভোল্যুশন ঐ মার্গ ধরে হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধকে সাধনার প্রেরণা দিয়েছিল মানবের দুঃখ। আমাকে প্রবর্ত্তনা দিয়েছে মানবের বিবর্ত্তন। মানুষ যদি ধাপে ধাপে তার বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছে থাকে তবে সাম্‌নের ধাপে কার হাত ধরে উঠ্‌বে? এই বাদলের। বিবর্ত্তন যে স্বতঃসম্ভব অর্থাৎ automatic তা আমি বিশ্বাস করিনে। গণমানব চিরকাল বাদলগণের দ্বারা নীয়মান হয়ে এসেছে ও হতে থাক্‌বে। তারপর সিদ্ধার্থের সিদ্ধি ও বাদলের সিদ্ধি এক নয়। তিনি পেলেন ও দিলেন নির্ব্বাণের সন্ধান। নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ ভাবাত্মকই হোক আর অভাবাত্মকই হোক নির্ব্বাণের

পরে আর কিছু নেই। নির্ব্বাণই চরম। আমি কিন্তু কোথাও দাঁড়ি টান্‌বার কথা মনে আন্‌তে পারিনে। আমার সিদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধিতে। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনন্ত। আমার মত বাদলদের সাধনা ও সিদ্ধি পৌনঃ-পুনিক।"

বাদল শেষ কর্‌লে সুধী রঙ্গ করে বল্ল, "ঐ দেখ মানবজাতির প্রায় সকলেই সমুপস্থিত। প্রতিভূকে চিন্‌তে পারে কি না দেখা যাক্।"

অত বড় মেলা নাকি এক রাশিয়ার Nijni Novgorodএ বসে। কেবল মানবজাতি কেন গৃহপালিত ও অরণ্যজাত প্রায় সকল জাতির অধিকাংশ সভ্যই সমবেত।

সুধী বল্ল, "ভাল করে আমার হাতটা ধরে থাক। একবার সঙ্গছাড়া হলে এক সপ্তাহ খোঁজ কর্‌তে হবে।"

জন্তুদের বন্ধু একমাত্র নন্তবাবুই নন্; বাদল বাবুও। একেবারে ছেলেমানুষের মত তার পশু সম্বন্ধীয় কৌতূহল। হাতী কেমন করে খায় ও কি খায় সেটা নিরীক্ষণ কর্‌তে ঘণ্টাখানেক হস্তীসভায় কাট্‌ল। তারপর তার সখ হল পাখী কিন্‌বে। ময়না চন্দনা বুল্‌বুল্ ইত্যাদি নাম ধাম গণ গোত্র আকৃতি প্রকৃতি কিছুই যখন তার মনঃপূত হল না তখন দোকানদার দিল তাকে এক শালিকছানা গছিয়ে। বল্ল, "এ খুব পোষ মান্‌বে, বাবুজি। কথাও বল্‌বে যদি তালিম দেন। দেখুন ভুল্‌বেন না যেন একে জ্যান্ত ফড়িং খাওয়াতে।" এই বলে সে শালিকছানার সঙ্গে এক ঝাঁক আস্ত ফড়িং ফাউ দিল। দাম যা হাঁকল তাতে সুধীর চক্ষু স্থির, কিন্তু বাদল সাহ্লাদে বল্ল, "লোকটা বোকাসোকা গোছের। নইলে মোটে একটি টাকা নিয়ে এই রত্ন বিলিয়ে দেয়!"

"লোকটা", সুধী পরিহাস করে বল্ল, "চালাক যে নয় তা মান্‌ছি। চালাক হলে বল্‌ত, এই পাখী খাঁটি বিলিতী নাইটিঙ্গেলের নাতি। এর

দাম পুরা একটি পাউণ্ড, কিন্তু গুদাম খালি কর্‌বার জন্য নয় টাকা পনের আনায় বিতরণ কর্‌ছি। আর তুমিও দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে গদ্‌গদভাবে রেজ্‌কি ছেড়ে দিতে।”

পাখীটার জন্য একটা খাঁচা কিন্‌তে হল। খাঁচাটা বইবার জন্য একটা কুলী কর্‌তে হল। সেই অমূল্য নিধি নিয়ে পাছে সে বেটা ফেরার হয় এইজন্য তাকে নজর বন্দী রাখ্‌বার ভার বাদল স্বয়ং নিলি। বাদলের মুখে অন্য কথা নেই—“পাখীটার ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। নইলে এতবার খাঁচার শিকে ঠোকর মারে কেন।” কিম্বা “দাঁড়া। দাঁড়া। পাখীটা যে মুখ থুব্‌ড়ে মর্‌ল।” কিম্বা “সুধীদা, এ পাখী মায়ের দুধ না খেতে পেলে রোগা হয়ে যাবে না ত? এর মা-কে এখন পাই কোথায়!” সুধীর পক্ষে অট্টহাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়।

পক্ষিসন্তানের মন্দভাগ্যের ভাবনা বাদলকে বিমনা করায় সে দিন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হল না, সুধী ও প্রসঙ্গ চেপে গেল। পরে যখন একদিন পাখীটি অকালে দেহত্যাগ কর্‌ল বাদল সুধীকে বল্ল, “এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বেঁচে থাক্‌লে ঐ পাখী শালিক জাতির এভ-ল্যুশন কোন দিকে এগিয়ে দিতে পার্‌ত।”

সুধী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্ল, “এবং প্রশ্ন হচ্ছে আরো যে, ঐ পাখীর মৃত্যুকালে ১৯৩১ সালের সেন্‌সাসে ফড়িং সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়্‌বে।”

বাদল রাগ করে বল্লে, “যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি।”

সুধী বল্ল, “তা হলে সন্ধি কোনোকালে হবে না? ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চির শত্রু?”

“তাই ত,” বাদলের মনে পড়ে গেল, “সে দিনকার মামলায় আপো-ষের কথা উঠেছিল। আমার সর্ত্ত কি কি জান্‌তে চাও? আমার

প্রথম সর্ত্ত ত জানিয়েছি। দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, আমাকে জড়বাদী বল্‌তে পার্‌বে না। আমি আত্মা মানি, যদি চ পরমাত্মা সম্বন্ধে কিছু জানি নে। ঐ পাখীটার আত্মা আমার কাছে পরমাত্মার চেয়ে সত্য, কারণ পাখী ও মানুষ বিবর্ত্তনের পথ বেয়ে এক সঙ্গে অনেকখানি এসেছে, তারপর ওরা ধর্‌ল একটি শাখা পথ, আমরা ও অপরাপর পশুরা ধর্‌লুম অন্য শাখা পথ।"

সুধী হেসে বাধা দিয়ে বল্ল, "অপরাপর পশুদের মধ্যে আমি নেই কিন্তু।"

বাদল কর্ণপাত কর্‌ল না। বলে চল্ল, "যাক্ আত্মা যে মানি এখানে ত তোমার সঙ্গে মিল। সন্ধি এর দ্বারা কতখানি সুগম হল ভেবে দেখ।"

সুধী বল্ল, "আত্মা বল্‌তে তুমি যা বোঝ আমি হয়ত ঠিক্ সেই জিনিষ বুঝিনে। পরমাত্মার থেকে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার অস্তিত্ব যে কেমনতর তা আমি অনুমান কর্‌তে পারিনে, অনুভব কর্‌তে ত পারিইনে। পৃথিবী ছাড়া কাশী আছে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কে যেন অমন যুক্তি দিয়েছিল।"

বাদল মাথায় হাত দিয়ে গঙ্গার বাঁধের উপর বসে পড়্‌ল। বল্ল, "তা হলে সন্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি থাকে না, তুমি আকাশে আমি জলে। আমাকে ছেড়ে খ্রীষ্টান মুসলমানের কাছে যাও, সর্ত্তে বন্‌বে।"

১৩

"আমার আত্মা," সুধী বাদলের পাশে আসীন হয়ে গঙ্গার কূল ধরে চল্‌তে থাকা গুন টানা নৌকার পিছন পিছন উঠ্‌তে থাকা ঢেউয়ের

দিকে চেয়ে বল্ল, "নদী জলের ঢেউ। নদীজল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।"

"আর আমার আত্মা," বাদল নিজের মনের ভিতর অনুসন্ধান করে বল্ল, "বিশুদ্ধ ঢেউ। জলের নয়, বায়ুর নয়, ঈথরের নয়, বিদ্যুতের নয়, কোনো প্রকার জড়বস্তুর নয়। এক, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভব, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর-সম্বন্ধ-বিহীন।"

"কিন্তু," সুধী বল্ল, "পরমাত্মা ত আমার আত্মার পর নন্। তার থেকে অভিন্ন। অথচ দৃশ্যত ভিন্ন। নদীজল ও নদীজলের ঢেউ যেমন একই জিনিষ, অথচ ধর্‌তে গেলে দুই।"

বাদল এর উত্তরে বল্ল, "এর নাম sophistry. সোজাসুজি বল, এক না দুই।"

সুধী তবু বল্ল, "এক অথচ দুই।"

বাদল ভেঙ্গিয়ে বল্ল, "মাথা অথচ মুণ্ড।"

বাদল যে তাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না এর জন্য সুধী দুঃখিত হল। কিন্তু এমন ত হতে পারে যে সুধীও বাদলকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। সুধী বাদলের পদতলভূমির উপর দাঁড়িয়ে বাদলের দৃষ্টিতে আত্মরূপ অবলোকন কর্‌ল। তারপর বলে উঠ্‌ল, "তোমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি কর্‌লুম।"

বাদল বিদ্রূপের সুরে বল্ল, "বটেক্।"—বিদ্রূপকালে ওর মুখে 'বটে' হয় 'বটেক'।

সুধী তার বিদ্রূপ গায়ে মাখ্‌ল না। বলে গেল, "নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আত্মা যেন একটি স্বাধীন নক্ষত্র, স্বীয় গতিবেগে দীপ্যমান। চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অন্ধকারপূর্ণ ব্যবধানে অন্য যে সকল নক্ষত্র দীপ্যমান তাঁরাই কতকটা নিকট আত্মীয়ের মত।

নজেকে অখণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন খণ্ড বলে বিশ্বাস
য় না।"

বাদল তখন সহজ সুরে বল্ল, "হয়েছে। কিন্তু উপমা বাদ দিয়ে কথা
ল্‌তে পার না? অলঙ্কারভূষিত বাক্য অলঙ্কারেরই বাহন, সত্যের নয়।"

সুধী বল্ল, "কিন্তু সত্য যে সালঙ্কারা কন্যা।"

বাদল উষ্মার সহিত বল্ল, "তোমার সঙ্গে সন্ধি নৈব নৈব চ।
ামার সত্য সালঙ্কারা কন্যা নয়, নীরস নীরেট নির্ব্বর্ণ। আমার সত্য
ীব লিঙ্গ।"

সুধী বেচারা করে কি! পুনর্ব্বার বাদলের স্থানে নিজেকে নিবেশ
র্‌ল। বাদলের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ কর্‌ল। বল্ল, "তাই ত।"

বাদল সগর্ব্বে বল্ল, "কেমন?"

সুধী সবিনয়ে বল্ল, "নির্গুণ ঋজু প্রসাদশূন্য।"

"ঠিক্ বলেছ। প্রসাদশূন্য।" যেন বাক্যযোগে সুধীর পিঠ
াপ্‌ড়ে দিল।

এর পরে আর আলাপ জমে না। গঙ্গার ধারে বসে সুধী
দখ্‌তে থাকে নদীজলে প্রতিফলিত অস্তাকাশ। মেঘগুলি যেন
হুরূপী—এই গৈরিক ত এই জর্দ্দা, এই লোহিত ত এই পাটল।
খন এক সময় তারা ছায়ার মত কাল হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে
াকাকার হয়ে যায়। তারপর যখন তারা আকাশ পারাপার করে
খন মনে হয় তারা যেন অন্ধকারের নিশ্বাস বায়ু।"

সুধী বাদলকে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, "কি ভাব্‌ছ? চল, যাই।"

বাদল স্বপ্নোত্থিতের মত বলে, "গেল, গেল, হারিয়ে গেল
চন্তাটা। আর কি তার সন্ধান পাব?" এই বলে মাথার চুল
ছিড়্‌তে থাকে।

"সন্ধিপত্র লেখা হয়েছে," সুধী ঘোষণা করে, "এবার কেবল তোমার আর আমার স্বাক্ষর করা বাকী।"

"সত্যি?" বাদল খুসী হয়ে যায়, "কি কি সর্ত্ত?"

"মোটে একটি।" সুধী মৃদু হাসে।

"মোটে একটি!" বাদল নিরাশ হয়। "আমাকে ত জান্‌তে দিলে আমার তিনটি সর্ত্তেই তুমি এক এক করে একমত। মানববুদ্ধি, স্বাধীন আত্মা ও নিরলঙ্কার সত্য।"

"না।" সুধী দৃঢ় কোমল ভাবে বল্ল, "নিজের উপর জুলুম না করে তোমার ও-সব সর্ত্তে রাজি হওয়া যায় না। আমাদের পরিভাষা হয় ত এক, কিন্তু মার্গ অনুসারে অর্থবোধ বিভিন্ন। সন্ধি হতে পারে একটি ক্ষেত্রে—স্বমার্গনিষ্ঠায়। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান যে কত বড় বন্ধু হতে পারে তা আমার শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধে নিশ্চয়ই অমনি সৌহার্দ্দ্য ছিল। ভারতবর্ষের পরাভবের মূল কারণ আমি ঠিক আঁচ্‌তে পারিনি। আবার চেষ্টা করব।"

সুধীদা একমত হয়েও হল না, বাক্য প্রত্যাহার করল প্রকারান্তরে। এতে বাদল ক্ষুণ্ণ হল। বল্ল, "মার্গ ত সব মানুষের একই। আর আমি সেই মার্গের অধিনায়ক। তুমি renegade হতে চাও ত আমরা তোমার উপর জুলুম করব না। কিন্তু মার্গ কখনো দুই হতে পারে না, সুধীদা।"

তারার ভারে আকাশ যেন ঝুঁকে পড়্‌ল, ফলভারাবনত শাখার মত। সুধীর মনে হতে লাগ্‌ল হাত বাড়িয়ে দিলে নাগাল পাওয়া যায়। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে সে বল্ল, "মানবজাতি কোনোদিন সরল রেখার মত কালের খাতার পাতায় টানা হয়নি। কোনো

একজন মানুষ কোনোদিন সর্ব্ব মানবের সর্ব্বময় নেতা হতে পারেন নি। তুমি আগে বাদল, তারপরে মানুষ। আগে খাঁটি বাদল হও, তার ফলে যদি মানুষের সভায় অগ্রাসন লাভ কর তবে সেটা হবে তোমার বৃহৎ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। নেতৃত্ব তোমার লক্ষ্য নয়, তোমার লক্ষ্যবেধের পুরস্কার। তোমার লক্ষ্য স্বপ্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকে সত্যকে পাওয়া ও সত্য হওয়া। আমারও লক্ষ্য তাই। তবে আমার পুরস্কার মানুষের হাতে নেই, আমার পুরস্কার হাতে হাতে।" এই বলে সুধী বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ধ্যান করল।

তার ধ্যানের ছোঁওয়া বাদলের মনে লাগ্‌ল। সে অনুতপ্তভাবে বল্ল, "তোমার কথা শিরোধার্য্য করব, সুধীদা। বাদল হিসাবে খাঁটি হব। মানুষ যদি আমাকে অস্বীকারও করে তবু আমি মানবের দায়িত্ব বাদলের মত বহন করব।"

সুধী সহাস্যে বল্ল, "আমার দায়িত্বটাও?"

বাদল সভয়ে বল্ল, "তোমার দায়িত্ব কিসের?"

"সৌন্দর্য্য উপাসনার। ছন্দ বর প্রার্থনার।"

"হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল।"

"আমার উপলব্ধির ভাষাই ভঙ্গীময়।"

"তবে আমি তোমার দায়িত্ব নেব না।"

"নেবে না ত? তা হলে যা তুমি বহন করবে তা মানব সকলের নয়, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সম্প্রদায়ের। এই কথাটি মনে রেখ যে একজনকেও যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে কোটীজন ফিরে চলে।"

একটি শিকার হাত ছাড়া হলে মিশনারীর যেরূপ সন্তাপ উপস্থিত হয় বাদলেরও হল সেইরূপ। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্ল, "আচ্ছা।"

"তার মানে," সুধী সকৌতুকে বল্ল, "সেই একজন বা এক কোটীজন renegade নয়। তাদের মার্গই স্বতন্ত্র। তোমার মার্গ ইন্টেলেক্‌টের। আমার মার্গ ইন্‌টুইশনের। এখন কেবল স্ব স্ব মার্গে নিষ্ঠাপর থাক্‌তে হবে। এরই নাম সন্ধি।"

"তথাস্তু।"—বলে বাদল সুধীর ডান হাতটাতে ডানহাত মিলাল।

অনুসন্ধান

১

বিভূতি নাগের নিদ্রাভঙ্গ।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে রাত থাক্‌তে। কাজের লোক কাজে লেগেছে। নিষ্কর্ম্মারা টেনিস্ খেল্‌ছে। বিভূতিও কি একটা স্বপ্ন দেখ্‌তে ব্যস্ত ছিল, দরজার বাইরে বুড়ী বাড়ীওয়ালীর টোকা—এই নিয়ে তিনবার—তাকে হঠাৎ মনে করিয়ে দিল যে আজ নয়টার সময় একটা ক্লাস ছিল। সে চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ হাতঘড়িটার উদ্দেশে বালিশের কাছটা হাতড়াল। তারপর চোখ মিটমিট করে দেখে নিল যে ইতিমধ্যেই ক্লাস বসে অর্দ্ধেক পড়া সারা হয়েছে, বিভূতি যতক্ষণ কাপড় ছাড়্‌বে ততক্ষণে বাকীটুকু সারা হয়ে যাবে।

"হায়! স্ত্রীপুত্র ছেড়ে ছয় হাজার মাইল দূরে এসেও আমার পড়াশুনায় হেলা ঘট্‌ছে। অহো আপাতরমণীয় স্বপ্নমোদিত তন্দ্রা! অরে কপটমিত্রপ্রতিম ছদ্মবেশী আলস্য!" ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপ পূর্ব্বক বিভূতি নাগ কিয়ৎকাল মুহুর্মুহু হাই তুল্‌তে থাক্‌ল।

"সাড়ে নয়টা! দেরিতে ওঠার একটা সুবিধে এই যে লাঞ্চ না খেলেও ভুঁড়ি ফাঁকা ঠেকে না। দেড় শিলিং বাঁচে। ছয় দিনে নয় শিলিং! ছেলে দুটার জন্য একবাক্স চকোলেট পাঠান যায়। কিম্বা রেখার জন্যে একটা কাপড়ের গোলাপ। অথবা মার্জ্জারীর জন্য—"

বিভূতির মনে পড়্‌ল যে পুরুষমানুষ হয়েও সে মার্জ্জারীর টাকা

ধারে। অহহ লজ্জা! দেশ থেকে যা আসে তাতে নিজের খাওয়া পরা কলেজের মাইনে পোষায় না। তাই মার্জরীকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া মার্জরীর কাছে ধার করে চালাতে হয়। টিকিট কিন্‌বার সময় বিভূতি পার্সটা খুলে প্রত্যহ কাতরায়। বলে, "দুজনের পক্ষে যথেষ্ট আন্‌তে ভুলে গেছি, মিস্ ম্যাক্স্‌টন্।" মার্জরী প্রবোধ দিয়ে বলে, "তাতে কি মিষ্টার ন্যাগ্। আমার কাছে আছে।" বিভূতি তখন বাস্তববাদীর মত বলে, "উপায়ান্তর না দেখে ধারই কর্‌লুম, মিস্ ম্যাক্স্‌টন।"

তারপর প্রোগ্রাম কেনা, চকোলেট কেনা, আইস্ কেনা—সবই ঋণং কৃত্বা। এমনি করে আড়াই পাউণ্ড আড়াই মাসে মার্জরীর কাছে দেনা। এ ছাড়া স্যুট কিনেছে ডোঙ্গ্‌রের কাছ থেকে পাঁচ গিনি পাঁচ সপ্তাহের কড়ারে কর্জ করে। ডোঙ্গ্‌রে চায়নি বলে প্রায় আট সপ্তাহ আট্‌কে রেখেছে। ভূতলিঙ্গমের কাছ থেকে cash নয়, kind—অর্থাৎ টাকা নয়, চার টিন মাদ্রাজী সিগার। এ ছাড়া বাড়ীওয়ালীর চার সপ্তাহের বকেয়া দশ পাউণ্ড। এর জন্য বাড়ীওয়ালীকে রোজ একবার বল্‌তে হয়, বাবা তার করেছেন টাকা জাহাজে করে পাঠিয়েছেন। রোস না, সব পাওনা এক সঙ্গে চুকিয়ে দেব, মিসেস রসেলি।" (ইটালিয়ান) সেই ময়লা কাপড় পরা বেঁটে খোঁড়া মূর্খ বুড়ী খাওয়ায় ভাল, খেয়ে ভারতবাসীর তৃপ্তি হয়।

স্বদেশী খাদ্য সুলভে খাবার সর্ত্ত সে সরকারের রান্নায় জোগান দেওয়া। জন্ম-কুঁড়ে বিভূতি উক্ত সর্ত্তে সম্মত হয়নি। ফলে এখন মিসেস রসেলির দাক্ষিণ্যে ও কুঁড়েমির অব্যাহত অবকাশে দিন দিন বিভূতির নধরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেন এক হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠা।

বিভূতি হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে দম দিল। ওয়ান, টু, থ্রি

লে বিছানার উপর উঠে বস্‌ল। কালীঘাটের কালীর একখানি
টকে তার সেই বেড্‌-সিটিং রুমের পড়ার টেবিলের উপর দাঁড়
রান হয়েছিল। বিভূতি চোখ বুঁজে হাত জোড় কর্‌ল, সেই সুযোগে
ার একবার ঝিমিয়ে নিল। অবশেষে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে সে
খন মেজের উপর সত্যি সত্যি খাড়া হল তখন তার প্রথম কর্ত্তব্য
ল আয়নায় নিজের মুখ দেখা। বিভূতি বিশ্বাস কর্‌ত যে
ম থেকে উঠে সর্ব্বপ্রথম যার মুখ দেখ্‌বে তারই গুণাগুণ অনুসারে
বভূতির সেদিনকার শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হবে। এই বিদেশে পরের
াড়ীতে কাকেই বা ভাল করে চেনে, কার গুণাগুণ সে ভাল করে
ানে? অতএব ঘুম থেকে উঠে নিজের মুখখানি আয়নার সাহায্যে
দখে নেয়।

অন্যান্য দিন এটা শুধু একটা কর্ত্তব্য পালন ছিল, কিন্তু আজ
ভূতি স্বগত ভাবে বল্ল, "কেন? আমি কি রূপে গুণে মন্মথ মিত্তিরের
েকে কম যাই? কাল? কাল ত ভাল। কৃষ্ণ কাল, কালী কাল,
কাকিল কাল, তমাল কাল, আকাশ কাল, সাগর কাল। কাল
গতের আলো। হা হস্ত! মন্মথ না হয়ে আমি যদি ডলির স্বামী
তুম তবে আমারই ত হোটেল রাসেলে থাক্‌বার কথা। আমাকে
কন ডলির বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ঢুক্‌তে হয়! বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে
ত সমাদর, এত সেলাম, এতবার 'সার' সম্বোধন! স্বামী হয়ে
াক্‌লে ঐ সজ্জিতদীপমালা সুচিত্রিতপ্রাচীর পুষ্পশোভিত প্রশস্ত
াকাণ্ড প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে অর্কেষ্ট্রা কর্তৃক পরিবেশিত বাদ্যসুধা
সম্ভ্রান্ত ভৃত্যগণ কর্তৃক পরিবেশিত ভোজ্যপানীয় যুগপৎ আস্বাদন
রে মানবজন্ম সার্থক করা যেত। যাক্‌, ডলি যে আমাকে চা খেতে
ডকেছে এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু ডলিকে প্রতি-নিমন্ত্রণ করা যে অতীব অর্থ সাপেক্ষ। মন্মথকেও বাদ দেওয়া যায় না। তিনি মন্দ ব্যারিষ্টার না। আকবরের যেমন পাঁচ হাজারী দশ হাজারী মনসবদার ছিল, মন্মথও তেমনি ক্যালকাটা বার-এর তিন হাজারী। "Criterion"এ চা খেতে ডাক্‌লে যত খরচ হবে বিভূতি তা আন্দাজে হিসাব করে কার কাছে গোটা দুই পাউণ্ড ধার কর্‌বে সেই হতভাগ্যের নাম স্মরণ করতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যেই সে লণ্ডনের বাঙ্গালী মহলে সুপরিচিত হতে পেরেছে নিজগুণে। কোথাও কোনো পার্টির গন্ধ পেলে বিভূতি সেখানে যেমন করে হোক প্রবেশ লাভ কর্‌বেই এবং নিজের প্রলোভন দমন করে পরকে পরিবেশন কর্‌বার ভার নেবেই। অরবিন্দ পাকৃড়াশী, নবেন্দু সান্যাল, সিতাংশু বক্‌সী, অলীন্দ্র চন্দ ইত্যাদি বহু যুবকের সঙ্গে তার বেশ একটু অন্তরঙ্গতা হয়েছে বল্‌তে হবে—অন্তরঙ্গতার অর্থ আড্ডায় বসে ওঁরা যদি মারেন রাজা ইনি মারেন উজীর। লেবার দল যদি জয়ী হয় তবে র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হবেন কি হবেন জর্জ ল্যান্‌স্‌বেরী, আইরিশ সুইপষ্টেকের চেয়ে ক্যাল্‌কাটা সুইপ্‌ষ্টেকের সমাদর কম না বেশী, কে বড় অভিনেত্রী—সিবিল থর্ণডাইক্‌ না ইডিথ্‌ ইভান্স, এ সব বিষয়ে বিভূতিরও নিজস্ব মতামত ছিল। ওরা যদি বলে, 'এসেছ ত এদেশে সবে সেদিন', বিভূতি পাল্টা শুনিয়ে দেয়, 'কই, এতদিন থেকেও ত তোমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি বিশেষ বাড়েনি, ল্যান্স্‌বেরীকে বল লঅন্‌স্‌বেরী—মরি মরি কিবে উচ্চারণ।'

অন্তরঙ্গ সুহৃদদের নামগুলি নিয়ে স্মৃতির জপমালা গড়ায়, আর একে একে খারিজ করে। 'পাল বেটা ভয়ানক কৃপণ।' ... 'পাকড়াশীটা আমাকে গরীব বলে উপহাস করে।' ... 'দে সরকার সমস্ত কথা পেট

থেকে বের করে নেবে।' ··· 'চন্দটা এমনিতেই আমাকে দেখ্‌তে পারে না, উত্তমর্ণ হলে ত রাস্তার মাঝখানে অপমান কর্‌বে।'

শেষ থাকল চক্রবর্ত্তী। হাঁ, চক্রবর্ত্তীর কাছে চাইলে পাওয়া যাবে ঠিক। চক্রবর্ত্তীর কাছেই যেতে হবে দেখ্‌ছি। আর ভারি ত দুটা পাউণ্ড। দেশে খুব বেশী মনে হয়, এ দেশে কেউ গ্রাহ্যই করে না। পেনীগুলা ত পয়সার মত অস্পৃশ্য তাম্রখণ্ড।

২

বিভূতিকে চায়ে ডাকার মধ্যে কৌশাম্বীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি ছিল তার স্বামীর পক্ষে সেটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তিনি বিভূতিকে চিন্‌তেন না ও তার ইতিহাসও জান্‌তেন না। তবু তাঁর মত উঁচু দরের লোক বিভূতির মত অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রবিশেষের সঙ্গে চা খাবেন, এ যে প্রশ্নাতীত। তিনি অবজ্ঞার সহিত বল্লেন, "ডিয়ার, তুমি আমাকে মাপ কর। আমি যাচ্ছি আমার সেই প্রিভি কাউন্সিলের মামলার তদ্বির কর্‌তে। ফির্‌তে দেরী হবে।"

কৌশাম্বী সরল বিশ্বাসে বল্ল, "অল্ রাইট্, ডার্‌লিং।"

কৌশাম্বী যখন খুব ছেলেমানুষ ছিল—বেশী দিন আগে নয় কিন্তু— বিভূতিকে সে কি চক্ষেই যে দেখ্‌ল, বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে তার মাকে প্রণাম করে বল্ল, 'আপনি আমার মা'; আর তার বাবাকে প্রণাম করে বল্ল, আপনি আমার বাবা।' তাঁরা এর রহস্যভেদ না কর্‌তে পেরে ভয়ে উচ্চ বাচ্য কর্‌লেন না। বিভূতি এখনও মোটের উপর সুপুরুষ; তখনকার দিনে তার

শরীরে মেদবাহুল্য না থাকায় সে ছিল কৃষ্ণের মত সুদর্শন। অবশ্য বাংলার কৃষ্ণ। নবনীতকোমল, স্নিগ্ধ, নিস্তেজ। এক কথায় পৌরুষহীন সুপুরুষ। আর কৌশাম্বীর তখন সেই বয়স যে বয়সে পৃথিবীর সকলেই আপন, কেউ পর না, সকলেই সমান, কেউ নীচ নয়, সকলেই ভাল, কেউ খারাপ নয়। আদর্শবাদের ভাপ লেগে তার হৃদয় মোমের মত গলে পড়্ছিল, সেই তরল মোম দিয়ে সে মনে মনে বিভূতির যে মূর্ত্তি গড়্ল তা কেবল সুপুরুষের নয় বীর পুরুষের, রূপকথার রাজপুত্রের, রোম্যান্সের ল্যান্স্লট্‌এর, পুরাণের পার্সিউসের, ইতিহাসের নেপোলিয়নের। বিভূতিতে সে বীরত্ব আরোপ করে মনে মনে ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌ল যে এই বীর বিংশশতাব্দীর ভাগ্যবিধাতা এবং একে আবিষ্কার ও অধিকার কর্‌বার গৌরব একা কৌশাম্বীর।

একদিন দুপুরবেলা নিজের ঘরে বিভূতি আছে ঘুমিয়ে, কৌশাম্বী কখন এসে তার পাশে বসে পাখা হাতে করে হাওয়া কর্‌ছে। বিভূতি যেই পাশ ফির্‌ল অমনি পাখার ঘায়ে তার ঘুম হল জখম। সে চোখ মেলে দেখ্‌ল, কৌশাম্বী ওরফে ডলি, ক্যাপ্‌টেন গুপ্তর সেই মেয়ে যিনি তার প্রতি কত বার অযাচিত করুণা প্রদর্শন করে তাকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছেন। তাঁকে এমন স্থানে, কালে ও ভাবে প্রত্যাশা কিম্বা আশা করেনি বিভূতি। তার মনে হল সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে, কিন্তু পাখার ঘা লেগে তখন তার নাক জ্বালা কর্‌ছিল। সে সচমকে উঠে বস্‌ল ও থতমত খেয়ে যে ভাষায় কথা বল্ল তার বর্ণমালায় মাত্র একটি অক্ষর—"গা—গা—গা—গা—গা—"

তার দাঁতকপাটি লাগ্‌ল, তার ঘন ঘন স্বেদ ও কম্প হল, সে

মাথা ঘুরে তক্তপোষ থেকে উল্টে পড়্‌ল। সবশুদ্ধ একটা রোমহর্ষক কাণ্ড।

তার মা ও দিদিরা ছুটে এলেন ও কৌশাম্বীকে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লেন। একজন জল আন্‌তে ছুট্‌লেন, একজন কৌশাম্বীর কাছ থেকে সবিনয়ে পাখাটি ভিক্ষা করে নিলেন, একজন গেলেন ডাক্তারকে ডাক্‌তে যে চাকর যাবে তাকে ডাক্‌তে।

কৌশাম্বী বহুক্ষণ হতভম্বভাবে থাক্‌ল, তারপরে তার বোধ-শক্তি ফিরে এলে সে অত্যন্ত অপদস্থ বোধ কর্‌ল, তার মুখে কথা ফুটল না, সাফাই দিতে তার অপ্রবৃত্তি হল, সে দৃপ্ত পদক্ষেপে বাহির হয়ে গেল। তখন তাকে প্রসন্ন কর্‌বার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন কর্‌লেন স্বয়ং বিভূতির মা, কিন্তু ততক্ষণে সে হাতা পেরিয়ে অন্তঃপুরিকার নাগালের বাইরে।

ঘটনাটা চাপা রইল না। অনেক কান দিয়ে মিসেস গুপ্তের কানে পৌঁছল অতিরঞ্জিত আকারে। তিনি কন্যাসহ কল্‌কাতা চল্লেন পাত্রান্বেষণে। মন্মথ সেই সময় সহসা বিপত্নীক হয়ে সোসাইটিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। এতদিন তিনি দিব্যি নিরীহ ভদ্রলোকটি ছিলেন, তাঁর টাক ও টাকা সমানে ও সবেগে বেড়ে চলেছিল, কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি যে তিনি তাঁর স্ত্রীর স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মানুষ। অকস্মাৎ হওড়া পুলের নীচে সোনার খনি আবিষ্কৃত হল। অতি সাধারণ মন্মথ মিত্র হলেন একজন অতি স্পৃহনীয় পাত্র। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের তাঁর প্রতি ব্যবহার গেল আবেগের সহিত বদ্‌লে, ওল্ড্‌ মেড্‌দের কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য কমনীয়তা উজ্জীবিত হল, কন্যার পিতামাতা তাঁর উপর

ক্ষমতা আছে? তিনি কি হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?”

“বল্‌তে পার্‌লুম না, মিসেস্‌ মিটার।” বিভূতি চোখ নামিয়ে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে মাথা নাড়্‌ল। “তবে তিনি একজন মিষ্টিক বলে আমরা সবাই তাঁকে মান্য করি।”

“তাঁর সঙ্গে দেখা আবার হবে কি না জানিনে,” কৌশাম্বী বল্ল, “হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌তুম আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কি জানেন।”

“আপনি যদি অনুমতি দেন,” বিভূতি বল্ল, “তবে আমিই ঐ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে থেকে এনে দেব।”

“How nice of you!” কৌশাম্বী উঠে দাঁড়াল। তার রংচঙে scarf খানাকে বাঁ হাত দিয়ে সাম্‌লে বিভূতির দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। “গু-ড্‌ বাই।” আবার সেই তিন রকম স্বর।

বিভূতি যেন হনুমান, সীতার সংবাদ তাকে এখনি এনে দিতে হবে। খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে করমর্দ্দন পূর্ব্বক বল্ল, “গুড্‌ বাই। কিন্তু আপনাকে কালই আমি ফোন করে জানাব।”

চলে যাচ্ছিল, কি মনে করে ফিরে দাঁড়াল। বল্ল, “ভাল কথা। আমি যদিও দরিদ্র ছাত্র, তবু আপনারা কৃপা করে আমার সঙ্গে পিকাডিলীতে একদিন চা খেলে—”

“Don’t trouble yourself,” কৌশাম্বী মাথাটা কাৎ করে একান্ত নম্রতার ভাণ কর্‌ল, “আমাদের প্রায় সব কটা অপরাহ্ন booked. যদি লণ্ডনে আমাদের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত হয় তবে তখন দেখা যাবে।” এই বলে সে মুখ ফিরাল।

৩

তুচ্ছ দুটা পাউণ্ড ধার করে নষ্ট করবার সুযোগ বিভূতিকে দিল না—ডলিটা এমন হৃদয়হীনা। তা হোক্, বিভূতির সংকল্প যেমন করে হোক ডলির জন্য সে দুটা পাউণ্ড উড়িয়ে দেবেই। ইচ্ছা থাক্‌লে উপায় থাকে। উপায় চিন্তা স্থগিত রেখে আপাতত সে ইচ্ছার রসদ সংগ্রহ করতে চল্ল।

সুধী বল্ল, "নাগ যে! হঠাৎ কি মনে করে এতদূর আসা হল ?"

বিভূতি ওকথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?"

"হাঁ," সুধী পোষাক ভাঁজ করতে করতে বল্ল। "যেতেই হবে দেখ্‌ছি দিন কয়েকের জন্য।"

"কিন্তু কোথায় ?"

"প্রথমত ভেণ্ট্‌নর্। ওয়াইট্ দ্বীপ।"

বিভূতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করল। "আপনারাই ভাগ্যবান, আপনাদের টাকা আছে, আমরা ত এই লণ্ডনে থাক্‌বার খরচ জোটাতে পারছিনে।"

সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কেমন চলছে ?"

বিভূতি দরদী শ্রোতা পেয়ে বল্ল, "আর চলা! কেন যে আমরা লণ্ডনে আসি। কে যেন বলেছেন আমি চল্লিশ বছর লণ্ডনে আছি, কিন্তু লণ্ডনের সমস্ত পাড়া দেখিনি। আমারও হয়েছে সেই দশা। কত দেখ্‌বার, আছে, কত শেখ্‌বার আছে, কত ভাব্‌বার আছে, কত চাখ্‌বার আছে—"

ক্ষমতা আছে? তিনি কি হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?"

"বল্‌তে পার্‌লুম না, মিসেস্ মিটার।" বিভূতি চোখ নামিয়ে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে মাথা নাড়্‌ল। "তবে তিনি একজন মিষ্টিক বলে আমরা সবাই তাঁকে মান্য করি।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা আবার হবে কি না জানিনে," কৌশাম্বী বল্ল, "হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌তুম আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কি জানেন।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন," বিভূতি বল্ল, "তবে আমিই ঐ প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে থেকে এনে দেব।"

"How nice of you!" কৌশাম্বী উঠে দাঁড়াল। তার রংচঙে scarf খানাকে বাঁ হাত দিয়ে সাম্‌লে বিভূতির দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। "গু-ড্ বাই।" আবার সেই তিন রকম স্বর।

বিভূতি যেন হনুমান, সীতার সংবাদ তাকে এখনি এনে দিতে হবে। খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে করমর্দ্দন পূর্ব্বক বল্ল, "গুড্ বাই। কিন্তু আপনাকে কালই আমি ফোন করে জানাব।"

চলে যাচ্ছিল, কি মনে করে ফিরে দাঁড়াল। বল্ল, "ভাল কথা। আমি যদিও দরিদ্র ছাত্র, তবু আপনারা কৃপা করে আমার সঙ্গে পিকাডিলীতে একদিন চা খেলে—"

"Don't trouble yourself," কৌশাম্বী মাথাটা কাৎ করে একান্ত নম্রতার ভাণ কর্‌ল, "আমাদের প্রায় সব কটা অপরাহ্ণ booked. যদি লণ্ডনে আমাদের স্থিতিকাল বর্দ্ধিত হয় তবে তখন দেখা যাবে।" এই বলে সে মুখ ফিরাল।

৩

তুচ্ছ দুটা পাউণ্ড ধার করে নষ্ট কর্‌বার সুযোগ বিভূতিকে দিল না—ডলিটা এমন হৃদয়হীনা। তা হোক্‌, বিভূতির সংকল্প যেমন করে হোক ডলির জন্য সে দুটা পাউণ্ড উড়িয়ে দেবেই। ইচ্ছা থাক্‌লে উপায় থাকে। উপায় চিন্তা স্থগিত রেখে আপাততঃ সে ইচ্ছার রসদ সংগ্রহ কর্‌তে চল্ল।

সুধী বল্ল, "নাগ যে! হঠাৎ কি মনে করে এতদূর আসা হল?"

বিভূতি ওকথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি?"

"হাঁ," সুধী পোষাক ভাঁজ কর্‌তে কর্‌তে বল্ল। "যেতেই হবে দেখ্‌ছি দিন কয়েকের জন্য।"

"কিন্তু কোথায়?"

"প্রথমত ভেণ্ট্‌নর্‌। ওয়াইট্‌ দ্বীপ।"

বিভূতি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌ল। "আপনারাই ভাগ্যবান, আপনাদের টাকা আছে, আমরা ত এই লণ্ডনে থাক্‌বার খরচ জোটাতে পার্‌ছিনে।"

সুধী জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "কেমন চল্‌ছে?"

বিভূতি দরদী শ্রোতা পেয়ে বল্ল, "আর চলা! কেন যে আমরা লণ্ডনে আসি। কে যেন বলেছেন আমি চল্লিশ বছর লণ্ডনে আছি, কিন্তু লণ্ডনের সমস্ত পাড়া দেখিনি। আমারও হয়েছে সেই দশা। কত দেখ্‌বার, আছে, কত শেখ্‌বার আছে, কত ভাব্‌বার আছে, কত চাখ্‌বার আছে—"

"কি? কি?"

"বল্ছিলুম কত দেশের খাবার জিনিষ এই একটি সহরে পাওয়া যায়—চীনা, জাপানী, তুর্কী, আফগান, রাশিয়ান, জার্ম্মান, হাঙ্গেরিয়ান, বল্কান, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ্। প্রত্যেক রেস্তরাঁতে যদি একবার করে খাই তবে স্বকুমার রায়ের কথায় বল্তে পারব 'কত কি যে খায় লোক নাই তার কিনারা।' কিন্তু (মধ্যম আঙ্গুলের সঙ্গে বুড়া আঙ্গুল ঠেকিয়ে টঙ্কার পূর্ব্বক) হাতে নেই সর্ব্বার্থ সাধিকা।"

স্বধী মুচ্কে হাস্ল। বল্ল, "পড়াশুনার কি খবর।"

"পড়াশুনা," বিভূতি বল্ল, "মনের এ অবস্থায় কখনো হয়? আর পড়াশুনা করেই বা কি হবে! বুর্জোয়া গবর্ণমেণ্ট কজনকে চাকরী দিতে পারবে? অনর্থক আত্মাকে কষ্ট দিয়ে বই মুখস্থ করা, পরীক্ষা-স্থলে সীতার মত অগ্নিপ্রবেশ, গেজেটে বলিদান। এই সব দেখে শুনে ও অনেক চিন্তা করে," বিভূতি Rodin-নির্ম্মিত ভাবুক মূর্ত্তির মত হাতের উপর চিবুক রেখে বল্ল, "আমি কমিউনিস্মে আস্থাবান হয়েছি। ষ্টেট্ থেকে দেবে খেতে পর্তে সিনেমা দেখ্তে পরিবার শুদ্ধ সবাইকে। এরই নাম gospel of freedom!"

মার্সেল কখন এসে দরজার ওধার থেকে উঁকি মারছিল। বিভূতির দৃষ্টি এড়াবার জন্য সরে সরে যাচ্ছিল। বিভূতি ওকে হঠাৎ দেখে হাতছানি দিল। "Come in! Come in! (স্বধীকে) কি নাম?"

"মার্সেল্।"

"মার্সেল্স্! মার্সেল্স্! আমি তোমার কাকা। এস! চকোলেট দেব। এস! মার্সেল্স্—"

"মার্সেল্স্" কি আসে? সে যেন ভূমধ্য সাগরকূলে প্রত্যাবর্ত্তন

কবুন। তাকে দরজার আনাচে কানাচে দেখা গেল না। বিভূতির ধারণা ছিল শিশু মহলে ওর অসীম রঞ্জনশক্তি। মার্সেলের উপর বিরক্ত হয়ে সে সুধীকে বল্ল, "ভাল কথা, চাকারবাটী। আপনি ত ডলিকে চেনেন—ডলি মিটারকে।"

"হাঁ, সেদিন আলাপ করে আসা গেল।"

"ডলির বিশ্বাস," বিভূতি ঢোক গিলে বল্ল, "ডলির বিশ্বাস আপনি মানুষ দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ বল্তে পারেন। মেয়েলি কুসংস্কার, তা কি আমি বুঝিনি? তবু কি করি বলুন, ডলির আজ্ঞা, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্তে আসা," আবার ঢোঁক গিলে, "জিজ্ঞাসা করতে আসা আপনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি জানেন, অর্থাৎ—অর্থাৎ—" শেষ কর্তে পার্ল না। কেবল 'অর্থাৎ', 'অর্থাৎ'ই কর্তে থাক্ল।

সুধীর তখন হাতে সময় ছিল না বেশী। সে কি কি বই সঙ্গে নিয়ে যাবে মনে মনে তার একটা তালিকা কর্ছিল। ডলির জিজ্ঞাসায় আশ্চর্য্য হয়ে তালিকার কথা ভুলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুট্ল। বল্ল, "দেখুন, মাথা ব্যথা কর্ছে কি না এই তথ্যটুকু জানাবার জন্য ডাক্তার দাবী করে ফী। আর আমি জানাব তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্জ্ঞেয় তথ্য—আমার বুঝি ফী নেই?"

বিভূতি এ কথা ভাবেনি। বরং ভেবেছিল সুধী বল্বে, "আমি কি জানি! আমাকে জিজ্ঞাসা করা ভুল।" ভেবাচেকা খেয়ে বল্ল, "মাই ঘড্! আপনি তা হলে সত্যিই occultist! আমার মত গরীব ছাত্রের কাছেও কি ফী চার্জ করেন?"

সুধী রগড় দেখ্বার জন্য বল্ল, "কেন? আপনিও কি নিজের ভবিষ্যৎ জান্তে চান?"

বিভূতি সখেদে বল্ল, "কে না চায় বলুন! কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য পপৎকার না পেলে অনর্থক অর্থনাশ তথা মনঃপীড়া।"

"আপনি," সুধী বল্ল, "হলেন আমার বন্ধুলোক। আপনার কথা আলাদা। কিন্তু মিসেস মিটারকে বল্‌বেন ফী না নিয়ে আমি অদৃষ্ট গণনা করিনে।"

বিভূতি বল্ল, "তা ত ঠিকই। সকলে ত আপনার বন্ধুলোক নয়। হোটেল রাসেলে থাকে, কেন দেবে না শুনি? ফী না দেয় গোটা দুই ডিনার ত দিতে পারে!"

"আমি যে নিরামিশাষী!"—সুধী বল্ল।

"নিরামিশাষী! তাই ত! কি আফশোষের বিষয়!" যেন বিভূতির নিজের ডিনার ফস্কে গেল। সে দার্শনিকের মত বল্ল, "যাক্‌। নগদ টাকার অনেক সুবিধে। ইচ্ছা কর্‌লে আপনি রোজ সিনেমা দেখ্‌তে পার্‌বেন। সেটা অবশ্য নির্ভর কর্‌ছে আপনার ফী কত তার উপরে।"

"বেশী নয়," সুধী কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্ল, "প্রত্যেক তথ্যের জন্য তিনি গিনি।"

"তি—ন গিনি!" বিভূতি সহর্ষে বল্ল, "মাই গুড্‌নেস্‌।" (এটা মার্জ্জরীর কাছে শেখা)। "হা—হাআআ।" (এটাও বিলিতী হাসি)। ইচ্ছা কর্‌ছে আপনার পার্ট্‌নার হয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বস্‌তে। রিজেণ্ট্‌ ষ্ট্রীটে দোকান। চাকারবাটী এণ্ড্‌ স্যাগ্‌। ওরিয়েণ্টাল ফর্‌চুন্‌ টেলার্স।"

সুধী বল্ল, "ও যে ক্যাপিটালিস্‌ম্‌।"

বিভূতি বল্ল "বিষে বিষক্ষয়। গরীবকে যারা শোষণ করে সেই সকল বড় লোককে প্রতিশোষণ কর্‌তে হবে। চাকারবাটী এণ্ড স্যাগ্‌।

অদৃষ্ট গণনা করবেন চাকরবাটী। ফী গণনা করে খাতায় তুলবে ক্যাশ্। কোথায় লাগে আই-সি-এস্। রিজেন্ট্ স্ট্রীটের সঙ্গে ড্যাল্‌হৌসী স্কোয়ার !”

সুধীর সাড়া না পেয়ে বিভূতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্ল, “আপনার কোনো ভাবনা নেই, চাকারবাটী। আমি বাড়ী ভাড়া করতে, আস্‌বাব দিয়ে সাজাতে, টেলিফোনের বন্দোবস্ত করতে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে, ব্যাঙ্কে য়্যাকাউণ্ট খুলতে, আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতে—সংক্ষেপে ম্যানেজমেণ্ট্-এর ভার নিতে প্রস্তুত। আপনি কেবল সম্মতি দিলে হয়।”

সুধী উঠে বল্ল, “দেখুন, আমাকে একটা ট্রেন ধরতে হবে। ব্যবসাসংক্রান্ত কথাবার্ত্তার সময় এটা নয়। তা ছাড়া অমন ব্যবসায় আমি করব না। কেন করব না তার কারণ আমি বাস্তবিক দৈবজ্ঞ নই, আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। ক্ষমা করবেন।”

অপদস্থ হয়ে বিভূতি মনে করল তার খুব রাগ করা উচিত। কিন্তু রাগ করা তার পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ। সে স্বভাবত অলস, ভীতু, শান্তিপ্রিয়। শরীরও তার এক তাল জেলির মত থল থল করছে, এতই নরম যে তাত লাগ্‌লেও সে গরম হয় না। তারপর তার মনে পড়্‌ল যে সে এসেছে দুটা পাউণ্ড ধার করতে। রাগ্ করলেও প্রকাশ্ করা সমীচীন নয়। সে হি হি করে একটু হাস্‌ল। বল্ল, “বেশ রসিকতা করলেন যা হোক্। জুন মাসে এপ্রিল ফুল বানিয়ে ছাড়্‌লেন। চল্লেন? কিন্তু আপনার কাছে আমার নিজের একটু কাজ ছিল। যদি গোটা দুই পাউণ্ড ধার দিতে পারেন! আমি এই সাম্‌নের মাসেই—বুঝ্‌লেন?” কথার শেষাংশটুকু তার মুখে আট্‌কে গেল।

চেক্‌বুকখানা পকেট থেকে বের করে সুধী তৎক্ষণাৎ তা প্রার্থনা পূরণ কর্‌ল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিতে গেল মার্সেল ত কাঁদতেই লাগ্‌ল। সুধী যত বলে সাত দিনের মধ্যে ফি আস্‌ব মার্সেল কান্নার স্বরে বলে, "না। যেতে দেব না।" অবশেে এই সর্ত্তে মীমাংসা হল যে সুধী "কাল" ফিরে আস্‌বে ও একটা বড় পুতুল আন্‌বে। সুধী তাকে একবার কোলে নিল ও কোল থেকে নামিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

এদিকে পাউণ্ড দুটা এত অনায়াসে পেয়ে বিভূতির আহ্লাদ হয়েছে। মার্সেল্‌কে দুই হাতে জাপ্‌টে ধরে বল্ল, "মার্সেল্‌স্‌, তুমি কি পেলে খুসী হও, বল। আমি কিনে দেব।"

মার্সেলটা নিতান্ত অরসিকের মত কান্না জুড়ে দেওয়ায় বেচারা বিভূতি এবার এক ঘর মানুষের সাম্‌নে অপদস্থ হল। তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সুজেৎ তার হাত থেকে মার্সেল্‌কে আস্তে ছিনিয়ে নিল ও ফিস্‌ ফিস্‌ করে মিষ্ট ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা কর্‌ল।

সুধী বল্ল, "মঁসিয়ে ও মাদাম দুপোঁ, ম্যাদ্‌মোয়াসেল [illegible]জেৎ, মনঁফাৎ মার্সেল্‌,—Au revoir !"

তারাও সমবেত স্বরে বল্ল, "Au revoir ! Au revoir !"

৪

উজ্জয়িনী যেখানেই থাকুক বিশ্বপিতার স্নেহ তাকে পরম যত্নে রক্ষা কর্‌ছে, তাকে আহারের সময় আহার্য্য ও বিশ্রামের সময় আশ্রয় দিচ্ছে। উজ্জয়িনী ভক্তিমতী, ভক্তের প্রতি দায়িত্ব ভগবানের আপনার। সুধী কেন অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে চিত্তের প্রশান্তি বিপন্ন কর্‌বে ?

তবু তার বুকের উপর পাষাণ চেপে রইল, অহেতুক বেদনার স্থূল গরিষ্ঠ আকার তাকে বিস্মৃতির সুযোগ দিল না। কতই বা উজ্জয়িনীর বয়স, কিই বা তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ধূর্ত্ত শঠদের সহিত কবেই বা তার পূর্ব্ব পরিচয়! সাধুবেশী দুরাত্মার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে হয় প্রাণ নয় মান—হয়ত দুইই—হারিয়ে বস্‌বে। ভগবান ত তাঁর ভক্তদের সংকটে ফেল্‌তে পার্‌লে আর কিছু চান না, বেচারিদের সর্ব্বনাশ হলে তিনি মনে করেন সর্ব্বস্বলাভ হল। এদিকে আমরা তাদের আত্মীয়রা যে তাদের দুর্দ্দশা চোখে দেখ্‌তে পারিনে!

সুধী এতদূর থেকে কি আর কর্‌তে পারে! প্রার্থনা ছাড়া। দেশে গিয়ে অনুসন্ধান কর্‌তে পার্‌ত, কিন্তু অনুসন্ধান কি মহিমচন্দ্র কর্‌ছেন না, মিসেস গুপ্ত কর্‌ছেন না, পুলিশের লোক কর্‌ছে না? অনুসন্ধান ত উজ্জয়িনীর অনীপ্সিত। সে যদি ধরা পড়ে ত খাবে বকুনি ও হবে বন্দিনী—তার আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। বরঞ্চ উজ্জয়িনীকে কিছুকাল অনুসন্ধানের দ্বারা উত্ত্যক্ত না করে ঠেক্‌তে ও ঠক্‌তে দেওয়াই তার পক্ষে কল্যাণকর। দায়ে পড়্‌লে তার মত বুদ্ধিমতী পুলিশের দ্বারস্থ হবে এটা ধরে নিতে পারা যায়।

আপাতত এই বৃহৎ সংসারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটুক, মানুষের নানা মূর্ত্তি সে মূল্য দিয়ে দর্শন করুক, দুঃখ সুখের হিসাব সে স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা নিক্‌। এই বৃহৎ সংসারে একদিন সংসারী হবার জন্য সুধী যখন তাকে প্রবর্ত্তিত কর্‌বে তখন সে অজ্ঞের মত সংসারে প্রবেশ কর্‌বে না, স্বামীর উপেক্ষা বা পিতার মৃত্যু জাতীয় নগণ্য ঘটনা তার সংসার ত্যাগের উপলক্ষ হবে না।

উজ্জয়িনীর চেয়ে বাদলের জন্য আশঙ্কা বেশী। অনবরত মস্তিষ্ক চালনা ও তার আনুষঙ্গিক অনিদ্রা মিলে বাদলের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য

হরণ কর্‌তে পারে। বাদল ছেলেটা একরোখা। তার বাড়াবাড়িতে বাধা দেবার জন্য তার একজন অভিভাবক দরকার। তাকে নিছক সঙ্গ দেবার লোক না থাকলে সে হয়ত পাগল হয়ে যেতে পারে। লণ্ডন সহরে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ ছিল। সেইজন্য সুধীও ছিল তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ওয়াইট দ্বীপ কেমন তা সুধী দেখেনি। কত বড় তাও সুধী জানে না। মফঃস্বলে বাদল মনের মত সঙ্গীও পাবে না মিসেস উইল্‌সের মত মুরুব্বিও পাবেনা—অন্তত সুধীর তাই বোধ হয়।

ভেণ্ট্‌নরে পৌছে সুধীকে বাসার জন্য কিছু বেগ পেতে হল। ভেণ্টনরে তখন লোকারণ্য আর সেও তার গলা-বন্ধ কোট ও হিন্দুস্থানী টুপি ত্যাগ করবে না। নইলে ইংলণ্ডের লোকের যে সূক্ষ্মদৃষ্টি তাতে সে স্বচ্ছন্দেই আমেরিকান কিম্বা ইটালিয়ান বলে জায়গা পেয়ে যেত। যা হোক্ একটি ছোট বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রী তাকে দেখে আমো[illegible] পেলেন কি না তিনিই জানেন কিন্তু চশমার নীচে তার চোখ দু[illegible] থেকে কৌতুক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর গোলগাল মুখখানির উপর চারি[illegible] গেল। তিনি সুধালেন, "ইণ্ডিয়ান?" সুধী বল্ল "হাঁ।" তখ[illegible] তিনি এমন ভাবে হাস্‌লেন যেন তিনি দেখেই চি[illegible]ন।

চা খেয়েই সুধী সমুদ্রকূলে গিয়ে বাদলের জন্য দৃষ্টি পেতে রইল। সমুদ্র সেদিন ভাল করে দেখা হল না। অগণ্য মানুষ। তাদে[illegible] নানা বয়স, নানা বেশ, নানা প্রমোদ। কিন্তু তাদের মধ্যে কই এক[illegible] ক্ষীণকায় ভারতবর্ষীয় তরুণ—রং ভারতীয়দের পক্ষে ফর্‌সা, চোখে [illegible] বড় চাকার মত চশমা, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ বক্র, চলন বেগবান, অঙ্গভঙ্গী[illegible] অন্যমনস্কতার ছাপ? কতকাল বাদলকে দেখেনি, আজ দেখ্‌তে পা[illegible] বলে সুধীর বড় আশা ছিল।

বাসায় ফিরে সে সাপার খেল যে ঘরে সেটার আকারের ক্ষুদ্রত্[illegible]

দরুণ সকলে একটা বড় টেবিলের চারিদিকে বসে থাচ্ছিল, সুধীও তাদের দলে তাদেরই একজন হল। সুধী বলে রেখেছিল যে সে নিরামিষাশী, তাকে রুটি মাখন সিদ্ধ আলু কাঁচা টুমাটো পুডিং ফল ও দুধ দিলেই তারপক্ষে যথেষ্ট হবে। টেবিলে যখন এই সব জিনিষ রাখা হল ও সুধী একে একে এই সব খেতে লাগ্‌ল তখন একটি মহিলা অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার মাঝখানে হঠাৎ সুধীকে জিজ্ঞাসা করে বস্‌লেন, "আপনাকে ষ্টেক্‌ দিতে ভুলে গেছে—য়্যাঁ!"

সুধীর হয়ে মিসেস ডাড্‌লী (কর্ত্রী) উত্তর দিলেন, "উনি নিরামিষাশী।"

মুহূর্ত্তকাল সকলে নির্ব্বাক। তারপর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠ্‌লেন, "আমি জানি, আমি জানি।"

তিনি যে কি জানেন তাই জান্‌বার জন্য অনেক জোড়া চোখ এক সঙ্গে তাঁর মুখের অভিমুখবর্ত্তী হল।

তিনি বল্লেন, "আপনি একজন বৌদ্ধ লামা।"

সে যে কি অপূর্ব্ব বস্তু তাই অনুমান করে সকলে চমকে উঠে সুধীকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগলেন।

সুধী বল্লে, "বৌদ্ধ লামা নই, আমি একজন একজন ভারতীয় ছাত্র। নিরামিষ আহার ইংরেজরাও কেউ কেউ পছন্দ করে থাকেন।"

তাই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চল্ল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমিষ খেতে খেতে বল্লেন, "আমি জানি, আমি জানি।" ক্রমশ সুধীর উপর থেকে কৌতুহল দৃষ্টি অপসারিত হল ও বিষয়টারও পবিবর্ত্তন হল। কেবল মিস্‌ মার্শ বলে একটি অবিগত যৌবনা মহিলা সুধীকে আপ্যায়ন কর্‌তে লাগ্‌লেন। "আপনাকে আরো কিছু দুধ দিতে বল্‌ব কি? আপনি কি চীস্‌ও খান না?"

সুধী বল্ল, "না, ধন্যবাদ। বাছুরকে মেরে তার পাকস্থলী থেকে রেনেট তুলে নিয়ে তার সাহায্যে দুধ থেকে হয় দধি (Curds) এবং দধি থেকে চীস্। বাছুরের মাংস যখন খাইনে তখন চীস্ খাওয়া কি যুক্তি সঙ্গত হবে?"

"কিন্তু," মিস্ মার্শ্ বল্লেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, সব চীস্ ত ঐ উপায়ে হয় না। ক্রীম চীস্ খেতে আপত্তি কি?"

"আপত্তি" সুধী হেসে উত্তর দিল, "এই যে, ও জিনিষ আপনি নিজে তৈরি না কর্‌লে আমি খাব না, এবং আপনি নিজে—কিম্বা মিসেস ডাড্‌লী, আপনার বোন—কেন কষ্ট করে তৈরি কর্‌বেন?"

"না, না, কষ্ট কিসের", মিস্ মার্শ তাঁর স্বর্ণখচিত দন্তপংক্তি বিকশিত কর্‌লেন, "কষ্ট কিসের? আমি কালই তৈরি করে পরশু আপনাকে দেব।"

সুধী এই অহেতুক অনুকম্পার হেতু না পেয়ে ঠাওরাল তাকে এই বোর্ডিং হাউসে দীর্ঘস্থায়ী কর্‌বার জন্য এটা একটা কৌশল। ধন্যবাদ জানিয়ে বল্ল, "দেখা যাক্ কয় দিন এই সহরে থাক্‌তে হয়।"

"কেন?" সবিস্ময়ে মিস্ মার্শ প্রশ্ন কর্‌লেন, "এই সহর কি আপনার মনে ধর্‌ছে না? আচ্ছা, আমি আপনাকে দ্রষ্টব্য স্থান গুলি নিজে দেখিয়ে দেব। বছরে এত সূর্য্যালোক ইংলণ্ডের অন্য কোনো সহর পায় না। আর এমন ধাপে ধাপে সমুদ্র থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে কোন সহর?"

৫

যদিও বাদলের মত অনিদ্রারোগীকে ভোর বেলা সাগরতীরে

পদচারণ কর্‌তে দেখা সম্ভবপরতার অতীত তবু সুধী জীবনে একবার জুয়া খেল্‌বে ভাব্‌ল—কে জানে হয়ত বাদলের অনিদ্রা সেরে গেছে ও সে প্রাতর্ভ্রমণে অভ্যস্ত হয়েছে।

Esplanadeএ তখন লোক সমাগম হয়নি। কেবল তারই বয়সের কতিপয় যুবক যুবতী স্নানের আয়োজন কর্‌ছে। বালুর উপরে সারি সারি কাঠের তাঁবু। আকৃতিতে তাঁবুর মত নয়, কিন্তু তাঁবুর কাজ করে। সেইখানে স্নানার্থী ও স্নানোত্থিতরা কাপড় ছাড়ে ও পরে।

ভগবান সূর্য্যদেব তখনো উদয় হননি, কিন্তু উত্তর দেশের উপর গ্রীষ্মকালে তাঁর অপার করুণা। উদয়গোধূলি ও অস্তগোধূলি দুই সমান সুদীর্ঘ। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ ও অসমর্থরা ঠেলাগাড়ীতে চড়ে উপস্থিত হলেন, গৃহিণীরা বেঞ্চিতে বসে খোসগল্পে মসগুল হলেন। অবিবাহিতারা কুকুরকে শিকলে বেঁধে হাওয়া খাওয়াতে এনে কখনো তার সঙ্গে ধাবমান হলেন, কখনো তাকে যতই টানেন বাবাজি একেবারে অটল। ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল, নানা বয়সের লোক সেখানে ভিড় করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। ততক্ষণে সূর্য্য উঠেছেন, কিন্তু প্রহরকালপূর্ব্বে স্নান কর্‌তে যারা নেমেছে তারা আর উঠ্‌বার নাম কর্‌ছে না, তাদের জলকেলি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চল্‌বে। যারা শ্রান্ত হচ্ছে তাদের কেউ কেউ সৈকতের উপর শয়ান হয়ে রৌদ্র পোহাচ্ছে, কেউ কেউ বর্ণাঢ্য বৃহৎ ছত্রের নীচে ঢালা কেদারায় শুয়ে নভেল পড়্‌ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালুকা দুর্গ নির্ম্মাণ কর্‌তে ব্যাপৃত। ছোট ছোট বাল্‌তিতে করে তারা সমুদ্রের জল সেঁচ্‌তে লেগেছে, তাদের অধ্যবসায় লক্ষ করে ঢেউরাও পা টিপে টিপে পিছু হট্‌ছে।

কোথায় বাদল? কোথাও নেই। তবে তার অনিদ্রা রোগ এখনো প্রবলভাবে আছে, বোধ হয় প্রবলতর হয়েছে।

সুধী বাসায় ফিরল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য। সেই ঘর, সেই টেবিল, সেই সব ব্যক্তি—কে একজন গরহাজির। মিস্ মার্শ তেমনি আপ্যায়নের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সকালটা কাটালেন? Esplanadeএ? সমবয়সী বন্ধুর অভাবে আপনার স্নান করা হল না, বড় পরিতাপের বিষয়।"—যেন পরিতাপটা তাঁর নিজের।

সুধী বল্ল, "সমবয়সী বন্ধুটিকে খুঁজ্‌তেই ত এখানে আসা। সে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে কে বল্‌তে পারে?"

মিস্ মার্শ্ বুঝ্‌তে পারলেন না। তবু বুঝবার ভাণ করে বল্লেন, "ওঃ!" সুধীর খাওয়া তদ্বির করে শেষের দিকে বল্লেন, "সহর ঘুরে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন ত আমি আপনার সঙ্গে আস্‌তে প্রস্তুত।"

"ধন্যবাদ, মিস্ মার্শ," সুধী বিনীত ভাবে বল্ল "আজ থাক্।"

আবার সেইখানে গিয়ে বাদলের প্রতীক্ষায় সূর্য্যাস্ত, অস্তগোধূলি ও সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হল। কত লোক ভাগ্য পরীক্ষা করল, কত লোক নাগরদোলায় চাপ্‌ল, Pierএর প্রান্তে গিয়ে জুয়াখেলার নির্দ্দোষ নামান্তর নিয়ে কত লোক মাতোয়ারা হল, নৌকাবিহার করল কত লোক, কিন্তু কোনো দলে বাদল নেই। কত লোক এল, গেল, পায়চারি করল, আপনাকে ছাড়া অন্য সকলকে পর্য্যবেক্ষণ করল, দিনটির সম্বন্ধে মন্তব্য করল, "চমৎকার!" কিন্তু তাদের মধ্যে বাদল নেই। দুটি ভারতীয় সুধীকে দেখে চোরের মত চুপি চুপি অপসৃত হল, স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিশ্‌লে পাছে বিলেতের লোক

ভাবে "বিদেশী" তাই অধিকাংশ ভারতীয়ের এই চৌর্য মানসিকতা। যাক্, তাদের একজন বাদল নয়। বাদল তা হলে গেল কোথায়? ভেন্ট্নরে নেই?

সেদিন রাত্রে সুধীকে সকলে চির পরিচিতের মত গণ্য করলেন ও তার সঙ্গে কথা কইলেন সরস ভাবে। "মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর দেশে গেলে আমাকে দেখ্ছি অনাহারে মর্তে হবে," বল্লেন স্থূলকায়া মিস্ কন্ডরসেট্। ইনি একজন অবসর প্রাপ্ত অভিনেত্রী, স্পেন-দেশে এঁর অভিনয়কৃতিত্বের কাহিনী একা সুধীই ইতিমধ্যে দুবার শুনেছে। এঁর গর্ভধারিণী এখনো জীবিত আছেন, এই ঘরেই উপস্থিত। তাঁর শীর্ণ শুষ্ক শরীর থেকে কথা বেরিয়ে আসে যেন গ্রামোফোনের চোঙ্-এর ভিতর থেকে। যেন তাঁর ভিতর দিয়ে আর কেউ কথা বল্ছে। তিনি বল্লেন, "ওদেশে যে মানুষ বাঁচে তা মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে না দেখ্লে আমি বিশ্বাস কর্তুম না।" তাঁর মুখ নড়্তে লাগ্ল কথা বলার ঝুঁকিতে।

য়াণ্ড্রুস্ ও অন্য একটি যুবক—তার ডাক নাম লংফেলো—দুই বন্ধু বার্মিংহাম থেকে এসেছে। তাদের দুজনের দুই বন্ধুনীকে তারা আজ চা খেতে ডেকেছিল, সুধী তখন ছিল না। মিস্ ডাড্লী তাদের সঙ্গে রসিকতা কর্ছিলেন এই নিয়ে। য়্যাণ্ড্রুস্ ছেলেটির মুখখানা ঘোড়ার মত। সে বড় লাজুক অথচ সরল। আর লংফেলোর মনের তল পাওয়া ভার। সে সাধুও হতে পারে শয়তানও হতে পারে। প্রত্যেক বছর এরা এই সহরে আসে ও মিসেস্ ডাড্লীর বোর্ডিং হাউসে ওঠে। কুটুম্বের মত ব্যবহার পায়। মিসেস ডাড্লীর পলিসী—"একবার যে এখানে উঠেছে প্রত্যেকবার সে এইখানেই উঠ্বে।"

য়্যাণ্ড্রুস্ বল্ল, "ভারতবর্ষে আমার যেতে ইচ্ছা করে, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। কাজ পেলেই যাই। অষ্ট্রেলিয়ায় পোষাল না; ট্রেনে করে যেতে আস্‌তে দিনের পর দিন কেটে যেত।"

"ভারতবর্ষেও" সুধী বল্ল, "ট্রেনে করে বেড়াতে বিস্তর সময় লাগে। ওদেশ ইংলণ্ডের মত ঘননিবিষ্ট নয়।"

মিস্ মার্শ চুপ করে শুন্‌ছিলেন [illegible] মনে। তাঁর দিকে তাকালে সুধী দেখ্‌তে পেত যে তাঁর [illegible]খে জল টলটল কর্‌ছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে যোগদান [illegible]ছিলেন না, যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক।

৬

পরদিনও বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু সন্ধানার্থীকে ভেণ্ট্‌নরের সকলেই লক্ষ করল। দু[illegible]রটি মানুষ তাকে এমনি গুড্ মর্ণিং জানিয়ে গেল। কেউ কেউ [illegible]াহস করে আবহাওয়া সম্বন্ধে তার অভিমত শুন্‌বার জন্য [illegible]রূপ আগ্রহ ব্যক্ত কর্‌ল তাতে সুধীর সন্দেহ হল তাদের যথা[illegible] জিজ্ঞাসা সুধী ইংরেজী বল্‌তে পারে কি না। সন্ধ্যার মুখে একটি মানুষ সুধীর সঙ্গ [illegible] সত্যি সত্যি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেল্ল। সুধী ভাল করে লোকটির মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিল না। লোকটির নাম অবশ্য সুধীর অজ্ঞাত। বয়স অনুমান ৩৫ বছর হবে।

"আপনাকে", লোকটি সুরু কর্‌ল, "এ দেশের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছে না। বোধ করি পর্য্যটনে বেরিয়েছেন।"

"কতকটা," সুধী দ্বিধাভরে বল্ল, "তাই বটে।"

"আশা করি", লোকটী সুধীকে ছাড়্বার লক্ষণমাত্র না দেখিয়ে বল্ল, "ভেণ্ট্নর আপনার মত বহুদর্শী পর্য্যটকের অপছন্দ হবে না, কিন্তু আমি," লোকটি কতকটা আত্মস্থ ভাবে বল্ল, "চিরকাল একস্থানে থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েছি।"

সুধীর কাছে সমবেদনার আশায় বলে যেতে লাগ্ল, "প্রতি বছর সহস্র সহস্র দর্শক দেশের নানা অঞ্চল থেকে আসেন; বিদেশী পর্য্যটকও প্রায়শ দেখ্তে পাই। কিন্তু আমার কোথাও যাবার যো নেই।"

"কেন? ছুটীর অভাব?"

"ছুটী ত আমাদের বছরে ছয় মাস। শীত পড়্লে কে এখানে হাওয়া খেতে আস্‌বে বলুন? হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, বড় বড় দোকানগুলোতে বিকিকিনি অনেক কমে যাবে, ছোট ছোট দোকান কতক উঠে যাবে, কতক আমাদের মত লোকের জন্য টিঁকে থাক্‌বে, এই অহোরাত্র উৎসব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হবে। গ্রীষ্মকাল সম্বৎসরের জীবনোপায় সংগ্রহ করে নিয়ে শীতকালটা আমাদের ছুটী। অবশ্য তখন কেউ যে আসেন না কেমন করে বলি? আর কাজ যে একেবারেই কর্‌তে হয় না তাও নয়।" লোকটি একটু থেমে বল্ল, "তবু আমি এক স্থানেই আবদ্ধ। হায়! শৈশবে কি নিশ্চিন্ত ছিলুম! বাল্যকালে কোনো দায়িত্ব ছিল না। আপনাকে দেখ্তে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির মত। আপনিই বলুন মানুষের বয়সের সঙ্গে ভার কেন বাড়ে?"

সুধী বিস্মিত হল, কিন্তু বিচলিত হল না। বল্ল, "ভার নিলেই বাড়ে। গোড়াতে ভার বলে মনে হয় না, তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অনুভব কর্‌তে থাকি। গোড়াতে যে মজুরি কবুল করেছিলুম ক্রমে সে মজুরিতে পোষায় না।"

"মজুরি!" লোকটি বল্ল, "মজুরিতে কাজ নেই, ভারটি নামাতে পারলেই আমার প্রাণ থাকে। কিন্তু প্রাণান্তের পূর্ব্বে সে কি নামবে!"

সুধী বল্ল, "সংসারের সঙ্গে চুক্তি ত এক তরফা নয় যে আপনার অসুবিধার দোহাই সংসার শুনবে। যে পর্য্যন্ত সংসারের অসুবিধা হচ্ছে না সে পর্য্যন্ত সংসার বধির।"

"হা ভগবান!" বলে লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তারপর সুধীকে ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানিয়ে সুধীর সঙ্গত্যাগ করল।

মিস্ মার্শ্ আহ্লাদ সম্বরণ করতে পারছিলেন না। বল্লেন, "আন্দাজ করুন আপনাকে কি খেতে দেওয়া হবে।"

সুধী বল্ল, "তাই ত। এ এক নতুন crossword puzzle! যদি বলি, asparagus ?"

"হল না।"

"যদি বলি artichoke ?"

"হল না।"

"বার বার তিন বার। যদি বলি cream cheese ?"

"হয়েছে।"

"বাঁচা গেল।" সুধী সকৌতুকে বল্ল, "এখন বরাতে সইলে হয়।"

সে রাত্রেও পূর্ব্বরাত্রের মত আলাপ আলোচনা চল্ল। নতুন একজনকে দেখা গেল, তিনি থিয়েটারের লোক, লণ্ডনের একটি দল এখানে কিছুদিনের জন্য আসছে, তিনি তাদের অগ্রদূত। বিজ্ঞাপন দেওয়া, ষ্টেজ ভাড়া করা ইত্যাদি তাঁর কাজ। বল্লেন, "দেখুন মশাই এখানকার মেয়েগুলার আস্পর্দ্ধা! এক রত্তি মেয়ে

(a slip of a girl), তাকে বল্লুম, দাও ত বাছা এই লেখাটা রোনিও (Roneo) করে।' সে জবাব দিল, 'রোনিও কাকে বলে?' তাজ্জব কাণ্ড! আমি প্রায় ক্ষেপে গেছ্লুম, মশাই। সে রোনিও কাকে বলে জানে না বলে আমার কাজের বিলম্ব সহ্য করা যায় না। সেই টাইপ রাইটিং এজেন্সীর কর্ত্রীকে যেই এ কথা শুনিয়ে দেওয়া অমনি খুকীর মুখভাবটা যদি দেখ্তেন!"

ভদ্রলোক খাবার সাম্নে পেয়ে কারুর দিকে তাকালেন না, কারুর আরম্ভের অপেক্ষা রাখ্লেন না, প্রচণ্ড বুভুক্ষা প্রকাণ্ড গ্রাসে নিবারণ করতে লেগে গেলেন। কাজের ধাঁধা নিয়ে জ্বালাতন, সর্ব্বদা দিক্ হয়ে আছেন। মিসেস ডাড্লী বল্লেন, "মিষ্টার ক্যাম্বেলকে কিন্তু আগে থেকে বলে রাখ্ছি, প্রথম রজনীতে আমরা দল বেঁধে যাব, সস্তায় টিকিট না দিলে চল্বে না।"

মিষ্টার ক্যামবেল হাস্লেন, হো হো হো হো হো। ছুরি দিয়ে মাছটাকে কেটে কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে মুখে তুল্বার আগে মুখটা উঁচু করে বল্লেন, "আস্ছে হ্যারিস্, তাকে ও কথা বল্বেন। আমি সামান্য মানুষ।"

কি কি পালা আস্ছে, কে কে নাম্ছে, ইত্যাদি গল্পগুজবে ঘর জমজমাট হয়ে উঠ্ল। মিস্ মার্শ তথাচ সুধীর পার্শ্বে বসে ফিস ফিস করে বল্লেন, "ডাকঘরে আপনার ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, একখানা চিঠি এসে Poste Restante এ গচ্ছিত ছিল।"

সুধী বল্ল, "এরি মধ্যে! কারুর লেখ্বার কথা ছিল না ত?" ভাব্ল, কে জানে হয়ত বাদলই কি মনে করে লিখেছে। কিম্বা উজ্জয়িনীর চিঠি অনেক পাড়া ঘুরে টেম্পারটন্ ড্রাইভে পৌঁছেছিল, সুজেৎ ঠিকানা বদলে দিয়েছে।

মিস্ মার্শের যেন নিজের কিছু বলার ছিল। সুধীকে অন্যমনস্ক দেখে তিনি ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। তিনি তখন ঘরের সাধারণ কথোপকথনে কর্ণপাত করলেন।

৭

কার চিঠি?

"অনামিকার।"

কে এই অনামিকা? সুধী চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ঠিকানা কার কাছে বা কোথায় পেলুম বলব না। আশা করি ও ঠিকানায় আপনি নেই ও এ চিঠি আপনার হস্তগত হবে না। তবু যদি হয় তবে পড়বেন না, ছিঁড়ে ফেলবেন। এই আমার প্রার্থনা। আমি জানি আমার হাতের লেখা আপনার পরিচিত নয়, কিন্তু আপনার দৃষ্টিকে ভয় করি। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আমার মন এর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে, আপনি হয়ত তাকে দৃষ্টিমাত্র চিন্‌তে পারবেন।

আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে ক্ষমাভিক্ষা করি। ইতি।

নিবেদিকা

অনামিকা

কোন পোষ্ট অফিসের মোহর তা স্পষ্ট পড়া গেল না। ডাকটিকিট থেকে বোঝা গেল চিঠিখানা ইংলণ্ডেরই।

চিঠিখানার লেখিকা কে হতে পারে? কৌশাম্বী। ছি ছি।

কৌশাম্বী বিবাহিতা নারী—পর স্ত্রী। সে কি মনে করে সুধীকে এমন চিঠি লিখ্‌বে? এ চিঠি যে লিখেছে সে আত্মনিগ্রহের বহু চেষ্টায় বিফল হয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে স্বস্তিবোধ করেছে। লিখ্‌বার সময় তার বক্ষ স্ফীত কুঞ্চিত হচ্ছিল, নিষিদ্ধ পুলকে নরম শিহরিত হচ্ছিল তার তনু। কে সে? কৌশাম্বী কদাচ নয়।

অশোকা? না, না। অশোকার পিতা হাইকোর্টের জজ। কত অভিজাত যুবক তার পাণিপ্রার্থী। কত সুপাত্রের সঙ্গে তার প্রাক্তন পরিচয়। সুধী ত তার একটি সন্ধ্যার আকস্মিক ক্রীড়া সহচর। সুধীর প্রতি তার অনুরাগ কি সম্ভবপর? যদি সম্ভবপর বলে ধরে নেওয়া যায় তবু কি ওর পরিণাম? সুধীর জীবনে স্ত্রীরূপিণী নারীর স্থান ছিল স্বপ্নের পূর্ব্বে—দিন সাতেক আগে। তখন তার কল্পনা ছিল—স্বদেশে ফিরে পল্লীতে বাস কর্‌বে সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোকের মত। পৈত্রিক বিষয় আশয় দেখাশুনা কর্‌বে, দৃশ্যত স্বার্থপর হবে, পাকা হিসাবী লোক। তার বিষয় বুদ্ধির উপর যখন প্রতিবেশী চাষা কলু তাঁতী কামার মিস্ত্রী প্রভৃতির আস্থা জন্মাবে তখন তারা তার কাছে পরামর্শের জন্য আস্‌বে, তাকে সালিশ মান্‌বে, তার অনুকরণে ভাল বীজ ভাল সার ভাল লাঙ্গল ভাল গোরু দিয়ে চাষ কর্‌বে, চরকায় সূতা কেটে সেই সূতায় কাপড় বুনিয়ে পর্‌বে, থাক্‌বে পরিচ্ছন্ন ঘরে, খাবে পুষ্টিকর খাদ্য, দল বেঁধে গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান কর্‌বে, সমিতি করে গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্য বেশী দরে দালালকে বিক্রী কর্‌বে, চাঁদা করে শিক্ষক আনিয়ে গ্রামের বেকারদের নতুন ব্যবসা শেখাবে, ব্যবসার উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষে দেনা কর্‌বে না কারুর কাছে, জমিদারের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে দাঁড়াবে।

এই কল্পনার সঙ্গে দাম্পত্যের অসঙ্গতি ত ছিলই না, পরন্তু দাম্পত্য ছিল এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। একটি সুলক্ষণা পল্লীকন্যাকে গৃহিণী করে সাধারণের অনুকরণীয় গৃহধর্ম্ম অনুষ্ঠান করতে হবে, পারিবারিক দায়িত্ব স্বীকার করে তাকে সুসম্পন্ন করতে হবে, পীড়িত সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগকাতর ও অতিথি কুটম্বকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। এর জন্য সুধী প্রস্তুত ছিল।

গ্রামবৃদ্ধের চেয়েও বয়সে বড় বট অশ্বত্থ তাকে বোঝাবে যে এই পৃথিবীর বয়সের পরিসীমা নেই। অথচ বছরে বছরে বীজ পরিণত হবে গাছে, গাছ ভরে যাবে শস্যে, মাটিতে গজাবে ঘাস, ঘাসের ফুলে মাঠের আঁচল জমকাল দেখাবে। প্রতি বছর পৃথিবীকে মনে হবে নবীনা। পৃথিবীর মত নারীও হবে ঋতুমতী, গর্ভিণী, জননী। শিশুর আধান, জন্ম ও বৃদ্ধি সুধীকে সেই রহস্যের বার্ত্তা দেবে যে রহস্য আদিম মানব হতে অন্তিম মানব পর্য্যন্ত—আদিম প্রাণী হতে অন্তিম প্রাণী পর্য্যন্ত—অমোঘভাবে সক্রিয়, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে নেই, দর্শনে নেই, ধর্ম্মতত্ত্বে নেই, যা পৃথিবীর নবীনত্বের মত উপলব্ধি সাপেক্ষ।

একটি স্বপ্ন সমস্ত উলটপালট করে দিল, সুধীর কল্পরাজ্যে বিপ্লব ঘটাল। সুধীর জীবনে গার্হস্থ্যের অবকাশ রইল না। গৃহস্থ যেন বনস্পতি, মৃত্তিকাকে সে শতপাকে জড়ায়, কেবল শিকড় দিয়ে নয়, ঝুরি দিয়ে। প্রবলভাবে রস টেনে নিচ্ছে, ফাঁদ পেতে আলো ধরে রাখছে, পরিশেষে অঞ্জলিভরে ফল নিবেদন করছে। অভ্যাগতকে আশ্রয় ও শ্রান্তকে ছায়া দান করছে। নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত দৃষ্টি যার সাধ্য তাকে হতে হবে তৃণশীর্ষে শিশিরবিন্দু সদৃশ। দাম্পত্য তার পক্ষে অর্থহীন ও অশুভ, তার পত্নীর পক্ষে বিড়ম্বনা। এখন ভারতবর্ষে ফিরে সে হয়ত একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপকতা করবে—পুরাকালের

সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করে ভারতের বহমান সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সাগর-সঙ্গমে উত্তীর্ণ করে দেবে। অথবা হয়ত সে সত্য সত্যই নিষ্কর্ম্মা হবে, হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানাসনে বস্‌বে।

সার কথা, তার ভবিষ্যতের সঙ্গে অশোকার কিম্বা অপর কোনো স্ত্রীরূপিণী নারীর ভবিষ্যৎ থাপ থাবে না, অনামিকার চিঠির উত্তরে এইটে তার বক্তব্য। কিন্তু কেই বা উত্তর প্রত্যাশা কর্‌ছে? লেখিকা ত নাম ঠিকানা দেননি।

৮

মিষ্টার ক্যাম্বেল প্রস্তাব কর্‌লেন, "চলুন, আমার সঙ্গে Shanklin ঘুরে আস্‌বেন, যদি অন্যত্র কাজ না থাকে।"

স্থধী রাজি হল। এমন হতেও পারে যে বাদল সেইখানকার চিঠি এখানে ডাকে দিয়েছিল। কিম্বা এখান থেকে সেইখানে উঠে গেছে। চল্ল স্থধী মিষ্টার ক্যাম্বেলের সাথী হয়ে। সেই গরমেও তাঁর গায়ে রেন্‌কোট্, মাথায় বোলার হ্যাট, হাতে ছাতা। তাঁর কয়েকটা দাঁত বাঁধান, গাল বসা, গড়ন রোগা, উচ্চতা পাঁচ ফুট, বয়স প্রায় চল্লিশ। লোকটি রসিক, কিন্তু তার রসিকতার মর্ম্ম বোঝা কঠিন। স্থধী ক্যাম্বেলক হাস্‌তে দেখে হাসির ভাণ কর্‌ল। বহুবার 'আই বেগ্ ইওর পার্ডন' বলেও যখন ক্যাম্বেলের কণ্ঠস্বরে ও উচ্চারণে স্পষ্টতা লক্ষ কর্‌ল না তখন আর করে কি, নির্ব্বিচারে 'ইয়েস্' 'নো' বলে কাম্বেলকে তার ইংরাজিজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুল্ল। মানুষ সঙ্গে থাক্‌লে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোনিবেশ করা যায় না, তবু স্থধী চুরি করে করে পথের এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। পথ সমুদ্রের পাড় ধরে।

কিন্তু জায়গায় জায়গায় বেড়া দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাতে কেউ বেশী না ঘেঁষে তার প্রতিবিধান করা হয়েছে—ওরূপ জায়গায় পাড় ধ্বসে পড়ায় মানুষ ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে জলসাৎ হয় বলে এই সতর্কতা।

মিষ্টার ক্যাম্বেল নিজের কানে অন্য মানুষের কথা শোনেন না। কেবল অন্য মানুষের 'হাঁ', 'না' ও হাসি এই নিয়মের নিপাতন। তার থেকে উনি প্রমাণ পান্ যে অন্যে তাঁর কথা প্রণিধান কর্‌ছে। শ্যাঙ্কলিনে পৌছে তিনি ঘণ্টাখানেকের জন্য সুধীকে ছুটী দিলেন। বল্লেন, "আমি ততক্ষণ ব্যবসা সেরে নিই, আপনিও এখানকার প্রসিদ্ধ Chine পরিদর্শন করুন।"

সুধী সেই প্রসিদ্ধ 'Chine'এর চমৎকারিত্ব আরোপ করে ইংরাজ জাতির সম্মান রক্ষা কর্‌ল। সমুদ্রের পাড় ইংলণ্ডের পক্ষে পার্ব্বত্য, তার একাংশে একটি সংকীর্ণ গভীর কন্দর সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। সুধীও ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে ওর দৌড় কতদূর তার হিসাব নিল। তারপর একটি পর্ণকুটীর দেখে বাস্তবিক চমৎকৃত হল—সুন্দর বলে নয়, বিংশ শতব্দীর দ্বিতীয় পাদে ও জিনিষ এখনো লুপ্ত হয়নি বলে। অবশেষে সমুদ্রের ধারে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে ইংরাজের অনুকরণে ভগবানকে 'ধন্যবাদ' দিল, মনে মনে বল্ল, "এ জিনিষ কোনো দিন লুপ্ত হবে না।"

ক্যাম্বেলের সঙ্গে আবার যখন দেখা হল তখন তিনি বল্লেন, "হাঁ করে কি অত দেখ্‌ছেন? Bathing Beauty?"

সুধী বল্ল, "ওঁরা আমার মত মানুষের জন্য নন্।"

ক্যাম্বেল বল্লেন, "আমি ভুলে গেছ্‌লুম যে আপনি জাতিভেদের দেশ থেকে এসেছেন। হো হো। আচ্ছা, জাতিভেদের উদ্দেশ্য কি? কেন আপনারা অমন সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী?"

"আমাদের দেশ," সুধী সপ্রতিভভাবে বল্ল, "এত বিরাট যে ওকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সসাগরা পৃথিবী বলে জান্‌তেন। এখনো আপনার স্বদেশবাসীরা ওকে উপ-মহাদেশ বলে বর্ণনা করেন। এরই সমপরিমাণ ভূখণ্ডে—অর্থাৎ ইউরোপে—কতগুলি নেশন! ইউরোপ সৃষ্টি করেছেন নেশন, ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছেন জাত। আপনার নেকটাই ছক্ কাটা, আমার নেকটাই ফোঁটা ছিটান।"

"বেশ বলেছেন।" ক্যাম্বেল খুসী হয়ে বল্লেন, "বাঘের আছে ডোরা ডোরা দাগ, চিতার আছে চাকা চাকা দাগ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আসুন আমরা কিছু আহার করি।"

খেতে খেতে ক্যাম্বেল জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ওয়াইট দ্বীপ কেমন লাগ্‌ছে?"

"কেমন লাগ্‌ছে?" সুধী বল্ল, "সমস্ত দ্বীপটা এখনো দেখিনি, যতটুকু দেখ্‌ছি তার থেকে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে ভগবানের দ্বীপসৃষ্টির সার্থকতা ব্যর্থ হয়েছে। সেই রেল, সেই মোটর, পথের ধারে সেইসব পেট্রল-পাম্প্, পথের মোড়ে সেইসব গারাজ, একই আকারের এক শ' ধনীভোগ্য villa এবং এক হাজার দরিদ্রযোগ্য tenement house, শব্দে গন্ধে বর্ণে লণ্ডনের থেকে এমন কি তফাৎ? কেবল ঘরে ঘরে পরিশ্রান্ত পথিককে চা খাওয়াবার প্রথা — ঘরে ঘরে "TEAS" লেখা সাইনবোর্ড দেখে অনুমান হয় — আতিথেয়তার সার্ব্বত্রিকতা সূচনা কর্‌ছে।"

ক্যাম্বেল খাবার মুখে পুরেছেন, হাস্‌তে পারেন না, তাই টবিলের উপর কাঁটা ঠন্ ঠন্ করে সুধীর শেষ মন্তব্যের তারিফ কর্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে বল্লেন, "ঠিক্ বলেছেন। তবে শুধু এই

দ্বীপে কেন, ইংলণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলে এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষ করবেন। আপনি বোধকরি লণ্ডনেই থাকেন?"

সুধী বল্ল, "হাঁ, প্রায় দশ এগার মাস আছি।"

"আমিও লণ্ডনে থাকি। আপতত মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরতে হবে, অক্টোবরের আগে ফিরব না। আশা করি তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

"যদি তত দিন না থাকি।"

"সে কি! আপনি ইতিমধ্যেই চলে যাবেন? এ দেশটার সব জায়গা লণ্ডনের নামান্তর নয়। কোথাও পাহাড়, কোথাও হ্রদ, কোথাও উপত্যকা, কোথাও দুর্গ, কোথাও উদ্যান, কোথাও বন। কতরকম পশু পাখী, মানুষেরও ধরণ বিচিত্র।"

"অমন করে দেখ্‌তে চাইলে পৃথিবীর কোনো দেশই দেখ্‌বার উপযুক্ত আয়ু নেই কোনো মানুষের। ভারতবর্ষের আমি কিই বা দেখেছি। অথচ ওদেশের বৈচিত্র্যের তালিকা হয় না। না, মিষ্টার ক্যাম্বেল, আমি টুরিষ্ট নই। আমি দূরত্বের দূরবীণ সংযোগে ভারতবর্ষকেই দেখ্‌বার জন্য এসেছিলুম, ইংলণ্ডে না এসে ফিজিদ্বীপে গিয়ে থাকলেও আমার কাজ হত। [illegible] ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এমন যে আমরা বিদেশ বল্‌তে সচরাচর ইংলণ্ডকেই বুঝি, আমাদের ভাষায় ইংলণ্ডের প্রতিশব্দ বিলাত।"

মিষ্টার ক্যাম্বেল ক্ষুণ্ণ হলেন।

সুধী যখন বাসায় ফিরল মিস্ মার্শ তাকে দেখে তার দিকে ছুটে

এলেন। "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী", তিনি সোদ্বেগে বল্লেন, "আপনার জন্য দুপুরে কি আনিয়ে রেখেছিলুম যদি জান্‌তেন!"

"জান্‌তুম বৈ কি। Sea gullএর ডিম।"

"যাঃ! ডিম বুঝি আপনি খান!"

"তবে কি? আস্ত sea gull?"

"দূর! Sea gull বুঝি কেউ খায়!"

"তবে অজ্ঞতা স্বীকার কর্‌ছি।"

মিস্ মার্শ সোল্লাসে বল্লেন, "Asparagus!"

সুধী অবাক্ হয়ে শুধু বল্ল, "ধন্য!"

তিনটা দিন চলে গেল বাদলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হচ্ছে! চারদিন পরে সুধীর লণ্ডনে ফের্‌বার কথা। ভেবেছিল বাদলের সঙ্গে সাধ মিটিয়ে বাক্যালাপ কর্‌বে অন্তত ছয়দিন। বাদলের চিন্তিত বিষয়ের একে একে হিসাব নিকাশ হবে, তারপর সুধীর অনুভূত বিষয়ের।

চায়ের পর সুধী মিস্ মার্শের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে ভেণ্ট্‌নর ঘুরে বেড়াল। ভেণ্ট্‌নর পশ্চাদ্‌ভূমি তার মনে ধর্‌ল। নির্জ্জন, পার্ব্বত্য, তরুলতায় শ্যামল, বিহঙ্গরবমুখর। মিস্ মার্শ তাকে কি যেন বল্‌তে প্রয়াস পেলেন, কিন্তু সে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বনভূমির প্রসংসা কর্‌ল। পরে যখন তার খেয়াল হল যে তাঁর বক্তব্যে বাদী হয়েছে তখন সে লজ্জিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ল। কিন্তু তার চেয়েও লজ্জিত বলে বোধ হল মিস্ মার্শকে। সুধীকে তিনি দোষী বলে স্বীকার কর্‌লেন না।

Esplanadeএ মিস্ মার্শ বিদায় নিলেন। বল্লেন আপনার খাবার তৈরি করে রাখিগে। আপনি ততক্ষণ Pierএ গিয়ে আমোদ করুন। কিন্তু দেখ্‌বেন যেন খেলার নেশায় দেরি করে ফেল্‌বেন না।"

সুধী Pierএ গেল না। ঐখানেই পায়চারি করতে থাকল। কখন এক সময় তার সঙ্গ নিল গত রাত্রের সেই অচেনা মানুষটি।

"ওঃ! আপনি?"

"হাঁ, আমিই। ভাব্‌লুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে মনটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনি।"

দুজনে নিঃশব্দে পাশাপাশি পায়চারি কর্‌ল। বাতির আলোয় সুধী আর তার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিল। কঠিন পাথুরে গড়ন।

সে বল্ল, "Kra Abbey দেখেছেন?"

সুধী বল্ল, "না। কোথায়?"

"রাইড্‌ থেকে বেশীদূর নয়। আপনি এ দ্বীপে আর কতদিন আছেন?"

"ঠিক্‌ বল্‌তে পার্‌ছিনে। বোধ হয় দিন চারেক।"

"তবে একবার Kra Abbey অবশ্যই দেখ্‌বেন। শুধু সেইখানে নয়, যেখানে যেখানে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী আছেন সেখানে সেখানে আপনার আমার জন্য নিত্য প্রার্থনা চলেছে। আমরা সেই প্রার্থনার ফল ভোগ কর্‌ছি, অথচ একবার আমাদের উপকারকদের খবরও নিচ্ছিনে। আমি যদি স্ত্রীপুত্রকন্যার কাছ থেকে ছুটী পেতুম ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে আমার মঙ্গলপ্রার্থীদের আবিষ্কার করে প্রগাঢ় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌তুম।"

সুধী বল্ল, "গৃহস্থের উপস্থিত কর্ত্তব্য স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি। এদের শুভবিধান করুন, সেই হবে আপনার শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন।"

"বৃথা, বৃথা, বৃথা।" লোকটি উত্তেজনা সহকারে বল্ল, "যেমন মা তেমনি ছেলেমেয়ে দুটা। একান্ত আত্মসর্ব্বস্ব, আমার জন্য এ

কৌটা চোখের জল ফেলে না, আমার প্রতি সহানুভূতির ধার ধারে না। মাঝে মাঝে এদের খুন করতে ইচ্ছা গেলে rosaryটি নিয়ে জপ করি।"

সুধী কখনো rosary দেখেনি। সকৌতূহলে বল্ল, "Rosary কেমন একবার দেখতে হবে।"

"Rosary দেখেননি!" লোকটি আশ্চর্য্য হয়ে সুধীর মুখ নিরীক্ষণ করল। "এই দেখুন।" বলে কোত্থেকে একটি জপমালা বের করল। কেমন করে কি বলে জপ করতে হয় সুধীকে বোঝাল। শেষে বল্ল, "আপনি কোন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, rosary দেখেননি?"

সুধী বিনীতভাবে বল্ল, "আমি খ্রীষ্টানই নই।"

"কি! আপনি খ্রীষ্টানই নন্? তবে আপনি কি! ইহুদী?"

"না"। সুধী ভাব্ল বলবে 'আপনি বুঝবেন না', কিন্তু তাতে করে অন্যের বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। দ্বিধার সঙ্গে বল্ল, "রিলিজন আমার দেশে ব্যক্তিগত ও গুহ্য। বিশ্বাসের স্বাধীনতা আমরা প্রত্যেককে দিয়েছি, তাই প্রত্যেকের বিশ্বাস স্বতন্ত্র। সমষ্টিগত ভাবে আমরা যা মানি তার নাম ধর্ম্ম। বাইরের লোক বলে হিন্দু ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম্ম। এই ভৌগোলিক আখ্যা সার্থক। মাটী অনুসারে গাছ, গাছ অনুসারে ফল। তেমনি দেশ অনুসারে ধর্ম্ম। কেবল ধর্ম্ম নয়, আইন, আচার, প্রথা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প।"

লোকটি মাথা নেড়ে বল্ল, "Too deep for me!"

সুধী বল্ল, "ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মের প্রতিশব্দ নেই, তবু ধর্ম্ম ইংরাজেরও আছে। National righteousness বল্লে তার কতক আভাস দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের নেশন শুধু মানুষের নয়, ওষধি বনস্পতি কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর। তাই অহিংসা

আমাদের ধর্ম্মের একটি প্রধান সূত্র। প্রাণী বলে যাদের গণ্য হয় না, নদী পর্ব্বত অরণ্য প্রান্তরও আমাদের সমাজের সভ্য। যে ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের ধর্ম্ম তাকে 'ন্যাশনাল' বল্লে খর্ব্ব করা হয়, মিষ্টার—"

মিষ্টার ততক্ষণে সুধীর পাশ থেকে অলক্ষিতে সরে পড়েছেন। সুধী ভাবাবেশে পাশ ফেরেনি।

৩০

স্যাণ্ডউনে সারাদিন বাদলের অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে সুধী বাসায় ফির্‌ল। ফির্‌বার পথে স্থির করে ফেল্ল, আর একটা দিন দেখ্‌বে, ব্যর্থ হলে তার পরের দিন লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌বে। ওখানে মার্সেল না জানি কত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। "কাল দাদা আস্‌বে" —প্রত্যহ মার্সেলকে এই বলে স্তোক দেওয়া হতে থাক্‌বে। 'কাল'—'কাল'—'কাল'। 'কাল' আর আসে না, দাদাও তাই আসে না। বেচারি মার্সেল্। তাকে রেখে সুধী কোন প্রাণে স্বদেশ প্রত্যাগমন কর্‌বে। তার দাবী উজ্জয়িনীর দাবীর থেকে কম কিসে? সে বয়সে ছোট বলে, না জন্মত পরজাতীয় বলে। মার্সেল সপ্রমাণ করেছে যে ভালবাসার জাতি বয়স নেই—তার আত্মা সুধীর আত্মার স্বজাতীয় ও সমবয়সী। কিন্তু তার দেহের স্বাস্থ্য ও মনের পুষ্টি ইউরোপনির্ভর, তাই তাকে থাক্‌তে ও বাড়্‌তে হবে ইউরোপে। পূর্ণবয়স্ক হবার আগে তার পক্ষে ভারতবর্ষে যাওয়া অবিধেয়, সম্ভব যদি বা হয়। আর সুধী ত তার অপেক্ষায় ততকাল ইউরোপে অবস্থান কর্‌তে পারে না। একদিন বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। যত রকম

বিদায় আছে তাদের মধ্যে করুণতম হচ্ছে শিশুর কাছে থেকে চির বিদায়। তাকে পুনর্দর্শনের আশা দিলে সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করবে, তাকে মিথ্যা তারিখ দিলে সে সত্য ভেবে দিন গুন্‌বে। ভগবান তাকে বিস্মরণের অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন, বেদনার ক্ষত তার সহজে শুকায়। কিন্তু যে তাকে বঞ্চিত করে তার সাজা তুষানল।

বাসায় পৌঁছে সুধী দেখ্‌ল বস্‌বার ঘরে তুমুল হাস্যকোলাহল। একটি নবাগত যুবককে কেন্দ্র করে বাসায় প্রায় সকলেই ঐ ঘরে সমবেত। যুবকটি এক একটি কথা বলে বা ছড়া কাটে বা সুর ভাঁজে, আর ঘরশুদ্ধ মানুষ হুল্লোড় করে, তালি দেয়, হিয়ার হিয়ার বলে, টেবিল বাজায়। ব্যাপার কি? সুধী সকৌতূহলে ঘরের এক প্রান্তে অলক্ষে আসন নিল। কিন্তু এক বর্ণ বুঝ্‌তে পার্‌ল না। একে ত সে দেশে থাক্‌তে সাহেব প্রোফেসারদের সঙ্গে বাদলের মত মুক্ত ছিল না, এদেশে এসেও সে ফরাসী ভাষীদের সঙ্গে আছে। খাঁটি ইংরাজী উচ্চারণের খুঁটিনাটি তার কান-সওয়া হয়নি, খাঁটি ইংরাজী হিউমারও তার অনায়ত্ত। বিষয়টা যে কি তা সে অভিনিবেশ সত্ত্বেও অধিগম কর্‌তে পার্‌ল না।

হঠাৎ তার দিকে মিসেস ডাড্‌লীর নজর পড়্‌ল। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন সেই যুবকটির সম্মুখে। বল্লেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, মিষ্টার হ্যারিস্‌।"

করমর্দ্দনের পর হ্যারিস্‌ বল্লেন, "বলুন দেখি আপনাকে কি কোথাও আমি দেখিনি?"

"সেটা," সুধী বল্ল, "আপনি নিজেই বল্‌তে পার্‌বেন।"

"Wait a minute, wait a minute," হ্যারিস্‌ চোখ টিপে বল্লেন, "আপনার সেই দাড়ি আপনি কবে কামিয়ে ফেল্লেন?"

"দাড়ি!" সুধী তার ইয়ার্কি আঁচ্‌তে না পেরে বিস্ময় প্রকাশ করে বল্ল, "দাড়ি ত আমার কোনোদিন ছিল না।"

"হা—হা আ আ," হ্যারিস্ আবার চোখ টিপে বল্লেন, "হা—হা আ আ, আপনার সেই রত্নখচিত পাগ্‌ড়ীটি কোথায়?"

"আমাকে," সুধী নিরীহভাবে বল্ল, "আপনি অপর কোনো ভারতীয় বলে ভ্রম কর্‌ছেন।"

হ্যারিস্ যতবার চোখ টেপে সুধী ছাড়া সকলে ততবার নানা সুরে হাসে—মেয়েদের হাসি পুরুষদের হাসি একটি অনির্ব্বচনীয় সমাস সৃষ্টি করে।

শেষে সুধীর মালুম হল যে হ্যারিসের উদ্দেশ্য সুধীর খরচে অন্য সবাইকে হাসান। তখন সুধীও প্রাণ খুলে হাস্‌ল। যে মানুষ নিজেই হাস্‌ছে তাকে নিয়ে তামাসা জমে না। কাজেই হ্যারিস্ সুধীকে রেহাই দিলেন।

খাবার সময় মিস্ মার্শ বল্লেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। বাসার সকলের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, আপনারও। বৃহস্পতিবার 'Young Woodley'র প্রথম রজনী। স্থান, রাইড্‌-এর রঙ্গমঞ্চ। ভেণ্ট্‌নরে জায়গা নেই।"

"কিন্তু মিস্ মার্শ," সুধী অনুযোগপূর্ব্বক বল্ল, "পরশু সোমবার যে আমি যাচ্ছি।"

"সে কি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী!" মিস্ মার্শ মিসেস ডাড্‌লীকে বল্লেন, "ক্যাথ্‌লীন, ইনি যে পরশু চল্লেন।"

"মিসেস ডাড্‌লী মুরুব্বিয়ানা করে বল্লেন, "পরশু আপনার যাওয়া হতে পারে না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।"

তাঁর কথা শুনে মিস্ কণ্ওরলেট্ তাঁর স্বাভাবিক সরলতা সহকারে

বল্লেন, "না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আমাদের অনুরোধ আপনি এত শীঘ্র যাবেন না, যদি না গেলে চলে।"

বুড়ী কণ্ডরসেট্ বল্লেন, "Just think of Mr. Chakravarty deserting us!"

হ্যারিস্ বল্লেন, "আসুন আমরা ভোট নিই। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর যাওয়ার বিপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।"

সুধী ছাড়া সকলেই হাত তুল্ল।

"যাওয়ার সপক্ষে যাঁরা তাঁরা হাত তুলুন।" একা সুধী হাত তুল্ল।

"বিপক্ষে ১১ জন, সপক্ষে ১ জন। মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আপনি হেরে গেলেন,—beaten by a huge majority."

সকলে কোরাস ধর্‌ল, "A huge majority."

চুপি চুপি মিস্ মার্শ বল্লেন, "অতএব আপনি থেকে গেলেন।"

সুধী বল্ল, "অগত্যা।" তার মনে একটি নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল। বাদলের সঙ্গে থিয়েটারে হয়ত সাক্ষাৎ ঘট্‌তে পারে।

সেই রাত্রে সুধী মাদামকে একখানা চিঠি লিখে মার্সেলের কাছে আরো চার দিন ছুটী নিল। বৃহস্পতিবার অভিনয় দেখে শুক্রবার ফির্‌বে।

১১

পরদিন রবিবার। গির্জ্জার ঘণ্টা অশ্রান্ত বাজ্‌ছিল। মিস্ মার্শ বল্লেন, "আসুন, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, গির্জ্জায় যাই।"

সুধী সেদিন কোন অভিমুখে বাদলের খোঁজে বেরবে ভাব্‌ছিল। রোজ রোজ বিফল হয়ে কোথাও যেতে বিশেষ উৎসাহ বোধ কর্‌ছিল

না। আলস্যের এই এক উপলক্ষ পেয়ে সে মিস্ মার্শের আহ্বানে সাড়া দিল। বল্ল, "যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কখন হাঁটু গাড়্তে হয়, কখন চোখ বুঁজ্তে হয়, কখন উঠে দাঁড়াতে হয়, কখন চোখ মেল্তে হয়, এসব আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন না।"

মিস্ মার্শ হেসে বল্লেন, "Heavens! No! আপনি যে ক্রিশ্চান নন্ তা আমি জানি!"

"জানেন?" সুধী বল্ল, "কই আমি ত জানাইনি।"

মিস্ মার্শ যেন একটা নতুন খবর শোনাচ্ছেন এরূপভাবে বল্লেন, "আমি ভারতবর্ষে গেছি।"

"গেছেন? তাই বলুন। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে গেছেন?"

"কি বলে ওকে—কাথিয়াবাড়।"

"আমি ও অঞ্চল দেখিনি। দেখ্বার ইচ্ছা আছে।"

"আমিও কি ভাল করে দেখেছি? দেখ্বার মত মনোভাব তখন ছিল না।"—তাঁর চোখে শোকস্মৃতির পক্ষচ্ছায়া পড়্ল যেন দীঘির জলে শিকারী পক্ষীর আকস্মিক পক্ষচ্ছায়া।

সুধী জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসু মনে করে মিস্ মার্শ বল্লেন, "আমার জীবনের সে এক দিন গেছে, তখন আমি দুই হাতে লড়াই করেছি—সংসারের সঙ্গে, সংস্কারের সঙ্গে! কিন্তু সে যে অনেক কথা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। সেই সম্পর্কে আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।"

"সম্ভব হলে সাহায্য সর্ব্বান্তঃকরণে করব, মিস্ মার্শ!"

গির্জ্জাতে ওরা সকলের পিছনে একটি শূন্য সারিতে বস্ল। মিস্ মার্শ যেমন ইঙ্গিত করেন সুধী তেমনি করে, ভুলচুক যা হয় তা অন্য কারুর নজরে পড়ে না। সার্মন্-এর সময় যখন এল ততক্ষণে কঠিন

কসরৎ সুধীর গায়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কেবল কান খোস মেজাজে ছিল choirএর গান শুনে। সুধী উৎকর্ণ হয়ে সার্মন্-এর অনুধাবন কর্‌ল। সেদিনকার বিষয়, "Consider the lilies." মাঠে ফুটে-থাকা লিলি-ফুলদের দেখ। কেমন করে তারা বিকশিত হয়। না করে তাহারা মেহনৎ, না কাটে তারা সুতা। তবুও স্বয়ং সোলোমনের রাজপরিচ্ছদ তাদের সজ্জার নিকট নিষ্প্রভ।

কেউ কেউ এর বিপরীত ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, পরিশ্রম কর্‌তে হবে না, শস্য উৎপাদন কর্‌তে হবে না, মাল নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে না। তবুও কেমন করে আমরা রাজার হালে বাস কর্‌ব। সুপ্রচুর অবসর পেলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হবে, আমরা রস চর্চ্চা রূপ চর্চ্চা ও দেহ চর্চ্চা কর্‌ব, মোটর বিহার ও জলকেলি হবে আমাদের নিত্য কর্ম্ম, আমরা হয়ে উঠ্‌ব এক একজন অতিমানব।

"কিন্তু", উপদেশক মহাশয় বল্লেন, "অমন ব্যাখ্যার হেতু নেই। প্রভুর মনে অমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। একটু আগেই তিনি বল্‌ছিলেন যে প্রাণধারণের উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তিত হোয়ো না। কি আহার কর্‌বে, কি পান কর্‌বে, তাই নিয়ে দিনরাত কল্পনা কোরো না। শরীর সম্বন্ধেও নির্ভাবনা হও, কি পরিধান কর্‌বে, দূরে যাক্ ঐ ভাবনা। লিলি ফুলের উপমা সেই প্রসঙ্গে উঠ্‌ল। লিলি ফুল অর্থ সম্পত্তির অর্জ্জন ও সঞ্চয় সম্পর্কে নিরন্তর ব্যস্ত না থেকেও ধনী-শ্রেষ্ঠের অপেক্ষা মনোহর রূপে সজ্জিত। পার্থিব বিষয়ে যে নিত্য নিরত নয় ভগবান তাকে সহজেই সুন্দর করেন, তার মোটা কাপড় মহার্ঘ পোষাকের চেয়ে সুদৃশ্য হয়ে থাকে। এক কথায়, materialsm পরিহার কর্‌তে হবে, এই হচ্ছে লিলি ফুলের কাছে শিক্ষণীয়। সোলোমনের ধন গৌরবের চেয়ে লিলিফুলের সরল শোভা আমাদের বরণীয়।"

গির্জ্জা থেকে ফিরবার সময় সুধী বল্ল, "ফল কতটুকু হবে বলা যায় না, তবু ঐ সব সাড়ম্বরা সোলোমন পত্নী ও সাড়ম্বর সোলোমনবৃন্দকে মাঝে মাঝে ও কথা শুনিয়ে দেওয়া ভাল। রাস্তায় ঘাটে 'Drink this Brandy', 'Smoke that Cigarette', 'Eat more fruit', 'Insure your Life', 'Invest your money'—আমার দেশে একরকম পাখী আছে, সে বলে 'চোখ গেল,' আমিও এসব দেখে সেই পাখী হয়েছি, মিস্ মার্শ।"

সার্মন শুনতে অভ্যস্ত মিস্ মার্শ গির্জ্জায় যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ হয়ত ওর সম্বন্ধে মনোযোগী থাকেন, বাইরে এলে ওর এক বিন্দুও মনে রাখেন না। বল্লেন, "ওসব বিজ্ঞাপন আমার ত চোখে ঠেকে না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।"

সুধী ভাব্‌ল লোণা জলের মাছও জলকে লোণা বলে জান্‌বে না। গির্জ্জার প্রচারকটি ত ঐ শ্রেণীর মৎস্য। এঁর ছেলে হয়ত দ্বিতীয় Cecil Rhodes হবে। তিনিও কি materialismএর উপর বিরক্ত, না যাঁরা তার প্রকাশ্য পক্ষপাতী তাঁদের উপর বিরক্ত? তবু ইংলণ্ডের মত পরম সমৃদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত দেশে একটিমাত্র গির্জ্জার একজনও আচার্য্য যে মনে না হোক্ মুখে সোলোমনের চেয়ে লিলিফুলের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন কর্‌লেন এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে কেউ প্রতিবাদ কর্‌ল না, এর থেকে অনুমান হয় আধিভৌতিকের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও আধ্যাত্মিকের উপর এদেশ বিশ্বাস হারায়নি।

মিস্ মার্শ সুধালেন, "কি ভাব্‌ছেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী? আপনি সব সময় এমন চিন্তাকুল কেন, বলুন দেখি? আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে, পাছে মনে করেন আমি চিন্তাশক্তিহীন।"

"না, না," সুধী তাঁকে স্মিতহাস্যে অভয় দিল, "তা কেন মনে কর্‌ব,

মিস্ মার্শ? আপনার যখন যা খুসী আমাকে নির্ভয়ে বল্‌বেন। অনেক সময় বোবা লোকদের চিন্তাকুল বলে ভ্রম হয়, আর ইংরাজী আমি বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারিনে বলে প্রায় বোবার সামিল।"

মিস্ মার্শ শিরশ্চালন করে সুধীর দিকে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি ফিরিয়ে দৃঢ় স্বরে বল্লেন, "না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনার উচ্চারণ পরিষ্কার ও কথাগুলি ভাবপূর্ণ। আপনার নীরবতা ভাষাজ্ঞানের অভাব থেকে নয়, ওটি আপনার ইচ্ছাকৃত।"

১২

সোমবার ডাকঘরের ঠিকানায় সুধীর ভারতীয় মেল এল। সে খামের উপরকার হস্তাক্ষর দেখে চিন্‌তে পারল—একখানি মহিমচন্দ্রের, একখানি তার মামার ও একখানি তার এক পুরাতন সতীর্থের। মামার চিঠিখানি মামুলী, কে কেমন আছে তার খতিয়ান ও কে কি জানিয়েছে—প্রণাম না আশীর্ব্বাদ। সতীর্থ মুরলীমনোহর ইংলণ্ডের খরচপত্রের খবর চায়।

মহিমচন্দ্র মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর সাদা হরফে নাম তোলা পরিপাটী চিঠির কাগজে দিশাহারা হয়ে কলম ছুটিয়েছেন। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা দার্শনিক ও পারমার্থিক তত্ত্ব। তারই ফাঁকে এক জায়গায় উজ্জয়িনীর অন্তর্দ্ধানের তথ্য। শেষের দিকে সুধীকে বারম্বার অনুরোধ করেছেন বাদলের কাছে ঘটনাটা বিশেষ কৌশলে পাড়্‌তে। ঘটনাটার রটনা যাতে না হয়। মহিমচন্দ্র এ পর্য্যন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি, খবরের কাগজওয়ালারাও গন্ধ পায়নি। পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে অতি সঙ্গোপনে অনুসন্ধান হচ্ছে। মহিমচন্দ্র

হাজার টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীকে তার এই গর্হিত আচরণের পর ফিরে পাওয়া গেলেও বধূরূপে স্বীকার করা যাবে না, বাদলের নূতন করে বিয়ে দিতেই হবে, তবু সামাজিক কলঙ্ক এড়াবার জন্য তাকে উদ্ধার করাও দরকার। কি করা যায়! সংসার করতে গেলে কঠিন হতে হয়। "Stern daughter of the voice of God." ইত্যাদি।

মহিমচন্দ্র আশা করেন বাদল তার স্বাস্থ্য অটুট রেখে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষার জন্য তার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত প্রস্তুত হচ্ছে ও যথাকালে তার পূর্ব্ব পরীক্ষাগুলির মত এটিতেও তার স্বাভাবিক মেধার দ্বারা কৃতকার্য্য হবে। তিনি তার বিক্ষেপের আশঙ্কায় ইদানীং চিঠি পত্র লেখেন না, তবে এমন একটা অভাবনীয় পারিবারিক ঘটনা সম্বন্ধে বাদলকে একটা আভাস পর্য্যন্ত না দিলে কোনখান থেকে উড়ো খবর কি উড়ো চিঠি পেয়ে তার পরীক্ষা যাবে ঘুচে।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগকালীন অবস্থার উল্লেখ মহিমচন্দ্রের পত্রের কোথাও ছিল না, সুধী কতবার উল্টে পাল্টে খুঁজ্ল। কেন গেল, কেমন করে গেল, কোন অভিমুখে গেল, সঙ্গে কি নিয়ে গেল, পিছনে কি রেখে গেল—কোনো বার্ত্তা কি কৈফিয়ৎ। এ সকল বৃত্তান্ত মহিমচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক চাপা দিয়েছেন, কি অনবধানতা বশত ছেড়ে গেছেন, সুধী সাব্যস্ত করতে পারল না। তার মর্ম্মে বিদ্ধ হয়ে থাকল—উজ্জয়িনীকে গ্রহণ করা হবে না, শুধু উদ্ধার করা হবে। কেন, তার চরিত্র কি সন্দেহের অতীত নয়? সে কি সন্দেহের কোনো হেতু জুগিয়েছে? সে কি বেরিয়ে গেছে কোনো পুরুষের সঙ্গে? কিম্বা কোনো পুরুষের ইঙ্গিতে? কেন তবে কাকামশাই ধরে নিয়েছেন যে বাদলের নূতন করে বিয়ে দিতেই হবে? তিনি অবশ্য জানেন না

যে বাদলের সাধনায় নারীর স্থান নেই—অন্তত নেই স্ত্রীর স্থান। সুধী ও বাদল দুজনেরই সাধনা স্ত্রীবর্জ্জিত, দুজনেই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধবাদী হয়েও কার্য্যত সন্ন্যাসী।

উজ্জয়িনীর গৃহত্যাগ মহিমচন্দ্রের সংকল্পের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে রহস্য-সঙ্কুল হয়ে উঠ্‌ল। যেন একটা রোমহর্ষক উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। তার উদ্ধারের জন্য ডিটেক্‌টিভ লেগেছে। নিশ্চয়ই তার পায়ের চিহ্ন গায়ের কাপড় বইয়ের পাতা সিঁদুরের কৌটা চুলের ফিতা ইত্যাদির কোনো একটাকে 'clue' করে থানায় থানায় ষ্টেশনে ষ্টেশনে সাংকেতিক লিপি ও তার প্রেরিত হচ্ছে, রেলে মোটরে গোরুর গাড়ীতে এক্কা গাড়ীতে টাঙ্গায় চড়ে নানাবেশী চর চরাচর বেষ্টন কর্‌ছে। বেড়াজাল ক্রমশ গুটিয়ে গুটিয়ে আস্‌ছে ও উজ্জয়িনীকে ছেঁকে তুল্‌বে। তার রক্ষা নেই। পুলিশের লোক তাকে উদ্ধার কর্‌বেই। হয়ত এতক্ষণে করেছে।

উদ্ধারের পর তাকে নিয়ে কাকামশাই কর্‌বেন কি! হয়ত তাকে মিসেস গুপ্তের কাছে ফেরৎ দিয়ে বল্‌বেন, 'আপনার মেয়ে আপনার বাড়ীতে থাক্, আমার ওখানে জায়গা নেই। জায়গা কোনোদিন হবেও না।' আহা বেচারি! তার আধ্যাত্মিক অভিসার কঠিন বাধা পেয়ে বন্ধ হবে, তার সাধ থেকে যাবে অতৃপ্ত, গার্হস্থ্যের মধ্যে তাই সে শান্তি পাবে না। শ্বশুরবাড়ীতে ছিল তার সম্মানের আশ্রয়, বাপের বাড়ীতে সে পাবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। তারপর তার স্বামী—এই যথেষ্ট যে বাদল পুনর্ব্বার বিবাহ কর্‌বে না।

কিন্তু কোথায় বাদল! পাগ্‌লাটাকে কত কথা বল্‌বার ছিল, তার পাগ্‌লামীর কোন পর্য্যায় চল্‌ছে সেটারও তত্ত্ব নেওয়া দরকার। টাইম্‌স্ কাগজে তার বিজ্ঞাপন অবশ্য নিয়ম মেনে প্রতি বুধবার

প্রকাশিত হচ্ছে—কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে ঐ একই বাণী :—BADAL TO SUDHIDA : GETTING ALONG. এর থেকে তার চিন্ত্যমান বিষয়ের সূচনা পাওয়া যায় কি ?

"মিস্ মার্শ যে!" সুধী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করল। তার কোল থেকে চিঠিগুলো মেজেয় ছড়িয়ে গেল। "না, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমিই তুলে নিচ্ছি। আপনি বসুন।"

ড্রইং রুমে অন্য কেউ ছিল না, মিসেস্ ডাড্‌লীর কুকুর ছাড়া। কুকুরটা সুধীর ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাক্‌তে ভালবাসে।

"আপনি আজ কোথাও বেরলেন না যে?" মিস্ মার্শ প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক্ বেরই নি বলা যায় না। ডাকঘর থেকে এই কখানা চিঠি আন্‌তে গেছলুম।" সুধী উত্তর দিল। "ভাব্‌ছি বেরিয়ে পড়্‌লে হয়।"

"কোন দিকে ?"

"দ্বীপের দক্ষিণ পাড় ধরে Freshwaterএর দিকে।"

"হাঁ। ওদিকটাও দেখা উচিত। আমরা যখন এ দ্বীপে প্রথম আসি তখন Freshwaterএর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হই। কেমন সমুচ্চ তটশিখর। সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এসেছে কেমন সব উদগ্র চূড়া। ওদের বলে the Needles."

বাদলকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবার জন্য সুধী প্রায় মরীয়া হয়ে উঠ্‌ছিল। এইটুকু দ্বীপের কোনো অংশ বাদ দেবে না সে। তার আসা ও থাকা দৃশ্য উপভোগের জন্য নয়। উপভোগ অভিনিবেশ

সাপেক্ষ। অন্বেষণও অভিনিবেশ সাপেক্ষ। যুগপৎ দুই বিষয়ে অভিনিবেশ মনুষ্যসাধ্য নয়। বড় বড় দাবা খেলোয়াড়েরা বোধ হয় অতিমানুষ।

"মিস্ মার্শ", সুধী দ্বিধাভরে বল্ল, "আপনাকে বল্‌তে ইচ্ছা করি যে আমার একটি প্রিয় বন্ধু এই দ্বীপের কোনখানে অজ্ঞাতবাস করছে। তার সন্ধানে এসে অদ্যাবধি আমি নিষ্ফল হয়েছি।"

"তিনি অবশ্য ভারতীয়?"

সুধী হাস্‌ল। বল্ল, "ওর ধারণা ও ইংরাজ। কিন্তু জন্ম ওর খাঁটি ভারতীয় বংশে।"

"বড়ই আশ্চর্য্য ধারণা। কিন্তু কই, এমন কোনো যুবক নিকটে বসবাস করছেন বলে ত শুনিনি। আপনি ঠিক্ জানেন যে তিনি এই দ্বীপের এই অঞ্চলে রয়েছেন?"

"এখনো রয়েছে কি না ঠিক জানিনে। কিন্তু দিন পনের আগে ছিল বলে অনুমানের হেতু আছে।"

মিস্ মার্শ ঈষৎ অনুযোগের সুরে বল্লেন, "আমাকে এতদিন বলেন নি। পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ জানাশুনা আছে, ওরা খোঁজ নিয়ে জানাত। আচ্ছা, আমি তা হলে পুলিশের কাছে চল্লুম। আপনি Freshwater ঘুরে আসুন, কাজ যদি বা না হয় বেড়ান ত হবে।"

সুধী তাঁকে ধন্যবাদ দিল। বল্ল, "তার দরকার নেই।"

১৩

এর পরে যখন দেখা হল মিস্ মার্শ ধপ্ করে বসে পড়ে বল্লেন, "কি দুর্ভাগ্য! Nitonএর Ye Olde Englishe Inne-এ যে ভারতীয়

যুবকটি আজ তিন মাস ধরে বাস কর্‌ছিলেন তিনি ঠিক্ পরশু বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। হায়! হায়! ওটা আমার চেনা বাড়ী, মিসেস মেলভিলকে ফোন করায় তিনি আক্ষেপ করে বল্লেন, ছয় মাসের ভাড়া ও খাই খরচ আগাম পেয়েছিলুম, তিন মাসের বাবদ ঋণী হয়ে রইলুম।”

সুধী বল্ল, “মিসেস মেলভিলকে এ বাড়ী থেকে ফোন করা যায় না?”

“কেন যাবে না? আসুন ফোন কর্‌বেন।”

মিস্ মার্শ মিসেস মেলভিলের সাড়া পেয়ে বল্লেন, “আমি Larks' Spurএর মিস্ মার্শ।...একটি ভারতীয় যুবক, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে চান।...মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, ধরুন।”

সুধী জিজ্ঞাসা করল, “আপনার ওখানে যিনি ছিলেন তাঁর নাম কি মিষ্টার সেন?”

“হাঁ, আপনি কি তাঁকে চেনেন?

“তিনি আমার বন্ধু। যাবার সময় কি তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়ে গেছেন?”

“না। তাঁর তাড়াতাড়ি দেখে আমি ত জি[illegible]া কর্‌তে ভুলে গেলুম। বৈকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ এসে বল্লেন, ‘মিসেস মেলভিল, গুড্‌বাই, আমাকে এখনি একটা ট্রেন ধর্‌তে হবে, ব্যাপার জরুরি।’ আমি হতভম্ব হয়ে তাঁকে গেট অবধি পৌঁছে দিলুম। বল্লুম, ‘আপনার এখনো তিন মাসের আগাম দেওয়া টাকা মজুত রয়েছে।’ উনি বল্লেন, ‘ও টাকা আমি ফেরৎ পেতে পারিনে, চাইও নে। ও রইল আমার স্মারক হয়ে।’ আমার স্বামী বাড়ী ছিলেন না। আমার মেয়ে মেরিয়ন তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।”

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। তিনি হয়ত আপনাকে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখ্‌বেন। আমার অনুরোধ এই যে ঐ ঠিকানা আপনি দয়া করে মিস্ মার্শকে জানালে তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে সংবাদ দেবেন। বন্ধুটি একটু মাথাপাগলা, তা বোধ হয় আন্দাজ করেছেন।"

"তা আর করিনি? আপনি আসুন না একদিন এদিকে, আপনাকে তাঁর কাহিনী শোনাব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেলভিল। আমার আর এ অঞ্চলে থাক্‌তে মন লাগ্‌ছে না, পাগল বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে আমার আসা। যখন সে নেই বলে নিশ্চিত জান্‌লুম তখন আমিও আর থাকি কেন? গুড্‌বাই।"

মিস্ মার্শ অনতিদূর থেকে কান পেতেছিলেন। সুধালেন, "আপনি সত্যি চল্লেন নাকি?"

সুধী ব্যস্ততার সহিত বল্ল, "হাঁ, মিস্ মার্শ। আমি কাল ভোরে রওনা হব।"

"সে কি! দল বেঁধে থিয়েটারে যাওয়ার কথা ছিল যে।"

"দলের বাঁধন আমার একলার অভাব খুলে পড়্‌বে না।"

"আপনার টিকিট যে কেনা হয়ে গেছে।"

"বন্ধু তিন মাসের আগাম ছাড়্‌তে পারেন। আমি একখানা টিকিটের জন্য হা হুতাশ কর্‌ব?"

মিস্ তখন আর কিছু বল্লেন না। পরে এক সময় প্রসঙ্গটি পাড়্‌লেন। বল্লেন, "আমাকে সাহায্য কর্‌বেন বলে ভাব্‌তে দিয়েছিলেন যে।"

"নিশ্চয় সাহায্য কর্‌ব, যদি সাধ্যে কুলায়।"

মিস্ মার্শ অকস্মাৎ ঝরঝর করে চোখের জল ঝরালেন। তারপর রুমালে মুখ ঢেকে বসে রইলেন। সুধী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

বিকৃতকণ্ঠে মিস্ মার্শ বল্লেন, "তবে শুনুন, কঠিয়াবাড়ে আমার

কোলের ছেলেকে ফেলে এসেছি এগার বছর আগে। তার বাপ ওদেশের একজন রাজা, মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনে তাঁকে দেখি ও মূঢ়ের মত তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাই। জানা ছিল না ওদেশের সমাজ কেমন। যে অপমান পেয়েছি তার ইতিহাস গেয়ে কি হবে? খেয়াল ছিল না যে হিন্দুদের আইনে ডিভোর্স নেই। আমাদের আইন অনুসারে রাজা আমাকে বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর অন্য রাণী ছিল। ভুল যা করলুম তার থেকে নিস্তারের আর কি উপায় ছিল—ছেলেকে তার জন্মভূমিতে রেখে চিরকালের মত চলে আসা ব্যতীত?"

সুধী চুপ করে শুনছিল। উচ্চবাচ্য করল না।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "কিন্তু তার জন্য বড্ড মন কেমন করে। তার খবর পেতে চাই। তার বাপ চিঠির উত্তর দেন না। মনে করেন উত্তর দিলে ওকে আমি পিতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে আদালতে ব্যবহার করব। শুধু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন আমার লেখনী বন্ধ রাখবার আশায়। কি অপমান!"

তাঁর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস সুধীকে বিব্রত করল। সে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা আমি দেশে চিঠি লিখে খবর আনিয়ে দেব। আপনি আমাকে রাজার ও রাজ্যের নাম জানাবেন।"

"কে জানে সে ছেলে আজও বেঁচে আছে কি না। রাজা কি তাকে রাজ্যে রেখেছেন, না তাঁর বম্বের বাড়ীতে, না তাঁর পুনার কুঠিতে তার প্রতি কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে, কে আমাকে বলবে! রাজকুমারের মত কি অনাথ বালকের মত!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি সব খবর আনাব।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, হে আমার উপকারক, হে আমার বন্ধু।"

অশ্বারোহণ পর্ব্ব

১

দেখ, অমন করে পার্‌বে না। আপোষ কর।

কে হে! আপোষ করার পরামর্শ কে তুমি আমাকে দিচ্ছ। কি তোমার নাম?

আমার কি একটা নাম? কেউ বলে সয়তান, কেউ বলে মার। আমি ফাউষ্টের মেফিষ্টোফেলিস্‌।

তুমি এখানে এসেছ কি কর্‌তে? জান না আমি বাদল। আমি কারুর পরামর্শ চাইনে, পেলে নিইনে।

আহা আমি কি পরামর্শ দিতে এসেছি? আমি কি তোমার পর? আপনার লোক যা বলে তা প্রকারান্তরে আপনার কথা।

তোমার ত আস্পর্দ্ধা কম নয়। আপোষের পরামর্শ দিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছ ওটা আমার আপনার কথা! বাদল কখনো আপোষের চিন্তা করে?

না, না, আমি কি তাই বলেছি? আমি—বুঝ্‌লে কি না—আমি বলেছি—বুঝ্‌লে কি না—বলেছি যে— বুঝ্‌লে কি না—

অত বার 'বুঝ্‌লে কি না' বলে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান কোরো না। খবরদার। জান না যে আমি বাদল। বুদ্ধিতে আমার সমকক্ষ নেই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। সেই জন্য তোমার কাছে আমার আগমন, আমি কি যার তার কাছে যাতায়াত করি? আমি মহা খুঁৎখুঁতে সমালোচক।

হুঁ। এসেছ ভাল করেছ। কিন্তু বাজে বক্‌তে পাবে না। আমি আজ চব্বিশ দিন ধরে ভাব্‌ছি আত্মা আছে কি না। রোজ মনে হয় আছে, রোজ মনে হয় নেই। রাত্রে চিন্তার সূত্রে গ্রন্থি দিই, সকালে দেখি গ্রন্থি খোলা। ভারি ফ্যাসাদ।

বাস্তবিক। সমবেদনায় আমার বুক ব্যাকুল। সেইজন্য আমার মুখ মুখর। বন্ধুর বাণী যদি শোন ত বলি, আপো—,না, না, বুঝ্‌লে কি না—

ফের 'বুঝ্‌লে কি না!'

না, না, দোষ হয়েছে, মাফ কর। আমি বল্‌ছিলুম যে আপাতত ধরে নিলে হয় আত্মা আছে। ঐ আপাত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে অন্যান্য বিষয়ে মনোনিবেশ কর্‌লে সত্য ফল পাওয়া যায়। রোজ একটা করে সমস্যার মীমাংসা হয়, একটা করে ধাঁধার জবাব মেলে।

কিন্তু ভিত্তি দুর্ব্বল হলে তার উপর যতগুলি তলা গড়া হবে ভেঙ্গে পড়্‌বার সম্ভাবনা ততই বেশী হবে। ঠেকা দিয়ে ভেঙ্গে পড়া বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ছাদ ফাট্‌বে, দেয়াল ফাট্‌বে, মেজে ফেটে চৌচির হবে, জোড়াতালি দিতে দিতে, সব নতুন হয়ে উঠ্‌বে, অথচ তেমনি ভঙ্গুর থেকে যাবে।

পক্ষান্তরে এই ভিত্তি নিয়ে তুমি চিরকাল ব্যাপৃত থাক্‌বে ও কোনো দিন এটুকু গড়া শেষ কর্‌বে না। সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, শান্তি, বিজ্ঞান, যন্ত্র ইত্যাদি হাজার বিষয়ে ভাবনা মুলতুবি রাখ্‌বে। দুনিয়ার লোক তোমার দ্বারা না হয়ে অন্ধের দ্বারা নীয়মাণ হবে।

কিন্তু মাটীর দিকে না তাকালে আমিও হব অন্ধ। সেই যে জ্যোতির্ব্বিদ আকাশের দিকে চেয়ে চল্‌তে চল্‌তে গর্ত্তে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁর তুলনায় অন্ধরাও সাবধানী।

ছি, বাদল, ছি। তুমিও শেষকালে 'Safety First' আওড়ালে। গর্ত্তে পড়ে প্রাণহারানর ভয়ে তুমি তোমার ও তোমার সঙ্গে সমস্ত মানুষের চলা থামালে। সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে একটা গর্ত্তে পড়্লে গর্ত্তটারই ত ভয় পাবার কথা।

হুঁ। তুমি তা হলে সত্যকে বাজিয়ে নিতে বল।

অগত্যা। নতুবা তুমি সত্যের খোঁজে জীবন ভোর করে দেবে। দেখ না হিন্দুরা কেমন আরামে মূর্ত্তি পূজা করে। তোমার মত নাছোড়বান্দা হলে ওরা হয়ত একদিন ভগবানকে পেত, কিন্তু তার আগে পেত যমকে। যেমন নচিকেতা পেয়েছিল।

আমিও একজন নচিকেতা।

ঐ ত তোমার ছেলেমানুষী। কেন বাপু পৃথিবী থেকে যমলোকে যাবে। তুমি ভেবে দেখ, বাদল, কোনো মতে কিছু রোজগার করে চারটি ভালমন্দ খেয়ে বেঁচে বর্ত্তে থাকার মত সৌভাগ্য আর নেই। কত অচেনার সঙ্গে পরিচয়, কত বন্ধুতা, কত প্রেম, কত দেশপর্য্যটন, শোভাসন্দর্শন, কত থিয়েটার সিনেমা অপেরা—এই ত লণ্ডনের Covent Gardenএ অপেরা ঋতু, হায় বাদল—কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, কত গল্পগুজব খবরাখবর ঘোড়দৌড় জুয়াখেলা, কত আইন আদালত পার্লামেণ্ট লীগ্ অফ নেশন্‌স্। কত বল্‌ব? কিছুই ত বলা হল না। বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর নেই—শুধুমাত্র প্রাণধারণ পানভোজন বায়ুসেবন। এই অনেক।

হুঁ।

অতএব—

অতএব আপোষ?

তুমি নিজেই ও কথা বল্লে। আমাকে বল্‌তে হল না।

হুঁ। ভাবতে দাও।

দেখ বাদল। মানুষ চিরকাল আপোষ করে এসেছে। নইলে এ
সব ক্রিশ্চানরা পরস্পরকে এরোপ্লেন সাবমেরিন ট্যাঙ্ক্ বিষবাষ্প ইত্যা
দিয়ে মহোল্লাসে সাবাড় করত না। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানও আপোষে
চূড়ান্ত করেছে। সৌন্দর্য্যোপাসক জাপান কুৎসিত সস্তা খেলো জিনি
বানিয়ে বস্তায় বস্তায় রপ্তানি কর্‌ছে। কত উদাহরণ দেব! আপো
ছাড়া যে মানুষ অন্য কিছু কর্‌তে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে ব
ওরা আমাকে বলে সয়তান, মার, মেফিষ্টোফেলিস্। প্রকৃতপক্ষে
আমি হচ্ছি মানুষের কমনসেন্স্। মানুষ মুখে যে সব লম্বা চওড়া কথ
বলে কাজ করে তার সিকি পরিমাণের সিকি পরিমাণ, মানুষ ম
যে সব মহাকীর্ত্তির কল্পনা পোষে মনের বাইরে ওসব পাখী উড়
পারে না, ডানা ঝট্‌পট্ করে। আমি মানুষকে তার ক্ষমতার হিসা
নিয়ে জমা অনুসারে খরচ কর্‌তে বলি। শেষ পর্য্যন্ত ওরা করেও তাই
শুধু আমাকে নরমপন্থী বলে গরম গরম গাল পাড়ে।

সব মানুষকে তুমি এক কোঠায় ফেল্‌ছ যে।

দু চারজন ক্ষণজন্মা ছাড়া বাদবাকী সব মানুষ শেষ পর্য্য
কমনসেন্স্-এর এলাকায় আসে, আপোষ করে।

আমি ঐ দু চারজনের একজন।

তা হলে তোমাকে একটু বাজিয়ে নেব, বাছা। ক্রুশে ঝুল্‌বে,
হেম্‌লক্ খাবে? যীশু না সোক্রেটিশ—কে তুমি?

আমি বাদল।

তা হলে তোমার জন্যে নতুন ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। তোমার উপ
দিয়ে মোটর চালিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে যেন দৃঢ়ভাবে জানি যে আত্মা আছে ও থাকবে।

তা যদি তুমি জান্‌তে পাও তবে আমার মোটর হাঁকান বৃথা হবে। আমি পরাজয় ভালবাসিনে। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার উপর—মানুষের কমনসেন্সের উপর—জয়ী হলেও হতে পারে। কিন্তু তোমার জীবদ্দশায় তোমার জয় হবে না।

হবে না?

না, বাছা। যীশুরও হয়নি। সোক্রেটিসেরও না।

তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জান্‌তে পাব না আত্মা আছে ও থাক্‌বে কি না?

না। জান্‌বে মৃত্যুমুহূর্ত্তে। মৃত্যুমাত্রে।

সয়তান! দুশমন্! মার।

যথার্থবাদী। পরীক্ষক। বন্ধু।

২

মিসেস মেলভিলের কাল বিড়াল ভাগ্যলক্ষ্মীর বাহন "Nibs" বাদলের ঘরে ঢুকে বিস্কুটের টিন খোলা পেয়ে একখানা বিস্কুট মুখে করে তুলে নিল, নিয়ে লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে বস্‌ল। শেষ করে একমনে থাবা চাট্‌ছে এমন সময় বাদলের তন্দ্রা গেল ছুটে। সে চোখ মেলে দেখ্‌ল, সয়তান নয়, নিব্‌স্।

বিড়ালের প্রতি বাদলের অহেতুক ভয় ছিল। কেউ তাকে এই নিয়ে ক্ষেপালে সে বল্‌ত, জান না, নেপোলিয়নের মত বীরশ্রেষ্ঠ বিড়াল ছাড়া আর কাউকে ভয় কর্‌তেন না? আদি মানবের সঙ্গে

আদি বিড়ালের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নয়। বাপ্‌রে, বিড়াল কি একটা জন্তু? বিড়াল একটা জন্তুবেশী রাক্ষস।

নিব্‌স্‌ যে জন্তুবেশী সয়তান হতে পারে এই অযৌক্তিক কুসংস্কার সদ্য তন্দ্রামুক্ত বাদলকে বিষম ভয় পাইয়ে দিল। ছোট ছেলেরা ভয় পেলে উল্টা ভয় দেখিয়ে সাহস পায়—হুঙ্কার ছাড়ে, তর্জ্জনী উঁচায় মাটীতে পদাঘাত করে। বাদলও তেমনি ক্রোধের ভাণ করে ধমক দিয়ে বল্ল, "হুস্‌।" নিব্‌স তা শুনে দাঁত বের করে বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিল, "মিইউউ।" তার গোঁফের ভাব ব্যঙ্গ সূচক। বাদলের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে গলিত বরফ প্রবাহিত হতে থাকল। সে আর একবার তাড়া দিয়ে বল্ল, "ধো।" নিব্‌স্‌ লাফ দিয়ে জানালায় উঠ্‌ল। বাদলের দিকে মুখ ফিরিয়ে ত্রস্ত চকিত অথচ একাগ্র দৃষ্টিতে চাইল। বাদল ঠাওরাল ওটা স্পর্দ্ধা সূচক কট্‌মট্‌ চাউনি। সে সভয়ে গর্জ্জন করে উঠ্‌ল, "Get out". নিবস্‌ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হল।

বাদল নার্ভাস হাসি হেসে আপন মনে বল্ল, "বেটা সয়তান। তুই ধমকে ফেরার। ইনি আসেন আমাকে আপোষের কথা দিতে!"

থেকে থেকে বাদলের মনে হতে লাগ্‌ল, বাস্তবিক এমন করে আর কতদিন চল্‌বে? এক একটা প্রশ্নের জন্যে চব্বিশ চব্বিশটা দিন বিসর্জ্জন দিয়েও আদিতে যে অবস্থা অন্তেও তাই। জীবন তো এমনি করে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো গলে যায়। অথচ ওর বিনিময়ে উপচয় কি কিছু হল? মনকে ফাঁকি দেবার জন্য স্তোক-বাক্য অবশ্য আছে, চব্বিশ দিনের নিয়ত চিন্তা মনের পক্ষে প্রাত্যহিক হাওয়া খাওয়ার মতো। মেরিয়নের ঘোড়া যেমন হাওয়া খেয়ে ফিট্‌ থাকে বাদলের মনও তেমনি ফিট্‌ থাকতে চায় অহেতুক মননের দ্বারা। কিন্তু বাদলের বয়স যে বাড়ছে, সে কি কেবল ফিট-থাকা মন

নিয়ে আর সন্তোষ পায়? সে কি আর কলেজের ছাত্র? ফুলের কাল গেছে, ফলের কাল হল। বাদল প্রত্যাশা করে উপচয়। শুধু ফিট-থাকা নয়, প্রফিট দরকার। লাভ দেখাতে হবে জীবনের ব্যাপারে।

আসল কথা বিশুদ্ধ মননের উপর বাদলের আর ঝোঁক ছিল না। ফলিত মননের আকর্ষণ ধীরে ধীরে ও অগোচরে তাকে আপোষের অভিমুখ করেছিল। চব্বিশ দিন কেন চব্বিশ বছরও বিশুদ্ধ মননে নিবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে শ্রান্তিকর হতে পারে না, শ্রমই তার বিশ্রাম। বাদল কিন্তু চব্বিশ দিনের অভিনিবেশের পর ক্ষান্তি দেবার উপলক্ষ খুঁজ্‌ছিল। তাই তার ঘরে সয়তানের আবির্ভাব।

এমন করে আর কত দিন চল্‌বে? অন্যান্য ভাবুকরা খরগোসের বেগে অগ্রসর হচ্ছে, বাদল কেবল কচ্ছপের মত পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। একে একে সকলেই তাকে ছাড়িয়ে গেল, সে এখন হাজার ত্বরান্বিত হলেও তাদের নাগাল পাবে না। ঈসপের খরগোসের মতো তারা যদি পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ে বাদলকে পথ ছেড়ে দেয় তবেই বাদলের যা-কিছু আশা থাকে, নতুবা বিশ্বের চিন্তা প্রতিযোগিতায় বাদল যদি একখানা আঁক চব্বিশ মিনিট ধরে কষেও বেঠিক্ উত্তর পায় তবে তার জায়গা হবে সকলের নীচে, সকলের পিছে।

ধাবমান মন, বেগবান মনন, সে যেন অশ্বারোহণের মত উল্লাস-হিল্লোলযুক্ত। তা নয় ত এই নিরানন্দ স্থাণুর জীবন। শরীরটা নিশ্চল বলে মনটাও খাঁচার পাখীর মত ছটপট কর্‌তে কর্‌তে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে অনড় হয়ে যায়। সমস্ত শরীর যদি না সাধনা করে, কসরৎ করে, তবে একা মস্তিষ্ক কত কর্‌বে? যতই কর্‌বে ততই নির্জ্জীব হবে। বাদল ভাব্‌ল, চব্বিশটা দিনের বিশটা দিন যদি সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত ও মনকে দিত ছুটী তবে বাকী চারটে দিনে

মনের পিঠে সওয়ার হয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যেত। কিন্তু কোনো টাইমটেব্‌লে ওর নিশ্চয়তা নেই। চার দিনে যদি সত্যকে না পাওয়া যেত তবে ত চব্বিশটা দিন এমনি গেছে, অমনি যেত—বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়া নিয়ে এই আক্ষেপ ও সেই আক্ষেপ সমান হত।

তবু ধাবমান মন, বেগবান মনন—এর নূতনত্ব বাদলকে প্রলুব্ধ করে। প্রতিদিন একটা করে সমস্যার সমাধান—আজ ডেমক্রেসী কাল সোশ্যালিস্‌ম পরশু আকাশযুদ্ধ তরশু আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ। এসব হল ফলিত মনন, 'applied thinking'. আপাতত বড় বড় সত্যের স্থিরীকরণ স্থগিত রাখ্‌লে খুব বেশী ক্ষতি হবে কি? আত্মা আছে কি না এর উত্তর না দিয়ে আমি যদি আপাতত বেকার সংখ্যা হ্রাসের উপায় নির্দ্দেশ করি তবে হয়ত আমার মনশ্চক্ষে জগতের সম্পূর্ণ চিত্রখানি পরিস্ফুট হবে না, তার কোলে বেকারদের স্থান কোন প্রতিবেশে ও কি পরিমাণে তা হয়ত সন্দর্শন করব না, তা সত্বে কি লাভ করব না কিছু? আপাতত মালমশলা সংগ্রহ হোক, পরে ভিত্তি পত্তন হবে।

আপোষ কর্‌তে হবে—সয়তান যে অর্থে বলেছে সে অর্থে নয়, আত্মার অস্তিত্ব ধরে নিয়ে নয়, অন্য অর্থে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার মুলতুবি রেখে। ধরে নিয়ে চিন্তা করা যেন ধার করে কারবার করা—লাভ হলে ধার শোধ কর্‌তে হয়, পূরা লাভটা পকেটস্থ হয় না; আর ক্ষতি হলে ত ভিটে মাটি বিক্রী করে মহাজনের ডিক্রীর টাকা মেটাতে হয়। ধরে নিয়ে চিন্তা করার উপর বাদলের ঘৃণা সহজাত। বেট সয়তান! বাদলকে বলে ঋণ কর্‌তে? যে মানুষ বন্ধুর কাছেও এব পয়সা ধারে না।

আপোষ কর্‌তে হবে—ঘোড়ায় চড়্‌তে হবে। এই সাব্যস্ত করে বাদল বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ কর্‌ল। গোটা তুই হাই তুলে সে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল ও দরজা খুলে বেরল।

৩

মেরিয়নের সঙ্গে ইতিমধ্যে বাদলের আলাপ হয়েছিল। কেমন করে হল তা বেশ মজার।

একদিন মেরিয়নের একটি সখী এসেছে দূর থেকে, হয়েছে তার অতিথি। তুই সখীতে খুব হাসাহাসি কর্‌ছে ইতিহাসের একটা তারিখ মনে কর্‌বার নিষ্ফল প্রয়াসে।

মেরিয়ন বল্‌ছে, "Seven years' war" রোস, ভেবে দেখি। ১৮২৫ সালে তার আরম্ভ। নেপোলিয়ন এক দিকে আর অন্য দিকে সমস্ত ইউরোপ।"

সখী বল্ল, "যা! নেপোলিয়ন তখন কোথায়? Seven years' war এর তারিখ ঠিক্ বল্‌তে পার্‌লুম না, কিন্তু ওতে উল্‌ফ্ জিতেছিলেন কুইবেক্ আর ক্লাইভ জিতেছিলেন প্লাসী।" এই বলে সে বাদলের দিকে চুরি করে চাইল।

মেরিয়ন বল্ল, "ওঃ! এবার মনে পড়েছে। ১৮২৫ নয় ১৭২৫—কুইন য়্যান্‌এর সময়!"

সখী ত হাস্‌লই, বাদলও গাম্ভীর্য্য ধারণ কর্‌তে পার্‌ল না। বল্ল, "আমাকে যদি অনুমতি দেন ত আমি ঠিক্ তারিখটা বল্‌তে পারি।" অনুমতির অপেক্ষা না করে ফস্ করে বল্ল, "১৭৫৬ সালে সুরু, ১৭৬৩ সালে শেষ।"

জোন্ বল্ল, "আশ্চর্য্য! আমিও ঠিক্ তাই ভাবৃছিলুম, কিন্তু বল্‌তে ভরসা পাচ্ছিলুম না।"

মেরিয়ন বল্ল, "তাজ্জব! ইনি বিদেশী হয়েও আমাদের ইতিহাস আগুন্ত জানেন, আর আমরা—" এই বলে সে সখীর দিকে চেয়ে খিল খিল করে হাস্‌ল। সখীও সে হাসিতে তেমনি স্বরে যোগ দিল।

জোন্ বল্ল, "আমরা দু জনে দুটি গাধা!"

মেরিয়ন বল্ল, "মানুষের স্কুলে গিয়ে মানুষ হতে শিখিনি।

বাদলের এ সব কথায় মনোযোগ ছিল না। মেরিয়ন যে তাকে বিদেশী বল্ল এতেই তার মনে কাঁটা ফুটে খচ্ খচ্ কর্‌তে থাক্‌ল। আর ইচ্ছা কর্‌ল একবার তার গায়ের চামড়াখানা খুলে তার অন্তরটা উদ্‌ঘাটন করে দেখায়। তবে যদি এই সব শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনী তাকে আপনার বলে চিনে তাকে বিদেশী ভেবেছে বলে লজ্জিত হয়। তার অন্তর থেকে উদ্গত হতে থাক্‌ল, I am one of you. I am one of you. I am one of you. কতবার তা মুখের ভিতর থেকে ঠেলে বেরতে চাইল, I am not one among you, I am one of you. শেষ পর্য্যন্ত সে যা বল্‌তে পার্‌ল তা ...ত তুচ্ছ কথা। বল্ল, "আচ্ছা বলুন দেখি ঘোড়দৌড়ের মত গাধাদের যদি একটা দৌড় হয় তবে সে দৌড়ে প্রথম পুরস্কার কোনটা পাবে—যেটা সকলের চেয়ে এগিয়ে যাবে, না, যেটা সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়্‌বে?

মেরিয়ন ও জোন্ মুখ চাওয়াচাওয়ি কর্‌ল। এত বড় পণ্ডিতের কাছে আর এক দফা অপদস্থ হবার ভয়ে ওরা সহজে মুখ খুল্‌ছিল না। অথচ মুখ না খুল্লেও অপদস্থ হতে হয় কম না। বিদেশীটি ভাব্‌বে এরা সত্যিই গাধা। মেরিয়ন জোনের উপর চট্‌ছিল, সে কেন মুখ খোলে না? জোন চট্‌ছিল মেরিয়নের উপর, অনুরূপ কারণে। দুজনেরই

মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ছিল আপেল পাক্‌বার সময় যেমন হয়। বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে কি একটা ভাব্‌ছিল, লক্ষ করল না যে জোন ও মেরিয়ন প্রথমে করল ভ্রূভঙ্গী, তারপরে তর্জ্জনী তুলে মুখে ছোঁয়াল, তার পরে মুখ খুলে ঠোঁট নেড়ে বিনা ধ্বনিতে পরস্পরকে বল্ল, "তুই বল্।" "তুই বল্ না।" "না, তুই আগে বল্।" ইত্যাদি।

বাদলের যখন স্মরণ হল যে সে যা প্রশ্ন করেছে তার উত্তর পায়নি তখন তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কাছে জোন্ ও মেরিয়ন হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। অগত্যা জোন্ বল্ল, "গাধার দৌড়ে সেই গাধাটাই পুরস্কার পাবে যেটা গাধাতম গাধা, যেটা সম্পূর্ণ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। এই বলে সে বাদলকে জিজ্ঞাসা করল "না?"

"তা কি করে হবে?" মেরিয়ন প্রশ্ন করল। "এত কষ্ট করে যে গাধাটা দৌড়ের সর্ব্বাগ্রে রইল তার কষ্টের কি পুরস্কার নেই?"

বাদলের উত্তর প্রত্যাশায় দুই জনের চার কানে কানের দৌড় বাধ্‌ল।

বাদল বল্ল, "কষ্টের দরুণ কি কেউ স্কুলের পরীক্ষায় পুরস্কার পেয়েছে কোনো দিন? কত পরিশ্রমী ছাত্রকে আমি মেধার দ্বারা পরাস্ত করেছি। পরিশ্রমের পরীক্ষাক্ষেত্র মৌমাছিদের চাক, কিম্বা unskilled labour নিয়ে যেখানে কাজ চলে সেই সব কারখানা। মিস্ মেল্‌ভিল্, সয়তানকে তার পাওনা দিন্, আর গাধাকে দিন গাধামির পুরস্কার।"

এ যুক্তি মেরিয়নের মনঃপূত হল না। দেখ দেখি একটা জন্তু এত আয়াসে প্রথম স্থান অধিকার করল, পুরস্কার পেল না সে, পেল যে সকলের অধম। মেরিয়ন নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে নিঃশ্বাস বায়ু নিষ্কাসন করল। বল্ল, "জগতে যোগ্যের পুরস্কার নেই।"

"মিস্ মেলভিল্," বাদল তার তোষণের জন্য বল্ল, "আপনার প্রথম গাধাটির জন্য সমবেদনা বোধ কর্‌ছি। কিন্তু কি কর্‌ব বলুন, আমার হাতে পুরস্কার মোটে একটি, আর আপনার বন্ধুর অন্তিম গাধাটি আস্ত গাধা। তাকে প্রকৃতি নিজ হাতে গর্দ্দভোত্তম করেছেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুরস্কারটা তারই প্রাপ্য। তবে ঘোড়ার বেলায় আমি আপনার প্রথম ঘোড়াকে নিরাশ কর্‌ব না, কথা দিচ্ছি।"

জোন্ বল্ল, "শুন্‌লি ত? এখন প্রসন্ন হ'।"

৪

আপোষ কর্‌বে—ঘোড়ায় চড়্‌বে, এই সংকল্প নিয়ে বাদল মেরিয়নকে খুঁজে বের কর্‌ল ও বল্ল, "মিস্ মেল্‌ভিল্, আপনার একটা ঘোড়ায় চড়্‌তে পারি?"

মেরিয়ন অবাক্। এই মানুষটিকে উপর তল থেকে নীচে নাম্‌তে দেখা দৈবাৎ ঘটে। ঘোড়া কি ইনি দোতলায় চড়্‌বেন?

বাদল বল্ল, "দেখুন। ঘোড়ার পিঠ আমার মাথা-উঁচু হবে না, আমার কোমর পর্য্যন্ত হলেই আমি নিরাপদ বোধ কর্‌ব।"

মেরিয়নের ইচ্ছা কর্‌ল বলে, একটা বাইসিক্ল দিলে চল্‌বে কি?

"আর দেখুন," বাদল বল্ল, "বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের হওয়া দরকার। আমি যখন থাম্ বল্‌ব থাম্‌বে। আমার নাম্‌বার সময় বোঁ করে ছুট্‌বে না।"

এমন অশ্ব মেরিয়ন পায় কোথায়? তার একটি পোনি ছিল, নাম মেরী, রং ধলা, সাইজ বাদল যেমন চায়। কিন্তু আদপেই হুকুম মানে না, বেয়াদব যাকে বলে। থাম্ বল্লে চলে, চল্ বল্লে থামে, ডাইনে

চাইলে বাঁয়ে যায়, বাঁয়ে চাইলে ডাইনে যায়। যত মার খায় তত বায়ু ছাড়ে—সশব্দে। মোট কথা, এমন ঘোড়া কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কেউ খুঁজতে রাজি নয় বলে বাজী স্বাধীনভাবে চরেন ও বাঁধা পায়ে বিচরণ করেন। আস্তাবলে তাঁর খানার জন্য দানাও নেই, শোবার জন্য খড়ও নেই।

বাদলের জন্য সেই অশ্বিনী আনীত হল। বাদল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কানে কানে বল্ল, "ভাল ঘোড়া, শান্ত ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খেতে দেব, চকোলেট খেতে দেব, আর কি খাবে বল?"

মেরীর চেহারা দেখ্‌লে সাধারণ মানুষের হাসি পায়। চোখ তার হিপোপোটেমাসের চোখের মতো, দেড়খানা কান, নাসিকাছিদ্র হাপরের মতো উঠ্‌ছে পড়্‌ছে। বাদল কিন্তু মেরীর রূপে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ। মেরী যখন চিঁহি চিঁহি করে দুবার চিৎকার করল বাদল ভড়্‌কে গিয়ে দু পা পিছু হট্‌ল, তারপর সেই ধ্বনিমাধুর্য্যের উচ্চ প্রশংসা শোনাতে শোনাতে তার দিকে এক পা এক পা করে অগ্রসর হল—আশা, উচ্চ প্রশংসা শুনে ঘোড়াটা বাদলকে বন্ধু বলে জেনেছে।

বাঁ পা রেকাবে রেখে এক লম্ফে ঘোড়ার পিঠের উপর চেপে বসে ডান পা'টা যখন সে রেকাবে ঢুকিয়ে দিল তখন তার হাড়ে কাঁপুনি ধর্‌ল। তার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে গেল, ও মেরিয়ন, ও চার্লি, তোমরা দু জনে দু পাশ থেকে যেও না, গেলে কিন্তু আমি পড়ে যাব। সে নুয়ে পড়ে মেরীর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি মন্ত্র পড়্‌ল—ভাল ঘোড়া, ঠাণ্ডা ঘোড়া, মিষ্টি ঘোড়া। চিনি খাওয়াব, চকোলেট খাওয়াব, আর কি খাওয়াব?

ঘোড়া কিন্তু নড়ে না, শুধু থেকে থেকে মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করে। চার্লি বাদলের হাতে একটা চাবুক গুঁজে দিয়ে বল্ল,

"মারুন এক ঘা।" বাদল ভয়ে মার্তে পারে না, যদি তিন লাফে বাদলকে ভূমিসাৎ করে, মাড়িয়ে যায়, লাথিয়ে যায়? ওরে বাস্ রে! তা হলে হয়েছে। বাদল চাবুকটাকে ঘোড়ার গায়ে লাগায় না, ঘোড়াও নড়ে না। শুধু খোসামদের মত করে বলে, চল্, চল্, চ-অল্। চল্লে যে কি বিপদ্ হবে কে জানে, অতএব ঘোড়া অচল বলে বাদল যে অধৈর্য্য তা নয়।

দেখেশুনে বিরক্তি দমন না কর্তে পেরে চার্লি কষিয়ে দিল সপাং করে এক ঘা। তখন সেই তুরঙ্গ হ্রেষাধ্বনিপূর্ব্বক দুল্‌কি চালে চল্লেন।

বাদলের প্রথমটা ভয়ে চোখ বুজে এসেছিল, গা শিউরে উঠেছিল, কিন্তু দেখা গেল বেত এই ঘোড়ার সাধারণ খাদ্য, বলপ্রদ। দুল্‌কি চালও বাদলের চমৎকার লাগ্‌ল। ঘোড়াটা যতক্ষণ চল্‌তে থাকে তার পশ্চাদ্‌ভাগ ততক্ষণ সোরগোল কর্তে থাকে, সে এক মন্দ আমোদ নয় যদি তার সঙ্গে গন্ধ না থাকে।

প্রথম দিনে বেশী দূর যেতে বাদলের সাহস ছিল না, কে জানে গাড়ীর আওয়াজে যদি এ ঘোড়া চমকায় ... বাদলকে পিঠ থেকে নামিয়ে কোন মুল্লুকে যে পালাবে, বাদল যদি বাঁচে ত ঘোড়ার জন্য দেবে খেসারৎ। ফির্তে ইচ্ছা করে বাদল ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে কানে কানে বল্ল, ডাইনে। ঘোড়া অম্লান বদনে বাঁ দিকে ঘুর্‌ল। যাক্, ঘুরেছে এই যথেষ্ট। তারপর দুল্‌কি চাল ছেড়ে এমনি হাঁট্‌তে লাগ্‌ল। বাদলের বেশ পরিশ্রম হয়েছিল সে আপত্তি কর্‌ল না। কিন্তু সরাইয়ের সাম্‌নে বহু দর্শকের সুমুখে বাদল যখন আদেশ দিল "থাম্" তখন মেরী চার পা তুলে দিয়ে ক্যাণ্টার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বাদল লজ্জার মাথা খে

চেঁচিয়ে বল্ল, "বাঁচাও, বাঁচাও, থামাও, থামাও।" ঘোড়াকে আগ্‌লে দাঁড় করিয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক বাদলকে যখন নামালেন তখন শ্রমে ও শঙ্কায় সে প্রায় মূর্চ্ছা যায়। চার্লি ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল।

মিসেস্ মেলভিল্ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বল্লেন, "এ কি মিষ্টার সেন! কে আপনাকে ঘোড়ায় চড়্‌তে বল্ল?"

বাদল অধোবদন।

মিষ্টার মেল্‌ভিল পৃষ্ঠপোষকের মত বল্ল, "এই ত পুরুষোচিত।"

বাদল ভাব্‌ছিল অত সহজে নিরস্ত হলে চল্‌বে না, লেগে থাক্‌তে হবে। উপস্থিত ঘোড়ায় চড়ার পোষাক কেনা দরকার হয়ে পড়েছে, নইলে ক্যাণ্টারকে ডরাবার কোনো সঙ্গত হেতু নেই। ভেণ্ট্‌নরে যেতে হবে কাল।

সেই সঙ্গে চুলটাও ছাঁটাতে হবে, এই কয় মাসে গহন বন হয়ে উঠেছে, ক্যাণ্টারকে ডরাবার সেও এক হেতু। শরীরের ভার যতই হাল্‌কা হবে ঘোড়ার উপর আসনও হবে ততই বেপরোয়া।

সেইসঙ্গে সুধীদার চিঠিখানা ডাকে দেওয়া যাবে।

৫

পরদিন সর্ব্বদেহে বেদনা। যে অঙ্গটাকে নাড়্‌তে যায় সেটাই চেঁচিয়ে ওঠে—আহা! কর কি, কর কি!

উপায়ন্তর না দেখে বাদল পুনর্মূষিক হল। ঘরের দরজা জানালা খুল্‌তে পারে তার জো নেই; বন্ধ ঘরের অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবে কখন মিসেস্ মেলভিল্ আস্‌বে, মুখে এক পেয়ালা চা তুলে ধর্‌বে।

ওদিকে ঘোড়াটা বারম্বার ডাকছে—চিঁহি, কই হে! চিঁহি, কোথায় তুমি! চিঁহি, চড়্‌বে না? চিঁহি, চিনি খাওয়াবে না? বহুকাল পরে আরূঢ় হয়ে তার ইজ্জৎ বেড়ে গেছে, সে অন্যান্য ঘোড়াদের মতো শয্যা ও আহারীয় পেয়েছে, তারও গা ডলাই মলাই ধোলাই হচ্ছে। স্বয়ং মেল্‌ভিল্ তার তত্ত্ব নিতে এসেছিল, মস্ত বিল্ বানাবে।

মিসেস্ মেলভিল্ দরজায় টোকা মেরে বাইরে থেকে স্বর করে সংকেত করল, "Coo-ee."

বাদল বল্ল, "এখনো বিছানায়।"

"সে কি, মিষ্টার সেন! ঘোড়ায় চড়্‌বেন না?"

"না মিসেস্ মেল্‌ভিল্," বাদল ব্যথার কথা চাপা দিয়ে বল্ল, "আমার ব্রীচেস্ নেই যে।"

"ব্রীচেস্ নেই বলে ভাবনা? আচ্ছা, মেরিয়নের ব্রীচেস্ এখনকার মত ব্যবহার কর্‌তে পারেন, তাকে আমি বল্‌ব।"

"না মিসেস্ মেল্‌ভিল্। অন্যের ব্রীচেস্ আমার গায়ে ফিট্ করবে কেন? লোকে উপহাস করবে। তাছাড়া আমার চুলও কাটা দরকার—মাথার উপর জঙ্গল নিয়ে ঘোড়ায় চড়া এক জঞ্জাল।

"এই জন্যে ভাবনা? আমার স্বামী ও কাজে পারদর্শী। চুল কাট্‌তে বল্লে অধিকন্তু কান দুটা কেটে রেখে দেয়, এমনি তার হাত সাফাই।"

মিসেস্ মেল্‌ভিল্‌কে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের ভিতর থেকে বাদল বেশ কথাবার্ত্তা জুড়ে দিল। বল্ল, "ঠিক ভারতবর্ষের সে মৌলবী সাহেবের মত যিনি একটি ছাত্রকে ফুল মার্কের চেয়ে পাঁচ মার্ক বেশী দিয়ে বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় কৈফিয়ৎ দিলেন, প্রশ্ন করেছিলুম তাও লিখেছে, যা প্রশ্ন করিনি তাও লিখেছে, এ

ছাত্রকে পাঁচটা মার্ক বেশী না দিলে বড়ই কার্পণ্য করা হয়। তেমনি," বাদল রসিকতা করে বল্ল, "চুল কাটার জন্য মজুরি ত দিতে হবেই, তার উপর কান কাটার জন্য বখ্‌শিষ না দিলে ভরি বিশ্রী হবে। না মিসেস্ মেল্‌ভিল্ ?"

"কিন্তু মিষ্টার সেন," বুড়ী অবশেষে বিরক্ত হয়ে—যা সে কদাচ হয় —বল্ল, "আপনার চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব কতক্ষণ ? খুলুন, খুলুন।"

বাদল উঠ্‌তে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর জর্জ্জর। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত দুটা এখনো চলিষ্ণু। তাই দিয়ে ড্রেসিং গাউনটা পেড়ে নিয়ে কোনোমতে জড়াল। তারপর মিসেস্ মেল্‌ভিল্‌কে অনুমতি দিল আস্‌বার।

"বুঝেছি।" মিসেস্ মেল্‌ভিল বাদলের পা দুটার অকুঞ্চনীয় অবস্থা দেখে এক নিমেষেই টের পেল। "ঘোড়াটার গা না ডলে সওয়ারের গা ডল্‌তে হয়, জখম হয়নি ওটা, হয়েছেন ইনি।"

বুড়ী মেল্‌ভিল্ বাদলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিল। পরের হাতে খেতে বাদলের বড় ভাল লাগে, বিশেষত সেই পর যদি নারী হয়। নানা ছলে সুধীদার হাতে খেয়েছে, বুড়ী মেল্‌ভিলের হাতেও তার এই প্রথম খাওয়া নয়। বুড়ীও এই বালক-প্রকৃতি বিদেশী তরুণটির এদেশে মা নেই বলে মমতায় বিগলিত। বুড়ী ধর্ম্মভীরু মানুষ। তার প্রত্যেক অতিথিকেই ভগবান তার নিকট প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রতি তার দায়িত্ব টাকা লেনদেনের উর্দ্ধে। কতবার কত ভবঘুরে (Tramp) কে সে যত্ন করে খাইয়েছে, লোকসানের জন্য ভ্রূক্ষেপ করেনি। স্বামীর তিরস্কার হয়েছে তার পুরস্কার। আর এই বিদেশী তরুণটি ত চড়া দাম দিতে প্রস্তুত।

"ও কিছু নয়," বুড়ী আশ্বাস দিল, "ও আপনি সেরে যাবে দু-এক

দিনের মধ্যে। আপনি আপাতত গরম জলে স্নান করুন, আমি ততক্ষণ আপনার বিছানাটাকে নরম করে পাতি। গোটা কয়েক বালিশ বেশী দেব। বেশ আরাম করে শোবেন কিম্বা বস্‌বেন।"

"ধন্যবাদ, মিসেস মেল্‌ভিল্‌," বাদল বল্ল, "কিন্তু ভেণ্ট্‌নরে আপনি আমার মাপের তৈরী ব্রীচেসর জন্য লোক পাঠান, তৈরি না পাওয়া গেলে বানাতে হবে।"

"আচ্ছা।"

"আর নাপিত যদি কাছে কোথাও না মেলে তবে ভেণ্ট্‌নর থেকে আনাতে হবে।"

"আচ্ছা"—বুড়ী একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্ল।

"আর এই চিঠিখানা ভেণ্ট্‌নরে ডাকে দিতে হবে, এখানে না। ভারি জরুরি চিঠি।"

"আচ্ছা।"

গরম জলে গোসল করে নরম বিছানায় গা ও পা মেলে দেওয়া যে কি আরামের তাই ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে বাদল ভুলে গেল যে মিসেস্‌ মেল্‌ভিলকে তার আরো একটা ফরমাস কর্‌বার আছে। বুড়ীকে পিছু ডেকে ফিরিয়ে এনে বাদল বল্ল, "আর দেখুন, মেরীকে এক পাউণ্ড চিনির ডেলা কিনে আমার তরফ থেকে খাওয়াবেন।"

মিসেস্‌ মেল্‌ভিল হেসে বল্লেন, "আচ্ছা। কিন্তু মেরী বুঝ্‌বে না যে আপনি তাকে খেতে দিলেন। ধন্যবাদ দেবে আমাকেই।" চলে যেতে যেতে বল্লেন, "ঘোড়াকে, ঘোড়ার সওয়ারকে দুজনকেই খেতে হচ্ছে আমার হাতে।"

৬

পুরু বিছানায় অর্দ্ধশয়ান হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকে বাদল ্য আরাম বোধ কর্‌ল। এমন আরাম আগে পেলে কি একটা ্চার জন্য চব্বিশ দিন ক্ষয় কর্‌তে হত? শরীরের আনুকূল্যে কি বিড় ও একান্ত অভিনিবেশের দ্বারা চার দিনেই সিদ্ধিলাভ ; না?

চব্বিশ দিন ও চার দিন—এই ত এক মন্দ সমস্যা নয়। ঘড়ি ়খ আমরা জানি কখন ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হয়, পাঁজি থেকে আমরা পাই ়টি নির্দ্দিষ্ট ২৪ ঘণ্টার কি নম্বর। ঘড়ি ও পাঁজি যদি না থাকৃত কিম্বা লুপ্ত হয়ে যেত তা হলেও আমরা নিরুপায় হতুম না। এক সূর্য্যোদয় ়কে পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পুর্য্যন্ত একটি দিন; এক বসন্ত থেকে পরবর্ত্তী ন্ত পর্য্যন্ত একটি বছর। যাঁরা আকাশের তারার গতিবিধিবিদ্ দেরও একান্ত অসুবিধা হত না।

কিন্তু হঠাৎ যদি পায়ের নীচে থেকে পৃথিবীটা ফস্কে যায়, যদি আমরা ্য ছিট্‌কে পড়ি তা হলে কি আমাদের সময় জ্ঞান থাকে?

বাদল ভাব্‌ল, বা! আপোষের পরে কোন বিষয়ে চিন্তা করব সেই য় বেছে নিতে পার্‌ছিলুম না, বিষয় আপনি এসে আমাকে বেছে ল।

মানুষের সময়বোধ কিসের উপর নির্ভর করে? পৃথিবীর দ্বিবিধ ্তর উপর। একটার থেকে পাই দিন, অন্যটার থেকে পাই বছর। থানে দ্বিবিধ গতি নেই সেখানে বছর আছে দিন নেই।

গ্রহনক্ষত্রদের কার বছর আমাদের বছরের তুলনায় কত বড় বা ত ছোট তা আমরা হিসাব করে বল্‌তে পারি ওদের গতি ও

প্রত্যাবর্ত্তন নিরীক্ষণ করে। ওদের কোথাও যদি মানুষের মত কোনো জীব থাকে ত তাদেরও সময়বোধ থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু গ্রহনক্ষত্র যেটুকু জায়গা জুড়েছে সেটুকু অতীব সামান্য—তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েও স্পেস্ ধূ ধূ কর্‌ছে। স্পেসের কি গতি আছে? যদি থাকে তবে সে গতির সঙ্গে পার্থিব সাম্বৎসর গতির কি সম্বন্ধ। যদি না থাকে তবে স্পেস্ কি কালাধীন? অর্থাৎ বাদল যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে পা ফস্কে শূন্যের গর্ভে তলিয়ে যায় তবে কি বাদলের সময় জ্ঞান থাক্‌বে? তার সঙ্গে ত থাক্‌বে না ঘড়ি বা পাঁজি, সূর্য্যোদয় পরম্পরার পরিবর্ত্তে দেখ্‌বে—যদি চোখে পড়ে—সূর্য্য ছুট্‌ছে ত ছুট্‌ছেই, সে তার নিজের বছর পূরাতে ব্যস্ত। আর সূর্য্যই বা তখন তার কে? অমন লক্ষ লক্ষ সূর্য্য দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছে যে যার কক্ষে। কাকে ছেড়ে কার উপর নজর রাখ্‌বে? বাদল যেন এমন একটা ঘড়ির দোকানে পৌছবে যেখানে প্রত্যেক ঘড়ি নিজের চালে চলেছে, একটাতে দশটা সাত মিনিট ত আর-একটাতে সাতটা সতের মিনিট, এবং তৃতীয় একটাতে তিনটে পঞ্চান্ন মিনিট। তাদের কোনটা যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাখ্‌ছে তা বাদলে জান্‌তে পার্‌বে না। শুধু এই জান্‌বে যে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ লোকাল টাইম রাখ্‌ছে।

কিন্তু গোড়ায় গলদ তারা ত স্পেস্-সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ। সমুদ্রের পৃষ্ঠে বহুৎ জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেই সব ফাঁকা জায়গার কোনো লোকাল টাইম আছে কি? থাকা কি সম্ভব? তাদের ত স্বতন্ত্র গতি নেই বলে মনে হয়। না, আছে? শূন্য কি নানা স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভাজ্য। যদি বিভাজ্য না হয় তবে কি অখণ্ড শূন্যের এক প্রকার গতি আছে—এক প্রকার আবর্ত্তন? অতএব এক প্রকার টাইম আছে?

বিশ্বের গ্রহতারকা যেন একই সময়চক্রে বাঁধা, যেন তাদের একটা গার্ড টাইম আছে—জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ভাষায় Sidereal time. শ! গ্রহতারকার মণ্ডলী না হয় একই সময়চক্রের নিয়মানুবর্ত্তী া, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে এক মুষ্টি নৌবহর। কিন্তু কে তারা? কত দ্র তারা! কতগুলা ঘূর্ণ্যমান বুদ্বুদ্ বৈ ত নয়। তবে তাদেরকে ত যত্নে পর্য্যবেক্ষণ করা কেন? তাদের এত প্রাধান্য কেন? চবলমাত্র তাদেরকে যাঁরা পর্য্যবেক্ষণ করছেন সেই সব জ্যোতির্ব্বিদ্ পস্ সম্বন্ধে রায় দেন কোন অধিকারে? এ যেন হঠাৎ একটা দ্বীপ াবিষ্কার করে তার মাটী খুঁড়ে দশটা শিলালিপি পেয়ে একখানা তিহাস লিখে ফেলার মত। অধিকাংশ ইতিহাসই তাই। সমুদ্রের দ্বুদ্ গুলোকে পাশাপাশি এঁকে সমুদ্রের স্বরূপ দেখানো।

গতি না থাকলে কাল থাকে না। স্পেসের কি গতি আছে? দি থাকে তবে কাল আছে। যদি না থাকে—সেইটেই সম্ভব—তবে াল বলে কিছু নেই। স্পেসের গর্ভে সঞ্চরণশীল গ্রহনক্ষত্রগোষ্ঠীর াছে গতি, সে গতি আপেক্ষিক অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ। সে গতি ক্রবৎ, একের চক্রের অক্ষ অপরের চক্রের নেমি। সমগ্র গ্রহনক্ষত্র গাষ্ঠীকে ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জানতে ইচ্ছা করে যে এই অত্যন্ত জটিল যন্ত্র একটি নির্দ্দিষ্ট সময় রক্ষা করছে, কিন্তু সেই সময় কি স্পেসকে শাসন করতে পারে? সে কি অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ? সে কি কাল?

স্পেস্ যদি গতিসম্পন্ন বলে সপ্রমাণ হয় তবে কালের অস্তিত্ব সেই সঙ্গে হবে সপ্রমাণ। স্পেস্ চলছে। কোনখান থেকে কোনখানে চলছে? অতীত থেকে ভবিষ্যতে। এ ছাড়া চলার অন্য পথ নেই। স্পেস্ নিজেই নিজের অন্য পথ রাখেনি। সর্ব্বব্যাপী যদি সচল হয়

তবে তাকে চলার পথ ছেড়ে দেবে কে ? এক ছিল ফোর্থ ডাইমেন্সন্—কাল। সেই দিল পথ কেটে।

সে পথ কিন্তু সাধারণ পথ নয়। তাতে চল্‌বার সময় ঘর্ষণে (Frictionএ) শক্তি হ্রাস বা শক্তিলাভ হয় না। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে স্পেসের উত্তরোত্তর স্ফীতি ঘট্‌ছে। এবং পরিণামে বিদীর্ণতা ঘট্‌বে। না, স্পেস্ মোটের যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। এবং তেমনিটি থাক্‌বে। পরিবর্ত্তন যা হচ্ছে তা ওর গর্ভে। সূর্য্য হয়ত নিব্‌বে, পৃথিবী হয়ত হিম হয়ে যাবে, পৃথিবীস্থ প্রাণ হয়ত গ্রহান্তরের পরিমিত উত্তাপে ঘর কর্‌বার জন্য উঠে যাবে, সেখানে, পাবে জলে স্থলে আশ্রয়, সেখানে নানারূপে বিবর্ত্তিত হবে, হতে হতে হয়ত মনুষ্য-সদৃশ হয়ে উঠ্‌বে, মনুষ্য সদৃশদের মধ্যে একদা বাদলসদৃশের উদ্ভব বোধ হয় অসম্ভব নয়।

অতীত থেকে ক্রমাগত ভবিষ্যতে, ক্রমাগত ভবিষ্যতে, স্পেসের যাত্রা। তার কি কোনো সমাপ্তি আছে ? না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাদল ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

৭

বা, এই ত বেশ ছোট ছোট সমস্যার হাতে হাতে সমাধান। পণ্ডিতেরা অবশ্য অবজ্ঞাভরে হাস্‌বেন, বল্‌বেন সমাধানটা বাদলীয়। তাতে বাদল লজ্জিত হবে না। পণ্ডিতেরাও আপন আপন বিশেষজ্ঞতার বাইরে বিশেষ অজ্ঞ। আইনষ্টাইন কি জানেন কার্ল মার্ক্স কথিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ? এডিংটন কি বল্‌তে পারেন ভারতবর্ষীয় হাতীর থেকে আফ্রিকান্ হাতীর

কানখানে বিভিন্নতা? মিলিকানকে জিজ্ঞাসা কর আর্ট্ সম্বন্ধে বনেদেতো ক্রোচের সিদ্ধান্ত কি? বেনেদেতো ক্রোচে বলুন আলোকাণুর বিকিরণ ক্ষমতা-বিষয়ে মিলিকানের গবেষণাবৃত্তান্ত।

পণ্ডিতেরা যে একে অপরের অধিকারে পা বাড়াতে ভয় করেন ও কৌতূহল বোধ কর্‌লে অপরের ভাষার বর্ণপরিচয় পড়ে ভঙ্গ দেন, তা আজকাল কে না জানে? ছিল বটে একদিন যখন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি তৎকালীন যাবতীয় বিদ্যা আয়ত্ত কর্‌তে পেরেছিলেন। গ্যেটের দিনেও গ্যেটে ছিলেন মোটের উপর সবজান্তা। তবে তিনিও চড়ুই পাখী দেখে একারমানকে শুধিয়েছিলেন ও গুলো কি ভরত পক্ষী।

এ ত ভারি অন্যায় যে জাগতিক ব্যাপারকে মোটামুটি বুঝ্‌তে হলে এক হাজার এক শ জন পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতে হবে। শোনা যায় এক আইনষ্টাইনকে দন্তস্ফুট কর্‌তে পুরা সাতটি বছর সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর্‌তে হয়। তারপর তাঁর তত্ত্ব সত্য কি মিথ্যা তার বিচার কর্‌তে অবশ্য আয়ুর থাক্‌বে না অবশেষ। তবে কি আমরা পৃথিবীর বাদলরা চিন্তাকার্য্যে ইস্তফা দেব? না মনের মধ্যে জঙ্গল নিয়ে বাস কর্‌ব? পণ্ডিতরাই যখন নিজ নিজ এলাকার বাইরে শিশু তখন আমরা তাঁদের এলাকাগুলিতে শিশু হলে এমন কি অপরাধ কর্‌লুম। কিন্তু আমরা শিশু হলেও নিতান্ত পল্লবগ্রাহী নই, আমরা চাই জগৎটাকে সকল রকমে চিন্‌তে, সবশুদ্ধ সেটি কেমন দেখায় তাই আমাদের ধ্যান।

আমরা বাদলরা সব কাজে হাত লাগাই, তাই কোনো একটি কাজে সাত সাতটা বছর নিয়োগ কর্‌তে আমাদের অপ্রবৃত্তি। তোমরা স্পেশ্যালিষ্টরা আমাদের স্পর্দ্ধা দেখে হাস্‌তে পার, কিন্তু

আমরাও স্পেশ্যালিষ্ট—আমরা যার স্পেশ্যালিষ্ট তা হচ্ছে intellect in general. আমরাও তোমাদের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞানসাধনাকে উপহাস করতে পারতুম, কিন্তু উদার আমাদের মতি, দরাজ আমাদের হৃদয়, আমরা জানি তোমরাও আমাদের পক্ষে দরকারী, আমরাও তোমাদের পক্ষে দরকারী।

ভাল ঘুম হওয়ায় বাদলের মনটা সত্যিই উদার ছিল। তাই সে বিনয়বশত "আমরা বাদলরা" বল্ল, অহঙ্কার বশত "আমি একমাত্র বাদল" বল্ল না। পণ্ডিতদের সঙ্গে ঐ রূপ একটা বোঝাপড়া করে সে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কি মাত্র স্পেস্ এর একটা ডাইমেন্‌সন না আমার নিজেরও এই নিয়ে চিন্তা করতে বস্‌ল।

স্পেসের অন্যত্র যাবার জো নেই, তাই সে যদি যেতে চায় ত অতীত থেকে যাবে ভবিষ্যতে। আর সে তাই যাচ্ছেও বলে বাদলের বিশ্বাস। জগতে সকলেই গতিশীল, আর স্পেস্ কেবল ঘুমায়ে রয় এ কি একটা কথা হল। স্পেস্ যে যাচ্ছে অতীত থেকে ভবিষ্যতে অতীতকে কি সে পিছনে রেখে যাচ্ছে? না, অতীতকে সে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কাল যেন একটা স্প্রিং, স্পেস যেন তাকে খুল্‌তে খুল্‌তে যাচ্ছে, আর স্পেসের পিছু পিছু সেও যাচ্ছে আগের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে। এ উপমাটা হয়ত যথোচিত হল না। কাল যেন ক্যামেরার রোল ফিল্ম। তার যেটুকু অলোকে উদ্‌ঘাটিত হল সেটুকু গেল জড়িয়ে, যেটুকুর উদ্‌ঘাটনের পালা এল সেটুকু গেল মেলে। না, এ উপমাও অযথাযথ। স্পেসের সঙ্গে কাল এমন ভাবে ওতপ্রোত যে একের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য মনে হতে পারে ওরা একই জিনিষ, দোনলা বন্দুকের মত ঐ জিনিষটার

জোড়া নাম স্পেস্-টাইম। ওটা যেন ভোজবাজির এক পেঁয়াজ, ওর যতই খোসা ছাড়াও ও যেমনকে তেমনি। ওর ছাড়ান খোসাগুলো যেন ওর ভিতরে ঢুকে যায়, বাইরে জমা হয় না।

এ উপমাও বাদলের মনঃপূত হল না। সে যা ভাবছে তার সার কথা এই যে অতীত বল্লে মানুষের মনে একটি ছবি জাগে, স্পেসের মনে তা জাগে না, যেহেতু স্পেসের মন নেই। আর ভবিষ্যৎ বল্লে মানুষের মনে যে একটি ছায়া পড়ে স্পেসের মনে তাও পড়ে না, একই কারণে। মানুষের কাছে অতীতের নামান্তর স্মৃতি। লিখিত স্মৃতির নাম ইতিহাস, অলিখিত স্মৃতির নাম শ্রুতি, মিশ্র স্মৃতির নাম পুরাণ, মেয়ালী স্মৃতির নাম রূপকথা, বর্ব্বর স্মৃতির নাম "টৈবু।" তারপর বর্ত্তমানের নামান্তর চেতনা আর ভবিষ্যতের নামান্তর বিশ্বাস। কাল সকালে সূর্য্য উঠ্‌বে, ছ মাস পরে শীত পড়্‌বে, বার বছর পরে ধূমকেতু দেখা দেবে, ত্রিশ বছর পরে গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধ হবে, জমির ইজারার মেয়াদ ফুরাতে নয়শ নিরনব্বই বছর বাকী। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের নাম গণনা, যুক্তিহীন বিশ্বাসের নাম ভয়, আকাঙ্ক্ষারঞ্জিত বিশ্বাসের নাম রিলিজন্।

স্পেসের এ সব বালাই নেই। স্পেস্ স্বয়ং বর্ত্তমান, তার অতীত-ভবিষ্যৎও সেই বর্ত্তমানের পা ফেলা পা তোলা। কিন্তু মানুষের বেলায়ও কি সেই কথা? আমি স্বয়ং বর্ত্তমান। আমার অতীত কি এই বর্ত্তমানেরই মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়েছে, মুদ্রিত হয়েছে, ছাড়ান খোসার মত ফিরে এসে ঢুকেছে? আমার ভবিষ্যৎ কি আমার বর্ত্তমানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এর থেকে মুক্তি পাবার অপেক্ষায় আছে?

আমার অতীত বল্‌তে আমি বুঝি আমার স্মৃতি। হঠাৎ আমার

স্মৃতি লোপ হলে আমার অতীত কি মিথ্যা হবে, অনতীত হবে? ভারতবর্ষের স্মৃতি আমার মুছে গেছে—জাগ্রত অবস্থায় ত গেছেই, স্বপ্নেও। তা বলে কি ভারতবর্ষে আমি আট মাস আগে ছিলুম না, সেদেশে কি জন্মাইনি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইনি, বিবাহ করিনি? এক এক জন মানুষ দেখা যায়, তারা পূর্ব্ব স্মৃতি হারিয়ে অন্য মানুষ হয়ে যায়, তাদের অভিনব স্মৃতি এই অন্য মানুষের। আমি হয়ত তেমনি মানুষ। আমার স্মৃতির বয়স আট মাস, আমার দেহের বয়স একুশ। বিশ বছর চার মাস কি আমার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পক্ষে অনতীত?

আমি আপাতত বেশীদিন আগ বাড়িয়ে ভাব্‌তে পার্‌ছিনে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার একমাত্র স্পষ্ট ধারণা হচ্ছে আমি মহামনীষী হব। তা বলে কি আমার ভবিষ্যৎ ওইটুকু, বাকীটা অভবিতব্য? আমি জানিনে বলে কি যা হবার তা হবে না? আমি বিশেষ চেষ্টা কর্‌লে যতদূর জান্‌তে পার্‌ব, বিশেষ ইচ্ছা কর্‌লে যতকিছু ঘটাতে পার্‌ব, তাই কি আমার ভবিষ্যৎ, তার অধিক অভবিতব্য? আমার বর্ত্তমান কি আমার ভবিষ্যতের জনক নয়, ভবিষ্যতের predestination কি বর্ত্তমানের অন্তরে উহ্য নেই? ভবিষ্যতের যেটুকু আমি জান্‌ব, ভবিষ্যতের কান যেটুকু আমি টান্‌ব, অর্থাৎ যেটুকুর আমি কর্ণধার হব, যেটুকুর উপর আমার ইচ্ছা বলবান হবে সেইটুকুমাত্র কি আমার ভবিষ্যৎ? সেই পুরাতন তর্ক আবার ঘুরে ফিরে হাজির (বাদল মুচ্‌কে হাস্‌ল)—Determinism না Free will? আমার ভবিষ্যৎ কি বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার উত্তরে আমার বর্ত্তমানের প্রতিক্রিয়া, না আমার বর্ত্তমানের ক্রিয়ার উত্তরে বাহ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া?

৮

এ এক পুরাতন অমীমাংসিত প্রশ্ন—গয়ায় পিণ্ড না পাওয়া প্রেত। এটাকে বাদল বারম্বার চিন্তার মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত হতে দেখেছে, কিন্তু, প্রক্ষেপকে প্রশ্রয় দিলে চলে না। একে যেদিন বাদল আহ্বান করে আন্‌বে তার আগে অনাহূত ভাবে আসা এর অন্যায়।

আর প্রশ্নটা হচ্ছে, কাল যেমন স্পেসের একটা ডাইমেন্সন তেমনি আমারও কি না। প্রথমে বিচার কর্‌তে হবে কাল বল্‌তে স্পেস্ যা বোঝে আমি কি তাই বুঝি? স্পেসের না আছে স্মৃতি না আছে চেতনা না আছে বিশ্বাস, তার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তার গতির সামিল, তার গতির জন্যই ওদের অস্তিত্ব ও গতির বাইরে ওরা নেই। আমার অতীত কিন্তু আমার গতির থেকে উপচিত একটা স্থিতি, আমার বর্ত্তমান আমার গতির থেকে উপচীয়মান একটা স্থিতি, আমার ভবিষ্যৎও তেমনি আমার গতির থেকে উপচেতব্য একটা স্থিতি। কাল ত স্থিতির জন্য নয়। কাল যেন একটা অশ্ব। ওর উপর আরোহণ না কর্‌লে ওর মহিমা উপলব্ধি করা যায় না, আরোহীর অভাবে ওর সার্থকতারও ঘটে অভাব।

পুডিংকে খাব অথচ রাখ্‌বও—এ নীতি মানে না স্পেস্, মানি আমি। তাই আমার অতীত আমার উপচিত, আমার ভোগের উপর উদ্বৃত্ত। তাই আমার ভবিষ্যৎ আমার উপচেতব্য, আমার বিশ্বাসের চেয়ে কিছু বেশী সে আন্‌বে, আমাকে মনীষী ত কর্‌বেই, তার অধিকও কর্‌তে পারে।

স্পেসের সঙ্গে তা হলে আমার আসল জায়গায় গরমিল। অতএব কাল হতে পারে না আমার একটা ডাইমেন্সন, আমি ও কাল

মিলে গ্রহণ করতে পারিনে একটা দোনলা নাম। স্পেস্ ও কাল যেমন যমজ, আমি ও কাল তেমন নই।

এই পর্য্যন্ত এসে বাদলের মনে পড়ল, বা রে! আমার আবার স্মৃতি কি? স্মৃতি ত মনের। মন আমার বলে কি স্মৃতিও আমার? আর 'আমার' হলেও সে ত বিচ্ছেদ্য, সে ত স্বতন্ত্র। আমি যখন দেহত্যাগ করব তখন চেতনাকে করব ত্যাগ, স্মৃতিও পড়ে থাকবে ছাড়া কাপড়ের পাড়ের মত। বিশ্বাস? ওরও হবে সেই দশা। ছাড়া কাপড়ের রঙ্গের মত। মৃত্যুর পরে আমি আবার দেহ ধারণ করব কি না, মন সেই দেহের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে কি না, এসব স্পেকুলেশন নিয়ে মত্ত থাকা আমার পক্ষে অশোভন। আমি স্পিরিচুয়ালিষ্টদের মত নির্ব্বোধ নই। বাবুরা বসে Seance করছেন। যত রাজ্যের বুজরুক হয়েছে তাঁদের মিডিয়াম। ঠকতে ভালবাসে এমন গাধা বাদলচন্দ্র সেন নয়। তাই সে ভূত প্রেত ত দূরের কথা ভগবানই বিশ্বাস করল না।

কি ভাবছিলুম? আমার আবার স্মৃতি কি? আট মাস আগে আমার যে স্মৃতি ছিল সে আজ কই? মৃত্যুর পরে এই স্মৃতিও থাকবে না। তখন শুধু থাকবে আমার অতীত, স্পেসের যেমন আছে। তবে কেন কাল হবে না আমারও একটা ডাইমেন্সেন্! 'হবে' কি মশাই! হয়ে রয়েছে। কাল আমার একটা ডাইমেন্সন হয়ে রয়েছে আদি থেকে। হয়ে রইবে অন্ত অবধি। কাল যতদিনের আমি ততদিনের। কাল যতদিন আমিও ততদিন মৃত্যু ত আমার নয়, মশাই! ওটা হল গিয়ে আমার দেহ-মনের। ও মানে দেহমনের প্রাণবিয়োগ। গ্রহনক্ষত্র হতে বিকীর্ণ তাপ যেমন স্পেসের শূন্যে বিলীন হয়ে সঞ্চিত হয় প্রাণও হয় তেমনি। আ

গ্রহনক্ষত্রের অঙ্গ যেমন তাপবিহীন হলে বিকার প্রাপ্ত হয় দেহ-মনও তেমনি।

বাদল একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তার সঙ্গে কখন তর্ক বাধিয়েছে। বল্‌ছে, বুঝ্‌লেন মাশাই, আমি হচ্ছি অশ্বারোহী সৈনিক। কাল আমার অশ্ব। আমার গতির বাহন। কোথায় আমার বাড়ী, কে আছে সে বাড়ীতে, স্ত্রী না শিশু না বৃদ্ধ পিতামাতা, এসব নাই আমার মনে, আমি সৈনিক, আমি স্মৃতিভারমুক্ত। বাঁচ্‌ব কি মর্‌ব, কোথায় হব উপনীত, স্বর্গে কি মর্ত্তে কি ইউটোপিয়ায় কি নিরাপদ ডেমক্রেসীতে, ভাব্‌তে পারিনে এত কথা। বিশ্বাস আমার বিক্ষেপ ঘটাবে না। আমি সৈনিক, আমি অশ্বারোহী, লড়াই করে আস্‌ছি, কর্‌ছি, কর্‌তে থাক্‌ব। আমি ও আমার অশ্ব—আমরা এক। যেমন যীশু বলে ছিলেন I and my father are one. আমি আছি। এই 'আছি' কথাটাই কাল। 'আছি'র মধ্যে রয়েছে 'ছিলুম' ও 'থাক্‌ব'। আমি আছি। বুঝ্‌লেন মশাই। এই কয় মাস ধরে আমি যে 'টাইম্‌স্‌' কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, "I am," সেটা যদিও সুধীদার উদ্দেশে তবু সেটা আপনাদের সকলের জন্য। "I am" —এই হচ্ছে আমার ঘোষণা, আমার ম্যানিফেষ্টো। আমি আছি —তার প্রথম কথাটি হল আমি অর্থাৎ বাদল, আর দ্বিতীয় কথাটি হল আছি অর্থাৎ কাল। একটা হাইফেন বসিয়ে দিন ত। দেখ্‌তে কেমন হয়। ঠিক্ স্পেস্‌-টাইমের মত কি না।

বাদল-কাল। বাদল-কাল। আহা, কি খোলতাই হয়েছে। এই কথাটা স্পষ্ট ছাপালে লোকে ভাব্‌বে পাগল। তাই ছাপিয়েছি, I am. ওদের মধ্যে যদি কেউ সূক্ষ্মবুদ্ধি থাকেন তবে নিশ্চয় ধর্‌তে পেরেছেন, ওটার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হবে, Ego-Time. জানিনে ওটা আমার

আবিষ্কার কি না, কিন্তু বিশ্বাস, ওটা আমার একান্ত মৌলিক চিন্তার ফল।

৯

এত বড় একটা আবিষ্কারের পর বাদল কি বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে পারে। "Now I have a right to ride a horse" বলে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়াল। "লে আও ঘোড়া" বলে হিন্দীতে কাকে যেন একটা হুকুম দিয়ে নিজেই চমকে পড়ল—তাই ত এখনো হিন্দী মনে আছে।

বাদল দিব্যি চলছে দেখে মিসেস্ মেলভিল্ ত আহ্লাদে অবাক। বাদল বল্ল, "বুঝতে পারবে না তুমি আমি কি ভেবে বের করেছি শুধু আমার নয় তোমারও, সকলেরই, স্যালভেশনের সূত্র।"

মিসেস মেলভিল্ তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বাদল বল্ল, "Ego-Time. চুম্বকে ওর বেশী বলা যায় না।" ভাবল সব কথা এখন ফাঁস করে দিই আর কি! কেউ আড়ি পেতে শুনুক শুনে একখানা থীসিস্ লিখে ফেলুক, বিখ্যাত হয়ে আইনষ্টাইনের দোসর হয়ে যাক্! তার পর ঐ কথা আমার মুখে শুনে লোকে বলুক ধার-করা বুলি!

"কই, ঘোড়া কোথায়?" বাদল খোঁজ করল।

"ঘোড়ায় চড়বেন নাকি?" বুড়ী আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল।

"I think now I have a right to ride a horse."

বুড়ী এর কোনো অর্থ না করতে পেরে ভাবল ছোক্‌রার মাথা গেছে শিথিল হয়ে। ঘোড়া আনতে লোক পাঠাল। মেরিয়নে

ব্রীচেস্ জোড়া ধার নেবে কি না জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বল্ল, "মেরিয়নও আসুক না আমার সঙ্গে বেড়াতে। আমার এই পোষাকে আপাতত চল্‌বে।"

মেরিয়ন রাজি হল। একটা বড় "বে" ঘোড়ায় তার আসন। সে ঘোড়ার ভঙ্গী যেমন দৃপ্ত হ্রেষাও তেমনি গম্ভীর। বাদলের ঘোড়াটা যেন তার শীর্ণ শ্বেত ছায়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাদলের আবিষ্কারোৎ-ফুল্লতা অন্তর্হিত হল। সাবধানে ধর্‌তে হবে লাগাম, রাখ্‌তে হবে পা, চাপ্‌তে হবে হাঁটু, সোজা কর্‌তে হবে বুক।

ঘোড়া চল্ল দুল্‌কি চালে, তুড়ুক দুম তুড়ুক দুম তুড়ুম দুম—জিনের উপর বাদলের পাছা উঠ্‌ল আর পড়্‌ল। ঘোড়াটার আজ ফুর্ত্তি হয়েছে স্বজাতীয়ের সঙ্গ পেয়ে। মেরিয়নের ঘোড়ার সঙ্গে সে প্রাণপণে পাল্লা দিচ্ছে। এত জোরে তার পিছু ছুটেছে যে সেটা যদি একটু ধীরে চলে ত এটা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মেরিয়ন ফিরে তাকায়। বাদল লজ্জায় ক্ষমা চাইবার ভাষা পায় না।

মেরিয়ন যখন রাগ করে ঘোড়াকে ক্যাণ্টার করাল তখন তার ঘোড়ার দেখাদেখি বাদলের ঘোড়াও চারটে ঠ্যাং তুল্ল। বাদল জোর্‌সে রাশ ধরে পিছনে হেলে ভয়াতুর ডাক ছেড়ে বল্ল, "মিস্ মেল্‌ভিল্, মারা যাব। মিস্ মেল্‌ভিল, মারা যাব।" মেরিয়ন টিপে টিপে হাস্‌ল, কিন্তু আবিষ্কারকের প্রাণের জন্য কিছুমাত্র কেয়ার কর্‌ল না। যেন ব্যঙ্গ করে বল্ল, প্রাণ ত আপনি নন্। প্রাণ গেলেও আপনি থাক্‌বেন ও ঘোড়ায় চড়ে লড়াই কর্‌বেন।

যাক্, ক্যাণ্টার করায় খাসা আরাম। আয়াসের চেয়ে আয়েস বেশী। জিনের উপর শক্ত হয়ে বস্‌তে জান্‌লেই হল। বাদল আবিষ্কার কর্‌ল যে সে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে, কেবল অস্তিত্ব

নিয়ে নয়, প্রাণ নিয়েও। মেরিয়ন চলেছে আগে আগে, কেমন দোলায়িত তার ঋজু বলিষ্ঠ তনু, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে তার ঘোড়ার ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলে। আর বাদলকে? চশমার নীচে দুটি কোটরগত চক্ষু, শুকন ফ্যাকাশে মুখ, চুপসা গাল, বিবর্ণ ওষ্ঠ, বক্র পৃষ্ঠ, নড়বড়ে মাজা। যেমন ঘোড়া তেমনি তার সওয়ার। ধন্য Badal-Time!

মেরিয়নের ঘোড়া দুল্‌কি চাল ধর্‌ল। বাদলের ঘোড়াকে বল্‌তে হল না, সে আপনি নকল কর্‌ল। টাল সাম্‌লাতে ন পেরে বাদল ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে পিছ্‌লে পড়্‌ত আর একা হলে। তার বুক ঢিপ ঢিপ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘোড়ায় চড়া চিন্ত করার মত নিরাপদ নয়, অথচ ঘোড়ায় চড়ে চিন্তা না কর্‌ে ঠিক্‌-ঠিক্ চিন্তা করাও যায় না। ধাবমান মন, বেগবান মনন— এ কি তোমার লাইব্রেরীতে ল্যাবরেটরীতে বৈঠকখানায় শয়নকে সম্ভব? গতি যে-বিশ্বের রীতি ও নীতি তার সঙ্গে এক সূত্রে বাঁ না হলে, তার সহিত আপনাকে নিবিড় ও একান্ত ভাবে সঙ্গ না কর্‌লে, তন্ময় না হলে, তৎপ্রকৃতি না হলে তার সম্বন্ধে ভাব্‌বে তা তোমার অলস ভ্রান্ত ভাবনা। যতই কেননা তা তুমি পাণ্ডিত্যের দ্বারা মণ্ডিত করে মূর্খগুলাকে ভণ্ডিত কর।

বাদল একদিন গ্যালপ কর্‌তে শিখ্‌বে। তার ঘোড়া ছুট অন্তরীক্ষ চিরে, শূন্য ভেদ করে। পায়ের তলের মাটিকে এ স্বল্প বার ছোঁবে, এত স্বল্প সময়ের জন্য ছোঁবে, এত আল্‌গো ছোঁবে যে না ছোঁয়ার মত। বাদলের মনের ক্রিয়া সেই অনুপা দ্রুত হবে, নিরবলম্ব হবে, স্থিতিভারমুক্ত ক্ষিতিবিযুক্ত হবে।

ওরা ফির্‌ল গোধূলির আভা গায়ে মেখে—দুটি মানুষ ও

ঘোড়া। বাদল ও তার ঘোড়া হাঁপিয়ে উঠেছিল, তারা পেছিয়ে পড়ায় মেরিয়ন ও তার ঘোড়া তাদের খাতিরে দুল্‌কি চাল ছেড়ে গুটি গুটি করে হাঁটল। অর্থাৎ হাঁটল ঘোড়া-ই, মেরিয়ন ওর হাঁটার মন্থরতার সঙ্গে নিজের অঙ্গের সামঞ্জস্য করে নিল।

তার পক্ষে এটুকু কস্‌রৎ ধর্ত্তব্য নয়, কিন্তু বাদলের পক্ষে হয়ত সাধ্যাতিরিক্ত। এই ভেবে সে বাদলের পাশে পাশে চল্‌তে চল্‌তে মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ক্লান্ত?"

বাদল এতক্ষণে নিশ্চিত জেনেছিল মেরিয়নটা নির্ম্মম ত বটেই, উপরন্তু দুঃস্থের দুঃখ দূর না করে তার দুঃস্থতার মজা দেখ্‌তে চায়। অন্ধকে পথ বলে না দিয়ে খানায় পড়্‌তে দেখ্‌লে আমোদ পায়। তার সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বাদল প্রসন্ন হল, কিন্তু ক্লান্তিতে তার মুখ ফুটছিল না। সে কোনোমতে একটা শব্দ করল—সেটা মানুষের "হুঁ" কি ঘোড়ার "চিঁহি" তা নিয়ে মেরিয়ন গোলমালে পড়্‌তে পারত।

ক্যাণ্টার করে ও দুল্‌কি চালে যে পথটা আধ ঘণ্টায় অতিক্রম করা গেছল সেই পথ আর ফুরায় না। বাদলের শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ছে; তার পায় ধরেছে খিল। কেউ যদি তাকে ঘোড়ার থেকে নামিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিত তবে সে বাঁচ্‌ত। নইলে—নইলে সে ভাব্‌তে পারে না কি করে বাঁচ্‌বে।

"মিস্ মেলভিল্," সে কাতরাতে কাতরাতে বল্ল, "আমি একবার নাম্‌তে চাই।"

মেরিয়ন ভাব্‌ল বাদলের কি দরকার আছে। তার থামাটা অশোভন হবে। সে 'আচ্ছা' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাদলের ঘোড়া যদিও বাদলেরই মত শ্রান্ত তবু সঙ্গ ছাড়্‌তে পারে না,

সেও ছুটল পিছু পিছু। বাদল ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে
তার ইন্‌ষ্টিংক্ট তখন কাজ কর্‌ছে, তার মন নিস্তেজ। গতিবেগে
পরিণাম যে এই হতাশা, এই ক্লান্তি, এই অবশ মুহূর্ত্তগুলি
প্রহরাধিক প্রসার, এইটুকু পথের এতটা বিস্তার, এই ইন্‌ষ্টিং
এর ক্রিয়ায় বাঁচা—এ কি তখন তার মনে কুয়াসার মত জাগ্‌ছি
না ?

মেরিয়ন পিছন ফিরে সুধাল, "ও কি ! আপনি নাম্‌লেন না যে ?

বাদলের বাগিন্দ্রিয়ের যেন পক্ষাঘাত হয়েছিল, ইচ্ছাশক্তি
প্রয়োগে তার জিহ্বার জড়তা যেটুকু ঘুচ্‌ল তার দ্বারা সে ব্য
কর্‌ল যে তার ঘোড়া মেরিয়নের ঘোড়াকে অন্ধের মত অনুস
কর্‌ছে, তার হুকুম মান্‌ছে না।

মেরিয়ন থাম্‌ল। সে এখন বুঝ্‌তে পার্‌ল বাদল কেন "ম
যাব" বলে চীৎকার কর্‌ছিল ক্যাণ্টারের সময়। আগে না বুঝ
পেরে ভাব্‌ছিল হুকুম কর্‌লে ত ঘোড়া ক্যাণ্টার করা বন্ধ কর
মারা যাওয়াটা কথার কথা।

কিন্তু বাদল নাম্‌তে পারে না। তাকে যেন ক জিনের উ
পেরেকের মত ঠুকে দিয়েছে। তার কোমর তার উরু, ত
পিঠ বেদনায় বিকল। যেটাকে নড়াতে যায় সেটা বলে, "
ত গেছি, মড়া নিয়ে টানাটানি কেন ? মরেও সোয়াস্তি নেই !"

বাদলকে তদবস্থ দেখে মেরিয়ন আশ্চর্য্য বোধ কর্‌ল। ঘে
থেকে নেমে তার কাছে এসে বল্ল, "সাহায্য কর্‌ব ?"

বাদল শুধু বল্‌তে পার্‌ল, "ধন্যবাদ।"

সাহায্য কেন সবটাই কর্‌তে হল মেরিয়নকে। বাদলকে ঘো
পিঠ থেকে পেড়ে মাটির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা কর্‌ল। বাদ

পা দুটো অসাড়। তাদের মধ্যে সহযোগের অভাব, যেন একজনের এক জোড়া পা নয়, দু খানা কাটা পা কিম্বা কাঠের পা। অগত্যা মেরিয়ন বাদলকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল। কিন্তু পাছায় যেন ছ্যাকা লেগেছে, নরম ঘাসের উপরেও তার পরম জ্বালা। শেষটায় বাদল শুয়ে পড়্‌ল। তাতেও পৃষ্ঠের অসহযোগ। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার বিবাদ।

৯০

বাদলকে ঐ অবস্থায় একলা রেখে লোক ডাকৃতে ও কার্ট্‌ আন্‌তে যাওয়া মেরিয়নের সমীচীন বোধ হল না। সে প্রস্তাব কর্‌ল, বাদলকে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। পুলিশম্যান যেমন মাতালকে নিয়ে যায়।

বাদল বল্ল, “না পারি দাঁড়াতে, না বস্‌তে, না শুতে। দেখি যদি হাঁট্‌তে পারি। ধন্যবাদ, মিস্‌ মেল্‌ভিল্‌।”

মাতালের মত একটা ড্যানা মেরিয়নের বগলে সঁপে দিয়ে বাদল টল্‌তে টল্‌তে চল্ল। ঘোড়া দুটি তাদের ও পরস্পরের অনুসরণ কর্‌ল। কিছুদূর যেতে না যেতে বাদল বল্ল, “আপনি কেন কষ্ট কর্‌ছেন? আমাকে এখানে ফেলে যান।” তার নিজেরই কষ্ট হচ্ছিল সমধিক।

মেরিয়ন এর উত্তরে বাদলের হাতখানাকে তার নিজের কাঁধের উপর তুলে বাদলের এক বগল থেকে আর বগল পর্য্যন্ত নিজের একটা হাত চালিয়ে দিল। বাদলের বুক ও পিঠ এত সংকীর্ণ যে মেরিয়নের হাত দুই বেষ্টন কর্‌ল। মেরিয়নের গায়ে একটা

আস্ত মানুষের জোর; আর বাদল তো ক খানা হাড়। উ
চল।

অন্ধকার হতে দেরি ছিল, ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালের দিন। কি
ডিনারের ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছ্‌ল। তারা যে হেঁটে ফিরবে-
তাও লেংচাতে লেংচাতে—বেরবার সময় তার জন্য সময় হা
রাখেনি। তাদের দেরি দেখে বুড়ী ভাব্‌ল পথে না জানি কি
ঘট্‌ল। মেল্‌ভিল রাগ করে বল্ল, "যেতে দাও। মর্‌লে খ
আপনি পাওয়া যাবে।" চার্লি গেল খোঁজ কর্‌তে।

বৃত্তান্ত শুনে চার্লি বল্ল, "আর সেই শক্তি নেই রে, বো
নইলে তোদের দুটোকে দুই কাঁধে চাপিয়ে ঐ ঘোড়া দুটোর উ
দুই পা রেখে দৌড় করাতুম। কি! বিশ্বাস হচ্ছে না? আ
এস ত বাছা তুমি, খোকাবাবু। তোমাকে পিঠে চড়িয়ে ব
মত বয়ে নিয়ে যাই।"

বাদল বল্ল, "না, না।" কিন্তু তার লোভটি ছিল ষোল আ
ছেলেমানুষীর সুযোগ পেলে কি সে ছাড়ে? পরের হাতে খাও
মত পরের পিঠে চড়া। সে দ্বিতীয় আমন্ত্রণের অপেক্ষা না ক
"না, না" বল্‌তে বল্‌তে চার্লির গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধর্‌ল
গাছে উঠ্‌বার মত করে পা দুটোকে তুলে দিল।

"বহুৎ আচ্ছা, চল বাবা।" চার্লি অতিরিক্ত উদ্যমের স
বল্ল।

মেরিয়ন আপত্তি কর্‌তে যাচ্ছিল। বুড়া মানুষের উপর
একটা জুলুম। সে বেচারা মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌লে বাদলও কম ভুগ্‌বে
কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌তে শেষ পর্য্যন্ত তার লজ্জা কর্‌ল। সে
লাজুক। সে ঘোড়ায় চড়ে এক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে

ও কিছুক্ষণ বাদে একটা কার্ট নিয়ে ফির্‌ল। সাম্‌নে গাড়ী দেখ্‌লে কেই বা চায় পায়ে হাঁটুতে বা পিঠে চাপ্‌তে। চার্লি ও বাদল দুজনেই উঠ্‌ল গাড়ীতে।

বুড়ী বাদলকে ধরে নামাল ও ঘরে পৌঁছে দিল। বাদল কাপড় না বদ্‌লে সোজা গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌ল দেখে বুড়ী বল্ল, "প্রথম প্রথম ঘোড়ায় চড়্‌লে অমন একটু হয়ে থাকে, মিষ্টার সেন। দ্বিতীয় দিনেই অতটা চড়া ঠিক হয়নি কিন্তু।"

"ছোটবেলায়," বাদল বল্ল, "চড়েছিলুম যখন তখন আমার নিজের সহিস ছিল। অভ্যাস নেই বলে এই কষ্ট, নইলে," বাদল সগর্ব্বে বল্ল, "ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করাই ত আমার কাজ।"

বুড়ী ও কথা বিশ্বাস করল না। সে ত আর জানে না যে বাদল হচ্ছে স্পেসের সমতুল এবং মেরী হচ্ছে মহাকালের প্রতীক। তার থেকে থেকে মনে পড়্‌ছিল, "স্যালভেশনের সূত্র।" কে জানে এই পূর্ব্বদেশী বালক হয়ত স্যালভেশনের কোনো মৌলিক প্রণালী জ্ঞাত আছে। পূর্ব্বদেশী মানুষের পক্ষে সকলই সম্ভব। কিন্তু আপাতত বাদলকে বিরক্ত কর্‌বে না।

বল্ল, "আপনি একটু জিরিয়ে নিন্। কাপড় ছাড়্‌তে সাহায্য কর্‌বার জন্য সেই ছোক্‌রাটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যাই, আপনার খাবার গরম করি।"

বাদলের মগজ যেন জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছ্‌ল। দুই হাতে মাথাটাকে দাব্‌তে দাব্‌তে তরল করা হল তার প্রাথমিক প্রতিবিধান। তাতে ফল হল। বুদ্ধি ফির্‌লে বাদল ভাব্‌ল পিঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, ওটাকে মাসাজ্ করিয়ে সুস্থ কর্‌লে ওর উপর শুয়ে আরাম পাবার ভরসা।

বুড়ী যখন খাবার নিয়ে ফির্‌ল বাদল বল্ল, "মিসেস্ মেল্‌ভিল্, এখানে মাসাজ্ কর্‌তে কেউ জানে? আমার পিঠটা—"

"কি না জানে আমার স্বামী। কিন্তু কেন চাপড় খেয়ে মেরুদণ্ড ভাঙ্‌বে? তোমাকে না হয় আরো একটা তোশক দিই, ওর ওপর পিঠ রেখে শুলে মাসাজ্-এর সুখ পাবে।"

বাদল ভাব্‌ল, বুড়ীটা বড় ভাল। বুড়ীর মেয়েটিও যতটা নিষ্ঠুর ভেবেছিলুম ততটা নয়। ঐ যা, ওকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেছি। আর চার্লি মানুষটা এখনো মজবুৎ আছে—still going strong. বোধ হয় Johnnie Walker খায়। আমি কেন এক গ্লাস খাইনে? এমন পীড়ার ক্ষণে ও জিনিষ সদ্য উপশমপ্রদ বলে ত শুনি।

বল্ল, "ধন্যবাদ, মিসেস্ মেল্‌ভিল্। তোশক আমার তোষক হবে জানি, কিন্তু মিষ্টার মেল্‌ভিলকে একবার পাঠিয়ে দাও না? কথা আছে। আর মেরিয়নকে দিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।"

তার স্বামীর সঙ্গে বাদলের কি কথা থাকতে পারে বুড়ী তা আন্দাজ কর্‌ল। কথা ওদের দুজনায় এত কম হয় ও এত বেশী ব্যবধানে হয় যে বুড়ী জান্‌ত কি সে কথা। এমন দিনে ওজিনিষ পেটে পড়্‌লে পিঠে সইবে। তাই বুড়ী আপত্তি কর্‌ল না। তবে স্বামী হয়ত কোনো কড়া মদ অতি মাত্রায় দিয়ে ছেলেটার মাথায় নেশা চড়াবে সেই আশঙ্কায় সে নিজেই অনেকখানি জলের সঙ্গে একটুখানি ব্রাণ্ডি গুলে নিয়ে এল। বাদল পরিমাণ দেখে আহ্লাদে অধীর হল। ব্যগ্রভাবে গ্লাসটা মুখে তুলে মিসেস্ মেল্‌ভিলের উদ্দেশে বল্ল, "To you."

তারপর হেসে কেঁদে চেঁচিয়ে নেশা না হলেও নেশা হয়েছে

মনে করে পরমা শান্তি লাভ করল। এবং উচ্চস্বরে হাঁকতে থাকল, "I am! Badal-Time! I am! Badal-Time!"

নীচে তখন বড় বড় মাতালদের বেসুরা গান চলছিল;

"Three blind mice
See how they run."

সুতরাং ছোট মাতালের ঘোষণায় কেউ কান দিল না।

১১

দর্জি এল বাদলের মাপ নিতে, নাপিত এল বাদলের চুল ছাঁটতে, কিন্তু বাদলের হয়েছে বেদনার প্রকোপে জ্বর। সে কখনো বলছে "Badal-Time, Ego-Time," কখনো বলছে, "আন আর-এক গ্লাস।"

তার কাছে একজনের বসা উচিত, তাকে একটু ভরসা দিতে, তোয়াজ করতে। তার মনের প্রফুল্লতাই এরূপ জ্বরের একমাত্র ঔষধ বলে মিসেস্ মেলভিলের বিশ্বাস। মেলভিল্ অবশ্য আসুরিক চিকিৎসায় আস্থাবান।

মিসেস্ মেলভিলের ত সময় হয় না, হাতে কত কাজ। মা'র কথায় মেরিয়ন এসে বাদলের ঘরে বসল ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ নিল, চার্ট আঁকল, জলপটি বাঁধল, এবং প্রবোধ দিল।

"ও কিছু নয়, মিষ্টার সেন," মেরিয়ন বল্ল, "কাল আপনি আবার ঘোড়ায় চড়তে পারবেন।"

"কাল? কাল চড়ব?"

"হ্যাঁ। কাল।"

"আজ ?"

"আজ বিশ্রাম করুন।"

"বিশ্রাম ? স্পেস্ ত বিশ্রাম করে না ?"

মেরিয়ন এর মর্ম্ম বুঝ্‌ল না। নীরব রইল।

"স্পেস্। স্পেস্ ত টাইমের পিঠে চড়ে চলেইছে। স্পেস্-টাইম। টাইম থেকে কদাচ বিচ্ছিন্ন নয় স্পেস্।"

মেরিয়ন ভাব্‌ল আবার প্রলাপ সুরু হয়েছে। বাদলকে ভুলাবার জন্য বল্ল, "মিষ্টার সেন, তুরন্ত বলুন দেখি আমার সঙ্গে :—Peter Piper picked a peck of pickled pepper."

"কি ? কি ?" বাদল কান পাত্‌ল।

মেরিয়ন আবার বল্ল।

বাদল ভুল কর্‌ল।

"হল না।" মেরিয়ন মুচ্‌কে হাস্‌ল। "আবার।"

বাদল আবার ভুল কর্‌ল। এবারকার ভুল আরো হাস্যকর।

মেরিয়ন হেসে বল্ল,—"আচ্ছা, আর একটা নতুন খেলা। বলু দেখি উল্টা দিক থেকে—Able was I ere I saw Elba."

বাদল এতক্ষণে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। "[illegible]ছি।" বল্‌তে গিয়ে ভুল করে ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "বল্‌ছি, বল্‌ছি।" আবার ভু করে হাত তুলে বল্ল, "একটু থামুন। আপনি বল্‌বেন না, আমি বল্‌ছি।"

সে ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হচ্ছিল এই প্রয়াসের ফলে। দম্ভের সহি বল্ল, "এইবার উল্টা দিক থেকেও ঠিক্ ঐ কথা—Able was ere I saw Elba. না ?"

মেরিয়ন বল্ল,—"একেবারে ঠিক্। সাবাস।"

বাদল খুশী হয়ে বল্ল,—“আমিও অনেক ধাঁধাঁ জানি। বলুন দেখি এর বিপরীত—Madam, I'm Adam.”

মেরিয়ন তৎক্ষণাৎ বল্ল,—“Sir, I'm Eve.”

বাদল বল্ল, “যান্! আমি কি অমনধারা বিপরীত জান্তে চেয়েছি? উল্টা দিক থেকে আমার বাক্যটা আবৃত্তি করুন।”

মেরিয়ন বল্ল, “ও, তাই বলুন। উল্টা দিক থেকে ঐ একই কথা—Madam, I'm Adam. ও কথা কে না জানে?”

বাদল একে একে দেখ্‌ল মেরিয়ানের ভাণ্ডারে অগণ্য ধাঁধাঁ। ওর সঙ্গে ধন্দের দ্বন্দ্বে পার্‌বে না। তখন পণ্ডিতী প্রশ্ন কর্‌ল। মেরিয়ন অপ্রস্তুত। তাকে অপ্রস্তুত দেখে বাদলের মহা কৌতুক। “মিস্ মেল্‌ভিল্! মিস্ মেল্‌ভিল্! হো হো! মিস্ মেল্‌ভিল্!”—ছেলেমানুষ।

মেরিয়ন উঠে বল্ল, “এই ত আপনি চমৎকার সেরে উঠেছেন। আমি তা হলে আসি।”

বাদলের হাসির উৎস শুকিয়ে গেল। তার বেদনা বোধ হল পুনর্ব্বার তীব্র। “উঃ” বলে সে এক আর্ত্তধ্বনি কর্‌ল। যেন তার দেহযন্ত্রের কোথায় কি একটা তার ছিঁড়ে গেল। তারটার সংস্থান স্থির না জেনে সে একবার উরুতে হাত বুলায়, একবার কোমরে, একবার পাঁজরায়। মুখ কুঁচ্‌কিয়ে, চোখ বুঁজে, চোখের জল উপ্‌চিয়ে দুই হাতে চুল উপড়ায়।

নাচার হয়ে মেরিয়ন আবার বসে। এই বিদ্বান বিদেশী যুবকের কাছে অপ্রস্তুত হতে তার পুলক বোধ হয় না। পোপো-কাটাপট্‌ল কি সহর, না পাহাড়, না দ্বীপ, সাহারা মরুভূমি কোন দেশের অধীনে, ভূমিকম্প কেন হয়, আলোক-বর্ষ (light-year)

কাকে বলে—মেরিয়ন এসব প্রশ্নের উত্তর বল্‌তে না পেরে ব্যাকুল হয়। মুরগীদের, শূওরদের, কুকুরদের সম্বন্ধে সে সবজান্তা। কিন্তু বাদল ত ওদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে না।

মেরিয়ন একখানা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে বল্ল,—"পড়ে শোনাব কি?"

বাদল হৃষ্ট হয়ে বল্ল, "বেশ ত।"

কাগজ পড়া শুন্‌তে শুন্‌তে বাদল চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। মিসেস্ পেস্ খালাস? তাই নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্নবাণ বর্ষণ? নিরপরাধকে অকারণে আসামী করে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত করা হল এ ত না হলেও চল্‌ত? আমি গোঁড়া থেকে জানি বেচারী মিসেস্ পেস্ নির্দ্দোষ, বুঝ্‌লেন মিস্ মেল্‌ভিল্? যাক্, খুব হৈ চৈ হয়েছে লণ্ডনে। আদালতের সবাই দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করেছে, রুমাল নেড়েছে,—কেউ কখনো শুনেছে এমন ব্যাপার?

ভাইকাউণ্ট সেসল্ বক্তৃতা দিয়েছেন পীস্ কংগ্রেসে? গবর্ণমেণ্ট কেলগ্ প্রস্তাবের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে তা জানাতে দেরি করছেন কেন? হাঁ কি না, যা হয় একটা কিছু বল্‌তে সাহস লাগে, তা ওঁদের নেই। আমাকে মাফ করবেন, মিস্ মেলভিল—আপনি হয় ত কন্‌সারভেটিভ দলের একজন। উক্ত দলের গবর্ণমেণ্টের নিন্দা আপনার কর্ণরোচক হবে না। আপনি কোনো দলের লোক নন্? কোন দলে যোগ দেবেন তা এখনো চিন্তা করেননি? দিয়ে কি হবে যখন ভোট দেবার বয়স হয়নি।

আমি কন্‌সারভেটিভ্ নই। তবে আমি কি? আমি লিবারল। আমরা এখন মুষ্টিমেয়, হয়ত চিরকাল তেমনি থাকব। সত্য চিরকাল মুষ্টিমেয়দের সঙ্গে। হাঁ, কি পড়্‌ছিলেন? ন্যাশনাল

লিবারল ক্লাবে ইউরোপীয় লিবারল ও র‍্যাডিকলদের সভা হয়ে গেল। শুধু ইটালীর ও স্পেনের কোনো প্রতিনিধি ছিলেন না। মুসোলিনী ও প্রিমো কি ওঁদেরকে দেশে টি'ক্‌তে দিয়েছেন। নির্ব্বাসিত হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছেন. কেউ কেউ ত দ্বীপান্তরিত। আপনি ও সব বুঝ্‌বেন না, মিস্ মেল্‌ভিল্।

মেরিয়ন কাগজ পড়্‌তে থাক্‌ল। বাদল বক্‌বক্ কর্‌তে থাক্‌ল। দুই কাজ এক তরফা। কতক্ষণ বাদে মেরিয়ন বাদলের তাপ নিয়ে দেখ্‌ল জ্বর নেমে গেছে। কিন্তু তথাচ ছুটী পেল না।

১২

দিন কয়েক পরে বাদল আবার ঘোড়ায় চড়্‌ল। এবার একা। আপন মনে কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে ও খাওয়াচ্ছে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এল মেরিয়ন, বাইসাইক্লে। সে গেছ্‌ল ভেণ্ট্‌নর, বাদলের পোষাকের কতদূর হল তার খোঁজ নিতে। তার নিজেরও কিছু কাজ ছিল।

"মেরিয়ন যে! কি খবর?" বাদল ইতিমধ্যে তাকে মেরিয়ন বল্‌তে আরম্ভ করেছিল। তাতে মেরিয়ন মনে মনে রুষ্ট।

"জানেন, মিষ্টার সেন," মেরিয়ন যুগপৎ উত্তেজিত ও উৎসাহিত হয়ে বল্ল, "ভেণ্ট্‌নরে কাকে দেখে এলুম?"

"কাকে?"

"আপনার মত কাল মানুষ। সত্যি।"

বাদল হাস্‌ল। বল্ল,—"আমি ত কাল নই, তুমি বল্লেই হব?"

"ব্রাউন রঙ্গের মানুষ। সত্যি।" মেরিয়ন সংশোধনপূর্ব্বক বল্ল।

"তা হোক্। কেউ বেড়াতে এসেছে।"

"বেড়াচ্ছে আর কই? একজায়গায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা তার কাছে ভিড় করেছে তাকে এক মনে দেখ্‌তে। আমিও খানিক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালুম।"

বাদল বল্ল,—"এক মনে দেখ্‌বার এত কি পেলে?"

"কি পেলুম?" মেরিয়ন স্মরণ করে বল্ল,—"ওর মাথায় কেমনতর একটা টুপি। অমন এদেশে কেউ পরে না।"

বাদলের মনে সংশয় জাগ্‌ল। সে বল্ল,—"তার কোট কি রকম?"

"কোটের ঝুল হাঁটু অবধি নেমেছে। গলায় টাই নেই, গলা বোতাম দিয়ে আঁটা।"

বাদল সচমকে বল্ল,—"য়্যাঁ!"

মেরিয়ন সাগ্রহে বল্ল,—"লোকটিকে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, ক'টা বেজেছে? সে তার ঘড়িটা আমার চোখের সুমুখে ধরে খালি টিপে টিপে হাস্‌ল, কিছু বল্ল না।"

সুধীদার দস্তুর ঐ। বাদলের মনে পড়্‌ল। কিন্তু অমন দস্তুর অন্যের থাকা বিচিত্র নয়। বাদল আরো নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"লোকটি আমার চেয়ে লম্বা চওড়া কি না?"

"আপনি লম্বা চওড়া নাকি?" মেরিয়ান ধৃষ্টতার সহিত বল্ল। "সে লম্বা বটে, তবে লাইট-হাউসের মত নয়। আর চওড়া বটে, কিন্তু বাঁধাকপির মত নয়।"

"আচ্ছা, তার গোঁপদাড়ি আছে?"

"না।"

তা হলে 'ভারতীয় মহারাজা' নয়।

"আচ্ছা, তার পোষাকের রং কি?"

"বা রে!" মেরিয়ন অনুযোগের স্বরে বল্ল, "আমি কি আপনার মত পণ্ডিত নাকি যে এত কথা মনে রাখ্‌তে পার্‌ব? বোধ হয় জাফ্‌রাণী।"

এই রে! সুধীদা জাফরাণী রঙ্গের পোষাক এনেছিল দেশ থেকে। গরমকালে পর্‌বে বলে। তথাপি বাদল সুনিশ্চিত হতে পার্‌ল না। সুধাল,—"আচ্ছা ওর চোখে চশমা দেখ্‌লে?"

"না।"

মেরিয়ন বেশ স্মরণ কর্‌তে পার্‌ছিল। বল্ল, "তার দৃষ্টি শান্ত অচঞ্চল। আপনার মত অতবার সে চোখ মিট্‌মিট্ করে না। আমি ত একবারও তাকে পলক ফেল্‌তে দেখলুম না।"

সুধীদা-ই। সুধীদা ছাড়া আর কেউ নয়। বাপ্ রে! সুধীদা কেন ভেণ্ট্‌নরে উপস্থিত? চিঠিখানা ভেণ্ট্‌নর থেকে পেয়ে দাদা বোধ করি সেইটেকে ঠাওরেছেন বাদলের আস্তানা।

সুধীদা-ই। আর কেউ নয়।

বাদল হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়্‌ল।

মেরিয়ন বল্ল, "আসল কথা। আপনার ব্রীচেস্ কাল দেবে বলেছে। কাল আপনি স্বয়ং গিয়ে পরে দেখ্‌লে কেমন হয়? যার জিনিষ তার দেখেশুনে কেনা ভাল।"

বাদল এর উত্তরে অন্যমনস্কভাবে বল্ল, "হুঁ।"

তার কেবল ভয় হচ্ছিল সুধীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সুধীদা তার ঘোড়ায় চড়া দেখে বল্‌বে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট্ করার নাম বাঁচা নয়।"

বাদল কৈফিয়ৎ দিয়ে বল্‌বে, "কিন্তু সুধীদা, ও ত ঘোড়া নয়, ও যে মহাকাল।"

সুধীদা করবে অট্টহাস্য। ঐ অট্টহাস্যকেই বাদলের ভয়। কেউ তার সঙ্গে যতক্ষণ বিতর্ক করে ততক্ষণ বুদ্ধির লড়াই, কিন্তু বিতর্কের মাঝখানে হাস্য পরিহাস লড়াইকে করে তোলে তামাসা। তামাসায় বাদল উৎরাতে পারে না, ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা করতে গিয়ে ঠিক্ রসের কথা বলতে পারে না, যা বলে তাতে কোনো প্যাঁচ নেই, তার নেই সূক্ষ্মার্থ। সুধীদা যদি রহস্য করে বলে, "ঘোড়া নয়, মহাকাল? সশরীরে মহাকাল? আমাদের জন্মমৃত্যু এঁর খুরের খট্‌খটানি? আর এঁর ল্যাজের ঝাপটে বিশ্বের প্রলয়?" তা হলে বাদল বলবে, "আর তার সওয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের আত্মা।" সুধীদা যদি চেপে ধরে, যদি বলে, "একটার পিঠে এতগুলো সওয়ার? ঘোড়াটা চলে ত?" তবে ত বাদল চুপ!

না, সুধীদার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়নি। সুধীদাকে এই কয় মাসের হিসাব দিতে হবে, হিসাবনিকাশের জন্য বাদল আপাতত প্রস্তুত নয়। কোথাও এক চুল গরমিল হলে গোলমাল বাধ্‌বে। সুধীদা বলবে, "জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট্ করে চল্?" বাদল বলবে, "ফ্লার্ট্ করতে আমি জানিনে, কিন্তু [illegible] দিয়েছি।" সুধীদা বলবে, "এরই জন্য সরাইখানায় মুসাফির?" বাদল লজ্জায় অধোবদন হবে।

এখানে থাকলে যেকোনোদিন সুধীদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সুধীদা ত সব সময় ভেণ্ট্‌নরেই সমুদ্র সন্দর্শন করতে থাকবে না, সমুদ্র এদিকেও আছে, সন্দর্শন এদিকেও হয়। দেখা যাতে না হয় তার একমাত্র উপায় বাদলের স্থানত্যাগ।

যেই ওকথা মনে হওয়া অমনি ও কাজ স্থির করা। বাদল বল্ল, "মেরিয়ন, তুমি এই ঘোড়ায় চড়, আমাকে ঐ বাইসাইক্ল দাও দেখি।"

মেরিয়নের গায়ে ঘোড়ায় চড়্বার পোষাক ছিল না। বাদল তার ওজর শুন্‌ল না। "বেশ তা হলে তুমি ঘোড়াকে ধরে হাঁট। সাইক্লটা কিন্তু আমাকে দিতেই হবে।"

সরাইতে পৌছে বাদল কি কর্‌ল তার বিবরণ বুড়ী সুধীকে টেলিফোন যোগে শুনিয়েছে।

খঞ্জ ভারতী

১

পাখী উড়ে গেল।

গিয়ে এবার যে গাছে বস্‌ল সেটা সমুদ্র থেকে দূরে। সেটা একটা ছোট মার্কেট টাউন, সেই নামের ডিউকের প্রসিদ্ধির প্রতিফলনেই তার প্রসিদ্ধি। তবে প্রাচীনতায় সে প্রাগ্‌ রোমান যুগের সঙ্গে সংপৃক্ত বলে প্রবাদ। রাজা আর্থারের যাদুকর মার্লিন নাকি সেখানে কবরস্থ হয়েছিলেন, সেই থেকে তার নাম মার্ল্‌বরা। সন্নিকটে সেভারনেক বন। এই বনে নর্ম্মান যুগের রাজারা মৃগয়া কর্‌তেন।

যে বাড়ীতে বাদল স্থান পেল সেটি একটি যুদ্ধ-বিধবার। বিধবার নাম মিসেস্‌ গ্রেস্‌, বয়স বছর চল্লিশ, আকার মাঝারি, আকৃতি অভিরাম। পুনর্ব্বার পতিপরিগ্রহ করেননি। তিনটি সন্তানের মধ্যে বড়টি মড্‌লিন, লণ্ডনের অন্তঃপাতী কোন এ[illegible] বরা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে, সাম্‌নের ব[illegible] বাড়ী আস্‌বে মেজ রবার্ট্‌ ওরফে বব্‌ লণ্ডনে পালিয়ে গিয়ে কোন দোকানে শিক্ষানবীশ হয়েছে, বাড়ী থেকে টাকা নেয় না। ছোট ফ্রেড্‌রিক ওরফে ফ্রেডী মার্লবরাতেই পড়্‌ছে, তাকে অক্সফোর্ডে পাঠাবে বলে মিসেস্‌ গ্রেস্‌ এখন থেকেই মনঃস্থ করেছেন। অক্সফোর্ডে খরচ ত বড় কম নয়, সেইজন্য তিনি বাড়ীতে অর্থদাতা অতিথি রাখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন। ঠিক্‌ অতিথি না হলেও অর্থ দি[illegible] দিদির আশ্রয়ে থাকেন খঞ্জ মিষ্টার মারউড্‌। যুদ্ধে তাঁর এক

পা বেবাক গেছে, অন্যটি নামমাত্র আছে। বগলে দুটা ক্রাচ্ দিয়ে এঘর ওঘর করেন, বাইরে যেতে হলে চড়েন হস্তচালিত গাড়ীতে। তাঁর আছে একটা তামাকের দোকান, তাতে খবরের কাগজও বিক্রী হয়।

মিসেস গ্রেস্ হিসাবের বেলায় ঠিক্ আছেন, অতিথির জন্যে যা খরচ করলেন তার দু'গুণ যদি না আদায় করলেন তবে ফ্রেডের অক্সফোর্ডে যাওয়া হয় না। বাদলকে হাঁকেন চড়া দর, এমন চমৎকার করে হাসেন যেন কত বড় অনুগ্রহ করলেন, বাদলও কৃতজ্ঞতায় গলে যায়। কাজেই বাদলকে পেয়ে তিনি বর্ত্তে গেছেন বল্‌তে হবে। কিন্তু ছেলে তাঁর কাল মানুষের কাছে ঘেঁষ্‌তে চায় না—কতকটা ভয়ে, কতকটা অহঙ্কারে।

মিষ্টার মারউডের মুখে লেগে আছে একটি ক্লিষ্ট সংশয়ের হাসি। তিনি প্রায়ই ফ্রেড্‌কে ক্ষেপান্ তার অক্সফোর্ডে যাওয়া নিয়ে। "Is your brow getting high enough?" কিম্বা "You little Imperialist!" কিম্বা "Where is our Prime Minister from Oxford?" তাঁর সঙ্গে তাই নিয়ে তাঁর দিদির ঈষৎ মনোমালিন্য। দিদিও মনে মনে লেবার পার্টির পক্ষে। কিন্তু কন্‌সারভেটিভ্ বলে নিজের পরিচয় না দিলে রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল বলে গণ্য হওয়া যায় না। মার্কেট টাউনের সমাজ ছি ছি করবে। এদিকে মিষ্টার মারউড্ যে পূরাপূরি লেবার তাও নয়। তিনি বলেন, "One has to choose among three devils. সয়তান হিসাবে কনিষ্ঠ হচ্ছেন তিনি যিনি যুদ্ধের সময় ছিলেন যুদ্ধবিরোধী।" যাক্, পুরুষে কী না বলে। মার্কেট টাউনের প্রৌঢ়ারা তাঁর বেলায় ছি ছি করেন না, সুকরুণ বদনে বলেন, "বেচারা খঞ্জ।"

তামাক আর খবরের কাগজের দোকান করেন এই কারণেই হোক্ অথবা ঐ দুই জিনিষের দোকান কর্‌লেন যে কারণে সেই কারণেই হোক্, মিষ্টার মারউড্ ফাঁক পেলেই খবরের কাগজ হাতে করে তন্ময় হয়ে যান এবং ফাঁক না পেলেও সর্ব্বক্ষণ পাইপ মুখে করে তন্নিবিষ্ট হয়ে থাকেন। বাদল তাঁর দোকানে গিয়ে খোঁজ কর্‌ল, "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান রাখেন?"

"রাখি, কিন্তু বিক্রয়ের জন্য নয়। অন্য কাগজ হলে আপনার চল্‌বে—টাইম্‌স্, ডেলী টেলিগ্রাফ, মর্নিং পোষ্ট্?"

"না, ধন্যবাদ। I would prefer to back my own horse."

মিষ্টার মারউড্এর নির্ব্বাক জিজ্ঞাসার উত্তরে বাদল বল্ল, "আমি একজন লিবারল।"

"কিন্তু ভারতবর্ষের লিবারলদের সঙ্গে এ দেশের লিবারল পত্রিকার কী সম্পর্ক?"

"আঃ মিষ্টার মারউড্!" বাদল হতাশ ভাবে বসে পড়্‌ল। "সারা ইংলণ্ডের সবাইকে আমি বার বার এই কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলু[ম] যে আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরাজ। জন্মের উপর হা[ত] নেই, সেখানে free will খাটে না, তা বলে কি জন্মের পর[ও] determinism মেনে নিতে হবে? আমি যে ইংরাজ হয়েছি তা যদি অন্য কোনো সদ্‌হেতু না থাকে তবে তার এই একমাত্র কারণ [যে] আমি determinismকে অপ্রমাণ কর্‌তে চাই তার দ্বারা।"

একথা শুনে মিষ্টার মারউডের হল চক্ষু বিস্ফারিত, গাল আকুঞ্চি[ত] মুখ সংকীর্ণীকৃত। এ ছোকরা ত বড় সামান্য মানুষ নয়। ম্যাঞ্চেষ্ট[ার] গার্ডিয়ান পড়ে determinismকে অপ্রমাণ কর্‌বার জন্য।

"আপনি তাহলে আমার খানা নিন্। আমি পড়ি অমন কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে নয়, খালি তামাসা দেখ্‌তে।"—বল্লেন মিষ্টার মারউড্।

"কী! তামাসা দেখ্‌তে!" বাদল আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি আপনি তামাসা বল্‌তে কী বোঝেন?"

অন্য একজন খদ্দেরকে বিদায় করে মারউড্ বল্লেন, "খবরের কাগজে যা কিছু বেরোয় সবই তামাসা। যেগুলা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না সেগুলা ত তামাসাই, যেগুলা বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় সেগুলাও তামাসা। অধিকাংশ খবর ত কোন নেশন কি কর্‌ল তাই নিয়ে?"

"হাঁ, তাই।" বাদল এতক্ষণে বুঝেছিল যে আক্রমণটা একমাত্র ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের উপর নয়। সংবাদপত্রিকামাত্রের উপর।

"কিন্তু নেশনকে কি কেউ চোখে দেখেছে? ব্রিটিশ নেশন কি পার্লামেন্টের ইমারৎ?"

"না, তা কেন হবে? ব্রিটিশ নেশন্ হচ্ছি আপনি আমি ও আরো কোটী কোটী ব্রিটিশার।"

"বেশ। এই কোটী কোটী ব্রিটিশার কি এমনিতর কোটী কোটী জার্ম্মানকে চোখে দেখেছিল? না ওরা দেখেছিল এদেরকে? আমি ত যুদ্ধের পূর্ব্বে একজনও জার্ম্মানকে দেখে থাক্‌লেও চিন্‌তুম না। কেন বিশ্বাস কর্‌লুম যে জার্ম্মানরা আমাদের শত্রু?"

"জার্ম্মান রাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রের শত্রু।"

"তা হলে নেশন নয়? ষ্টেট্? আগে ও দুটোর পার্থক্য জান্‌লে যুদ্ধ কর্‌তে যেতুম কি না জানিনে, গেলেও জান্‌তুম যে উভয়পক্ষের যোদ্ধারা আমরা ষ্টেটের দ্বারা প্রতারিত নির্ব্বোধ।"

"কিন্তু মিষ্টার মারউড্," বাদল তাঁর সিগ্রেট নিবেদন অগ্রাহ্য করে

বল্ল, "আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন যে ষ্টেট হচ্ছে নেশনের প্রত্যেকেরই—অন্তত ইংলণ্ডে।"

"কোন স্বত্বে?"

"ভোট স্বত্বে।"

"কথা নেই বার্ত্তা নেই তিনটে লোক এসে বল্ল, 'আমাকে ভোট দিন্, আমি কন্‌সারভেটিভ্', 'আমাকে ভোট দিন, আমি লিবারল', 'আমাকে ভোট দিন, আমি লেবার'—এই তিনটের মধ্যে একটাকে পছন্দ না কর্‌লে আমার পছন্দের কোনো কার্য্যকারিতা নেই। বিশ হাজার লোকের ভিতর থেকে ঐ তিনটে লোক কেন এগিয়ে এল, অন্য কেউ কেন এল না?"

"ও ত খুব সোজা," বাদল তাঁর বুদ্ধির স্থূলত্ব অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে বল্ল, "তিনটে পার্টি আছে বলে তিনজন প্রার্থী আসে, নইলে কম কিম্বা বেশী আস্‌ত।"

মারউড মস্তকভঙ্গীর দ্বারা সায় দিয়ে বল্লেন, "অবিকল তাই। তা হলে ওরা এল পার্টির টাউট্ হয়ে পার্টির জনবল বৃদ্ধি কর্‌বার অভিসন্ধি নিয়ে। ওদেরকে আমরা পাঠাইনে, ওরা আমাদের পটায়।"

"কিন্তু" বাদল আপত্তি কর্‌ল, "পার্টিও যে আমাদের। এখানে কি পার্টি ক্লাব কি পার্টি এসোসিএশন নেই?"

"আছে। সে কেমন আমাদের সে আমি জানি। আমাদের যদি হত আমরা সবাই সমান চাঁদা দিতুম তার তহবিলে। আমাদে মধ্যে যারা সবচেয়ে ধনবান, যারা সবচেয়ে বাক্‌চতুর, যারা সবচে কুচক্রী, যারা সবচেয়ে গোঁড়া তাদেরই তাতে প্রাধান্য থাকৃত না এই সমস্ত খবরের কাগজ যেমন আমাদের ঐ সকল পার্টি প্রতিষ্ঠান

তেমনি আমাদের! আর তিন পার্টি যেখানে পালা করে লীলা করেন বা করবার ভরসা রাখেন সেই তিন পার্টির এক ষ্টেজও—অর্থাৎ পার্লামেণ্টও—তেমনি আমাদের!"

বাদল বিরক্ত হয়ে বিদায় নিল। মনে মনে কিন্তু জানল যে খোঁড়াটা একটু আধটু ভাবতে পারে বটে।

২

খাবার সময় যখন মারউডের সঙ্গে বাদলের দেখা হল তখন ও প্রসঙ্গ উঠল না। কোনো গৃহকর্ত্রী আহারকালে কারুকে তর্ক করতে দেন না। তা ছাড়া মারউডও অত্যন্ত ভালমানুষ, উত্তেজিত না হলে তর্ক করেন না। দোকানের পরিশ্রমের উপর পথের পরিশ্রম মিলে তাঁকে এমন ক্ষুধার্ত্ত করে তোলে যে তিনি কারুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রথমে একটি প্লেট্ সুপ শুষে নিঃশেষ করেন, তারপর এক টুকরা রুটি ভেঙ্গে মুখে দেন, সেটাও ফুরাতে না ফুরাতে আরেক টুকরা, যতক্ষণ না মাছ আসে। সব শেষ হলে পরে বাঁ হাত দিয়ে আড় করে ডান হাত দিয়ে পাইপ ধরান ও দুই বগলে দুই ক্রাচ্ চেপে লাফাতে লাফাতে লেংচাতে লেংচাতে ড্রয়িং রুমে গিয়ে কফি পান করেন। বাদল সেই সময়টাতে লণ্ডনের মত পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরয়। সমুদ্রের হাওয়া ত নেই। ঘরে বন্ধ থাকা কি যন্ত্রণা।

রাত হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু অন্ধকার নেই। অন্ধকার না হলে ঘুমও আসবে না। তার মানে প্রায় এগারটা। শীতকালে তাকেই মনে হত নিশুতি রাত। ঘুম আসুক না আসুক বাদল

ততক্ষণে বিছানায় কম্বলের নীচে আরাম করে শুয়ে মনটাকে ঠেলে দিয়েছে চিন্তালোকের শীত-বর্ষা-কুহেলিকার মাঝখানে, সেখানে বিবস্ত্র মন থর্ থর্ করে কাঁপ্ছে। জুলাই মাস এটা। গায়েই জামা রাখ্তে ইচ্ছা করে না, মন ত দিগম্বর হয়ে দিশাহারা হতে চায়।

সহরের চওড়া সড়কটা দিয়ে বাদল চলে যায় নদীর ধারে। ছোট্ট নদী, জলের তল দেখা যাচ্ছে। সন্নিহিত দৃশ্য বাদলের মন ভুলায়। দিগন্তে সেভারনেক বন, দীর্ঘকায় বনস্পতিরা এক পায়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মাঝখানে ব্যবধান রাখে। এ অঞ্চল বিরল বসতি। বাদলেরই মত পর্য্যটকরা এসে জটলা কর্ছে, তাদের জন্য যত্র তত্র TEA, যত্র তত্র BED AND BREAK FAST. সকলের মত মারউড্ও দুপয়সা করে নিচ্ছে।

মনে পড়্ছিল মারউডের কথা। বেচারা যদি খঞ্জ না হতেন তা হলে হয়ত তাঁর ফিলসফি ভিন্নরকম হত! নি[illegible] পার্ছেন না বলে ভাব্ছেন গলার জোরে, টাকার জোরে ও [illegible] করে অন্যরা পার্টি প্রতিষ্ঠান হস্তগত করেছে, প্রতিনিধিরা [illegible] পার্টির টাউট্ ও পার্লামেণ্ট হচ্ছে পার্টিদের ষ্টেজ। অথচ যারা পার্ছে তারা ভাল কাজও কর্ছে মন্দ কাজও কর্ছে, কর্ছে যা হোক্ কিছু। পথে হোক বিপথে হোক চালাচ্ছে ত তারা ষ্টেট্‌কে। মোটের উপর পার্টি-ওয়ালাদের দ্বারা রাষ্ট্রের পুরোগতিই হচ্ছে। নইলে বাদল কেন লিবারল পার্টিতে যোগ দিয়ে ভবিষ্যতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রূপে পার্লামেণ্টে যেতে কেয়ার কর্ত? মোটাগোছের চাঁদা দিতে, লম্বা চওড়া বক্তৃতা কর্তে, দরকার হলে চক্রান্ত কর্তে তার বিবেকের বাধা নেই—কে না জানে যে politics is a dirty game? এমন কোনো খেলা আছে যা শীতবৃষ্টিতে খেল্লে গায়ে কাদা লাগে না?

বেচারা মারউড্। তাঁর বেদনায় বাদলের সমবেদনা অশেষ। তিনি যে বাদল নন্, বাদলদের একতম নন্, এই তাঁর দুর্ভাগ্য। পৃথিবীতে সবাই কিছু জয়ী হয় না, সিদ্ধার্থ হয় না। যারা হয় না তারা নিজের দোষেই হয় না। কত লাখ লাখ যুবক যুদ্ধ করতে গিয়ে মারাই পড়ল, তাদের দোষ মারউডের চেয়েও বেশী বলে তাদের দুর্ভাগ্য আরো বেশী। যারা অক্ষত শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল তাদের কোনো গুণ ছিল। নইলে তারাও হত এক একটি মারউড্। বাদল দৈব বিশ্বাস করে না, আকস্মিকতা স্বীকার করে না, অবস্থা বিপাক মানে না। ওগুলা determinismএর নামান্তর। এত লোকের মধ্যে মারউডের যে পা ভাঙল এর জন্য মারউড্ স্বয়ং দায়ী। তিনি কেন সতর্ক হলেন না, সতর্ক হওয়া যদি অসম্ভব ছিল তবে কেন জেনেশুনে সৈনিক হতে গেলেন। না জেনেশুনে যদি হয়ে থাকেন তবে অজ্ঞতার জন্য মানুষের আইনে ছাড় নেই, প্রকৃতির নিয়মেরও ব্যতিক্রম নেই, যুদ্ধক্ষেত্রের কায়দাকানুনের কেন অন্যথা হবে?

মারউড্ হয়ত বলবেন ও কথা অবান্তর, গোড়ার কথাটা এই যে ষ্টেট্ চলে পার্টির চালনায়, পার্টির ইচ্ছায় কর্ম্ম, আর পার্টি হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানীর মত ঘরোয়া ব্যাপার, তার পিছনে রয়েছে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইস্। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি—এই দুয়ের যোগাযোগ মধ্যস্থহীন হয় না কেন? কেন লাভের ভাগী হয় মিড্ল্ ম্যান্? পার্টিকে যদি একবার গ্রাহ্য করা যায় তবে তিনটে পার্টির বদলে একটা পার্টি থাকলে অন্যায়টা কোথায়? রাশিয়াতে ও ইটালীতে ত সেই একচ্ছত্রতা ঘটেছে। মোটর গাড়ীর ড্রাইভার একজন হবে আর দুজন সব সময় তার খুঁৎ ধরতে থাকবে, তাকে শ্লেষ করতে

থাক্‌বে, তাকে ওখান থেকে নড়াবার জন্ত কত রকম চক্রান্ত কর্‌তে থাক্‌বে—যুদ্ধের সময় য়্যাস্‌কুইথকে যেমন করে সরান গেল, এই সে দিন Zinovievএর চিঠি জাল করে লেবার পার্টিকে যেমন ভাবে তাড়ান গেল—কর্ম্মীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে কি কাজ পাওয়া যায় তার কাছে ?

ফল কথা—মারউড্‌ হয়ত বল্‌বেন—তিনটে চালকের মধ্যে এক রকম আপোষ হয়েছে যে ওদের যার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আরোহীর আস্থা সেই অনির্দ্দিষ্টকাল চালনদণ্ড ধারণ কর্‌বে। আরোহীদের দৌড় বড় জোর তাদের অধিকসংখ্যকের আস্থাকে পাত্রান্তরিত করা পর্য্যন্ত। তারা চালক নয়, চালিত। তবে তাদের ইচ্ছামত তিনটের যে কোনো একটা চালকের দ্বারা চালিত হতে পারে। যদি তাদের কেউ বলে কোনোটার উপর আমার ভরসা নেই, ভরসা একমাত্র নিজের উপর তা হলে সে কারুকে ভোট না দিয়ে অমনি বসে থাকুক্‌, তার জন্য গাড়ী ত থাম্‌বে না, গাড়ী চল্‌বে যেদিকে তখনকার-মত গাড়োয়ানের খেয়াল ও যতক্ষণ অপরাপর গাড়োয়ান সেই গাড়োয়ানের পক্ষের ভোটার ভাঙিয়ে নেয়নি। এ যেন একটা সহরে তিনটি মাত্র পোষাকের দোকান, তাদের যেটার খরিদ্দার সব চেয়ে বেশী সেইটে যে ফ্যাশান চালাতে চায় সহরে সেই তখনকার মত হাল ফ্যাশান। অন্য দুটা তার সঙ্গে পাল্লা দেয়, তাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করে, চল্‌তি ফ্যাশানের চেয়ে আপাত-রমণীয় ফ্যাশান উদ্ভাবন পূর্ব্বক তার পসার মাটী করে। এখন তুমি যদি তাদের তিনটের কোনটার খরিদ্দার না হও তাতে দোকানগুলার কিছু এসে যাবে না, তোমারই পাড়ার লোক তোমাকে বল্‌বে—সৃষ্টিছাড়া। এবং তোমারই ঘরের লোক

ফ্যাশানের পোষাক পরে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভাব্বে, আহা! কি খোল্‌তাই হয়েছে।

দাঁড়াল এই—মারউডের সম্ভবপর সিদ্ধান্ত—যে, নেই ভোটের চেয়ে কানা ভোট ভাল। তোমার কানা ভোটটি পেয়ে ছোট সয়তান হয়ত বড় সয়তান ও মেজ সয়তানকে শাসনদণ্ডের থেকে দূরে হটিয়ে রাখ্‌বে এখনকার মত। কিন্তু এতেও ল্যাঠা আছে। ছোট সয়তান তখ্‌তে বস্‌লেই বড় সয়তান বনে যাবে। তখন তাকে নামাতে হয় সেই ভোটের জোরে—তার বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের বাই-ইলেকশনে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে।

রণবিদ্যাশিক্ষার্থীরা যেমন নকল শত্রুর মূর্ত্তিকে টিপ করে বন্দুক চালায় বাদলও তেমনি একটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তর্কের লড়াই বাধায়। ফলত কেল্লা ফতে। পার্টি সংক্রান্ত এই তর্কেরও বাদল দিল মুখবন্ধকরা জবাব। অবশ্য মনে মনে বল্ল, বেশ ত, মিড্‌ল্‌ ম্যানকে একদম ছেঁটে ফেলা যাক্‌, কেউ কারুর প্রতিনিধি না হোক্‌, প্রত্যেকে নিজ হাতে রাষ্ট্রের রশ্মি ধরুক। তাতে যদি রাষ্ট্র বাবাজি বিমুখ অশ্বের মত নড়ন চড়ন বন্ধ করেন তবে তার পরিণাম ডিক্টেটারশিপ্‌—খাটি ডিক্টেটারশিপ্‌, মুসোলিনীয় নয় নেপোলিয়নীয়।

কিন্তু যদি পাল্টা প্রশ্ন উঠে, ডেমেক্রেসীর পরিণাম যদি ডিক্টেটারশিপ্‌ হয় তবে ডেমক্রেসীর জন্য আমরা প্রাণ দিতে গেছ্‌লুম কেন? এত লোক প্রাণ দিল, আমি দিলুম প্রাণধারণের আনন্দ, সে কি এই ডেমক্রেসীর ছাপ মারা ভেজাল জিনিষটার জন্য? এত মর্য্যাদা এই বেনামী অলিগার্কি ত্রয়ের যে কোনো একটার!

তখন বাদলের মুখে রা থাকৃবে না।

৩

মিসেস্ উইল্‌সের ও মিসেস্ মেল্‌ভিলের আদুরে অতিথি বাদল মিসেস্ গ্রেসের বাড়ীতে পেল অনাত্মীয়ের মতন ব্যবহার। আব্‌দার ধরে কেউ এটা ওটা খাওয়ায় না, জিজ্ঞাসাও করে না যে শরীরটা কেমন যাচ্ছে। তবে ভদ্রতার ক্রুটী নেই। ভদ্রতার ক্রুটী যেমন ওদিক থেকে নেই তেমনি ভদ্রতার ক্রুটী যাতে এদিক থেকে না থাকে সে বিষয়ে বাদলকে হুঁশিয়ার হতে হয়েছে। একবার ধন্যবাদ দিতে ভুলেছে কি এক বেলা অনুশোচনায় ছট্‌ফট্ করেছে। আবার যখন খাবার টেবিলে দেখা তখন কার্পণ্য করেনি, কারণে অকারণে ধন্যবাদের থলি উজাড় করেছে। ড্রেসিং গাউন পরে বাদল দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়ে এল, কিন্তু এ বাড়ীতে কায়দা মেনে চল্‌তে হয় খোঁড়া মারউড্‌কেও।

মিসেস্ গ্রেস্ মানুষটি যদিও হাস্‌তে জানেন তবু কেমন যেন ভারী। না, মোটা নন্ মোটেই। গম্ভীরও নন্। তবে আগাগোড়া নীরেট। তাঁর কোনো কৌতুহল নেই, কোনো নেশা নেই, কোনোরূপ সময়ক্ষেপ তাঁর দ্বারা হবার নয়, তিনি তাস খেলেন না, গির্জ্জায় যান্ বটে কিন্তু সেটা বোধ হয় দুর্ণাম এড়াতে, সিনেমাতেও যান্ হপ্তায় একবার, কিন্তু ও বিষয়ে আলোচনা করেন না। খাট্‌তে পারেন অসাধারণ, রাঁধেন বাড়েন ঝাঁটান ঝাড়েন বাসন ধোন্ বসন ধোন্। কোমরে এপ্রন বেঁধে তিনি যখন মেজে সাফ কর্‌তে থাকেন তখন বাদল তাঁর দিকে চেয়ে সাহায্য কর্‌তে ছুটে যাবে কি, ও কথা ভাব্‌তে তার সাহস হয় না, পাছে তিনি কঠোর স্বরে বলেন, না।

মনের জোর তাঁর আশ্চর্য্যরকম। বছরে অন্তত সাতটা দিন ছুটি প্রত্যেক গৃহিণীই নিয়ে থাকেন, নিয়ে লণ্ডন কিম্বা সমুদ্র দেখে আসেন। মিসেস্ গ্রেস এগার বছর এই এক জায়গাতেই গাছের মত শিকড় গেড়ে রয়েছেন; ফ্রেড্ যতদিন না অক্সফোর্ডে গিয়ে লায়েক হয় ততদিন। তারপর থেকে তাঁর ছুটি, ছুটি, ছুটি। তখন হয়ত তিনি আবার বিয়েও কর্‌বেন। কিম্বা ভাইয়ের খাতিরে নাও কর্‌তে পারেন। খঞ্জকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে ত। বয়স যতই বাড়্‌বে ও বেচারা ততই অসহায় বোধ কর্‌বে।

এমন যে মিসেস গ্রেস্ একটি কাল মানুষকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে তিনি তার প্রতি যে পরিমাণ গ্রেস্ প্রদর্শন করেছেন মার্লবরায় অন্তে কি তা কর্‌ল? বাদল কত বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল—Knock and it will be open unto you. দোর খুল্‌ল ঠিক্, কিন্তু বন্ধও হয়ে গেল তার পিঠ পিঠ। কেউ খোলাখুলি বল্ল না যে আমরা কাল মানুষ নিইনে, কিন্তু প্রত্যেকেই বল্ল, ও বাড়ীতে চেষ্টা করুন, ওরা আপনাকে নিতে পারে। মিসেস্ মেলভিলের মত উদার গৃহিণী হয় না—বাদলকে তিনি কাল বলে স্বীকারই কর্‌তেন না, বল্‌তেন সূর্য্যের তাত লেগে আসল রংটা পুড়ে গেছে।

যাক্, আশ্রয় যদি বা জুট্‌ল আদর জুট্‌ল না। এই বাদলের খেদ। সে এক রকম ধরেই নিয়েছিল যে সে ইংলণ্ডের যেখানে যাবে সেখানে পাবে আত্মীয়তা। তার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যে সে যে পরিবারে যাবে সেই পরিবারের একজন বলে গণ্য হবে। পর পর মিসেস্ উইল্‌স্ ও মিসেস্ মেল্‌ভিল ঐ শক্তির দ্বারা অভিভূত হলেন, কিন্তু এ কি! মিসেস্ গ্রেস ঐ শক্তিকে দ্বার খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌লেন, কিন্তু আসন পেতে বসালেন না।

তাঁর ছেলেটা ত বাদলের সঙ্গে কথাই বলে না। বাদল যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে সে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে উত্তর করে বাদল তা ধর্‌তে পারে না, বারম্বার 'বেগ্ ইওর পার্ডন' করে ওকেও নাকাল করে নিজেও নাকাল হয়। ওটা ত একটা জড়ভরত। ও যে কি করে অক্সফোর্ডে যাবে ও কি কর্‌তে যাবে তা বাদলকে ভাবায় ও হাসায়। "Home of lost causes" বলে অক্সফোর্ডের প্রতি বাদলের অবজ্ঞা ছিল। তবু সেটা ত home of dumb dullness নয়।

এ বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ ঐ খঞ্জ। লোকটি যেন মহাযুদ্ধের মহাপ্রতীক। কি জন্য অত বড় যুদ্ধটা হল, কি হল ওর ফলাফল? না Versaillesএর সন্ধি! অমন একটা খঞ্জ উপসংহার কোনো খারাপ নভেলেরও হয় না। কোনো মতে ঠেকাদেওয়া শান্তি, বগলে ক্রাচ্ লাগিয়ে কায়ক্লেশে নড়্‌চড়্ কর্‌ছে, একদিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে আর উঠ্‌তে পার্‌বে না। আরেক মহাযুদ্ধ—মহত্তর যুদ্ধ!—শকুনীর মত স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ছে কখন ওটাকে বিদীর্ণ করে ওর অন্ত্রতন্ত্র খাবে। বাদলের মনে পড়ে সেই এক দিন যেদিন সকলের সহজে বিশ্বাস হয়েছিল যে এই যুদ্ধই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ। বাদলও কত লোকের সঙ্গে তর্ক করে তাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ, এই শান্তিই অশেষ শান্তি, তারা বিশ্বাস না কর্‌লে তাদের গাল পেড়ে বলেছে তারা তাদের অবিশ্বাসের দ্বারা শান্তির পদতলভূমি সচ্ছিদ্র কর্‌ছে, তারা মৃৎকীট। চাই লীগ্ অফ নেশন্‌সে আস্থা, সালিশী নিষ্পত্তিতে নির্ভরতা, মানবভাগ্যে শ্রদ্ধা। এ কথা যে পরকে বুঝিয়ে এসে নিজে ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌ছে, যে সন্ধির উপর শান্তির ভিত্তি সেই সন্ধিকে পাকা বলে গ্রহণ করা যায় না, সেটা কাঁচা ভিত্তি। বাদলের আশ

ছল তার একটা সময় থাকৃতে পরিশোধন হবে। কিন্তু দেখ্‌ছে
চ ফ্রান্সের মতিগতি। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ দখল ছাড়বে
না। জার্ম্মাণীকে ফ্রান্স এক রত্তি বিশ্বাস করে না। ওদিকে
রাশিয়া আর এদিকে আমেরিকা লীগ্‌এ যোগ না দিয়ে আপন
আপন বাহুবল বৃদ্ধি করছে। দেখ না আমাদের ব্রিটিশ
নৌবহরের সঙ্গে আমেরিকা তার নৌবহরকে সমান করে নিল।
এত অবিশ্বাস। আমরা কি আমাদের কাজ্‌নদের সঙ্গে সত্যি
যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলুম?

ঐ খঞ্জের জন্যই এ বাড়ীতে টেঁকা। নইলে বাদল অন্য
কোন অঞ্চলে মনের মত বাড়ী তল্লাস করৃত।

"মিষ্টার মারউড্" দোকানে গিয়ে বাদল জমিয়ে বস্‌ল, "আপনি
কি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধের জড় সালিশী নিষ্পত্তির দ্বারা বিনষ্ট
হতে পারে?"

"আমার তাতে কি এসে যায়, মিষ্টার সেন? আমি কি আমার
পা ফিরে পাব? না আমার বন্ধুদের রেসারেক্‌শন হবে?"

"তবু," বাদল পীড়াপীড়ি করল, "তবু ভাবী মানবের লাভ। যুদ্ধ
যদি উঠে যায় যৌবনের উপর থেকে রক্তশুল্ক উঠে যাবে, আমরা অক্ষত
শরীরে জীবিত থেকে সভ্যতাকে নিত্য নব সম্ভারে সমৃদ্ধ করব।"

"মিষ্টার সেন," বল্লেন মারউড্, "এই যে বিরাট অপচয়টা
ঘটে গেল আগে আমি চাই এর দরুণ জবাবদিহি—বিধাতার
কাছে, চার্চের কাছে, ষ্টেটের কাছে, পালিটিসিয়ানদের কাছে,
দার্শনিকদের কাছে, কবিদের কাছে, ধনিকদের কাছে, শ্রমিকদের
কাছে। আমার ভবিষ্যৎ নেই, আমার আছে অতীত। কেমন
করে যে কি হয়ে গেল তাই আমার এখনো বোধগম্য হল

না। বলুন, এই অপচয়ের অন্তিম সার্থকতা কি? না এটা অপচয়ই নয়?"

বাদলও বিপদে পড়্‌ল। যদিও সে তখন ছেলেমানুষ ছিল তবু ছিল ত সে জগতে। যুদ্ধের জন্য তাকেও দায়ী করা যায় পরোক্ষ ভাবে। বিশ্বের প্রত্যেক ঘটনার জন্ম প্রত্যেকটি অণু পরমাণুও দায়ী। এখন মারউড্ জানতে চান্ এই অপচয়ের দরুণ বাদলের জবাবদিহি। এর কি কোনো আবশ্যক ছিল? এর কি কোনো সুফল ফলেছে? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি? মারউডের যে পা ভাঙ্‌ল তার দ্বারা কার কি মঙ্গল হল? দেশ কি চিরকালের মত—অন্ততঃ দীর্ঘকালের মত—নিরাপদ হল? কার জন্য নিরাপদ হল—ডেমক্রেসীর জন্য, না পার্টিত্রয়ের জন্য, না Big Businessএর জন্য, না Trade Unionদের জন্য।

"এই দেখুন না, একখানা ছোট দোকান নিয়ে পড়ে আছি, এই আমার অবলম্বন। এখানা যদি W. H. Smith বা তেমন কোনো কোম্পানী কিনে নেয়—নিয়ে আমাকে তাদের কর্ম্মচারী করে—তবে কি আমার আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার এই স্বাধীনতাটুকু থাক্‌বে? আমি আমার নিজের ইচ্ছায় আমার নিজের জিনিষ ভাঙতে গড়্‌তে, এর মধ্যে প্রাণ ঢাল্‌তে, এর উপর কল্পনা ফলাতে, একে মনের মত কর্‌তে পার্‌ব? ও যুদ্ধ ত আপনি সালিশী নিষ্পত্তির দ্বার রোধ কর্‌লেন, এ যুদ্ধ—এই অর্থ-নৈতিক যুদ্ধ—এই বৃহৎ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্রকে গ্রাস, এর কি মীমাংসা? ও যুদ্ধে আমার পা দুটা গেছে এ যুদ্ধে যাবে আমার ব্যক্তিত্ব—কি ভীষণ অপচয়! অবশ্য যদি আমাকে মানবজাতির বা ব্রিটিশ নেশনের দিক থেকে কিছুমাত্র মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন।"

এখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাদল দ্বিতীয়ত্বহীন, অনন্যাধীন ও
ানস্বত্বসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে, নইলে সে লিবারল্ কিসের?
থিবীতে আর একটিও জেম্‌স্ লিষ্টার মারউড্ নেই। জেম্‌স্
ষ্টার মারউড্এর সত্ত্বা স্বাধীন—অপরের দ্বারা যদি তাঁর সত্ত্বা
য়ন্ত্রিত হয় তবে অপরের সত্ত্বাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর
ানো মানুষের চেয়ে জেম্‌স্ লিষ্টার মারউডের স্বত্ব কম নয়,
রুর চেয়ে বেশীও নয়। নানা কারণে তাঁর দখল কম বেশী
ত পারে, কিন্তু স্বত্ব—টাইটল্—সমান। বাদল মানে পার্সনালিটি,
বার্টি, ইকুয়ালিটি। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পার্সনালিটি।
ার্সনালিটি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে জীবন বৃথা। আর পার্সনালিটি
দি না থাকে তবে ত জীবন থাকা না থাকা সমান।
মিউনিস্‌মের উপর সেই জন্য বাদলের রাগ। লেনিন নাকি
লেছেন যে পৃথিবীর এক পোয়া লোককে সুখী কর্‌বার জন্য
দি তিন পোয়া লোককে হত্যা কর্‌তে হয় তবে তাই কর্ত্তব্য।
াখন ঐ এক পোয়া লোক কোন গুণে বাঁচ্‌বার অধিকারী হবে?
রাও কেন সহমরণে যায় না। পৃথিবীতে একটাও মানুষ না
াকলে ত পৃথিবী ভূস্বর্গে পরিণত হয়। না, মঁসিয়ে লেনিন,
ওটা আপনার উন্মাদগ্রস্ততা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু
আছে যা কেবলমাত্র তার মধ্যেই আছে, তার ভাইয়ের মধ্যে
নেই, ছেলের মধ্যে নেই, বন্ধুর মধ্যে নেই, স্বজাতির মধ্যে নেই,
স্বদেশবাসীর মধ্যে নেই। মারউড্ যদি মারা পড়্‌তেন তবে পৃথিবীতে
একটা ফাঁক রেখে যেতেন, ইংলণ্ডে একটা অভাব ঘটিয়ে যেতেন,
সে ফাঁক ও সে অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হবার নয়, পূরণ
হত না। তিনি ত সেন্‌সাসের একটি সংখ্যা নন্। দেশের জনসংখ্যা

আজ কমেছে, কাল বাড়্বে, জনসংখ্যার ওটুকু অপচয় বল্তে গেলে কিছুই নয়, জনসংখ্যার উপচয়ই ভাবনার কথা। কিন্তু পার্সনালিটির অপচয়! ও যেন নিরপরাধের প্রাণদণ্ড! একটিমাত্র মিসেস্ পেস্‌কে বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ড দিলে সমগ্র ইংলণ্ডে বিপ্লব উপস্থিত হত না কি? অথচ প্রাণের চেয়ে যা মূল্যবান, যার মূল্যে প্রাণের মূল্য, সেই পার্সনালিটির উপর রাশিয়াতে ও ইটালীতে রকমারি অত্যাচার—ষ্টেটের জগন্নাথের রথ মানুষের, সিটিজনের, বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেছে। মারউডের উক্তি যদি যথার্থ হয় তবে ইংলণ্ডের পার্টি ও Big Business কি দৈত্যের মত হাঁ করে পার্সনালিটিকে গিল্তে উদ্যত হয়নি?

৪

এত অপচয় কেন? না, এ অপচয়ই নয়?

এই নিয়ে চিন্তা কর্‌তে বসে বাদলের মনে হল জগতে কি অপচয়ের সীমা-পরিসীমা আছে? জগতের কথা ছেড়ে দাও, পৃথিবীর কথা—না, ইংলণ্ডের কথাই—ধর। লণ্ডন ম্যাঞ্চেষ্টার, গ্লাস্‌গো প্রভৃতির বস্তিতে কত লোক জীয়ন্তে পচ্‌ছে। সেই ক্যালিডোনিয়ান মার্কেটে দে সরকারের সঙ্গে যাওয়া মনে পড়লে এখনো গা ঘিন ঘিন করে। পিকাডিলীতে কত বিশ্রী পুরানো কাপড়পরা গরীব বুড়াবুড়িকে দেশলাই ও ফুল বেচ্‌বার ভান করে ভিক্ষা কর্‌তে দেখে বাদলের কান্না পেয়েছে, পকেটে হাত পূরে যখন যা উঠেছে তাই দান করে সে পালিয়ে বেঁচেছে। দে সরকার রহস্য করে তাদের বলেছে, 'বাবা, সবংশে লুটে খাও

মাদের দেশ, তবু পেট ভর্‌ল না? আমাদের পকেটে নজর?'
দল রেগে দে সরকারকে নিষ্ঠুর বলে গালাগাল দিয়েছে।

বেকার বসে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে কত যুবক। তাদের হাতে
জ নেই, তারা ত ভাবুক নয় যে হাতে কাজ না থাক্‌লে মাথা
টাবার সুযোগ পাবে, তারা কর্ম্মের অভাবে অকর্ম্মণ্য হয়ে
র্ম্মের অভ্যাস হারাচ্ছে, শিক্ষা বিস্মৃত হচ্ছে। কাজ পেলেও
রা কাজ রাখ্‌তে পার্‌বে না, যদি না কর্ত্তারা তাদের আবার
খিয়ে পড়িয়ে নেয়।

যারা বেকার নয় স-কার খাটুনির চাপে তাদের মগজ যাচ্ছে
ঁতো হয়ে। তারা পড়ে বুঝ্‌তে পারে রোমাঞ্চকর খবর, দেখে
ঝ্‌তে পারে ঘোড়দৌড়, শুনে বুঝ্‌তে পারে ছেলেভুলান বক্তৃতা।
দলের মনে পড়ে একদিন রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে সেও ভিড়ে
ছিল, গিয়ে শুন্‌ল, বক্তা একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বল্‌ছেন,
আমার বন্ধুর সঙ্গে সেদিন দেখা হল। বল্লুম, বন্ধু, তোমাকে এত
র্বল দেখ্‌ছি কেন? বন্ধু বল্ল, দুঃখের কথা কি বল্‌ব, আমার
হয়েছিল। বটে? তোমার ফ্লু হয়েছিল? তিন হপ্তা ছুটি নিয়ে
চেঞ্জে গেলে না কেন? হাঁ, চেঞ্জে যেতে দেবে না আর কিছু। একদিন
কামাই করেছি অমনি মালিক চোখ রাঙ্গিয়ে বলেছে, তোমার ফ্লু
য়েছিল বলে আমার কারবারের লোকসানটা যা হল সেটা কে
ষিয়ে দেবে শুনি? এই ত জীবন। সঙ্ঘবদ্ধ হও, ভাই সব।
লেবার পার্টিকে পরিপুষ্ট কর। Vote Labour."

এমনি কত অপচয়ই না সহজে চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপন দেওয়া
চ্ছে যে সব পণ্যের তার সব কি মানুষের দরকার, দরকার
হলেও অত বহুল পরিমাণে? রকম রকম সিগ্রেট ও মদ; পেটেণ্ট

ওষুধ ও টিনে বন্ধ খাদ্য; খুনখারাবির উপন্যাস ও যৌনব্যাপারের ছায়াচিত্র। উৎপাদক চায় শুধু লাভ, লাভ, লাভ। লাভের আশায় যা তৈরী করে ফেলেছে তা যদি কেউ না কেনে তবে তা ত অপচয় হলই, আবার যে খরচটা করে ফেলেছে তাও গেল লোকসান। কোনোমতে সেটাকে যদি ক্রেতার ঘাড়ে চাপাল তার ক্রেতাও যে সেই ওষুধ খেয়ে সত্যি সত্যি সেরে উঠ্‌ল বা সেই খাদ্য খেয়ে হজম কর্‌তে পার্‌ল তাও সব সময় হয় না। ভোক্তারও লোকসান হল টাকার, অপচয় হল শক্তির। কতগুলা কাঁচা মালের শ্রাদ্ধ হল। একখানা বই ছেপে বের কর্‌তে কাগজ কালি হরফ যন্ত্র ইত্যাদি হরেক রকম সরঞ্জাম ত লাগ্‌লই, অধিকন্তু কম্পোজিটার প্রুফরিডার পাব্‌লিশার ও বিজ্ঞাপন লেখক কতটা উদ্যম ন্যস্ত কর্‌ল। নাটের গুরু লেখক যা দিল তা হয়ত তার অর্দ্ধেক জীবন। ও বই কেউ কিন্‌লও না, ধার করে পড়্‌লও না। না কিনে ও না পড়ে কাগজওয়ালারা কর্‌ল সমালোচনা, তাই পড়ে লোকে ভাব্‌ল, যথেষ্ট জ্ঞান হল। এখন ঐ জ্ঞান পেটে থাক্‌লে বন্ধু মহলে অপদস্থ হব না। নাটকের প্রযোজনায় টাকা ও রিহার্সালে সময় খরচ হল বিস্তর। ষ্টেজে ও জিনিষ জম্‌ল না। বক্স আফিসের দিকে আর কেউ ঘেঁষ্‌ল না। আর একটা রাত সবুর করে কর্ত্তারা নাটক তুলে নিলেন।

অপচয়ের অবধি নেই। এই দেখ না বাদলের নিজের অবস্থা পাস কর্‌বার জন্য তাকে অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব পড়ে মা রাখ্‌তে হল, তারপর মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে হল—মনের অপা হল না কি? অন্যান্য ছাত্রদের ত আরো দুর্দ্দশা। বেচারি হয়ত পাসই কর্‌তে পার্‌বে না অথচ ভুলেও যাবে যা পড়েছি

পরবর্ত্তী জীবনেও বিদ্যার প্রয়োজন হবে না, হবে ডিগ্রীর প্রয়োজন, তারও বাজারদর এমন যে তার জন্য যে খরচটা হল বাজারদরের চেয়ে সেইটে হয়ত বেশী।

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে—বাদল ভেবে সাব্যস্ত করল —যে, অপচয় আছে। ইংলণ্ডেও আছে, ভারতবর্ষেও আছে, সর্ব্বত্র আছে। মানবমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে, পরস্পর সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে সময় শক্তি ও স্বর্ণ অপচয় করে, করছে, করে আসছে। অজ্ঞতা যদিও প্রধান কারণ, অনধিকারচর্চ্চাও সামান্য নয়। যাদের যে কাজে হাত দেওয়া উচিত নয় তারা সেই কাজে হাত দেবেই —গড্ডলিকার মত। একজন ওই ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, আমরাও কেন হব না? একজন পাস করে বড় চাকরি পেল, আমরাও কেন পাব না? একজন যা করে সফল হয়েছে আমরাও কেন তাই করব না?

পরিণামে ঐ একজনেরও ক্ষতি, অন্যান্য সকলেরও ক্ষতি। বলা যেতে পারে প্রতিযোগিতার দরুণ মাল সস্তা হচ্ছে, উৎকৃষ্টও হচ্ছে। সস্তা হচ্ছে সেটা প্রত্যক্ষ। উৎকৃষ্ট হচ্ছে কি? যন্ত্রপাতি হয়ত উৎকৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু শিল্পদ্রব্য? শিল্পদ্রব্য যারা বানায় তারা কি আর তেমন যত্ন করে নিজের হাতে বানায়? সেসব নিপুণ কারিকর কি আর আছে? কলে তৈরি লাখ লাখ একই মাপের একই ঢঙ্গের জিনিষ কি তেমনি তৃপ্তি দেয়?

বাদল বল্ল, "মিষ্টার মারউড্, মানবের জগতে অপচয় আছে। প্রকৃতিতে আছে কি না তা অনুসন্ধান করিনি। এই অপচয়ের সার্থকতা অবশ্য এই যে তা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রসার বাড়িয়ে দেয়—কোনটা অপচয় তা জানলে কোনটা অপচয় নয় তাও জানি।"

"তা যদি জান্‌তুম," মিষ্টার মারউড্ বক্রোক্তি কর্‌লেন, "তবে আমরা হাজার দুই বছর আগে লড়াই করা ছেড়ে দিয়ে নতুন কিছু কর্‌তুম। ইতিহাস থেকে আমি এই শিখেছি যে ইতিহাস আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে, যেমন সূর্য্যোদয় কর্‌ছে দিনে দিনে আপনাকে আবৃত্তি, যেমন জন্ম কর্‌ছে পুরুষানুক্রমে আপনাকে আবৃত্তি। কয়েকটা সরল উপাদানে তৈরি হয়েছে এ জগৎ—ইতিহাসেরও তেমনি গোটা কয়েক সরল সূত্র। আমি এই শিক্ষা করেছি, মিষ্টার সেন, যে শিক্ষা কর্‌লে জরা, অশিক্ষিত থাক্‌লে যৌবন।"

"তার মানে?" বাদল আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

"মানে খুব সোজা। যে নেশন ইতিহাসের মর্ম্ম জেনেছে সে নেশন কাজ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়েছে—খাওয়ার পর শোওয়া আর শোওয়ার পর খাটা আর মাঝে মাঝে লড়াই করা, এ ছাড়া আর নতুন কি কর্‌বে? বংশরক্ষার প্রবল তাড়না তাকে ধরাপৃষ্ঠে টিঁকিয়ে রাখে, তাও যখন দুর্ব্বল হয়ে আসে তখন তার বিলোপ। আর যারা দেখেও শেখে না, ঠেকেও শেখে না, তারা বর্ব্বর তারাই চিরকাল অপচয় দিয়েও মহোল্লাসে বাঁচে। কত সভ্যতা নিস্তেজ হয়ে নির্ব্বাপিত, কিন্তু বর্ব্বরতা সমান দীপ্যমান।"

৫

"তা হলে," বাদল বল্ল, "আপনি অপচয়ের জন্য চিন্তিত কেন?"

"সেই ত মজা," বল্লেন মিষ্টার মারউড্। "অপচয় সম্বন্ধে অচেতন থাক্‌লে আমি হয়ত এও ভুলে যেতুম যে আমি খঞ্জ, কিন্তু এই পা

আর সেই অপচয় দুই আমাকে পেয়ে-বসেছে। কেন, কেন, কেন—আচ্ছা, আপনি কি ফিলসফার ?”

“না,” বাদল বল্ল নিশ্চিতভাবে। “ওঁরা ঘরে দরজা দিয়ে, দরজায় খিল দিয়ে ভাব্‌তে বসেন। আমি ভাব্‌তে বসি ঘোড়ার পিঠে। অবশ্য বিক্ষেপ আমিও বরদাস্ত করিনে। তবু আমার জাত আলাদা। আমি কর্ম্মী হয়ে বেরবার আগে চিন্তার দেনা চুকিয়ে দিতে চাই। আমি পার্লামেন্টে যাব, মিষ্টার মারউড, আমি ইংলণ্ডের নেতৃত্বে পৃথিবীর সব নেশনকে সঙ্ঘবদ্ধ কর্‌ব। প্রতিযোগিতার যুগান্তকারী আমি, সহযোগিতার ঋষি। আমরা সবাই মিলে দোহন কর্‌ব পৃথিবীকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে, হয়ত যেতেও পারি উড়ে আমরা মঙ্গলগ্রহে কি চন্দ্রে। একটা সামঞ্জস্য কর্‌তে হবে উৎপাদনের সঙ্গে উপভোজনের—একটা ভাগাভাগি কর্‌তে হবে কোন দেশ কি বানাবে ও কোন দেশ কি ফলাবে। একটা আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়মান স্থাপন কর্‌তে হবে, মিষ্টার মারউড্‌। পৃথিবীর একটা নতুন বন্দোবস্ত না করে এই গ্রহটার থেকে আমি নড়্‌ছিনে।”

মারউড্‌ বাদলের মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে বোধ হয় ভাব্‌ছিলেন যে ছোক্‌রা হয় পাগলা গারদের ফেরারী বাসিন্দে, নয় পাগলা গারদে যাবার রাস্তা ধরেছে। ইহুদী ডিস্‌রেলী প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এ কি কখনো সম্ভব যে এই ভারতীয় যুবক একদিন ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাসাটা দখল কর্‌বে ? প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে এর অভিযান, কিন্তু আমারই ভাগ্‌নে ফ্রেড্‌রিক গ্রেস্ যে প্রধান মন্ত্রীর পদে এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

“মাই ডিয়ার সার্,” মারউড্‌ বাদলকে আপ্যায়িত করে বল্লেন, “বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ী ঘাগী হয়ে গেছে। একে ভেঙ্গে

গড়্‌বার কল্পনা বৃথা—এ ভাঙ্গা দূরে থাকুক্ বেঁক্‌বেও না। প্রতিযোগিতার উপর যে ব্যবস্থা খাড়া হয়েছে তাকে নাড়া দিয়েছেন লেনিন, কিন্তু তাতে করে প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ কি হবে ? [illegible] বড় জোর রকমফের। আমি বেঁচে আছি ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন দেখ্‌তে—যাই বলুন ও জিনিষ হাজার বার দেখেও অবসাদ নেই, প্রত্যেক বার মনে হয় নাও ঘট্‌তে পারে অমন, আশা হয় নতুন কিছু আস্‌ছে।" তিনি বাদলের স্ফুরিত অধর লক্ষ করে ভাব্‌লেন বাদল একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছে। মোলায়েম স্বরে বল্লেন, "না মিষ্টার সেন, অপচয়ের আপনি যে তাৎপর্য্য দিলেন তা আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লুম না। আপনার মুখ থেকে যদি শুনি যে অপচয়ের কোনো সার্থকতা নেই, অপচয় হচ্ছে একটা unmitigated evil, কেউ ওকে থামাতে কিম্বা কমাতে পার্‌বে না, মানুষের ও দুষ্টভাগ্য, তবেই আমি সন্তুষ্ট হব, তবেই পাব আমি সান্ত্বনা। জান্‌ব যে জীবনের কাছে জবাবদিহি চাওয়াটাই অন্যায়, জীবনের দস্তুরই হচ্ছে পাগলা ষাঁড়ের মত, অসতর্ক পথিককে অকস্মাৎ গুঁতিয়ে জখম করে দেয়, খতম করে দেয়। পৃথিবী নামক মুল্লুকে বাস কর্‌তে চাইলে অনিশ্চয়ের শাসন স্বীকার করে নিতে হয়। ওটা তার প্রথম সর্ত্ত। বর্ব্বর জাতিরা দিন আনে দিন খায়, ওদের দারিদ্র্য ভয় নেই, বার্দ্ধক্য ভয় নেই, মৃত্যু ভয় নেই, ওরা মারে ও মরে বিনা আড়ম্বরে, ওরা ভালবাসে ও ঘৃণা করে পর্য্যায়ক্রমে, যখন ভাল লাগে তখন খাটে, ভাল না লাগ্‌লে খাটে না। অপচয় ওদের যা হচ্ছে তার জন্য ওদের পরোয়া নেই। ওটা বাঁচার অঙ্গ, ও না থাক্‌লে বাঁচা বিস্বাদ লাগে। আমরা সভ্য জাতিরা বড় আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছি, আয়েসটি আগে, শৃঙ্খলাটি আগাগোড়া, তাই একটু অপচয় ঘট্‌লে আমরা অধীর হই—কি সময়ের, কি অর্থের, কি উপকরণের।—"

এই বলে একজন আগতকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এই যে, কি চাই ?"

খঞ্জ উঠে গিয়ে সরবরাহ কর্‌তে পারেন না। বল্লেন, "ওই যে! ওইখানে রয়েছে। দয়া করে নিন্।" গ্রাহক দাম দিয়ে "গুড্‌বাই" বলে প্রস্থান কর্‌লেন। তখন বিক্রেতা বাদলের দিকে চেয়ে বল্লেন, "সব জিনিষের একটা মূল্য ধরা হয়েছে, তার দ্বারা অপচয়ের হিসাব কষা যায়। একজন অঙ্গীকার করে অন্য একজনকে বিবাহ কর্‌ল না, হৃদয় ভঙ্গ করার দাও ক্ষতিপূরণ। ওটুকু অপচয়ও মাফ করা যায় না।"

তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদল হাস্‌ল। সে তখন কঠিন মননে মগ্ন ছিল। অপচয় সমস্যা ত খুব সরল সমস্যা নয়। জীবনের সঙ্গে অপচয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কি সত্যই আছে ? এমন সুদিন কি হবে না যেদিন অপচয় থাক্‌বে না ? তবে আর প্রগতি কি হল, পারফেকশনে কই পৌঁছান গেল! ইউটোপিয়াতে যা থাক্‌বে না তার গোষ্ঠী নাম অপচয়। তার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—বিরোধ, প্রতিযোগিতা, অপরাধ, শাস্তি, আবর্জ্জনা, ব্যাধি, দমন (repression), খণ্ডন (frustration), ভয়। আমাদের ক্রম অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ইউটোপিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় এই সব ষ্টেশনকে আমরা একে একে অতিক্রম কর্‌ছি। এদের এক একটাতে ভুল ভেবে নেমে পড়ে দেখি যে ইউটোপিয়া নয়, অন্য ষ্টেশন, তখন আবার গাড়ীতে উঠি, হেসে বলাবলি করি আরেকটু হলে গাড়ী ছেড়ে যেত।

ইতিহাস কি কলুর চোখ ঢাকা বলদ—একটি ঘানিগাছকে ঘিরে অনাদি কাল থেকে ঘুর্‌ছে, অনন্ত কাল ঘুর্‌বে? প্রগতি কি তবে পরিবর্ত্তন? পারফেকশন কি তবে বলদকে যা বল দেয়—অলীক স্বপ্ন? স্পেস্ কি তবে সরল রেখার মত কালের পাতার

উপর আঁকা হয়ে যাচ্ছে না, তারপর সে পাতা গুটিয়ে গিয়ে সরল রেখার সঙ্গ রাখ্‌ছে না? স্পেস্‌ কি প্রথম পড়ুয়ার মত দাগা বুলাচ্ছে ত বুলাচ্ছে? কাল কি স্পেস্‌ কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটা মায়া মণ্ডল—নিজের লেজ কাম্‌ড়ে ধরে থাকা একটা সাপ? যেখানে আদি সেইখানেই অন্ত? প্রত্যেক মুহূর্ত্তই একটা বৃত্তের আদিবিন্দু—প্রত্যেক মুহূর্ত্তই অন্য একটা বৃত্তের অন্তিম বিন্দু? এবং সকল বৃত্তই একই বৃত্তের পুনরাবৃত্তি?

"না", বাদল তার মনে মনে বল্ল, কিন্তু বলাটা মনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মুখ দিয়ে নির্গত হল।

মারউড্‌ জিজ্ঞাসুনেত্রে বাদলের দিকে তাকালেন।

বাদল বল্ল, "না, মিষ্টার মারউড্‌, ইতিহাস তার আপনাকে ঘিরে পুনরাবর্ত্তন করে না। তা যদি কর্‌ত তবে কালকের ঘটনা আজও ঘট্‌ত।"

"হা-হাআআ!" মিষ্টার মারউড্‌ও সশব্দে হাস্‌তে জানেন, "আপনি ও কথার আক্ষরিক অর্থ কর্‌লেন, মিষ্টার সেন? তা আমার অভিপ্রেত নয়। ঘটনা বিভিন্ন, কিন্তু ঘটনার উদ্দেশ্য সেই এক, তাৎপর্য্য সেই এক। আপনার জীবনে যখন প্রেম আ[illegible] আপনি ভাব্‌বেন এমন ভালবাসা কেউ কোনোদিন বাসেনি, এমন ভালবাসা কেউ কোনোদিন পায়নি—কিন্তু সুচতুরা প্রকৃতি আপনার কাজটি করিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেকের চিত্তে অবিকল ঐ প্রবর্ত্তনা উপজাত করে। মানুষ কি মোহমুক্ত ভাবে প্রকৃতির কোনো কর্ম্ম কর্‌তে চায়! অনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশে দেশে প্রজাবৃদ্ধি হচ্ছে, এদের খোরপোষ জোগাতে প্রকৃতির পদে পদে আপত্তি. প্রকৃতি বলে বনের প্রাণী যেমন এক অপরকে মেরে বৃদ্ধিকে ক্ষয় করে ও প্রকৃতির আয়ব্যয়ের

হিসাব মেলায় মানুষও তাই করুক্। কিন্তু মানুষকে মন্ত্র পড়ে অন্ধ না করে দিলে ত মানুষ তা কর্বে না। তাই ডেমক্রেসীর জন্য যুদ্ধ। আগে হত ভগবানের জন্য, রাজার জন্য, স্বাধীনতার জন্য। পরেও হবে একটা কিছুর জন্য।……এই-যে, আসুন। কি চাই ?"

গ্রাহক বিদায় হলে বাদল বল্ল, "তা হলে দাঁড়ায় এই যে প্রকৃতিই প্রজাবৃদ্ধির কাজ করিয়ে নিয়ে প্রজাক্ষয়ের কর্ম্মে প্রেরণা দেয়। আদৌ প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজনটা কি ছিল ?"

"সেই ত মজা," মারউড্ কষ্টের হাসি হেসে বল্লেন, "লোকে চাকরি না করে ব্যবসা কর্তে যায় কেন, ব্যবসা কর্তে গিয়ে ষ্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলে কেন ? প্রচুরতরের আশায় প্রচুরকে উড়িয়ে দিতে না জান্লে বড় মানুষ কিসের ? অজস্র অপচয় না কর্তে শিখ্লে বড় মানুষের স্ত্রী হওয়া যায় না। আমি যেন আমেরিকান টুরিষ্টের হাতের একশ-ডলার নোট। সে তার সুটকেশের গায়ে আমাকে এঁটে দিয়ে লেব্ল্ বানায়, তার মুটেরা আমাকে ছিঁড়ে নিতে চাইলে আমার খানিকটা উঠে যায়, খানিকটা লেগে থাকে।"

"কিন্তু," বাদল উষ্ণ হয়ে বল্ল, "প্রকৃতির ঐ খামখেয়াল কি চিরকাল চল্তে থাক্বে ; আমরা তা হলে কি কর্তে আছি ? প্রকৃতির প্রকৃতি বদ্‌লে দিতে পারি সেটা জানেন ?"

মারউডের দুটি ভুরু দুটি বিড়ালের মত কুঁজা হয়ে দাঁড়াল, তাঁর গাল দুটি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে দুই দিকে দুই গর্ত্ত সৃজন করল, আর তাঁর মুখগহ্বর বুঁজে গিয়ে রইল একটি ছিদ্র। তিনি বোধ হয় ভাব্লেন, পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল। প্রকৃতির প্রকৃতি বদ্‌লে দেবে, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কেউ এপর্য্যন্ত বলেনি।

এই প্রথম শোনা গেল। প্রকৃতিকে জয় কর, দমন কর, শাসন কর, শোষণ কর—তা না, প্রকৃতির প্রকৃতি বদ্‌লে দাও! য়্যাঁ!

৬

দোকানে হাজিরা দিতে দিতে বাদল কাজের লোক হয়ে উঠ্‌ল। গ্রাহক এলে মারউডের হয়ে সেই এটা পেড়ে দেয় ওটা বাড়িয়ে দেয়। কাল মানুষ দেখে যাঁদের কৌতূহল হয় তাঁরা একবারের জায়গায় দুবার আসেন। সে মানুষের মত কথা বল্‌তে পারে শুনে একটি খুকী ত তার মা'কে ফস্‌ করে সুধিয়ে বস্‌ল, "O mummy, look, look, he can speak like a man." গরীবের ছেলেরা রাস্তায় খেলা কর্‌তে কর্‌তে দোকানে উঁকি মেরে পরস্পরকে আঙুল দিয়ে দেখায়—স্তাখ্‌ স্তাখ্‌, নিগার। একদিন দোকান থেকে বেরিয়ে বাদল পিছন ফিরে দেখে একপাল ছেলে তার অনুসরণ কর্‌ছে। তারা চুপি চুপি বলাবলি কর্‌ছে, "Hush, hush, he will eat you up." বাদল ওকথা শুনে বিকট হাঁ করে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তখন ওরা চিঁ চিঁ করে লম্বা লাফ দিয়ে দশ হাত দূরে ছট্‌কে পড়্‌ল।

রাস্তায় যে সব সাবালক চলাফেরা কর্‌ছিলেন তাদের একজন—এক প্রৌঢ়া—তাকে থামিয়ে বল্লেন, "I wonder if you will have a cup of tea with me." বাদল অপরিচিতার এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যদি বলে আমি ত আপনাকে চিনিনে তা হলে হয়ত রূঢ়তা হবে। অথচ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লেও নিজেকে সুলভ করে ফেলা হয়। প্রৌঢ়া তার দ্বিধা লক্ষ করে বল্লেন, "You see, my children would love to see a black man eat."

বাদল অপমানে থর্ থর্ থর্ থর্ করে কাঁপ্‌ল। তারপর বল্ল, 'আপনি কি জানেন না যে কাল মানুষরা সাদা ছেলেমেয়ে পেলে আর কিছু খেতে চায় না? Would your children love to see a black man eat one of them?"

প্রৌঢ়া ত ভয়ে ভির্মি খেয়ে পড়ি পড়ি কর্‌লেন। তারপর হঠাৎ ঘুরে বাদলকে জবাব না দিয়ে খট্ খট্ করে খুর চালিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম কর্‌ছে, তার অল্পদূরে একটা বেঁটে শুঁট্‌কো বুড়ো একটা শিকল-বাঁধা কুকুর নিয়ে এসে বস্‌ল। বাদলের ওর দিকে নজর ছিল না। এক সময় বাদলের কানে বাজ্‌ল লোকটা তার কুকুরটাকে বল্‌ছে, "Do you know how to treat a native?" বাদল অবাক হয়ে কান পাত্‌ল।

"Oh, you don't know, my lad? Well, kick him. Like this, you know." এই বলে ঘাসের উপর এক লাথি।

বাদল এর অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌ল না। কেই বা নেটিব, তার সঙ্গে কুকুরেরই বা কি সম্পর্ক। ভাব্‌ছে, এমন সময় শুন্‌ল, "Now there you see a native. Not as good a dog as you are. Kick him with your hind legs. Go. At him."

বাদল চেয়ে দেখ্‌ল একটা বেঁটে শুঁট্‌কো বুড়ো লোক তার দিকে ইসারা কর্‌ছে। লোকটা বাদলের চোখ দেখে চোখ নামাল। বোধ হয় চক্ষুলজ্জায়। কুকুরটা ভাল মানুষের মত জিব্ লক্ লক্ কর্‌ছিল শুয়ে শুয়ে। বাদলের দিকে তাড়া করে আস্‌তে কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল না তার। তবে পরের কুকুরকে বাদলের ভারি ভয়। হাতেও তার একখানা ছড়ি পর্য্যন্ত নেই। ও কুকুর যদি

ক্ষেপে বাদল তাকে কি দিয়ে ঠেকাবে। বাদল ভাব্‌ল পলায়নই পন্থা। কিন্তু তাকে পালাতে দেখ্‌লে কুকুরটাও উঠ্‌বে। কুকুরকে জাগিয়ো না, এই নীতিবাক্য তার স্মরণে জাগ্‌ল।

কাজেই সে অপমান পকেটস্থ কর্‌ল। এমন [illegible] দেখাল যেন সে কানে কম শোনে। সাহেবও আন্দাজ কর্‌লেন যে সে কেবল কালা আদমি নয়, সে কালা। এই আন্দাজের ফলে সাহেব যে চুপ কর্‌লেন তা নয়। সাহেবের ফুর্ত্তি বাড়্‌ল। তিনি ইংরাজী ছেড়ে হিন্দুস্থানী ধর্‌লেন। বহুদিন হিন্দুস্থানী খিস্তির সুযোগ পাননি। পেনসন নিয়ে দেশে ফিরে এসে [illegible] আগুন যেন ছাই চাপা ছিল। তিনি 'শ' দিয়ে সুরু কর্‌লেন। বোধ হয় চা বাগানের কুলীদের বড় সাহেব ছিলেন, কিম্বা চ[illegible]ের কুলীদের। যে বাদলের ধারণা সে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের ভাষাগুলোকে নিঃশেষে বিস্মৃত হয়েছে অশ্লীল হিন্দুস্থানী গালিগালাজ শুনে সে হয়ে উঠ্‌ল জাতিস্মর। সব বুঝ্‌তে পারে তার সাধ্য [illegible] তবু যা যা বুঝ্‌ল তা স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ চেঙ্গিস্ খাঁ করে তু[illegible] পার্‌ত।

সুতরাং কুকুরের ভয় মনে না এনে বাদল গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। গোটা গোটা পা ফেলে বুড়ো লোকটার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল। গর্জ্জন কর্‌ল, "Apologise."

লোকটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্ল, "বা রে! হি হি! Indeed!"

বাদল এক চড়ে তার টুপিটা উড়িয়ে দিল। লোকটা তবু বল্‌তে থাক্‌ল, "হি হি! ভারি আবদার।"

বাদল আর এক চড়ে তার মাথাটা বেঁকা করে দিল।

তবু লোকটা ক্ষমা চাইল না, রাগ কর্‌ল না, কুকুর লেলিয়ে দিল না, বল্‌তে থাক্‌ল, "হি হি! শূয়ারকা বাচ্চা। হি হি!—" (অমুদ্রণীয়)

বাদল ভাব্‌ল এটাকে যদি খুন করি তবু এটার শিক্ষা হবে না। ন অনর্থক ফাঁসি গিয়ে মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি করি। লোক- র তার কাণ্ড দেখে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে সোজা তাদের মুখীন হয়ে বল্ল, "আইনের প্রয়োগ স্বহস্তে করেছি বলে দুঃখিত। াকটা আমাকে ইতরের মত গালাগাল দিচ্ছিল।"

লোকটা তখনো হি হি কর্‌ছিল। মার খাওয়া মানুষ মার চুরি রে হাস্‌ছে দেখে ওরা আশ্চর্য্য হল, আশ্বস্ত হল। নইলে বাদলকে স যাত্রা থানায় যেতে হত।

বাদলের প্রসাদে মারউডের দোকানে খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়্‌ছিল। মারউড্‌ সেটা লক্ষ করে বাদলকে অপচয়তত্ত্ব নিয়ে মাতিয়ে রাখ্‌ল। "আহ্‌, মিষ্টার সেন! আপনার নয়া বন্দোবস্তের ভিতরে অপচয়ের জন্য একটু ঠাঁই রাখ্‌বেন। সৌজাত্যের সাহায্যে জন্মত সবাই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও সুবোধ হোক্‌, কিন্তু জন্মের পর কেউ বিকলাঙ্গ হবে না, বিকৃতমস্তিষ্ক হবে না, অকালে মরে তার শিক্ষাদিতে যে ব্যয়টা হল সেটাকে ব্যর্থ করে দেবে না—এ যে অবিশ্বাস্য।"

বাদল মেতে গেল। "ও হচ্ছে গল্পের উটের মত। ওকে মাথা গুঁজ্‌বার ঠাঁই দিলে ক্রমে ক্রমে তাঁবুর সমস্তটা ছেড়ে দিতে হবে। না, মিষ্টার মারউড্‌, অপচয়ের জড় রাখ্‌ব না।"

"O cruel Mr Sen", মারউড্‌ বাদলকে ক্ষেপিয়ে দেন। "আপনার কি দয়ামায়া নেই? কালা বোবা খোঁড়া হাবারা যদি লুপ্ত হয় তবে তাদের সেবার জন্য যে সব বুড়োবুড়ীরা চাঁদা দিয়ে পরমা তৃপ্তি পান্‌ তাঁদের হৃদয়বৃত্তি অচরিতার্থ রয়ে যাবে। বস্তির রোগা রোগা ছেলেমেয়েদেরকে যে সব পাদ্রী হাওয়া খাওয়াচ্ছেন তাঁদের নিজেদের খাওয়ার অবশ্য আপনি একটা উপায় কর্‌বেন,

কিন্তু তাঁদের মুরুব্বিয়ানার ঐ পরিণামের পর তাঁরা কি প্রাণে বাঁচ্‌বেন ?”

বাদল মুষ্টি উদ্যত করে বলে, “হাঁ, এইবার প্রাণে বাঁচাচ্ছি !”

৭

এক পেনী দামের খবরের কাগজ কিন্‌তে এসে একদিন এক ভদ্র মহিলা জাঁকিয়ে বস্‌লেন। মারউড্‌কে অতি পরিচয়ের স্বরে বল্লেন, “জিম্‌, তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম।”

বয়স পঞ্চাশের ওপারে। কেশে পাক ধরেছে। সাদাতে ধূসরে মিলে সে এক অপরূপ সমাস। চোখের রং প্রায় সবুজ। লম্বা মুখ, তার লম্বত্বের এক তৃতীয়াংশ নিয়েছে চিবুক। বাঁধান দাঁত।

“দেখুন, আপনি এই সহরে এত দিন আছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমরা সবাই উৎসুক। আসুন না একদিন আমার ওখানে একটা সান্ধ্য পার্টিতে। আমি মিসেস্‌ গ্রেস্‌কেও বল্‌ব। জিমও আস্‌বে।”

নেড়াকে খেতে বল্লে সে বলে, হাত ধোব কোথায়? বাদল বল্ল, “আমি কিন্তু নাচ্‌তে জানিনে।”

“তাতে কি ? আপনাকে শিখিয়ে নেব। বলরুম নাচ নয়, মরিস্‌ নাচ। লোক নৃত্য। আপনি ইংলণ্ডে কবে এসেছেন ?”

“সে কি আমার মনে আছে ! যেন চিরকাল এদেশেই আছি।”

“মিস্‌ এফিংহ্যাম,” মারউড্‌ বল্লেন, “আপনি কি জানেন যে আমার বন্ধু এই দেশেই চিরস্থায়ী হবেন বলে স্থির করেছেন ?”

“ও !” মিস্‌ এফিংহ্যাম চিবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে হাত-দিয়ে-টেপা

বারের পুতুলের মত ধ্বনি কর্‌লেন। "ও! আপনি তা হলে
র্য্যটক নন্?"

"না, মিস্ এফিংহ্যাম," বাদল ্চ্‌কে হেসে বল্ল, "আমি পর্য্যটক
ই। আমি বাসিন্দে।"

মিস্ এফিংহ্যামের উৎসাহ মন্দীভূত হল। তিনি জান্‌তেন যে
হুদীরাই ইংলণ্ডে বসবাস করে ইংরাজ বনে যায়। ভাব্‌লেন বাদলও
হুদী। ইহুদীর প্রতি তাঁর অমূলক ভয় ও বিদ্বেষ ছিল। এই ছোক্‌রা
া হলে মার্লবরাতে এসেছে ব্যবসার সুবিধা খুঁজ্‌তে। দোকান খুলে
াড়্‌তে বাড়্‌তে কত বড় হবে কে জানে। এক এক করে জমি
কন্‌বে বাড়ী কিন্‌বে, সবাইকে হাতের মুঠার মধ্যে আন্‌বে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিস্ এফিংহ্যামের অনুকম্পা বিরাগে পর্য্যবসিত
ল। নিমন্ত্রণ যখন করে ফেলেছেন তখন প্রত্যাহার কর্‌তে পারেন
া, তবে ব্যবহারটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক রুক্ষ কর্‌লেন। বাদল কি
ল্‌তে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে 'গুড্ বাই' বলে তার দিকে
াত বাড়িয়ে দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মিসেস্ গ্রেস্ ও মিষ্টার মারউড্ সমভিব্যাহারে
াদল গেল মিস্ এফিংহ্যামের বাড়ী। তাঁর বাগানের লন্‌এর উপর
াচের আয়োজন। আসরের চারদিকে দাঁড়িয়ে ও বসে নানা
য়সের নরনারী জুতা বদ্‌লাচ্ছেন। মিস্ এফিংহ্যাম বাদলকে মিষ্ট
াসির সহিত অভ্যর্থনা কর্‌লেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। মারউড্ তাঁর
াঙ্গা পা নিয়ে নাচ্‌তে পার্‌বেন না, তিনি দর্শক হিসাবে এক প্রান্তে
াসন নিলেন। বাদলও তাঁর পাশে মনমরা ভাবে বস্‌ল। ওদিকে
মসেস্ গ্রেসকে সাথী কর্‌বার জন্য যুবক উমেদারের অভাব হয় নি,
তিনি তাদের সবাইকে নিরাশ করে এক বৃদ্ধের সাথী হয়েছেন।

বলরুম নাচে যেমন পুরুষ একহাতে ধরে নারীর একটিমাত্র হাত ও অন্য হাত দিয়ে বেষ্টন করে তার কটি, আর নারী তার মুক্ত হাতটি রাখে পুরুষের কাঁধের উপর, মরিস্ নাচে তেমন নয়। মরিস্ নাচে হাত ধরাধরিও সর্ব্বক্ষণব্যাপী নয়। স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে একা একা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কখন এক সময় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নাচে। আবার বল্‌রুম নাচে যেমন একটি বারের আদ্যন্ত সেই পুরুষকে সেই নারীর সঙ্গে নাচ্‌তে হয় মরিস্ নাচে তেমন কোনো বাঁধাবাঁধি নেই। সাম্‌নে যেই এসে পড়ুক তার হাতে হাত মিলিয়ে নেচে হাত ছেড়ে দিতে হবে।

মরিস নাচেরও নানা প্রকার আছে—প্রকার অনুসারে নাম। কোনোটাতে তালি বাজাতে হয়, কোনোটাতে কাটি বাজাতে হয়। তবে পদক্ষেপ সাধারণত দাঁড়িয়ে ধান মাড়াই করার মত, মার্চ করার মত। হাতও সেই সঙ্গে ওঠে নামে।

বাদল মার্‌উডের পাশে বসে অধীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে থাক্‌ল। অপর সকলে নৃত্যোল্লাসে তাদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হল। এক দফা নাচ হয়ে গেলে মিসেস্ গ্রেসের নজর পড়্‌ল বাদলের উপর। তিনি বলে উঠ্‌লেন, "O dear, why isn't my little Indian dancing?" ওকথা শুনে মিস্ এফিংহামের খেয়াল হল যে বাদল ইহুদী নয়, ভারতীয়। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বাদলের দিকে দৌড়িয়ে গেলেন ও হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন, "আপনি নাচ্‌তে জানেন না বল্লে শুন্‌ব না মিষ্টার সেন, আসুন আমিই আপনাকে শেখাব।"

বাদল এতক্ষণ মনে মনে ধেই ধেই কর্‌ছিল, পর্য্যবেক্ষণ সূত্রে

তটা শেখা যায় ততটা সে ইতিমধ্যেই শিখে নিয়েছে। দ্বিরুক্তি
করে উঠ্‌ল। মারউড্‌ তাকে উঠ্‌তে দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস
ফেল্লেন। হায়! পৃথিবীতে নবযুগ এলেও তাঁর নতুন একজোড়া
গজাবে না। নৃত্যের আনন্দ তিনি চিরকালের মত হারিয়েছেন।
ই নৃত্যপর ও নৃত্যপরাদের কেউ কি তাঁর বেদনা হৃদয়ঙ্গম
রতে পারে। সমবেদনা অবশ্য জনে জনে জানিয়ে গেছেন।
ারউড্‌ মানবদ্বেষী নন্‌, অপরের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতে
ান্‌ বলে সামাজিক উৎসবে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকেন, কপাটে
খল দিয়ে ভোগক্ষমদের প্রতি ঈর্ষায় দগ্ধ হওয়া তাঁর স্বভাব নয়।
বু অকারণে বুকটা বিমর্দ্দিত হয়। পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠে
াক্ষমতায় মুহ্যমান হয়। এর চেয়ে মরণ ছিল শ্রেয়। ঐ ত ষাট
ছরের বুড়ো অশ্রান্তভাবে নাচ্‌ছে। জীবনের আনন্দ সে কড়ায়
ণ্ডায় উশুল করে নেবে, এই যেন তার মৎলব। মারউডের
য়স মাত্র পঁয়ত্রিশটি বছর, কিন্তু জগতের গতিচ্ছন্দ ও নৃত্য-
হিল্লোল তাঁর কাছে এখন কল্পনার সামগ্রী।

বাদল যখন যোগ দিল তখন নাচের প্রকার পরিবর্ত্তিত হয়েছে,
৷ নাচের পদ্ধতি প্রথমটার থেকে ভিন্ন। সে একেবারে আনাড়ির
তে নাচ্‌ল, ভুল করল, অন্যের পথ জুড়্‌ল, ধাক্কা খেল, মিস্‌
এফিংহ্যামের সঙ্গচ্যুত হয়ে হাতে হাতে ফির্‌তে ফির্‌তে কার হাতের
াল কার হাতে গিয়ে পড়্‌ল। তার নাচের ধরণ লক্ষ করে সবাই
টিপে টিপে হাস্‌ছিল। মাটী ছেড়ে তার পা উঠ্‌ছিলই না, মাটী ছুঁয়ে
থেকে সে যেন জোরে পায়চারি কর্‌ছিল। তাতেই তার ক্লান্তি
কত।

দ্বিতীয় বারের নাচের শেষে মিস্‌ এফিংহ্যাম তার সন্ধানে এলেন,

"সাবাস্, মিষ্টার সেন, কে বল্‌লে যে আপনি নাচ্‌তে জানেন না? আপনি একজন born dancer."

ঠিক্ এই সময়ে মুঙ্গেরে রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন waltz নাচ্‌ছিলেন, tango নাচ্‌ছিলেন, fox trot নাচ্‌ছিলেন। জামালপুর থেকে তাঁর বাড়ীতে মহাসম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী বন্ধু বন্ধুনীরা এসেছিলেন। গ্রামোফোন বাজ্‌ছিল, নাচ চলেছিল, নাচের ব্যবধানে পানীয় বিতরণ হচ্ছিল। নাচিয়েরা পানীয় মুখে তুলে চেঁচিয়ে বল্‌ছিলেন, "To our popular District Officer, Mr Sen, Rai Bahadur." রায় বাহাদুর ভাব্‌ছিলেন, যাক্, কালকেই গঙ্গায় একটা ডুব দিলে সব ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে যাবে।

কাজেই born dancer বটে। বাপকা বেটা। বিশ্বাস কর্‌ল। ধন্যবাদ দিল। তারপর আগামী বারের নাচের জন্য মিসেস্ গ্রেস্‌কে পাকড়াও কর্‌ল।

৮

দ্বিতীয়বারের নাচ যখন চল্‌ছে তখন সেই কুকুরওয়ালা বেঁটে শুঁট্‌কো বুড়ো লোক কুকুরটাকে বাইরে বেঁধে নাচের চত্বরে উপস্থিত। ভারতবর্ষে সারাজীবন কাটিয়ে তার সময়ানুবর্ত্তিতার অভ্যাস শিথিল হয়েছিল। বহুৎ পুঁজি নিয়ে ফিরেছে, নবাবপুত্তুর, তার জন্য নাচ কেন আটক থাক্‌বে না দিতে হবে এর কৈফিয়ৎ। সমাজে উঠ্‌বার জন্য সে অনেক ঝুলাঝুলি করেছে। এখানে ওখানে চাঁদা দিতে দিতে তার টাকার থলিটির তেমন ভুঁড়ি আর নেই। এর পরেও যদি সে আধঘণ্টা দেরি না কর্‌তে পারে তবে আর তার মর্য্যাদা কি থাক্‌ল।

কেউ তাকে অভ্যর্থনা করল না, বাড়ীর ঝি ছাড়া। নাচ তার ।তিরে এক সেকেণ্ড থাম্‌ল না। মারউড্‌ যেখানে বসেছিলেন নইখানেই বসে রইলেন। বুড়ো লোকটা একটা আস্ত লবষ্টারের মত ।ল হয়ে হাতের কাছে যে চেয়ারটা পেল তাতেই ধপ্‌ করে আছাড় থল। দু তিনবার নাক শুঁ শুঁ করল। যেন কিছু শুঁকল। তারপর । হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনী জুড়ে গোলাকার করে বাঁ চোখের ।ম্‌নে ধরল। সেই দূরবীণ দিয়ে কি দেখ্‌তে পেল তা সেই জানে। সটা নামিয়ে আরো বার দু তিনেক শুঁ শুঁ করল। ডান হাতের মাঙ্গুলের দূরবীণ ডান চোখে লাগিয়ে যা দেখ্‌ল তাও তার বিশ্বাস হল না। পকেট থেকে বের করল চশমা। চশমাটা নাসাগ্রে স্থাপন করে চক্ষুপিণ্ড দুটাকে যেন উপ্‌ড়িয়ে তার উপর ফেল্ল।

তারপর খামোখা swear করতে সুরু করল। বেশীর ভাগ B-আদ্য শব্দ।

দ্বিতীয় বারের নাচ ভাঙ্গলে গৃহকর্ত্রী মিস্‌ এফিংহ্যাম হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, "হাউ ডু ইউ ডু, মিষ্টার পিউ।"

পিউ ফোঁস্‌ করে উঠ্‌ল। বল্ল, "আমি যদি জান্‌তুম যে একটা কাল কুকুর ইংলণ্ডের পরম পবিত্র গৃহস্থালয়ে প্রবেশ করে ইংলণ্ডের সুন্দরী তরুণীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে—O Lord!"—কথাটা শেষ না করে সে দুই হাত নিংড়াতে লাগ্‌ল। পরম শোকের সময় পশ্চিমের লোক যা করে।

সুন্দরী তরুণী সেখানে বড় কেউ ছিল না। সুন্দরী তরুণী বল্‌রুম নাচ ফেলে মরিস্‌ নাচ্‌বে কোন দুঃখে। ছিল যারা তাদের প্রায় সকলেই মধ্যবয়সিনী, কিম্বা তরুণী হলে অসুন্দরী।

মিষ্টার পিউ দক্ষিণ হস্ত আস্ফালন করে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "Down with the swell, swarthy native."

বীরবরের ধারণা ছিল বিশজন স্ত্রীপুরুষের সকলে সহর্ষে সাড়া দেবে, দেশপ্রেমিককে অভিনন্দন করে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' ধ্বনি করবে, বাদলকে গলাধাক্কা দিয়ে বাইরে পৌছে দিলে মিষ্টার পিউ তার গায়ে কুকুর লেলিয়ে দেবে।

কিন্তু একজনও তার সমর্থন করল না। মিস্ এফিংহ্যাম কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শুধু বল্লেন, "How dare you ?"

মিষ্টার পিউ জড়পুত্তলীবৎ নির্ব্বাক্।

"How dare you insult my guest ?" মিস্ এফিংহ্যাম চার দিকে চেয়ে বাদলের অন্বেষণ করলেন, দেখ্‌লেন সেও দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছে।

"How dare you insult the girls ?" মিস্ এফিংহ্যাম আবার চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন বাদল যাকে যাকে স্পর্শ করেছিল তারাও লজ্জায় লোহিত।

"And how dare you insult me !"

মিষ্টার পিউ বিড় বিড় করে কি বল্ল, বোঝা গেল না। মিসেস্ গ্রেসের সঙ্গে প্রথমে হাত মিলিয়েছিলেন যে বৃদ্ধটি তিনি বল্লেন, "আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত।"

পিউ যদি ক্ষমাপ্রার্থনাই করবে তবে সে নবাবপুত্তুর কিসের ?

সে ফিক্ করে হাস্‌ল। "হি হি। বটে !"

একে একে সবাই তাকে চেপে ধরল। সে তবু হি হি করল এক অদ্ভুত স্বরে। তখন মিস্ এফিংহ্যাম অতিশয় বিনয়ের সহিত বল্লেন, "Would you mind leaving my house please ?"

সে বল্ল, "হি হি।" তারপর প্রাচ্যপ্রথায় একটা সেলাম করে কি বড় বিড় কর্‌তে কর্‌তে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। একবার পিছন ফিরে বাদলকে লক্ষ্য করে একটি লাথির অভিনয় কর্‌ল।

মিস্ এফিংহ্যাম বাদলের কাছে গিয়ে বল্লেন, "আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি যদি ওর নামে নালিশ করেন আমি সাক্ষী দেব।"

বাদল বল্ল, "অপমানটা ত একা আমার নয়। নালিশ কর্‌তে হলে সবাইকে কর্‌তে হয়।"

ও প্রস্তাবে কারুর উৎসাহ লক্ষিত হল না। পিউ হল মার্লবরার একজন সম্পন্ন অধিবাসী, তার চাঁদায় স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠান প্রতিপালিত। তার নামে যদি নালিশ কর্‌তে হয় তবে বিদেশী যুবকটি করুক। যা শত্রু পরে পরে। সাক্ষীও যে সকলে দেবে তাও তাদের মুখভাব থেকে অনুমিত হল না।

মিসেস্ গ্রেসের বৃদ্ধ বল্লেন, "না, না, নালিশ কেন? সামাজিক ব্যাপারে আপোষ করাই সঙ্গত। আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি একটা মিটমাট করে দেব। লোকটা একগুঁয়ে, একটু সময় লাগ্‌বে।"

স্থির হল যে মিস্ এফিংহ্যাম ও তিনি বাদলকে সঙ্গে করে পিউর বাড়ী যাবেন। তাতেও যদি ফল না হয় তবে স্থানীয় ধর্ম্ম যাজকের সাহায্য নিতে হবে।

এই সরল সমাধানের পর কথা চলে না। আমোদ কর্‌বেই বলে কোমর বেঁধেছে যারা তারা ঐ তুচ্ছ সমস্যায় ওর বেশী সময় নিয়োগ কর্‌তে অনিচ্ছুক। নাচ সমানে চল্ল। শুধু বাদলের পা অচল।

সে মারউড্এর কাছে গিয়ে বস্‌তেই মারউড্ বল্লেন, "মিষ্টার পিউ কি আপনাকে আগে থেকে চিন্‌তেন?"

বাদল তখনো নার্ভাস বোধ কর্‌ছিল। মারউড্কে সেদিনকার

গল্প বল্‌তে বল্‌তে চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। যাক্‌, মেরেছি ত কয়েক ঘা। হতভাগা কাপুরুষ লাথি দেখিয়ে গেল, পায়ের কাছে ছিল না তাই রক্ষা, নইলে ও একটি না বসাতে আমি দুটি বসিয়ে দিতুম।

মারউড্‌ বল্লেন, "ভারতবর্ষের লোকের উপর কেন এ অহেতুক অবজ্ঞা। মিষ্টার পিউ ত আপনাকে আপনি বলে অপমান করেননি, করেছেন আপনি ভারতবর্ষজ বলে।

কথাটা বাদলের মর্ম্মে বিদ্ধ হল। বাদলকে সে লোকটা অপমান করেনি, করেছে বাদলের বর্ণে ও রূপে যে দেশের পরিচয় সেই দেশকে অপমান। এখন এই বর্ণ ও এই রূপ কি এতই অবজ্ঞেয়? আর এই বর্ণ ও এই রূপ কি যথার্থই বাদলের 'আপনার' থেকে বিচ্ছিন্ন? তা যদি না হয় তবে ত ঐ অবজ্ঞা বাদলকেও অর্শায়।

লোকটা যদি বাদলের গায়ে লাথি মার্‌ত তা হলে কি বাদল এই ভেবে তাকে ক্ষমা কর্‌ত যে লোকটা আমাকে লাথি মারেনি, মেরেছে আমার গায়ে যে বংশের লক্ষণ দাগা হয়ে গেছে সেই বংশকে। আমার শরীরটা কি আমার আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন? বংশটা কি এতই জঘন্য যে যাতে তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাই পদাঘাত যোগ্য?

চকিতে বাদলের জ্ঞান হল, মনে আমি ইংরাজ হতে পারি কিন্তু দেহে আমি ভারতীয় এবং দেহও সত্য। দেশকে অস্বীকার কর্‌তে পারি, কিন্তু দেহকে পারিনে। আর দেহকে যদি অস্বীকার না করি তবে দেশকে করা স্বতোবিরুদ্ধ। দেশ ত কেবল দেশের মাটী জল নয়, দেশ হচ্ছে রেস্‌। আমার চেহারা, আমার গায়ের রং, আমার মস্তিষ্ক—এ সব সেই রেস্‌এর সামিল। তার থেকে এদের ছিন্ন করে আন্‌লেও এদের পরিচয়ের পরিবর্ত্তন হয় না। সেই রেস্‌কে যে লোক ঘৃণা করে সে যে এদেরকেও ঘৃণা কর্‌বে এই ত স্বাভাবিক।

কিন্তু স্বাভাবিক বলে কি তা সহনীয়? কদাচ ... কাল বলে আমি কুশ্রী নই, পিউটা ত রীতিমত কদাকার। তার কুকুরও তার চেয়ে সুদর্শন। কাল বলে সুধীদা কুশ্রী নয়। রবীন্দ্রনাথ কুশ্রী নন্, জগদীশ বসু কুশ্রী নন্। (অবশ্য 'কাল' এ স্থলে পিউর ব্যবহৃত শব্দ+) ভারতীয়দের মধ্যে কুশ্রী নিশ্চয় অনেক আছে, কিন্তু ইউরোপীয়দের মধ্যে পিউ ত একমাত্র কদাকার ব্যক্তি নয়। এমনও নয় যে ভারতীয়রা সাধারণত কুশ্রী ও ইউরোপীয়রা সাধারণত সুশ্রী। তবে কেন পিউ কাল মানুষদের এমন ঘৃণা করে।

এর কারণ আর যাই হোক্ কাল মানুষদের কালিমা নয়। হতে পারে তাদের চরিত্রগত দীনহীনতা। কিম্বা তাদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য। আমি ত তাদের চরিত্রের অংশ নিইনি, আমি তাদের ইতিহাসের থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছি—আমার ভারতীয় স্মৃতির অবশেষ নেই—আমি তবে কেন ঘৃণাভাজন হব। আর সত্যই কি তাদের চরিত্র ও ইতিহাস ঘৃণাভাজন? সুধীদাকে দেখে ত তা মনে হয় না? জান্‌তে ইচ্ছা করে সুধীদা এরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবহার কর্‌ত। সুধীদা বোধ হয় ভাব্‌ত, অবমাননার যোগ্য নই বলে শক্ত করে জান্‌লে অপমান যে গায়ের জোরে কর্‌বে তাকে বাধা দিতে হবে না। তার গায়ের জোরটুকু ফুরিয়ে গেলে সে আপনি পায়ে পড়্‌বে। আমার কর্ত্তব্য অটল থাকা, ধাক্কা খেয়ে যেন না গড়াগড়ি যাই। ভারতবর্ষের ভরসা তার আত্মার অটলত্ব। ভারতবর্ষের নীতি Resist not evil.

৯

বৃদ্ধ মিষ্টার হডার ও নিমন্ত্রণকর্ত্রী মিস্ এফিংহামের সঙ্গে

অপমানিত বাদল গেল অপমানকর্ত্তা মিষ্টার পিউর বাড়ী। লোকটার পোষাক দেখে তাকে একটা ছন্নছাড়ার মত মনে হলে কি হয়, বাড়ীখানা তার যক্ষপুরী। বিপত্নীক কি কুমার তা বোঝ্বার উপায় নেই, কিন্তু নিঃসন্তান। আড়াই গণ্ডা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তার চিত্ত বিনোদন করে। ঘোড়াও আছে গোটা দুই। বাড়ীর নাম রেখেছে, "HOME FOREVER." অর্থাৎ আর বিদেশে যাচ্ছিনে, এইখানে মর্ব।

পিউ বাড়ীতেই ছিল, বাদলের মুখ দর্শন করে তার পিত্ত প্রকুপিত হল। বাদলেরও চিত্ত রসসিক্ত। বাদল বাগানে পায়চারি কর্তে থাক্ল, অন্যেরা এগিয়ে গেলেন।

হুডার বল্লেন, "দেখুন মিষ্টার পিউ, অতিথি হয়ে যে বাড়ীতে গেছেন সে বাড়ীর কর্ত্রীর মান রাখ্তে হয় সর্ব্বাগ্রে।"

পিউ দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "মান ত আমারই গেল, উল্টো আমার দোষ!"

"সে কি, মিষ্টার পিউ!" মিস্ এফিংহ্যাম মিহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্লেন।

"হাঁ, ম্যাডাম, মান আমারই গেছে। একটা নেটিব্ কুলীকে যে পার্টিতে ডেকেছেন আমাকেও ডেকেছেন সেই পার্টিতে। আপনি কি জানেন না যে আমি ছিলুম দশ হাজার কুলীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা! অমন কত ব্যাবো, কত বেবুন, আমার নোকরি করেছে। Oh, it's incredible, ekdam incredible, bilcul incredible hai!" (ইংরাজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানীর মিশাল।)

তিনি তিনবার শুঁ শুঁ করে বর্ণনা করলেন কেমন করে আঙুলের দূরবীণ দিয়ে কাল মানুষ দেখে প্রথমটা তিনি নিজের

দুই চক্ষুকে বিশ্বাস করেননি। পরে প্রচক্ষু নাকে লাগিয়ে ঠিক্ বিশ্বাস কর্‌লেন।

তিনি আর্ত্তস্বরে বল্লেন, "আপনারা তাকে আমার বাড়ীতে এনেছেন, তাকে বস্‌তে দিলে আমার ড্রইং রুম নোংরা হবে।"

"সে কি মিষ্টার পিউ! তিনি যে লণ্ডনে আইনের ছাত্র। He must be treated as such." মিস্ এফিংহ্যাম সবিস্ময়ে বল্লেন।

"How do they treat their own untouchables?" মিষ্টার পিউ খেঁকি কুকুরের মত খেঁক করে উঠ্‌ল।

সেকথা মিস্ এফিংহ্যাম কি করে জান্‌বেন? তিনি মিষ্টার হডারের দিকে তাকালেন। হডার বল্লেন, "মিস্ এফিংহ্যাম ত আপনার মত ভারতফের্ত্তা নন্। তিনি যা করেছেন অজ্ঞানে করেছেন। তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে তাঁর ভুল শুধ্‌রে দিলেই ঠিক্ হত। এতগুলা মানুষের সাম্‌নে আপনি তাঁকে অপদস্থ কর্‌লেন, আমি প্রকাশ্যে আপনার কাছে apology তলব কর্‌লুম, আপনি হি হি করে হাস্‌লেন—এর একটা মীমাংসা চাই, মিষ্টার পিউ।"

পিউ নরম হয়ে বল্ল, "ঐ apology কথাটার একটু ইতিহাস ছিল। তাইতে আমার ভারি রাগ হয়েছিল। রাগ হলে আমি হাসি। It pays you in the long run."

"In the long run কি লাভ হবে তা আপনি বসে খতান্। আপাতত মিস্ এফিংহ্যামের কাছে মাফ চান্ দেখি।"

পিউ মুখ কাঁচু মাচু করে বল্ল, "Forgive, but do not forget."

নিজের পাওনাগণ্ডা আদায় করে মিস্ এফিংহ্যাম ঝট্ করে

একবার বাড়ীখানার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। কে জানে হয়ত তিনিই এই যক্ষপুরীর অধীশ্বরী হবেন। অতএব মালিকটিকে মাফ করাই পলিসী। বাদলের হয়ে তার পাওনা দাবী করলেন না। উঠলেন ও এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। "আপনি আরেকদিন আসুন, মিষ্টার পিউ। আপনি গরহাজির থাকায় নাচটা সেদিন জুৎ হল না। আপনার প্রিয় কুকুরটিকেও আনতে ভুলবেন না।" এই বলে তিনি সেটাকে একটু আদর করলেন। তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বাদল জিজ্ঞাসা করল, "কি হল ?"

মিস্ এফিংহ্যাম বল্লেন, "মিষ্টার পিউ জানতে চাইলেন, আপনারা আপনাদের অস্পৃশ্যদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন। আমি জানতুম না বলে জানাতে পারলুম না।"

"কিন্তু," বাদল বল্ল, "আমি ত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছি, অপরে যদি অন্যরূপ ব্যবহার করে সেজন্য আমি ত দায়ী হতে পারিনে।"

মিস্ এফিংহ্যাম নির্লিপ্ত ভাবে বল্লেন, "কী জানি, আমি অত বুঝিনে। তবে আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনি ওঁর কাছে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার প্রত্যাশা করবেন না।"

"তবে," বাদল কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমি নালিশ করব ?"

"করতে পারেন," মিস্ এফিংহ্যাম উদাসীন ভাবে বল্লেন, "কিন্তু সাক্ষ্য দিতে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। আমার মতে ও ঘটনা আপনার ভুলে যাওয়াই ভাল।"

মিষ্টার হডার এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বাদলের কাঁধে একটা

াত রেখে বল্লেন, "That's wisdom. মামলা মোকদ্দমা বড়ই ায়সাপেক্ষ। জিৎ যে হবেই তার কি কোনো নিশ্চিততা আছে?"

বাদল এদের পক্ষ পরিবর্ত্তনে নিতান্ত মর্ম্মাহত হয়েছিল। ভণ্ডামি বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ল না। বল্ল, "বিবাদী যদি সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেয় তবে পরাজয় অবধারিত।"

"কি বল্লেন!" "কি বল্লেন!" তাঁরা দুজনে একসঙ্গে গর্জ্জে উঠ্‌লেন।

"আমি পুনরুক্তি কর্‌তে বাধ্য নই। গুড্ বাই।" বাদল প্রস্থান কর্‌ল।

৬০

বৃত্তান্ত শুনে মারউড্ মন্তব্য কর্‌লেন, "মৌখিক ক্ষমাপ্রার্থনায় আপনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন না। তবে কেন মন খারাপ কর্‌ছেন, মিষ্টার সেন?"

বাদল বল্ল, "মৌখিক বল্‌ছেন কেন? মানসিকও ত হতে পার্‌ত?"

"বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মন এত ঘন ঘন বিবর্ত্তিত হয় না যে কালকের ঘৃণা আজকে সম্ভ্রমে পরিণত হবে।"

"তবে কি আমি ঐ ঘৃণা নীরবে পরিপাক কর্‌ব?"

"ইচ্ছা কর্‌লে আপনি পাল্টা ঘৃণা কর্‌তে পারেন, কিন্তু ঘৃণার অস্তিত্ব যখন অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না তখন সহ্য না করে কি কর্‌বেন?"

"কেন, দণ্ডবিধান?"

"দণ্ডবিধান করে ঘৃণাকে নির্ম্মূল করা যায় না। ফরাসীদের উপর

জার্ম্মানদের ঘৃণা কি লেশমাত্র ন্যূন হয়েছে ? না অতিমাত্রায় অধিক হয়েছে ?"

"পরেরটাই।"

"তবে ?"

"তবে কাপুরুষের মত সহ্য করে যাব ?"

"আমি কি তাই কর্‌তে বল্‌ছি ? বল্লুম না যে ইচ্ছা কর্‌লে পাল্টা ঘৃণা কর্‌তে পারেন ? ফরাসীরা যা কর্‌ছে।"

বাদল বিচার কর্‌ল। বল্ল, "নাঃ। কুকুর মানুষকে কামড়ায় বলে মানুষও কুকুরকে কামড়াবে, বাঘ মানুষকে খায় বলে মানুষও বাঘকে খাবে, এ কখনো ঠিক্ নয়। পিউকে সেদিন চড় মেরে অন্যায় করেছি। বোধ হয় সেই রাগে সে অমন অপমান কর্‌ল। ওটাকে চড় না মেরে নিজের কানে হাত দিলেই চুকে যেত।"

মারউড্ খুসী হয়ে বল্লেন, "সব চেয়ে সোজা যুক্তিটা সব চেয়ে দেরিতে মনে আসে।"

বাদল আবার চিন্তা কর্‌ল। এবার বল্ল, "বিবাদ চুকে যেত বটে, কিন্তু ঘৃণা ত বেঁচে থাক্‌ত। ঘৃণাকে হত্যা কর্‌বার উপায় কি ?"

"আর যাই হোক ঘৃণাকারীকে হত্যা নয়।"

"না, তা ত নয়ই।"

"আমার মনে হয় ঘৃণার কারণ অনুসন্ধান করে তার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তবে সেই অনুসারে নিজের চিকিৎসা করা। পক্ষান্তরে পাগলের চিকিৎসা করান।"

"তা হলে বিবেচনা কর্‌তে হয় পিউর ঘৃণাটা আমার রোগ দেখে, না ওর নিজের রোগ থেকে।"

মারউড্ মাথাটাকে কাৎ করে বল্লেন, "হুবহু তাই।"

বাদল বল্ল, "ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর ত তাঁর ঘৃণা নেই, ঘৃণা মার রেস্‌এর উপর। আমার রেস্‌এর যদি কোনো দোষ থাকে র জন্য কি আমি দায়ী? ও দোষ বিদূরিত কর্‌বার দায় কি ন্যায়ত ামার?"

মার্‌উড্ বল্লেন, "বাপের রোগ ছেলেকে বর্ত্তে তা কি দেখা যায় না? য়িত্বের সম্বন্ধ না হলে কেন বর্ত্তায়? বংশগত রোগের উচ্ছেদ না র্‌লে যে বংশ উচ্ছন্ন হবে, মিষ্টার সেন।"

"তাঁর মানে ভারতবর্ষের যতদিন ঘৃণার্হতা থাক্‌বে আমাকেও তদিন ঘৃণাসহিষ্ণু হতে হবে—যেখানেই থাকি না কেন?"

"যেখানেই থাকুন না কেন।"

"যত বড় হই না কেন?"

"যত বড় হন্ না কেন।"

"ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয় তবে পিউর মত তুচ্ছ ব্যক্তি মহাত্মা াান্ধীর মত উচ্চ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী হবে?"

"হবে, ইংলণ্ড যদি ঘৃণার্হ না হয়।" মারউড্ জেরার চোটে জর্জ্জর য়েছিলেন। ক্ষীণ হাস্য করে বল্লেন, "মহাত্মা গান্ধী কে? মিষ্টার ্যাণ্ডী বলে ত একজন ছিলেন, পড়েছি।"

"তিনিই। আস্ত মধ্যযুগীয় মানুষ—আইডিয়ার দিক থেকে াাঁচ শ বছর পশ্চাৎপদ। কিন্তু একেবারে খাঁটি।"

"তবে! সে ত বড় সুলভ গুণ নয়। দেশের পাপ অমন একজন মানুষের বিশুদ্ধতার দ্বারা বহু পরিমাণে ক্ষালিত হতে পারে, সন্দেহ নেই। আবার একজন বা একদল মানুষের পাপে দেশের মহাদুর্গতি। ইংলণ্ডের তাই ঘট্‌ছে। Daily M—ইত্যাদি কাগজ দেশের শরীরে বিষ অন্তঃপ্রবিষ্ট করে দিচ্ছে। আজ আমরা এক পেনী

করে দাম দিচ্ছি, কাল যে দাম দেব তার সোণারূপায় হিস
হবে না, বুকের রক্তেও নয়। আত্মার বিশুদ্ধির অপচয়। প্রত
সকালে যে সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে মহাযুদ্ধ তার কাছে লাগে না। আ
পার্টির ও Big Businessএর নিন্দা করেছি, কিন্তু প্রেস্‌-এর নি
কর্‌বার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাইনে।"

বাদল লিবারল মানুষ, প্রেসের স্বাধীনতায় গোঁড়া বিশ্বাসী
ডেমক্রেসী তার উপাস্য দেবতা, পার্টি তার উপাসক সম্প্রদা
প্রেস তার সাম্প্রদায়িক প্রচারক। Big Business নিজে
স্বার্থপরতার দ্বারা পৃথিবীর মহৎ মঙ্গল সাধন কর্‌ছে। আজ (
আমরা সস্তায় সব জিনিষ পাচ্ছি—বই কাগজ থেকে মোটর গা
পর্য্যন্ত—এর জন্য কাকে ধন্যবাদ দেব? Big Businessকে
ভূপর্য্যটন এত সুকর অথচ এত সুলভ হল কার কর্তৃত্বে? Bi
Businessএর। ঘরে ঘরে বিজলির বাতি কে জ্বালাল? Bi
Business. তার কীর্ত্তির সুমারি হয় না। ডেমক্রেসী যদিও দেব
তবু Big Businessএর কাজ স্বহস্তে সম্পাদন কর্‌তে অসমর্থ। যা
কর্ম্ম তারে সাজে—দেবতার কর্ম্ম দেবতার, বিষয়ীর কর্ম্ম বিষয়ীর
যারা ডেমক্রেসীও মানে, সোশ্যালিস্‌ম্‌ও মানে তারা বোঝে না (
কল কারখানা দোকান হাট চালাবে Big Businessএর চে
বৃহত্তর এক ব্যুরোক্রেসী। পার্লামেণ্টের মেম্বাররা ত কয়লার খনি
নিত্য কাজ নিত্য তদারখ করে বেড়াবেন না, ব্যাঙ্কেও গি
দিনের শেষে তহবিলের হিসাব নেবেন না। আর ভোটাররা
নিজ নিজ গণ্ডীর বাইরে পা বাড়ালে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি
বাধিয়ে বস্‌বে। অতএব ঐ বিরাট ব্যুরোক্রেসী নিজের চা
চল্‌বে, চুরি কর্‌লেও ধরা পড়্‌বে না। আজ আমরা যে ক্ষু

ব্যুরোক্রেসিটির সাধুতায় ও পটুতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছি অনবরত তার পিছনে প্রেস লেগে রয়েছে বলেই সে এমন। কিন্তু সোশ্যালিস্‌মের আমলে প্রেসও ত আমলাদের দ্বারাই চালিত হবে, প্রেসের আমলা ভাইরা কি ডাকঘরের আমলা ভায়াদের দোষ ঘাঁটবে? পার্লামেণ্টের মেম্বাররা কেমন করে ভিতরের খবর পাবেন যদি না চর পোষেন? আর সেই চরই যে সত্য কথা বল্‌বে তার প্রমাণ কি? সোশ্যালিস্‌ম্‌এর পরিণাম ব্যুরোক্রেসী, ব্যুরোক্রেসীর পরিণাম চর প্রয়োগ। রাশিয়াতে তাই হয়েছে। কিন্তু তাই চরম নয়। অবশেষে ব্যুরোক্রেসীর ষড়যন্ত্রে কোনো একজন উচ্চ পদস্থ আমলা ষ্টালিনকে দেবেন ভাগিয়ে, নিজেই তাঁর স্থানে ছত্রপতি হয়ে বস্‌বেন, সৈন্যদের ভাতা বাড়িয়ে দেবেন ও সোভিয়েটরা যদি বিদ্রোহী হয় তবে বিদ্রোহীদের উপরে সৈন্য লেলিয়ে দেবেন। নেপোলিয়নও ত গোড়াতে ছিলেন একজন আমলা।

বাদলের ইচ্ছা কর্‌ল বল্‌তে, "মিষ্টার মারউড্‌, আপনি লেংড়া মানুষ, আর কিছু ত কর্‌তে পারেন না, করেন বসে নিন্দা, ধরেন বসে দোষ।" কিন্তু ভদ্রলোকের মনে কষ্ট হবে।

বল্ল, "আপনি ভাল করে ভেবে দেখ্‌বেন Big Businessএর বিকল্প কি। তা যদি হয় সোশ্যালিস্‌ম তবে তার চরম পরিণাম ব্যুরোক্রেসী কর্তৃক রাষ্ট্র দখল।"

"তা কেন?" মারউড্‌ সাশ্চর্য্যে বল্লেন, "Big Businessএর বিকল্প সোশ্যালিস্‌ম্‌ নয়, ছোট ছোট ব্যবসা। আমি পরকে খাটাইনে, খাটুনির সবটা আমার নিজের। আপনি ও আমি দুজনে মিলে ব্যবসা কর্‌লে খাটুনিটা বখরা করে নেব। জন দশেকেও ব্যবসা মন্দ চলে না, হয়ত জন শতেকেও না। তবে sleeping

partner কেউ হবে না। আমি পরের টাকা নিয়ে কারব
করতে ও পরের কাছে জবাবদিহি করতে নারাজ। আর পর
খাটাতে যে আমার প্রবৃত্তি হয় না ও কথা একটু আগেই বলেছি
ভাড়াটে লোক যেখানে বেশী ভাড়া পাবে সেখানে যাবে, তা
স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থের যোগাযোগ সম্পূর্ণ আকস্মিক। আ
চাই স্বার্থে স্বার্থে অর্গ্যানিক সহযোগ, যেমন আমার হাতের সঙ্গে
—মারউড্ করুণ হেসে বল্লেন, "পায়ের।"

"বুঝেছি," বাদল সবজান্তার মত মাথা নাড়্‌ল। "বুঝেছি, আপ
আরেকজন গান্ধী। মূর্ত্তিমান মধ্যযুগ।"

মারউড্ সবিনয়ে বল্লেন, "অত বড় মানুষ নই যে বিদেশে
কাগজে নাম উঠ্‌বে, তবে আমার স্বার্থটি আমি ভাল করে বু
বলে সকলের স্বার্থের সামঞ্জস্য কিসে হবে সে সম্বন্ধে সাধ্যানুসা
চিন্তা করে থাকি। মুস্কিল এই যে দুটো হাত ও দুটো পা
সকলে সন্তুষ্ট নয়। আমার পা দুটো গিয়ে আমি এই শিখে
যে বিধাতা আমাদের যে সম্পত্তি দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন তা
আমাদের যথেষ্ট, তাতেই আমাদের মঙ্গল, তারই ভোগে আমাদে
আনন্দ। পা দুটো থাক্‌লে কি তাদের জন্য আমি ভুলে
ভগবানকে ধন্যবাদ দিতুম? না কস্মিন্ কালে তাদের পরিচালন
রোমাঞ্চ বোধ করতুম? যাদের পা আছে তারা চায় মোট
সেই মোটরের কড়ি জোটাবার জন্য ভাড়া খাটে বা টাকা খাটায়
এমনি করে চারিদিকে নিরানন্দ স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌লে একদি
স্তূপে অগ্নি সংযোগ হয়, কারুর যায় প্রাণ, কারুর যায় পা, কি
মোটর ত থাকেই, উপরন্তু নব নব মডেল পরিগ্রহ করে।"

বাদল বল্ল, "যুদ্ধের অন্য কারণ আছে।"

"আমি কি," মারউড্ মিষ্টি হেসে বল্লেন, "তা অস্বীকার কর্‌ছি? তবে মোটর প্রমুখ ভোগোপকরণ যে সময় সত্ত্বেও অমর এবং তাদের ভোক্তারা নশ্বর এইটে আমার প্রতিপাদ্য। মোটর থাক্‌লে তার কারখানা থাকে, কারখানার জন্য শ্রমিক দরকার হয়, শ্রমিক যা পায় তাতে তার পোষায় না. তা ছাড়া সেও চায় কারখানার লভ্যাংশ, তারও অভিলাষ কর্ত্তৃপক্ষের শরিক হতে—তার স্বপ্ন যদি রচিত হয় সোশ্যালিস্‌ম্‌কে ঘিরে তবে কে তার জন্য দায়ী?"

বাদল লিবারল দলের চাঁইর মত বল্ল, "শ্রমিকদের জন্য আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট পলিসী আছে, আমরাই তাদের প্রকৃত বন্ধু, তাদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কত বড় বড় স্কীম করেছি তা পড়েন নি?"

মারউড্ টিপে টিপে হাস্‌তে থাক্‌লেন এই বিদেশী যুবকের স্পর্দ্ধায়, এই বিত্তবান যুবকের ধৃষ্টতায়।

বাদল বল্‌তে থাক্‌ল, "দেখুন, আমাদের নীতি হচ্ছে enlightened self interest, প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বার্থ। শ্রমিকই যে ধনিকের খরিদ্দার, উৎপন্ন সামগ্রীর উপভোক্তা। তার ক্রয়শক্তি বর্দ্ধন না কর্‌লে ধনিকের গুদামে মাল জমে থাক্‌বে, টাকা আট্‌কা পড়্‌বে, কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে।"

"ওটা," মারউড্ বল্লেন, "একটা আপাত সত্য। শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর সেই সঙ্গে বাড়ে শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য তবে শ্রমিক যে তিমিরে সেই তিমিরে। পক্ষান্তরে শ্রমিকের মজুরি যদি বাড়ে আর শ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য থাকে সমান তবে শ্রমিক হয়ে উঠ্‌তে পারে সঞ্চয়ী, তার সঞ্চয়ের টাকা

মূলধনের বাজার মান্দা করে দিতে পারে, বড় বড় মূলধনওয়ালাদের স্থদের হার ও পরিমাণ দুই কমিয়ে দিতে পারে।”

বাদল চিন্তান্বিত হল।

১১

ঐটুকু ছোট সহরে বেশীদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায় না। অচেনা কাল মানুষটিকে একে একে সকলেই চিন্‌ল। তারপর তার প্রতি আর ভুলেও ভ্রূক্ষেপ কর্‌ল না। বাদল নিরুপদ্রব হল। কিন্তু তার নিভৃত মনন একবার ভেঙ্গে গিয়ে আর জোড়া লাগ্‌ল না।

ওদিকে ম্যারউড্‌ও তাকে আর নতুন কথা শোনাতে পার্‌ছিলেন না। তাঁর পুঁজি অল্প—কি বিত্তে কি বিদ্যায় কি মণীষায়। ঘুরে ফিরে ঐ একই বিষয় উঠ্‌ছিল—অপচয় যে করে সেও পস্তায়, যে করে না সেও পস্তায়। পা দুটি দিয়েছেন বলে ম্যারউডের খেদ, অত বড় দান যজ্ঞে তুল্যমূল্যের কিছু না মিলেও তাঁর খেদ থেকে যেত। মহাযুদ্ধের দিনে যুবকের কেবল একটিমাত্র ধ্যান ছিল—দেশের জন্য সভ্যতার জন্য প্রিয়ার শ্রদ্ধা ও জননীর মুখরক্ষার জন্য কি দান কর্‌বে সে। অপচয় কর্‌তেই সে চেয়েছিল প্রেমিক যেমন উপহার বাবদ অপচয় কর্‌তেই চায়। হিসাব যারা করেছিল তারা কৃপণ, তারা কৃপার পাত্র। তারা হাত পা আস্ত রেখে জয়গৌরবের ভাগী হয়ে দিন দিন পোক্ত হচ্ছে, ঝুনো ইম্পিরিয়ালিস্ট ও কুণো পেট্রিয়ট তারাই।

ম্যারউড্ বলেন, “যারা যুদ্ধে লড়ে প্রাণ নিয়ে ফির্‌তে পেরেছে

ারেকজনের সম্পত্তির মাথা ছাড়িয়ে উঠবে। আয়েরও ইতর বিশেষ
তে বাধ্য, আয় যদি আদৌ কবুল করেন।"

মড্‌লিন একটা চোখ টিপে মুচ্‌কে হেসে বল্ল, "সত্যি কি আর
নিশ বিশ থাক্‌বে না? তবে একটা ঊর্দ্ধতম ও একটা নিম্নতম
প্রমাণ ধার্য্য করে দেওয়া হবে, কারুর সম্পত্তি ওর উপরেও উঠ্‌বে
, নীচেও নাম্‌বে না। ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতমের মধ্যে বেশী ব্যবধান
া থাক্‌লেই হল।"

"হা-হাআআ," বাদল হেসে উঠ্‌ল। "এতক্ষণে বিড়াল ঝুলি
থেকে বেরিয়েছেন। যে বন্দোবস্ত চিরকাল চলে আস্‌ছে তাকেই
বাহাল রাখ্‌বেন, কেবল খুব বড় ও খুব ছোটর মাঝখানের
ব্যবধানটাকে সংকীর্ণ করে আন্‌বেন। এরই নাম সোশ্যালিস্‌ম্‌?
না মড্‌লিনিস্‌ম্‌?"

মড্‌লিন হাতের কাছে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। বিষম
অপদস্থ হয়ে অভিমান ভরে বল্ল, "আমরা ইংরাজরা ওকেই সোশ্যলিস্‌ম্‌
বলে বিশ্বাস কর্‌তে পছন্দ করি। বাইরের লোকের সোশ্যালিস্‌মের
সঙ্গে আমাদের রক্তের অমিল।"

বাদল তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্ল, "এই একটা কথার মত কথা।
আমরা ইংরাজ, আমাদের বিশেষত্ব আমরা বাড়াবাড়ি ভালবাসিনে।
নাম নিয়ে মারামারি করে কি হবে মিস্‌ গ্রেস্‌? টোরী ও লিবারল্‌রা
আপনাদের ঐ দাবী—ব্যবধান হ্রাসের দাবী—আন্তরিক সমর্থন করে।
তবে ধীরে ধীরে, অলক্ষে—বুঝ্‌লেন?"

মড্‌লিন মিষ্টি হেসে বল্ল, "বুঝেছি। কিন্তু ঐ 'ধীরে ধীরে'টি
মান্‌ব না। চাপ না পড়্‌লে বাপ কিছু কি ছাড়্‌তে চান্‌? তবে
বাড়াবাড়ির দিকেও পা বাড়াব না। মারামারি does not pay."

আরো অনেক কথাবার্তার পর ওরা যখন বেড়িয়ে ফিরল মিসে গ্রেস বাদলকে ডেকে বল্লেন, "শুনুন।"

বাদল তাঁর কাছে গিয়ে দেখ্‌ল তাঁর মুখ অন্ধকার।

"ব্যাঙ্ক থেকে আপনার চেক ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

"অসম্ভব!"

"এই দেখুন।"

"কই, দেখি? য়্যাঁ! তাই ত।"

ব্যাঙ্কে তা হলে বাদলের হিসাবে টাকা বাকী নেই। কি ক থাকবে—ওয়াইট্ দ্বীপে ছ মাসের পাওনা আগাম দিয়েও মেল্‌ভিলে অতিরিক্ত বিল মিটিয়ে দিতে হয়েছে। বাদল মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ল

সুধীদাকে একখানা তার করলে হয়। কিন্তু সুধীদা যদি এখনে বাদলের সন্ধানে লণ্ডনের বাইরে থাকে?

মিসেস্ গ্রেসের কাছে কি ডিস্‌গ্রেস্! মড্‌লিনই বা মনে কর কি! যার ব্যাঙ্কে টাকা নেই তার মুখে এত বড় বড় কথা! মারউ শেষ কালে যা তা ঠাওরাবেন।

বাদল ধরা দেবে স্থির করল। গিয়ে বল্‌বে সুধীদাকে, পাখ ত উড়ে যেতেই চায়, উড়েও যায়, কিন্তু আকাশে খোরাক না পেলে ভূতলে নেমে আসে। Free Will যে Determinismএর টা এড়াতে পারে না। কে যেন বলে, যাও তুমি যত খুসী এগিয়ে যাও তোমাকে আবার ততখানি পিছু হটিয়ে তোমার খুসীর উপর আমা খুসীকে বলবৎ করব।

বাদল ভেঙ্গে পড়ে বল্ল, "মিসেস্ গ্রেস্, আমাকে যদি বিশ্বাস করেন ত লণ্ডনে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে [illegible] নতুবা ভারতবর্ষে Cable করব, তার খরচা অনুগ্রহ কর ধার দিন্।"

তারা জানে যে তাদের আশপাশের মানুষের সঙ্গে তারাও মরুক্ত অনায়াসে। তাদের বাঁচনটা মরণের অনুগ্রহ, তাদের পরবর্ত্তী জীবনের দিনগুলা days of grace. পৃথিবীর উপর তাদের চাপ হাল্‌কা, তাদের কামড় আল্‌গা। লক্ষ করবেন যে তারা অন্য দেশের শত্রু নয়। অন্য দেশের মানুষকেও তারা ঘৃণা করে না।"

বাদল বলে, "তারা আর ক জন। ছোট সাপের যেমন বিষ বেশী তেমনি মেয়েগুলোরই বিদ্বেষ বেশী। এদেরকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, খুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরেকটা মহাযুদ্ধের আবশ্যকতা আছে।"

মারউড্ হেসে বলেন, "তুলবেন ও কথা মড্‌লিনের কাছে।"

মড্‌লিন এলে তার সঙ্গে কেমন তর্ক করতে পারা যাবে এই জল্পনা কল্পনা নিয়ে বাদল এ সহরে টিঁকেছিল। নইলে সুধীদার কাছ থেকে আত্মগোপন করবার পক্ষে এই কি ইংলণ্ডে একমাত্র গুহা? টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় গাফিলি ছিল না। দাদা জানুন যে বাদল কর্ত্তব্য বিষয়ে ইংরাজের মত দৃঢ়। তবে সপ্তাহে একবার সংবাদ প্রদানের অতিরিক্ত কর্ত্তব্য যে তার আছে তা সে স্বীকার করে না।

মড্‌লিন এল একদিন অধিক রাত্রে। বাদল ঘুমিয়ে পড়েছিল, টের পেল না। পরদিন মড্‌লিন উঠ্‌ল দেরিতে। ব্রেকফাষ্টের সময় বাদলকে কেউ জানাল না যে মড্‌লিন এসেছে। তারপর বাদল যখন ড্রয়িং রুমের বুক্‌শেল্‌ফ্ থেকে একখানা পুরাতন বই পেড়ে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পড়ে চলেছে তখন ও ঘরে ঢুকল মড্‌লিন।

তার বয়স বিশ একুশ হবে, বাদলের চেয়ে কয়েক মাস কম

কি বেশী। কিন্তু তার মুখ দেখ্‌লে মনে হয় সে প্রৌঢ়া। মুং
তা বলে মাংসল বা শীর্ণ নয়। সুগঠিত, সুমিত। মুখের
রেখাগুলি স্পষ্টাঙ্কিত। কেশ তার কানের উপর চাকার মত করে
বিনান, যাকে বলে ear phone. পরেছিল সে একখানি maroon
রঙের ফ্রক, সেটার ঝুল বেশ নীচু।

বাদলকে দাঁড়াতে দেখে মড্‌লিন বল্ল, "না, না, আপনি
বসুন। আমার অনুমান হয় আপনি মিষ্টার সেন।"

বাদল সহাস্যে বল্ল, "নির্ভুলরূপে সেই। আমার অনুমান হয়
আপনি মিস্‌ গ্রেস্‌।"

মড্‌লিন হাসির পাল্লা দিয়ে বল্ল, "নির্ভুলরূপে সেই।" তারপর
জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লণ্ডনে আইন পড়েন শুন্‌ছি।"

"হ্যাঁ। কয়েকবার ডিনার খেয়েছি বটে। সেটাকে ওখানে
পড়ার অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়।"

"উদরের সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার জানা আছে
কিন্তু ও দুটো যন্ত্র যে এক তা বোধ করি আইনজ্ঞগণ তর্কযোগে
প্রমাণ করতে পারেন।"

এমনি করে আলাপ জমে উঠ্‌ল।

মড্‌লিন বল্ল, "ওটা কি পড়া হচ্ছে?"

বাদল বল্ল, "একখানা সেকেলে বই, ১৯১৪ সালের আগের।"

"ওঃ, আপনার জন্ম বুঝি তার পরের কোনো সালে?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জিত হল। তারপর প্রস্তুত হয়ে বল্ল
"আপনি ত শিক্ষয়িত্রী, আমাকে কি স্কুলের ছেলের মত দেখায়?"

মড্‌লিন এর উত্তর চেপে গেল। বল্ল, "কি ওটা? Great
Illusion?"

বাদল বইখানা মুড়ে রাখ্‌ল। অভদ্রতা হচ্ছিল অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপের ফাঁকে চুরি করে করে পড়াটা। বল্ল, "হাঁ, মিস্‌ গ্রেস্‌।"

" 'Great Illusion' থেকে ওটা দেখ্‌ছি Great Obsessionএ পরিণত হয়েছে।"

"কেন বলুন দেখি ?"

"আপনিই বলুন না জগতে এত চিন্তনীয় বিষয় থাক্‌তে যুদ্ধ আমাদের মনের কতখানি জায়গা জুড়েছে। গ্রীকরা কি ও নিয়ে দিনে দুমিনিট ভাব্‌ত ? রোমানরা ভাব্‌ত বটে, কিন্তু সে কি আমাদের মত ভীতির সহিত ?"

বাদল যেন একেবারেই ভয় পায় না এ রকম ভাব দেখিয়ে বল্ল, "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের তরুণ ভীতি কাকে বলে জানে না, কিন্তু অপচয় কার নাম তা জানে, তাকে চেনে। War and waste have more than a W in common."

মড্‌লিন খিল খিল করে হাস্‌ল। বল্ল, "আপনি দেখ্‌ছি একজন গবেষক।"

বাদল বল্ল, "গ্রীকদের যুগের যুদ্ধ এমন অপচয়পূর্ণ ছিল না বলে গ্রীক ভাবুকদের মনে আমল পায়নি। রোমানরা ত অর্দ্ধ-বর্ব্বর, ওদের ভাবনার বালাই ছিল না। কিন্তু আমরা," বাদল সগর্ব্বে বল্ল, "আমরা সবাই কিছু কিছু চিন্তা করে থাকি এবং অপচয়কে যে পরিমাণে জগতে লক্ষ করি সেই অনুপাতে চিন্তার অংশ দিই।"

মড্‌লিন বাদলকে পরীক্ষা কর্‌ছিল। ছাত্রীদেরকে পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে সে স্বভাবত পরীক্ষাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। সহজ ভাবে বল্ল, "অপচয় সম্বন্ধে যতই ভাবা যায় ততই ক্ষেপা

যায়। আমি ত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি, মিষ্টার সেন। যাদের আমি পড়াই—এমন সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েগুলি—কি রকম বাড়ীতে তারা থাকে, কি তারা খেতে পায়, কেমন তাদের পারিবারিক পরিমণ্ডল! স্কুলটাও এমন অলক্ষুণে জায়গায়, প্রত্যেকটি গাড়ী ঠিক্ ঐখান দিয়ে যাবেই, গাড়ীর আওয়াজে আমার পড়ান চাপ পড়্‌বেই, যদিও গাড়ীর চাকার নীচে আমার মেয়েরা—ভগবানের কৃপায়—চাপা পড়েনি।"

বাদল বিস্মিত হয়ে বল্ল, "উপরে দরখাস্ত দিয়ে দেখেছেন?"

মড্‌লিন শ্লেষের স্বরে বল্ল, "দেখে আস্‌ছি।"

বাদলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "Strange!"

মড্‌লিন বল্ল, "Strange কিছুমাত্র নয়। দরিদ্রকে দারিদ্র্যের খেসারৎ দিতে হবে। সেই দাম দিয়ে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই কার্য্যকরী, আমরা যা শেখাচ্ছি তা ওরা মনে রাখ্‌বে না।"

"আপনি যা শেখাচ্ছেন সেটা তা হলে অপচয়?"

"না, মিষ্টার সেন। আমি অতটা নিঃসন্দেহ নই। আমার মেয়েদের দেখ্‌লে আপনি প্রগাঢ় বিস্ময়বোধ কর্‌বেন। এত অভাগিনী ওরা, তবু ওদের মধ্যে এমন খাঁটি সোনা আছে—এমন প্রতিভা। ওদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে কোনো ধনীকন্যাদের স্কুলে। আমরা ত গুরুশিষ্য নই, আমরা বন্ধুমণ্ডলী।"

বাদলের মাথায় ঘুর্‌ছিল অপচয়েরই কথা। বল্ল, "তা হলে মোটের উপর অপচয় নয়?"

"এই দেখুন," মড্‌লিন ফিক করে হাস্‌ল। "আপনি বোঝেন বলে মনে হয় না যে একদিক থেকে যেটা অপচয় অন্যদিক থেকে সেটা কার্য্যকরী। তা নইলে কি আমাদের কোনো আশা ভরসা থাকৃত, আমরা

ক্লৈব্যপ্রাপ্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতুম না, ভাস্‌তে ভাস্‌তে ডুবে যেতুম না? আমাদের খারাপ ছেলেরাই ত সাম্রাজ্য জয় কর্‌ল, বাতিল ছেলেরাই ত উপনিবেশ গড়্‌ল।"

বাদল বল্ল, "ঠিক্‌।"

১২

মড্‌লিন ও বাদল পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দিনকে রাত করে দিল, এমনি তাদের মশ্‌গুল অবস্থা। খাবার টেব্‌লেও তারা মজ্‌লিসী রসিকতার আড়ালে মত বিনিময় কর্‌ল, কেউ টের পেল্‌ না তাদের কথার গূঢ় অর্থ কি। সাধারণ শব্দগুলাই হ'ল তাদের code word। কাজেই কারুর মনে সন্দেহ জন্মাল না।

বাদল প্রশ্ন কর্‌ল, "Free Will সত্য, না Determinism!"

মড্‌লিন উত্তর দিল, "দুইই।"

বাদল চ্যালেঞ্জের সুরে বল্ল, "তা কেমন করে সম্ভব?"

মড্‌লিন যেন এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে বুড়ী হয়ে হয়ে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করে বল্ল, "বাঁধা রাস্তায় চল্‌বার স্বাধীনতা যেমন সত্য এও তেমনি। আজ যখন আমরা বেড়াতে যাব তখন কেউ আমাদের পথ রোধ কর্‌বে না। কিন্তু পথ আমাদের জন্য আগে থাক্‌তে নির্দ্দিষ্ট। পরের বাড়ীর ভিতর দিয়ে পথ করে নিতে পার্‌ব না।"

"বেশ, বিশ্বব্যাপারে ঐ সত্যের প্রয়োগ দর্শান্‌।"

"ও ত খুব সোজা। সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ইত্যাদি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে নির্ভয়ে বিচরণ কর্‌ছে; লক্ষকোটী গ্রহতারায় কোনো সংঘর্ষের

বার্ত্তা শোনা যায় না; অথচ ওরা যে কেউ কারুর অধীন তাও ত নয়।"

"এই মুহূর্ত্তে আমরা স্বাধীন না নিয়ন্ত্রিত?"

"নিয়মের সীমানার মধ্যে স্বাধীন। টেব্‌ল্ ম্যানার্স না মেনে টেব্‌লে স্থিতি নেই।"

"অবস্থার দ্বারা আমাদের কার্য্য নির্দ্ধারিত কি না।"

"হাঁ, কিন্তু কর্ত্তা আমরা। অর্থাৎ কাজ করি আমরাই, শুধু আইন অনুসারে করি। আইন অবশ্য আপনার পঠনীয় আইনের থেকে অনেক ব্যাপক। বিজ্ঞানের আইনের থেকেও। ব্যক্তিত্বেরও একটা আইন আছে।"

"মানেন আপনি ব্যক্তিত্ব?"

"মানিনে?"

"আজকালকের দিনে ক জন মানে বলুন। সবাই ত ভাবে বিশাল বিশ্বের কার্য্যে পৃথিবীই পাত্তা পায় না, বিশ্ব যদি সাগর হয় ওটা একটা বিন্দু, ওটার ভিতরে কোথায়ই বা আমি, কোথায়ই বা আমার মহত্ত্ব।"

"আমরা কি কেবল মানুষ যে আমাদের দেহ কতটা স্পেস্ অধিকার করে ও মোট স্পেসের অনুপাতে তা কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারই দ্বারা আমাদের মহত্ত্বের ইয়ত্তা হবে?"

"অবিকল আমার কথা।" বাদল উল্লাস সংযত কর্‌তে পার্‌ল না।

"কি তোমরা গুজ্ গুজ্ কর্‌ছ," সুধালেন মিসেস্ গ্রেস। তিনি মারউডের সঙ্গে কি একটা সামাজিক কেচ্ছা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মারউডের পা খোঁড়া হলে কি হয় কান তাঁর তাজী

ঘোড়া। তিনি কত লোকের কাছে কত খবর শোনেন। তিনিই দিদির খবরের কাগজ।

"সে ভারি মজার কথা," মড্‌লিন রহস্যের হাসি হাস্‌ল।

"তবু শুন্‌তে পাই একবার ?"

"দিন, মিষ্টার সেন, ফাঁস করে দিন।"

বাদল রহস্যের ভাণ করে ভেঙ্গে বল্ল, "কথা হচ্ছে আমরা কি কেবল মানুষ, না আমাদের আরেকটা পরিচয় আছে যা স্পেসের আমলে আসে না।"

"এবং টাইমেরও।" মড্‌লিন যোগ করে দিল।

"জিম্, কি আবোল তাবোল বক্‌ছে এ দুটো।"

"মেব্‌ল, ওরা যা বলাবলি কর্‌ছে সে আজকালকের সবার সেরা কেচ্ছা। এক জার্মাণ ইহুদী, আইনষ্টাইন তার নাম, সেই এই কেচ্ছার কবি।"

বাদল ও মড্‌লিন চোখ টিপাটিপি কর্‌ল।

মিসেস গ্রেস্ বল্লেন, "কা'তে কা'তে ?"

মারউড্ বল্লেন, "বুড়ীর নাম টাইম্, ছোঁড়ার নাম স্পেস্। অবশ্য ছদ্মনাম।"

"য়ঁ্যা, এমন অসমবয়সীতে! ছি ছি ছি।" মিসেস্ গ্রেস্ রাগ করে টেবিল থেকে উঠে গেলেন। বাইরে থেকে তাঁর চাপা হাসি শোনা গেল।

বাদল ও মড্‌লিন মারউডকে অভিনন্দন জানাল। মারউড্ তাদেরকেও ছাড়্‌লেন না। বল্লেন, "দেখিস্ বাপু, তোরা সমবয়সী হলেও ঢলাঢলি করিস্‌নে।"

তখন বাদল ও মড্‌লিন দুজনে দুটো দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মিলিত হল একই স্থানে—গেট্‌এ।

মার্লবরার প্রশস্ত রাজপথে মড্‌লিন বাদলকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "আপনি লেখেন না কেন?"

বাদল উত্তর দিল, "লেখা হচ্ছে ছাঁটা চাল। কলমের প্রহার তার ভিটামিন ঝরিয়ে দেয়। যারা পড়ে তারা জানে না কি জিনিষ কি হয়েছে।"

"ওটুকু লোকসান প্রত্যেক লেখককে দিতে হয়। আমি লিখি।"

"সত্যি?"

"আপনি Daily Herald পড়েন?"

"না, আমি পড়ি Manchester Guardian."

"আপনি?"

"লিবারল। আপনি?"

"সোশ্যালিষ্ট।"

"যুদ্ধং দেহি।"

"আপনার সাথে আবার যুদ্ধ কি? যুদ্ধ টোরীদের সাথে। দেখ্‌বেন আরেক বছর যেতে না যেতে।"

"এতটা নিশ্চিত?"

"অনিশ্চয়ের কারণ কি? আস্‌ছে বারের নির্ব্বাচনে আমি ভোট দিতে পার্‌ব। আমার মত কত মেয়ে দিতে পার্‌বে। এই নতুন ভোটগুলা কি সাবেক পার্টিরাই পাবে? Give Labour a chance."

বাদল বল্ল, "আপনারা পার্লমেণ্টও মান্‌বেন, সোশ্যালিস্‌ম্‌ও আন্‌বেন, এ দুটোর অসঙ্গতি কি আপনারা হৃদয়ঙ্গম করেন নি?"

মড্‌লিন সবিস্ময়ে বল্ল, "কিসের অসঙ্গতি?"

"পার্লামেণ্ট মান্‌লে একাধিক পার্টি মান্‌তে হয়। দুদিন পরে

যদি টোরীরা ভোটে জেতে তবে দুদিনের সোশ্যালিস্‌ম্ কোন স্বর্গ গড়ে রেখে যাবে ?”

“ওদের জিৎ হবেই না। লোকে আমাদের কাজের নমুনা দেখে আমাদেরকেই আবার পাঠাবে।”

“আপনাদেরও ত বাম বাহু আছে। কমিউনিষ্টরা যদি দলে ভারি হয়, তবে ?”

“হবে না।”

“ঠিক্ জানেন ?”

“ও ত সোজা কথা। কমিউনিষ্টরা পার্লামেণ্ট তুলে দিতে চায়। ওদেরকে পার্লামেণ্টে কে সাধ করে পাঠাবে ? ভোটারগুলা কি এতই আহাম্মক যে পার্লামেণ্ট উঠে গেলে ওদেরও ভোট দেবার উপলক্ষ থাক্‌বে না, অতএব থাক্‌বে না কোনো গুরুত্ব, এটুকু ওদের মাথায় ঢুক্‌বে না ?”

বাদল বল্ল, “ঠিক্। You are always right.”

মড্‌লিন আত্মপ্রসাদের হাসি হাস্‌ল। তার চলন প্রৌঢ়ার মতন নয়, ধরণও নয় প্রৌঢ়ার মতন। সে ডান হাতে তার স্কার্টের প্রান্ত ধরে ডান পা বাড়িয়ে দিল। নিমেষেকের জন্য ডান হাঁটু নামিয়ে বাঁ হাঁটু নুইয়ে একটি curtsey কর্‌ল।

বাদল ভেবে বল্ল, “সম্পত্তি এমনি জিনিষ যার জন্য মানুষ নেকড়ে বাঘের মত কামড়াকামড়ি কর্‌তে লজ্জা বোধ করে না, যা নিয়ে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা নেই, আমরা আইনজীবীরাও বর্ত্তে আছি। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে লোকে আপন আপন সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ কর্‌তে বিন্দুমাত্র রাজি হবে ? বড়লোকদের কথা ছেড়ে দিন্, মধ্যবিত্ত লোকেরা কি নাচার

দেখ্‌লে কোনো ব্রিটিশ মুসোলিনির নেতৃত্বে ফাসিষ্ট হয়ে গায়ের জোরে পার্লামেণ্ট দখল করবে না?"

"বটে? গায়ের জোর একমাত্র ওদেরই আছে?" মড্‌লিন রেগে বল্ল।

"তবু বলা ত যায় না।

"আপনি বিশ্বাস করেন?

"না, আমি বিশ্বাস করিনে যে ইংলণ্ডে কোনো দিন ফাসিস্‌ম প্রবর্ত্তিত হবে। আমাদের এটা ডেমক্রেসীর দেশ। সেইজন্যে আমার এও বিশ্বাস হয় না যে সোশ্যালিস্‌ম এদেশে সুবিধা করতে পারবে।"

মড্‌লিন ক্ষেপে গেল। বল্ল, "ফলেন পরিচীয়তে। সামনের ইলেকশানটা আগে জিতি তারপর দেখ্‌ব আপনার বিশ্বাস হয় কি না।"

"বেশ, আপনিও দেখ্‌বেন আপনারা ব্যক্তির সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের করতে গিয়ে কি পরিমাণে সফল হন্‌। ফলেন পরিচীয়তের সেই ত সময়।"

"ব্যক্তির সম্পত্তিকে," মড্‌লিন বল্ল, "রাষ্ট্রের করতে আমাদের ত্বরা নেই। আমরা আপাততঃ সকল ব্যক্তির সম্পত্তি, সমান আয় প্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হব।"

"সম্পত্তির উপর", বাদল বল্ল, "যে মুহূর্ত্তে আপনি ব্যক্তির স্বত্ব স্বীকার করলেন সেই মুহূর্ত্তে আপনি এও স্বীকার করলেন যে ঐ স্বত্ব কার্য্যত সমান হতে পারে না।"

মড্‌লিন চুপ করে থাকল। তারপর বল্ল, "তাই কি?"

"দেখুন ভেবে। ব্যক্তির স্বত্ব যদি একবার মানেন তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে নৈসর্গিক ভেদ আছে তার ফলে একজনের সম্পত্তি